আল্লামাহ ইবনু উসাইমীনের যুগান্তকারী ব্যাখ্যায়

সালাসাতুল উসূল

তাখরীজ ও তাহকীক সহ

মূল:
আল ইমাম আল আল্লামাহ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ

আলোকধারা

সালাসাতুল উসূল
শারহু সালাসাতিল উসূল
তাহকীকাত

শারহু
সালাসাতিল উসূল

[তিনটি মূলনীতির ব্যাখ্যা]

মূল

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন

শ্রুত লিখন

শায়খ ফাহাদ বিন নাসির বিন ইবরাহীম আস-সুলাইমান

অনুবাদ

আবূ হাযম মুহাম্মাদ সাকিব চৌধুরী

আবূ নাবীহা নাজমুস সাকিব
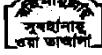
সম্পাদনা

আবূ হাযম মুহাম্মাদ সাকিব চৌধুরী

সালাসাতুল উসূল

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব [রাহিমাহুল্লাহ]

শারহু সালাসাতিল উসূল

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন [রাহিমাহুল্লাহ]

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

phone: 0247112762, 01711-646396, 01777985084, 01919-646396

web: www. tppbd.com / tawheedpublicationsbd.com

email: tawheedpp@gmail.com

আলোকধারা

পরিচালক: আবূ হাযম মুহাম্মাদ সাকিব চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ: মে ২০২১

প্রচ্ছদ ডিজাইনার: শামসুদ্দোহা শাফায়েত।

ISBN #: 978-984-8766-04-0

শুভেচ্ছামূল্য : 550 (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণ:

তাওহীদ প্রিন্টিং প্রেস, শিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা

THALATHATUL USOOL Author: Sheikh Muhammad bin Abdil Wahhab, SHARHU THALATHATIL USOOL Explanation: Sheikh Muhammad bin Saleh al Uthaimeen, Translation: Abu Hazm Muhammad Sakib Choudhury & Abu Nabeehah Nazmus Saquib, Takhreej: Abu Mubashshir Ahmadullah Saidpury, Tahqeeq and Editing: Abu Hazm Muhammad Sakib Choudhury, Publisher: Tawheed Publications, Price : 550 Taka / US $ 30 / UK £ 20 .

বাংলায় আরবী উচ্চারণ পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় আরবী হরফগুলো মাখরাজসহ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আরবীকে বাংলায় উচ্চারণ করতে গিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিকৃত করা হয়েছে, যা আরবী ভাষার জন্য অতিমাত্রায় দূষণীয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণ বিকৃতির কারণে অর্থগত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়।

আরবী হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ বিশুদ্ধভাবে করার প্রচেষ্টা নানাভাবে করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ২৮টি বর্ণমালার প্রতিবর্ণ এ পর্যন্ত কেউ-ই পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করেন নি। আলহামদুলিল্লাহ! সম্ভবত আমরাই সর্বপ্রথম ২৮টি বর্ণমালাকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলাম। একটু চেষ্টা ও খেয়াল করলেই স্বল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাও এ উচ্চারণ রীতিমালা আয়ত্ব করে মোটামুটি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

আইন অক্ষরের পরে ইয়া সাকিন হলে সেক্ষেত্র ঈ লিখা হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে ইয়া সাকিন হলে 'য়' ব্যবহৃত হবে। যেমন লায়স লَيْث। ওয়াও এর উচ্চারণ ব এর মতো হলে সেক্ষেত্রে উক্ত ব এর উপর বিন্দু অর্থাৎ ব় হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে হামযাহতে যের হলে সেক্ষেত্রে য়ি ব্যবহৃত হবে। আইন (ع) অক্ষরে সাকিন হলে সেক্ষেত্রে (') ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (أعمش) আ'মাশ। হামযাহ সাকিনের ক্ষেত্রে (') ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (مؤمن) মু'মিন। অনুরূপভাবে শেষাক্ষরে হামযাহ থাকলেও ওয়াকফের কারণে (') ব্যবহার করা হয়েছে। খাড়া যাবার বা মাদ্দে আসলির ক্ষেত্রে (া) এর উপরে খাড়া যাবার-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

তবে আমরা অত্র গ্রন্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বানান পদ্ধতি ব্যবহার করেছি পাঠকদের অভ্যস্থ হওয়ার জন্য। আশা করছি ধীরে ধীরে সুপ্রিয় পাঠক এটি আত্মস্থ করতে সক্ষম হবেন ইনশা আল্লাহ।

أَ إِ أُ	আ ই উ
بَ بِ بُ	বা বি বু
تَ تِ تُ	তা তি তু
ثَ ثِ ثُ	স্না স্নি স্নু
جَ جِ جُ	জা জি জু
حَ حِ حُ	হা হি হু
خَ خِ خُ	খা খি খু
دَ دِ دُ	দা দি দু
ذَ ذِ ذُ	যা যি যু
رَ رِ رُ	রা রি রু
زَ زِ زُ	যা যি যু
سَ سِ سُ	সা সি সু
شَ شِ شُ	শা শি শু
صَ صِ صُ	সা সি সু
عْ	‘

ضَ ضِ ضُ	যা যি যু
طَ طِ طُ	তা তি তু
ظَ ظِ ظُ	যা যি যু
عَ عِ عُ	আ ই উ
غَ غِ غُ	গা গি গু
فَ فِ فُ	ফা ফি ফু
قَ قِ قُ	কা কি কু
كَ كِ كُ	কা কি কু
لَ لِ لُ	লা লি লু
مَ مِ مُ	মা মি মু
نَ نِ نُ	না নি নু
وَ وِ وُ	ওয়া বি বু
هَ هِ هُ	হা হি হু
يَ يِ يُ	ইয়া ই য়ু
ءْ	’

প্রকাশকের পক্ষ থেকে দু' কলম

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। সলাত (দরুদ) ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি। অতঃপর:

এ গ্রন্থের মাধ্যমেই তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর নতুন সিরিজ গ্রন্থ প্রকাশের যাত্রা শুরু হলো। এ সিরিজের নামকরণ করা হয়েছে "আলোকধারা"।

বক্ষমান গ্রন্থটি সম্পর্কে অনুবাদকের কথাতেই পূর্ণ ধারণা পাঠকবৃন্দ পেয়ে যাবেন ইনশা আল্লাহ। এরূপ বিদগ্ধ বিদ্বানের গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। যদিও ইতিপূর্বে তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তথাপি এ গ্রন্থের সম্পাদক **আবু হাযম মুহাম্মাদ সাকিব চৌধুরী** হাফিযাহুল্লাহর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার পর অন্যমাত্রার উপলব্ধি অনুভূত হয়েছে। যিনি এ গ্রন্থটিকে পাঠক বরাবর প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাস্বরূপ অকৃপণভাবে তাঁর সময়, শ্রম ও মেধা বিলিয়ে দিয়েছেন। সর্বোপরি বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন ও মুহাদ্দিস শায়খ **ড. সুহাইব হাসান বিন আবদুল গাফফার হাসান** (পাকিস্তান) হাফিযাহুল্লাহ এ গ্রন্থের তাহকীকাত অংশটিকে দীর্ঘ সময় ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করে তার তাযকিয়া প্রদান করে গ্রন্থটির অলংকরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। গ্রন্থটির প্রুফ রিডিং ও প্রচ্ছদ ডিজাইনের দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে মাহিন আলম ও বিশিষ্ট ডিজাইনার শামসুদ্দোহা শাফায়েত। তজ্জন্য তাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। জাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।

তরুণ প্রজন্ম যে ধরনের অনুবাদ, সম্পাদনা, কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ কামনা করে, তার সবগুলোই এ গ্রন্থে পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। আশাকরি কাগজের মূল্যের ঊর্দ্ধগতি ও মানোন্নয়নে সামান্য কিছু মূল্যবৃদ্ধি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গৃহিত হবে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণপ্রমাদ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। পাঠকবৃন্দ আমাদের অবগত করলে তা কৃতজ্ঞচিত্তে প্রাধান্য পাবে ইন শা আল্লাহ।

পাঠক সমীপে এ গ্রন্থের সামষ্টিক মূল্যায়ন আমাদের অবহিত করলে তা ভবিষ্যৎ পাথেয় হিসেবে পরিগণিত হবে ইন শা আল্লাহ।

পরিশেষে এ গ্রন্থের প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ও তাদের জন্য আল্লাহর সমীপে উত্তম জাযা কামনা করছি।

বিনীত

মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ

পরিচালক, তাওহীদ পাবলিকেশন্স

অনুবাদকের নিবেদন

যাবতীয় প্রশংসা সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। সলাত (দরূদ) ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি। অতঃপর:

মুসলিম নর-নারী মাত্রই অত্যাবশ্যক কর্তব্য তার মহান রব্ব আল্লাহ্, তার দ্বীন ইসলাম এবং তার নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। কোন ব্যক্তি যত বড়ই জ্ঞানী হোক না কেন, ইসলামের এই তিনটি মৌলিক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে এবং তদানুযায়ী আমল না করলে দুনিয়াবী জীবনে সে যেমন পথভ্রষ্ট হবে, তেমনি পরকালীন জীবনের প্রতিটি স্তরে সে লাঞ্ছিত-অপদস্ত হবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব তাকে গ্রাস করবে।

'স্বালাস্বাতুল উস্বূল' বা 'তিনটি মূলনীতি' কিতাবটি অষ্টাদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব [রহিমাহুল্লাহ] এর অনবদ্য একটি রচনা। মূল বইটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর প্রতিটি কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অত্যন্ত ব্যাপক। অনেক আলিমে দ্বীন এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে সুঊদী আরবের প্রখ্যাত আলিম এবং জগদ্বিখ্যাত ফাকীহ শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উস্বাইমীন [রহিমাহুল্লাহ]-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থটি সর্বাধিক সমাদৃত। যে কোন মুসলিমের জন্য এটি অত্যাবশ্যক পাঠ্য।

বহুদিন যাবত পাঠক সমাজে এই গ্রন্থটির একটি সহজপাঠ্য ও সাবলীল অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অবশেষে তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর আলোকধারার পরিচালক উসতায আবূ হাযম মুহাম্মাদ স্বাকিব চৌধুরী হাফিযাহুল্লাহ এর উৎসাহে অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করি। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

অত্র গ্রন্থের কুরআনের অনুবাদগুলো অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক এর "তাফসীর তাইসীরুল কুরআন" থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুবাদ করার পর এটির সম্পাদনা ও তাহকীকের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী উসতায আবূ হাযম মুহাম্মাদ স্বাকিব চৌধুরী হাফিযাহুল্লাহ।

বইটির লেখক, ভাষ্যকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং পরকালে একে জান্নাত লাভের পাথেয় স্বরূপ করুন। আমীন!

আবূ নাবীহা নাজমুস সাকিব

সম্পাদকের কলম থেকে

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। রিযক দিয়েছেন। এ বিস্ময়কর পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমাদের জানিয়েছেন কিভাবে এ ধরাধামে থাকাকালীন সময়ে কেবল তাঁরই ইবাদাত করতে হবে। শুকরিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি। তাঁর দেওয়া অন্তর দিয়ে তার করুণাতেই আমরা হিদায়াতের বাণী বুঝতে সক্ষম হয়েছি। সালাত ও সালাম তাঁর প্রেরিত নবীর প্রতি। তাঁর নির্দেশিত পথেই আমরা সঠিক দিশা পেয়েছি।

আকীদাহ-মানহাজ তথা ইসলামের মূল বিশ্বাস নিয়ে অনেকেই যথেষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। বিশেষ করে ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারীদের ষড়যন্ত্রে যুগ যুগ ধরেই ভ্রান্তবাদীরা অপঃতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও তত্ত্ব সন্ত্রাসের আগ্রাসনে সঠিক ইসলামের পরিচালিত হতে চাওয়া ভাইবোনেরা দ্বিগভ্রান্ত হয়ে মূল পথ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছেন।

আরবভূখণ্ডে ইসলামের মূল ধারা তথা আহলে হাদীস্ব ধারার বইপত্র থেকে শুরু করে নানাপ্রকার ইসলামিক লেকচার সহজলভ্য হলেও নব্বইয়ের দশক অবধি বাংলা ভাষায় এগুলো ছিল অকল্পনীয় প্রত্যাশা। সূফীবাদ ও বিদআত অধ্যুষিত লোকেদের আধিক্যে ঢাকা ও উত্তরবঙ্গেই মূলত: স্বল্প সংখ্যক কিছু আহলে হাদীসের বই পাওয়া যেত মাত্র। তথাপি প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সালাফদের বিখ্যাতগ্রন্থগুলো ছিলইনা বলতে গেলে।

তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর ব্যবস্থাপনায় আলোকধারা'র ঝুলিতে এখন থেকে এই ধরণের বইগুলো একে একে অনূদিত হয়ে যুক্ত হতে থাকবে ইন শা আল্লাহ। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাওহীদ পাবলিকেশন্সের এই অনবদ্য অভিযাত্রার সাথে যুক্ত হতে পেরে আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

এছাড়া হাদীসে এসেছে:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[1]

---

[1] আবূ দাউদ ৪৮১১, আল আলবানী এই হাদীস্বটিকে সাহীহ বলেছেন। এছাড়া যুবাইর আলীও তাঁর সাথে সহমত পোষণ করেছেন।

তাই এই মহতী উদ্যোগের পেছনে যাদের অবদান তাদের মধ্যে তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর ওয়ালীউল্লাহ ভাই ও তরুণ অনুবাদক নাজমুস সাকিবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এটিকে পাঠক সমাজে করকমলে তুলে দেয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

স্বালাস্বাতুল উস্বূল তাওহীদের আলোকবর্তিকা শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদিল ওয়াহহাবের একটি অনবদ্য গ্রন্থ। আরবের সকল প্রাথমিকস্তরের তালেবুল ইলমদের জন্য এই গ্রন্থটি অপরিহার্য পাঠ্য হিসেবে সমাদৃত। আরবের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এ গ্রন্থটিকে মুখস্থ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। বক্ষমান গ্রন্থটি মূলত: সেই অসাধারণ গ্রন্থের শারহ তথা ব্যাখ্যা। বিখ্যাত আলেম শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উস্বাইমীন [রহিমাহুল্লাহু তাআলা] এটির রচয়িতা।

গ্রন্থটির সম্পাদনা করার দুরুহ দায়িত্বটি আমার উপর ন্যস্ত হয়। অনুবাদক নাজমুস সাকিবকে আমরা শুরু থেকেই অনুরোধ করে রেখেছিলাম যেন বাংলাদেশের স্কুল কলেজের তরুণ-তরুণীরা অনুবাদকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। পাশাপাশি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ভাই বোনেরাও এর থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ফায়দাহ গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া নবীণ আরবী ভাষা শিক্ষার্থীরাও এই গ্রন্থটির মূল অনুবাদকে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে ইনশা আল্লাহ। কেননা, প্রতিটি শব্দকেই ধরে ধরে সরলভাবে ভাষান্তর করা হয়েছে।

শুধু তাই নয় সাধারণ পাঠকবৃন্দের নিকট ব্যাখ্যাকারের ব্যাখাটিকে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে পুরোটা বই জুড়ে শিরোনাম সংযোজন করা হয়েছে। আশা করছি এই শিরোনামগুলো বইটিকে সুখপাঠ্য করে তুলবে ইনশা আল্লাহ।

এ বইটির অনুবাদক নাজমুস সাকিব ইংল্যান্ডের বার্মিংহামস্থ প্রকাশনী 'আল হিদায়াহ' কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৯৭ ঈসায়ী) আবূ তালহাহ দাউদ ইবন রোনাল্ড বারব্যাংক রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক অনূদিত "Explanation of the Three Fundamental Principles" থেকে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু একই সাথে তিনি আরবী মূল বই থেকে তাঁর সাধ্যানুযায়ী মিলিয়ে দেখেছেন।

আমার কাছে এ বইটির অনুবাদের পাণ্ডুলিপি আসার পর আমি মূল আরবী থেকে প্রতিটি লাইন চেক করেছি। একই সাথে বাংলা ও ইংরেজি তর্জমাতে ইসতিলাহী ও অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ ছুটে যাওয়া লাইনসমূহ যোগ করে দিয়েছি। এরপর শ্রদ্ধেয় ওয়ালীউল্লাহ ভাইকে দেখিয়েছি। বহু বিনিদ্র রজনী তাঁর সাথে বসে আরবী থেকে প্রতিটি লাইন পড়ে অনুবাদ করে শুনিয়েছি ও শায়খ ইবনু উস্বাইমীনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছি। ওয়ালীউল্লাহ ভাই বেশ কিছু স্থানে বাংলার

বাক্য গঠন পরিবর্তন করে বইটি সাধারণ পাঠকদের জন্য উপযুক্ত সাবলীল বাংলায় রূপান্তরে অবদান রেখেছেন। আল্লাহ উভয়কে উত্তম জাযা দান করুন।

পাঠক বিবেচনায় আমরা পাদটীকা সংযোজনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করত সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া মূল হাদীস্বের শুধুমাত্র তথ্যসূত্রই উল্লেখ করেছি। আর গ্রন্থটির হাদীসসমূহের তাখরীজ এর দায়িত্বটি পালন করেছেন উসতায আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী, আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে উত্তম জাযা দিন।

এই গ্রন্থের বাছাইকৃত কিছু হাদীস্বের তাহকীকের দায়িত্বও এই মিসকিনের হাতে এসেছিলো। হাদীস যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মূলত: যেসব হাদীসে শায়খ আল আলবানীর একেবারেই কাজ নেই বা বিস্তারিত বর্ণনা নেই অথবা যেসব ক্ষেত্রে আল আলবানীর তাহকীকের সাথে যুবাইর আলী যাঈ দ্বিমত পোষণ করেছেন শুধু সেগুলোকেই উপযুক্ত মনে করেছি। যেসব হাদীস্বে উক্ত মুহাদ্দিসদ্বয় দ্বিমত করেননি, সে সকল হাদীসকে আমরা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যের কারণে পূনর্নিরিক্ষণ করিনি। আমার ধারণা গত শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফাকীহ শায়খ আল আল্লামাহ নাসিরুদ্দিন আল আলবানীর নিজের তাহকীকেই এই বইয়ের টার্গেট পাঠকশ্রেণী হয়তো সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু প্রকাশক মুহতারাম ওয়ালীউল্লাহ ভাইয়ের অনুরোধে আমি উপরোক্ত বাছাইকৃত হাদীস্বের দিকে মন দিয়েছি।

হাদীসগুলোর আরবীভাষায় তাহ্কীক সম্পাদন করার পর এটি আমার উসতায ইউরোপে অবস্থানরত বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ আলেমদের অন্যতম আলেম ও মুহাদ্দিস্ব শায়খ ড. সুহাইব হাসান বিন আবদুল গাফফার হাসান হাফিযাহুল্লাহ (পাকিস্তান)-এর সমীপে উপস্থাপন করি। তিনি ৮৫ পৃষ্ঠার পূর্ণ তাহকীকটি ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ সময় নিয়ে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ পর্যালোচনা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকবার মত বিনিময়ও করেন। যদিও আমার তাহকীকের মধ্য হতে দু একটি বিষয়ে তিনি ভিন্নমত প্রকাশ করেন, তথাপি তিনি গবেষকভেদে সিদ্ধান্তের পার্থক্যকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে তা মেনে নেন। পরিশেষে এহেন দুরূহ কাজের ব্যাপারে তাঁর মূল্যবান অভিমত স্বরূপ স্বহস্তে লিখিত একটি তাযকিয়াহ প্রদান করেন, যেটি অত্র বইয়ে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সেই আরবী ভাষার তাহকীকের বাংলা অনুবাদও নিজেই সম্পন্ন করে এ অনূদিত গ্রন্থেই যুক্ত করে দিয়েছি।

মনে রাখতে হবে, আমিও ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নির্ভুল তাহকীক করার। কোন হাদীস বিশারদ প্রতিষ্ঠিত আলেমের দৃষ্টিতে কোন প্রকার বিভ্রাট লক্ষ করে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করলে তা, সেক্ষেত্রে প্রকাশক বরাবর জানিয়ে দিলে তা কৃতজ্ঞতাসহ গ্রহণ করা হবে। আর তা পর্যালোচনা সাপেক্ষে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হবে, ইনশা আল্লাহ্।

সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার আশংকায় তাহকীকাতের অংশটি বইয়ের শেষাংশে সংযোজন করা হয়েছে।

তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিতব্য গ্রন্থগুলোতে আমরা গবেষণার ক্ষেত্রকে উম্মুক্ত দেখতে চাই। হাদীস তথা ওয়াহীভিত্তিক জ্ঞানার্জনের দিকে আমাদের ভাই বোনদেরকে উৎসাহ দিতে চাই, ইনশা আল্লাহ।

সুহৃদ পাঠক পাঠিকা!

মনে রাখবেন এ মহান জ্ঞানার্জনের রাস্তা সকল প্রকার তাকলীদ, মাযহাবী ও বিদআতি পন্থা বাদ দিয়ে কেবল ওয়াহীর দেখানো পথে চলাই আমাদের মানহাজ। এটিই আল্লাহ্র নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), প্রথম তিন যুগের ও তৎপরবর্তী সকল সত্যপন্থী সালাফগণের শিক্ষা। এটাই আহলে হাদীস তথা সালাফিয়্যাতের মূলনীতি। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ

তাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হওয়ার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হওয়ার পর জীবিত থাকে। (সুরাহ আনফাল ৪২)

সুতরাং সত্য মিথ্যা, হক ও বাতিল সব ওয়াহী দিয়েই নির্ধারিত হোক। ওয়াহ্য়ীর আলোকচ্ছটায় দূরীভূত হোক সকল সংশয়। উদ্ভাসিত হোক তাওহীদপন্থীদের সত্যবাণী। ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক।

আবু হাযম মুহাম্মাদ সাকিব চৌধুরী

২৮শে সাফার, ১৪৪২ হিজরী, পূর্ব লন্ডন, যুক্তরাজ্য

বইটির তাহকীক সম্পর্কে
শায়খ ড. সুহাইব হাসান বিন আবদুল গাফফার হাসান হাফিযাহুল্লাহ এর সুচিন্তিত অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

Dr. Suhaib Hasan

- Chairman, Al-Quran Society, London (1978)
- Secretary General, Islamic Sharia Council UK (1982)
- Founder, Masjid Al-Tawhid London-UK (1984)
- Founder Trustee, Muslim Aid (1985)

الدكتور/ صهيب حسن عبدالغفار

- رئيس جمعية القرآن (لندن) (1978م)
- الأمين العام لمجلس الشريعة الإسلامية (بريطانيا) (1982م)
- مؤسس مسجد التوحيد لندن - بريطانيا (1984م)
- عضو تأسيسي للعون الإسلامي (1985م)

تقديم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد/
فإن علوم الحديث بصفة عامة وعلوم الجرح والتعديل وتخريج الروايات خاصة
من أصعب أنواع العلم حيث يحتاج إلى الاطلاع على جميع الأسانيد لرواية من
الروايات ثم معرفة أحوال الرواة وأقوال العلماء والمحدثين فيهم بالإضافة
إلى التمييز بين صحيحها وسقيمها، وبين قويها وضعيفها ثم الحكم على الحديث
بالصحة أو الضعف في ضوء ما خفي وظهر من أحوال الرواة.
وهنالك قليل من طلبة العلم من يهتم بهذا العلم ويجعله شغله
الشاغل ومن هؤلاء القلة الأفذاذ صاحبنا أبو حزم ثاقب شودري نزيل
لندن من مواطني بريطانيا، تعرفت عليه عندما كان يحضر دروسي في التفسير
والحديث فرأيت فيه إقبالاً على الدرس وحرصاً على تلقي السنة والعمل بها واجتهاداً
في ملازمة حلقات العلم والعلماء ثم عرفت أنه مولع بعلم الجرح والتعديل
وتخريج الأحاديث بحيث إذا اشتغل برواية فلا يترك شاردة ولا واردة
إلا أحصاها ولا يتابع راوياً إلا عرف مدخله ومخرجه فلا ينفلت من نظره
تعليل خفي ولا تدليس مدلس ولا إرسال مرسل، فإذا حكم على حديث
حكم على علم وروية لا عن قراءة سطحية أو عجالة غير مرضية،
وهو عندما يقبل على إصدار ترجمة كتاب "الأصول الثلاثة"
بلغة الأم، اللغة البنغالية، أتوسم فيه الخير فيما يأتي ويذر

3 Claude Road, Leyton, London E10 6NG. U.K. Ph: 0203 44 12479, E-mail: dr.suhaib.hasan@gmail.com

من العبارات والتعبيرات، كما أدعو له بالنجاح والتوفيق فيما
جادت به قريحته وسطرته أقلامه وأرجو أن يكون مصيبا
فيما يراه ويصدره، موفقا فيما أراده وأرتضاه، وأن يكون عمله
هذا خالصا لمرضاته سبحانه وتعالى وذخرا له يوم لا ينفع
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم،
والله هو الموفق والمعين،

كتبه المفتقر إلى رحمة ربه

تحريرا بمدينة لندن (بريطانيا)
في ٩ من شهر جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ
الموافق ٢٤ من شهر ديسمبر ٢٠٢٠ م

সূচীপত্র

CamScanner

তাহকীকাত

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব [রাহিমাহুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা]-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয়

তিনি হলেন 'বানূ-তামীম' গোত্রের শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন সুলাইমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন রশিদ বিন বুরাইদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুশরিফ বিন উমার।

জন্ম

যুগশ্রেষ্ঠ এই আলিমে দ্বীন ১১১৫ হিজরীতে (১৭০৩ সালে) উয়াইনাহ শহরের একটি শিক্ষিত, সমভ্রান্ত ও দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা যেমন ছিলেন তাঁর যামানায় নাজ্দ এর প্রখ্যাত একজন আলিম, তেমনি তাঁর পিতাও ছিলেন একজন বড় মাপের আলিমে দ্বীন।

শিক্ষা-দীক্ষা

বয়স দশের কোঠায় পৌঁছার পূর্বেই তিনি কুরআন মাজীদ হিফ্য সম্পন্ন করেন। তিনি ফিক্হ বিষয়েও পড়াশোনা করেন এবং তাতে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর প্রচন্ড স্মরণশক্তি দেখে তাঁর পিতাও আশ্চর্য হয়ে যেতেন। তাফসীর এবং হাদীস্ব বিষয়ক কিতাবাদি তিনি খুব বেশি করে পড়তেন। জ্ঞানার্জনে তিনি দিন-রাত মেহনত করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন কিতাবের জ্ঞানগর্ভ মতন (মূল অংশ) তিনি মুখস্থ করে নিতেন।

জ্ঞানার্জনের জন্য শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহ্হাব [রাহিমাহুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা] নাজ্দ ও পবিত্র মক্কা নগরের বিভিন্ন এলাকা সফর করেছেন এবং সেখানকার আলিমদের নিকট পড়াশোনা করেছেন। অতঃপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারা চলে যান এবং সেখানকার আলিমদের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। সেখানে তিনি যে সকল সুপ্রসিদ্ধ আলিমের নিকট পড়াশোনা করেছেন

তাদের মাঝে রয়েছেন আল্লামা শায়খ আব্দুল্লাহ্ বিন ইবরাহীম আশ-শাম্মারী এবং এমনিভাবে তাঁর পুত্র ইলমুল ফারায়েয (উত্তরাধিকার আইন) বিশেষজ্ঞ 'আলফিয়াতুল ফারায়েয' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-আযবুল ফারায়েয' গ্রন্থের প্রণেতা শায়খ ইবরাহীম আশ-শাম্মারী। তাঁরা উভয়েই তাঁকে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং এর ফলে তিনি তাঁর নিকট থেকে 'ইলমুল হাদীস্ব' ও 'ইলমুর রিজাল' বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। শায়খ হায়াত সিন্ধী তাঁকে হাদীস্বের মূল কিতাবসমূহ শিক্ষাদানের অনুমতি প্রদান করেন।

মহান আল্লাহ্ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব কে অসাধারণ বোধশক্তি ও মেধা দান করেছিলেন। তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও সংকলনের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। পঠন ও গবেষণার সময় জ্ঞানগর্ভ কথা-বার্তা ও টীকা যা পেতেন যেগুলো তাঁর মনে গেঁথে যেতো, সেগুলো তিনি ভুলতেন না।

লেখালেখিতে তিনি ক্লান্তিবোধ করতেন না। ইবনু তাইমিয়াহ এবং ইবনুল কাইয়্যিম এর সংকলন থেকে তিনি অনেক কিতাব নিজ হাতে লিখেছেন। তাঁর নিজ হাতে লেখা অসংখ্য মূল্যবান পাণ্ডুলিপি এখনও বিভিন্ন জাদুঘরে বিদ্যমান।

১১৫৩ হিজরীতে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর পরই তিনি সালাফী দাওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র তাওহীদ এবং মন্দ কাজকে বর্জনের দিকে আহ্বান জানাতে শুরু করেন এবং কবর বা মাযার কেন্দ্রিক বিদআতীদেরকে প্রতিরোধ করতে শুরু করেন। এসব কাজে সাউদ পরিবারের শাসকবৃন্দ তাঁকে সাহায্য করেন এবং তাঁর প্রতি সমর্থন জানান। এতে করে সত্যের পথে দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে এবং তাঁর অবস্থানও সুদৃঢ় হয়।

রচনা ও সংকলন

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহ্‌হাব [রহিমাহুল্লাহ] এর অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য কিতাব রয়েছে। নিম্নে আমরা কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি:

১. কিতাবুত তাওহীদ
২. কাশফুশ শুবহাত
৩. আল-কাবায়ের
৪. স্বালাস্বাতুল উস্বূল
৫. মুখতাসারুল ইনসাফি ওয়াশ শারহিল কাবীর
৬. মুখতাসারু যাদিল মা'আদ

এগুলো ছাড়াও তাঁর ফাতাওয়া ও প্রবন্ধ সম্বলিত অনেক পুস্তিকা রয়েছে, যেগুলো 'মাজমূআতু মুআল্লাফাতিল ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহহাব' নামে ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত ও একত্রিত করা হয়েছে।

পরলোক গমন

যুগশ্রেষ্ঠ এই ইমাম ১২০৬ হিজরীতে (১৭৯২ সালে) মৃত্যুবরণ করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন এবং ইসলাম ও মুসলিমদের যে খিদমাত তিনি করে গেছেন সেজন্য আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও দুআ' কবুলকারী। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। মহান আল্লাহ্ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

ফাহাদ বিন নাসির বিন ইবরাহীম আস-সুলাইমান

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উস্বাইমীন [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয়

আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন মুহাম্মাদ বিন উস্বাইমীন আল-উহাইবী আত-তামীমী।

জন্ম

২৭ রমাদান, ১৩৪৭ হিজরীতে (২৯ মার্চ, ১৯২৯ সালে) তিনি উনাইযাহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

তিনি তাঁর নানা আব্দুর রহমান বিন সুলাইমান আলে-দামিগ [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] এর নিকট কুরআন মাজীদ পড়তে শিখেন এবং হিফ্য সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি হস্তলিপি, গণিত এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করেন। তখনকার সময়ের প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] ছোট ছোট ছাত্রদের পড়ানোর জন্য দু'জন শিক্ষার্থীকে সবসময় তাঁর কাছে রেখে দিয়েছিলেন। তাদের একজনের নাম ছিল শায়খ আলী আস-সালিহী [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] আর অপরজনের নাম ছিল শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-মুতাউওয়া [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা]। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল আযীয আল-মুতাউওয়ার নিকট তিনি শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী লিখিত আকীদাহ্ বিষয়ক পুস্তিকা 'মুখতাসারুল আকীদাহ্ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ্' এবং ফিক্হ বিষয়ক পুস্তক 'মিনহাজুস সালিকীন' পাঠ করেন। এছাড়া তিনি শায়খ মুহাম্মাদ আল-মুতাউওয়া এর নিকট আরবী ব্যাকরণ বিষয়ক পুস্তক 'আল-আজরুমিয়্যাহ' এবং 'আল-আলফিয়্যাহ' পাঠ করেন। শায়খ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন আওদান এর নিকট তিনি ফারায়েয (উত্তরাধিকার আইন) এবং ফিক্হ (ইসলামী ব্যবহারিক জ্ঞান) বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী কে তাঁর প্রথম শিক্ষক বলে গণ্য করা হয়। কারণ তিনি দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্যে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর নিকট তিনি তাওহীদ, তাফসীর, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, ফারায়েয, মুসতালাহুল হাদীস্ব এবং নাহু ও সরফ শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষক শায়খ আব্দুর রহমান

আস-সা'দী এর নিকট তাঁর মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উস্নাইমীন এর পিতা কর্মজীবনে যখন উনাইযাহ শহর থেকে রিয়াদে স্থানান্তরিত হলেন, তখন তিনি তার পুত্রকে তার সাথে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। এরই প্রেক্ষিতে শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রাহ) তাকে লিখে পাঠান, 'এটা সম্ভব নয়। আমরা চাই মুহাম্মাদ এখানে থাকুক, যাতে সে উপকৃত হতে পারে'।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উস্নাইমীন তাঁর শিক্ষক আব্দুর রহমান আস-সা'দী সম্পর্কে বলেছেন, 'শিক্ষাদান পদ্ধতি, যে কোন জ্ঞানগর্ভ বিষয় উপস্থাপন এবং উপমা-অলঙ্কার দিয়ে তা ছাত্রদের নিকট সহজবোধ্য করে দেওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আমি তাঁর দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছি। এমনিভাবে চারিত্রিক দিক থেকেও আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। কেননা তাঁর মাঝে ছিল উন্নত চরিত্রের এক বিরাট সমাহার। তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এবং অত্যন্ত আল্লাহ্‌ভীরু ও ইবাদাত গুজার। ছোটদের সাথে তিনি মজা করতেন এবং বড়দের নিকট তিনি হাসিমুখে থাকতেন। আমি যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী'।

তিনি সম্মানিত শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায এর নিকটও পড়াশোনা করেছেন। তাই শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায কে তাঁর শিক্ষাজীবনের দ্বিতীয় শিক্ষক বলে গণ্য করা হয়। সাহীহ বুখারী, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ এর কয়েকটি রিসালা এবং ফিক্‌হের কয়েকটি কিতাব প্রথমে তিনি শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায এর নিকট পড়া শুরু করেন। তিনি বলেন, 'হাদীস্নের যথাযথ মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদানের ব্যাপারে আমি শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। এমনিভাবে তাঁর আখলাক এবং মানুষের জন্য তিনি নিজেকে যেভাবে উজাড় করে দিতেন তা আমাকে প্রভাবিত করেছে'।

১৩৭১ হিজরী সালে তিনি জামে' মসজিদে শিক্ষাদানে ব্রতী হন। অতঃপর ১৩৭২ হিজরীতে রিয়াদে শিক্ষা ইনস্টিটিউট খোলা হলে তিনি সেখানে ভর্তি হন। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'শায়খ আলী আস-সলিহী এর পরামর্শে এবং শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী এর অনুমতি নিয়ে আমি

মা'হাদে ইলমী এর দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হই। সেসময় এই ইনস্টিটিউটের দু'টি বিভাগ ছিল। একটি বিশেষ বিভাগ, অন্যটি সাধারণ বিভাগ। আমি ভর্তি হই বিশেষ বিভাগে। সে সময় শিক্ষা ইনস্টিটিউটের নিয়ম ছিল এই যে, কেউ চাইলে ছুটিকালীন সময়ে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের পাঠক্রম সম্পন্ন করতে পারতো এবং পরবর্তী বর্ষের শুরুতেই তার পরীক্ষা নেওয়া হতো। তাতে কৃতকার্য হলে সে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে উন্নীত হতে পারতো। আর এভাবে আমি কম সময়ে আমার কোর্স সম্পন্ন করি'।

কর্মজীবন

দুই বছর শিক্ষার্জনের পর তিনি উনাইযাহ শহরের একটি শিক্ষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি শরীয়াহ কলেজে পড়াশোনা করেন এবং আব্দুর রহমান আস-সা'দী এর নিকট ইলম অর্জনের কাজ চালিয়ে যান।

শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী এর মৃত্যুর পর তিনি উনাইযাহ শহরের প্রধান মসজিদে ইমামতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ইমামতির মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি উনাইযাহ জাতীয় গ্রন্থাগারে এবং শিক্ষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতার কাজ চালিয়ে যান। অতঃপর তিনি মুহাম্মাদ বিন সাঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কাসীম শাখার 'কুল্লিয়্যাতুশ শারীআহ' এবং 'কুল্লিয়্যাতু উসূলিদ দ্বীন' এই দু'টিতেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হয়ে সেখানে চলে যান এবং এই বইটি লেখা পর্যন্ত তিনি উল্লিখিত দুইটি কলেজে শিক্ষকতা করছেন। একই সময়ে তিনি সুউদী সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। মহান আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান এবং বিশ্বব্যাপী দ্বীনী দাওয়াতের কাজে নিবেদিত দাঈগণকে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] এর রয়েছে এক অসামান্য অবদান। এসব ক্ষেত্রে রয়েছে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সম্মানিত শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] কে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রথমে অনুরোধ এবং পরে খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করেছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-

উস্বাইমীন [রহিমাহুল্লাহ] কে আল-আহসা শহরের শরীয়াহ আদালতের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রীয় ফরমানও জারি করেছিলেন। কিন্তু শায়খ মুহাম্মাদ [রহিমাহুল্লাহ] তাঁকে এই দায়িত্ব অর্পণ না করার জন্য এবং এতে তাঁকে না জড়ানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ জানান। অনেক অনুরোধ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের পর শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম [রহিমাহুল্লাহ] তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করেন এবং বিচারকের পদের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দেন।

রচনা ও সংকলন

তাঁর রচিত কিতাব ও পুস্তিকার সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে রয়েছে:

১. শারহুল আকীদাহ্ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ
২. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম
৩. আল-উসূল মিন ইলমিল উসূল
৪. শারহুল আরবাঈন আন-নাবুবিয়্যাহ
৫. আল-কাওয়াইদুল মুসলা
৬. শারহু স্বালাস্বাতিল উসূল
৭. আশ-শারহুল মুমতি' ইত্যাদি।

এছাড়াও রয়েছে তাঁর অসংখ্য ক্যাসেট ও ছোট ছোট পুস্তিকা। বর্তমানে তাঁর ইলমী খিদমাত http://binothaimeen.net/ ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়।

পরলোক গমন

বিশ্ববরেণ্য এ আলিম দীর্ঘদিন ইসলামের খিদমাত করার পর ১৪২১ হিজরী সালের ১৫ শাওওয়াল (১১ জানুয়ারী, ২০০১ সালে) মাগরিবের সলাতের সামান্য পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে সুউদী আরবের বাদশাহ সহ রাজ পরিবারের সকল সদস্য, দেশের সকল আলিম এবং সর্বস্তরের জনগণ শোকাহত হন। বিশ্ব অনুভব করে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

মহান আল্লাহ্‌র নিকট দুআ' করি, তিনি যেন শাইখের সমস্ত খিদমাত কবুল করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন। আমীন!

CamScanner

সালাসাতুল উসূল

[তিনটি মূলনীতি]

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে, যিনি আর-রহমান এবং আর-রহীম।

اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ الأُولَى: الْعِلْمُ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِيْنِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ

জেনে রাখুন! আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন, আমাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে চারটি বিষয়ের জ্ঞানার্জন।

প্রথমত: ইলম্ (জ্ঞান), আর তা হলো মহান আল্লাহ্, তাঁর নাবী এবং দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে দালীলভিত্তিক জ্ঞানার্জন।

الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ بِهِ، الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ، الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَذَى فِيْهِ

দ্বিতীয়ত: এই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা।

তৃতীয়ত: এর প্রতি মানুষকে আহ্বান করা।

চতুর্থত: এতে দুঃখ-যাতনায় ধৈর্যধারণ করা।

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

আর দলীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

"কালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে। কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।"[2]

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّوْرَةَ لَكَفَتْهُمْ

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بَابٌ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

---

[2] সূরা আল-আস্‌র ১০৩ : ১-৩

ইমাম শাফেঈ [রহিমাহুল্লাহ] বলেছেন: যদি মহান আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি কেবল এই সূরা ব্যতীত আর অন্য কোন দালীল নাযিল না করতেন তবে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।

ইমাম বুখারী [রহিমাহুল্লাহ] বলেছেন: 'অধ্যায়: কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান'।

আর দালীল আল্লাহ তাআলার বাণী: "কাজেই জেনে রেখ, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ভুলত্রুটির জন্য।"[3]

সুতরাং আল্লাহ্ কথা ও কাজের পূর্বে ইল্‌মের উল্লেখ করে শুরু করেছেন।

اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلُّمُ الثَّلَاثِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَالْعَمَلُ بِهِنَّ

الأُوْلَى: أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا، بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا

জেনে রাখুন! আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর নিম্নলিখিত ৩টি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং তদানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। প্রথমটি: মহান আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের রিয্‌ক দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকে অনর্থক ছেড়ে দেননি; বরং তিনি আমাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছেন।

فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾

অতএব কেউ তাঁর আনুগত্য করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাঁর অবাধ্য হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর দলীল আল্লাহ্‌র বাণী:

"আমি তোমাদের কাছে তেমনিভাবে একজন রসূলকে তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যদাতা হিসেবে পাঠিয়েছি (যিনি কিয়ামাতে সাক্ষ্য দিবেন যে, দ্বীনের দাওয়াত তিনি যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন) যেমনভাবে আমি ফেরআউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম একজন রসূলকে। তখন ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল। ফলে আমি তাকে শক্ত ধরায় ধরলাম।"[4]

---

[3] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৯

[4] সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল ৭৩ : ১৫-১৬

الثَّانِيَةُ: : أَنَّ اللهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

দ্বিতীয়টি: আল্লাহ্ তাঁর ইবাদাতে কাউকে তাঁর সাথে শরীক করা আদৌ পছন্দ করেন না। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ কোন ফেরেশতা কিংবা তাঁর প্রেরিত কোন নাবীকেও না।

আর দলীল আল্লাহ্‌র বাণী:

"মাসজিদগুলো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য আর কাউকে ডেকো না।"[5]

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُوْلَ وَوَحَّدَ اللهَ لَا يَجُوْزُ لَهُ مَوَالَاةُ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيْبٍ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

তৃতীয়টি:, যে রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্‌কে একক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করে, তার জন্য জায়েয নয় আল্লাহ্ ও রাসূল (ﷺ) এর বিরোধিতাকারীদের কারো সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করা। যদিও সে তার নিকটাত্মীয় হয়।

আর দলীল আল্লাহ্‌র বাণী:

"আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবে না যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালবাসে- হোক না এই বিরোধীরা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী। আল্লাহ্ এদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল

---

[5] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ১৮

করে দিয়েছেন, আর নিজের পক্ষ থেকে রূহ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদেরকে তিনি দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী-নালা, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লা~হ্র দল; জেনে রেখ, আল্লাহ্র দলই সাফল্যমন্ডিত।"[৬]

وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيْعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ** وَمَعْنَى يَعْبُدُوْنَ: يُوَحِّدُوْنَ

এর দ্বারাই আল্লাহ্ সমগ্র মানবজাতিকে আদেশ করেছেন এবং এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

যেমন আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

"আমি জিন্ন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ইবা'দাত করবে।"[7]

এখানে 'একমাত্র আমারই ইবা'দাতের উদ্দেশ্যে' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র তাওহীদ (একত্ব) প্রতিষ্ঠা করা।

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ: التَّوْحِيْدُ، وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ

আর আল্লাহ্র আদেশকৃত বিষয়াবলীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো: তাওহীদ, আর তা হলো, ইবা'দাতে আল্লাহ্কে একক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করা।

وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ: الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: **وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا**

আর যা নিষেধ করেছেন তন্মধ্যে বড় হলো শির্ক। আর তা হলো, তাঁর সাথে অন্য কাউকে ডাকা।

আর দলীল আল্লাহ্র বাণী: "তোমরা আল্লাহ্র ইবা'দাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না।"[8]

---

[6] সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮ : ২২
[7] সূরা আয্-যারিয়াত ৫১ : ৫৬
[8] সূরা আন-নিসা' ৪ : ৩৬

الأَصْلُ الأَوَّلُ

فَإِذَا قِيْلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ رَبِّـيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِيْ وَرَبَّى جَمِيْعَ الْعَالَمِيْنَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُوْدِيْ لَيْسَ لِيْ مَعْبُوْدٌ سِوَاهُ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

প্রথম মূলনীতি:

সুতরাং যদি আপনাকে বলা হয়, আপনার রব্ব কে? তখন বলুন, আমার রব্ব আল্লাহ্। যিনি আমাকে এবং সমগ্র জগতসমূহকে তাঁর নিয়ামত দিয়ে প্রতিপালন করেছেন। তিনিই আমার মা'বূদ। তিনি ব্যতীত আমার আর কোন মা'বূদ নেই।

আর দলীল আল্লাহ্‌র বাণী: "যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য।'।[9]

وَكُلُّ مَا سِوَى اللهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ

فَإِذَا قِيْلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوْقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوْقَاتِهِ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُوْنَ السَّبْعُ وَمَا فِيْهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

আল্লাহ্ ব্যতীত যা আছে সব কিছুই সৃষ্ট। আর আমিও এই সৃষ্টের একজন। অতএব যদি আপনাকে বলা হয়, কি দিয়ে আপনি আপনার প্রতিপালককে চিনলেন? তাহলে বলুন, তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং সৃষ্টিসমূহ দ্বারা। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মাঝে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র এবং তাঁর সৃষ্টিসমূহের মাঝে রয়েছে সাত আসমান, সাত যমীন, আর এ দুইয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় কিছু।

আর দলীল আল্লাহ্‌র বাণী: "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; বরং সিজদা কর আল্লাহ্‌কে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত কর'।"[10]

---

[9] সূরা আল-ফাতিহা ১ : ২

[10] সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১ : ৩৭

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِأَمْرِهٖ ؕ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٥٤

আর আল্লাহ্‌র বাণী: “তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ যিনি ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। দিনকে তিনি রাতের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন, তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ্‌ বিশ্বজগতের প্রতিপালক।”[11]

وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُوْدُ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝٢١ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَّأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٢٢

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى: الْخَالِقُ لِهٰذِهِ الْأَشْيَاءِ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ

আর ‘রব্ব’ বা পালনকর্তাই হলেন মা‘বূদ।

আর দলীল আল্লাহ্‌র বাণী: “হে মানুষ! ‘তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার’। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক’রে তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, কাজেই জেনে বুঝে কাউকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করো না।”[12]

ইবনু কাসীর [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] বলেছেন: এ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনিই ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য।

---

[11] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৫৪

[12] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২১-২২

وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ بِهَا مِثْلُ الإِسْلَامِ وَالإِيْمَانِ وَالإِحْسَانِ، وَمِنْهَا الدُّعَاءُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالتَّوَكُّلُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخُشُوْعُ وَالْخَشْيَةُ وَالإِنَابَةُ وَالِاسْتِعَانَةُ وَالِاسْتِعَاذَةُ وَالِاسْتِغَاثَةُ وَالذَّبْحُ وَالنَّذْرُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ بِهَا، كُلُّهَا لِلّٰهِ تَعَالَى

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: **وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا** فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: **وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ**

আর আল্লাহ্ আমাদেরকে যেসব ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন যেমন ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান এবং তন্মধ্যে আরো রয়েছে দুআ', الخوف (ভয়), الرجاء (আশা), التوكل (ভরসা), الرغبة (গভীর আগ্রহ), الرهبة (সক্রিয় ভীতি), الخشوع (নম্রতা ও বিনয়), الخشية (শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়), الانابة (অনুশোচনা পূর্বক প্রত্যাবর্তন), الاستعانة (সাহায্য প্রার্থনা), الاستعاذة (আশ্রয় বা নিরাপত্তা প্রার্থনা), الاستغاثة (বিপদ থেকে মুক্তি বা উদ্ধার কামনা), কুরবানী করা এবং নযর, মানত বা প্রতিজ্ঞা করা ও এ ব্যতিত অন্যান্য যে সকল ইবাদাত আছে সেগুলো কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই পালন করতে হবে।

আর দলীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "আর মাসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। কাজেই আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।"[13]

সুতরাং এসব ইবাদাতের মধ্য হতে বিন্দুমাত্র ইবাদাত কেউ যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিবেদন করে থাকে, তাহলে সে মুশরিক এবং কাফির বলে গণ্য হবে।

আর দলীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকে যে বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তো আছে তার রবের নিকটই। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।"[14]

---

[13] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ১৮

[14] সূরা আল-মু'মিনূন ৪০ : ১১৭

وَفِي الْحَدِيثِ: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

হাদীসে রয়েছে, 'দুআ'ই হলো ইবাদাতের সারাংশ'।

আর দলীল আল্লাহ্‌র বাণী: "আর তোমাদের রব্ব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয়ই যারা অহংকারবশে আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।"[15]

وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

আর খাউফ বা ভয়ের প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী: "তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।"[16]

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

আর রাজা' বা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী: "কাজেই যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে"[17]

وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ وقَالَ: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ

আর তাওয়াক্কুল বা ভরসা-নির্ভরতার প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী: "তোমরা মু'মিন হলে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।"[18]

তিনি আরও বলেন, "যে কেউ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।"[19]

---

[15] সূরা গাফির (মু'মিন) ৪০ : ৬০
[16] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৭৫
[17] সূরা আল-কাহ্‌ফ ১৮ : ১১০
[18] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ২৩
[19] সূরা আত-তালাক ৬৫ : ৩

وَدَلِيْلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوْعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ

আর রাগবাহ (গভীর আগ্রহ), রাহবাহ (সক্রিয় ভীতি) ও খুশূ' (নম্রতা ও বিনয়) এর প্রমাণ আল্লাহ্ তাআলার বাণী: "এরা সৎ কাজে ছিল ক্ষিপ্রগতি, তারা আমাকে ডাকত আশা নিয়ে ও ভীত হয়ে, আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী।"[20]

وَدَلِيْلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ

আর খাশইয়াহ (শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়) এর প্রমাণ আল্লাহ্র বাণী: "কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর।'[21]

وَدَلِيْلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنِيْبُوْا إِلٰى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ

আর ইনাবাহ তথা অনুতপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্র বাণী: "আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বেই তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর।"[22]

وَدَلِيْلُ الاِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

وَفِي الْحَدِيْثِ: إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

আর ইসতিআনাহ বা সাহায্য প্রার্থনা এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্র বাণী: "আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[23]

আর হাদীসে রয়েছে: 'যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন তা আল্লাহ্র নিকট করবে'।

وَدَلِيْلُ الاِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

আর ইসতিআযাহ বা আশ্রয় প্রার্থনা এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্র বাণী: "বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর।"[24] এবং 'বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের।"[25]

---

[20] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ৯০

[21] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৫০

[22] সূরা আয্-যুমার ৩৯ : ৫৪

[23] সূরা আল-ফাতিহাহ ১ : ৫

وَدَلِيْلُ الاِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ

আর ইসতিগাস্বাহ (বিপদ থেকে উদ্ধার বা মুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা) এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিলেন।"[26]

وَدَلِيْلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَمِنَ السُّنَّةِ: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ

আর যব্‌হ (জবাই করা) এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "বল, আমার সালাত, আমার যাবতীয় ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই (নিবেদিত)। তাঁর কোন শরীক নেই।"[27]

আর সুন্নাহ হতে: 'আল্লাহ্‌র অভিশাপ তার উপর, যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোন কিছু যবেহ্ করে'।[28]

وَدَلِيْلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

আর নযর, মানত বা প্রতিজ্ঞা এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "যারা মানত পূরণ করে আর সেই দিনকে ভয় করে যার অনিষ্ট হবে সুদূর প্রসারী।"[29]

---

[24] সূরা আল-ফালাক ১১৩ : ১
[25] সূরা আন্-নাস ১১৪ : ১
[26] সূরা আনফাল ৮ : ৯
[27] সূরা আনআম ৬ : ১৬২-১৬৩
[28] সহীহ্ মুসলিম : হা/৫০১৮
[29] সূরা আল-ইনসান (দাহ্‌র) ৭৬ : ৭

الأَصْلُ الثَّانِي

مَعْرِفَةُ دِيْنِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ، وَهُوَ الاِسْتِسْلَامُ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ، والاِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِن الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ

দ্বিতীয় মূলনীতি

দ্বীন ইসলামকে দালীল সহকারে জানা। আর ইসলাম হচ্ছে: ক. তাওহীদ সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ খ. আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার এবং গ. শির্ক এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ।

وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الإِسْلَامُ وَالإِيْمَانُ وَالإِحْسَانُ. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ

(الْمَرْتَبَةُ الأولى) فَأَرْكَانُ الإِسْلامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

আর তার (দ্বীনের) তিনটি স্তর: ইসলাম, ঈমান ও ইহ্‌সান। এ তিনটি স্তরের প্রত্যেকটির আবার কয়েকটি রুকন (স্তম্ভ) রয়েছে।

(দ্বীনের প্রথম স্তর) ইসলামের রুকন পাঁচটি। সাক্ষ্য প্রদান যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল সলাত কায়েম। যাকাত প্রদান। রামাদ্বান মাসে সিয়াম পালন। আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘরের হজ্জ।

فَدَلِيْلُ الشَّهَادَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: **شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾**

وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ إِلَّا اللهُ. "لا إِلٰهَ" نَافِيًا جَمِيْعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، "إِلَّا اللهُ" مُثْبِتًا الْعِبَادَةَ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي عِبادَتِهِ كَما أَنَّهُ لا شَرِيْكٌ لَهُ فِي مُلْكِهِ

সুতরাং শাহাদাহ (সাক্ষ্য প্রদান) এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই এবং ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও (সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,) তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।"[30]

---

[30] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৮

এর অর্থ হচ্ছে لا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلا اللهُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। لا إِلَهَ (নেই কোন ইলাহ) কথাটি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য যা কিছুর ইবাদাত করা হয় সে সব কিছুকে অস্বীকৃতি জানায় এবং إِلا اللهُ (আল্লাহ্‌ ব্যতীত) কথাটি সকল প্রকার ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে দেয়। তাঁর ইবাদাতে কোন অংশীদার নেই, ঠিক যেমনি শরীক নেই তাঁর রাজত্বেও।

وَتَفْسِيْرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

وَقَوْلُهُ: قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

আর এর ব্যাখ্যা যাকে পরিষ্কার করেছে মহান আল্লাহ্‌র বাণী : "স্মরণ কর, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) যখন তার পিতাকে ও তার জাতিকে বলেছিল- তোমরা যেগুলোর পূজা কর, সেগুলো থেকে আমি সম্পর্কহীন। আমার সম্পর্ক আছে শুধু তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। এ কথাটিকে সে স্থায়ী বাণীরূপে তার পরবর্তীদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ফিরে আসে।"[31]

আর তাঁর বাণী: "বল, 'হে আহলে কিতাব! এমন এক কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, তা এই যে, আমরা আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদাত করব না এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করব না এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও, তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।"[32]

---

[31] সূরা যুখরুফ ৪৩: ২৬-২৮

[32] সূরা আলু ইমরান ৩ : ৬৪

وَدَلِيْلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيْمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيْقُهُ فِيْمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَنَّ لَا يُعْبَدُ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ

আর 'মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল' সাক্ষ্যের প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয় তা তার নিকট খুবই কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু।"[33]

আর 'মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল' সাক্ষ্যের অর্থ: তাঁর আদেশকৃত বিষয়ের আনুগত্য, তাঁর প্রদানকৃত সংবাদের সত্যায়ন, তাঁর নিষেধ ও বারণকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং তার পেশকৃত শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোনভাবে আল্লাহর ইবাদাত না হওয়া।

وَدَلِيْلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيْدِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

আর সলাত এবং যাকাত আর তাওহীদের ব্যাখ্যার প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে আর যাকাত দিবে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন।"[34]

وَدَلِيْلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

[33] সূরা আত্-তাওবাহ ৯ : ১২৮

[34] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮ : ৫

وَدَلِيْلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

আর সিয়াম এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকেদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"[35]

আর হজ্জের প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "আল্লাহ্‌র জন্য উক্ত ঘরের হাজ্জ করা লোকেদের উপর আবশ্যক যার সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, (সে জেনে রাখুক) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বিশ্ব জাহানের মুখাপেক্ষী নন।"[36]

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ:

الإِيْمَانُ: وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً؛ فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإِيْمَانِ

দ্বিতীয় স্তর: ঈমান

ঈমানের সত্তরটি এবং এর কিছু বেজোড় সংখ্যক বেশি শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই) এই সাক্ষ্য প্রদান করা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোন বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা হলো ঈমানের অন্যতম একটি শাখা।

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ

আর এর রুকন বা স্তম্ভ ৬টি: আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান।

وَمَلَائِكَتِهِ

আর তাঁর মালায়িকাহ বা ফেরেশতাগণের প্রতি।

وَكُتُبِهِ

---

[35] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৮৩

[36] সূরা আলু ইমরান ৩ : ৯৭

আর তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি।

وَرُسُلِهِ

আর তাঁর রাসূলগণের প্রতি।

وَالْيَوْمِ الآخِرِ

আর শেষ দিবসের প্রতি।

وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

وَالدَّلِيْلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَّةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ

وَدَلِيْلُ القَدرِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

আর তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান।

আর এ ছয়টি রুকনের দালীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ্, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি।"[37]

আর তাকদীরের দালীল হলো আল্লাহ্‌র বাণী:

'নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণে'।[38]

الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الإِحْسَانُ رُكْنٌ وَاحِدٌ وَهُوَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ

وَقَوْلُهُ: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِي

---

[37] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৭৭

[38] সূরা আল-কামার ৫৪ : ৪৯

السَّجِدِيْنَ ۝ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَقَوْلُهُ: وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ

তৃতীয় স্তর: আল-ইহ্সান যা একটি রুকন। আর তা হলো, এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর আপনি তাঁকে দেখতে না পেলেও নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে দেখছেন।

আর প্রমাণ আল্লাহ্ তাআলার বাণী: "যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে আর সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তো তাদেরই সঙ্গে আছেন।"[39]

আর তাঁর বাণী: "আর তুমি প্রবল পরাক্রান্ত পরম দয়ালুর উপর নির্ভর কর; যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (নামাযের জন্য) দন্ডায়মান হও। আর (তিনি দেখেন) সাজদাকারীদের সঙ্গে তোমার চলাফিরা। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।"[40]

আর তাঁর বাণী: "আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা কিছুই তিলাওয়াত করেন না কেন আর তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমি তোমাদের সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর যমীন ও আসমা'নের অণু পরিমাণ জিনিস এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা আপনার রবের দৃষ্টির বাইরে এবং যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই'।"[41]

وَالدَّلِيْلُ مِنَ السُّنَّةِ حَدِيْثُ جِبْرَائِيْلَ الْمَشْهُوْرُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ»،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ

---

[39] সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬ : ১২৮
[40] সূরা আশ্-শুআরা' ২৬ : ২১৭-২২০
[41] সূরা ইউনুস ১০ : ৬১

رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: «صَدَقْتَ»، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ،

قَالَ: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ»،

قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: «صَدَقْتَ»،

قَالَ: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ»،

قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ»، قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، قَالَ: «فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا»، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» [أخرجه مسلم (٨)].

সুন্নাহ হতে দালীল যা 'হাদীসে জিব্রীল' নামে সুপ্রসিদ্ধ:

উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যার কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, চুল ছিল ভীষণ কালো। তার মাঝে ভ্রমণের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারে নি। সে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে গিয়ে বসে, নিজের হাঁটু তার হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে নিজের হাত তার উরুতে রেখে বললেন: হে মুহাম্মাদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ইসলাম হচ্ছে এই যে, আপনি সাক্ষ্য দিবেন আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল, সলাত প্রতিষ্ঠা করবেন, যাকাত আদায় করবেন, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করবেন এবং যদি সামর্থ্য থাকে তবে (আল্লাহ্‌র) ঘরের হজ্জ করবেন।

তিনি (লোকটি) বললেন: আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা বিস্মিত হলাম, সে নিজে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করেছে আবার নিজেই তার জবাবকে ঠিক বলে ঘোষণা করছে। এরপর বলল: আচ্ছা, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তা হচ্ছে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা।

সে (আগন্তুক) বলল: আপনি ঠিক বলেছেন। তারপর বলল: আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।

তিনি বলেন: তা হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর আপনি তাঁকে দেখতে না পেলে নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে দেখছেন।

সে (আগন্তুক) বলল: আমাকে কিয়ামাহ সম্পর্কে বলুন।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারী থেকে বেশী জানে না।

সে (আগন্তুক) বলল: আচ্ছা, তার আলামাত সম্পর্কে বলুন।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তা হলো, দাসী নিজের মালিককে জন্ম দেবে, সম্পদ ও বস্ত্রহীন রাখালগণ উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে।

তারপর ঐ ব্যক্তি চলে যায়, আর আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকি। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন: হে উমার, প্রশ্নকারী কে ছিলেন, তুমি কি জান? আমি বললাম: আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানেন। তিনি বললেন: তিনি হলেন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে তিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন।

الأَصْلُ الثَّالِثُ

مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ العَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ. وَلَهُ مِنَ العُمْرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّوْنَ سَنَةً. مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَثَلَاثٌ وَعِشْرُوْنَ نَبِيًّا رَسُوْلًا. نُبِّئَ بِـ اقْرَأْ وأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ. وَبَلَدُهُ مَكَّةُ، وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

তৃতীয় মূলনীতি:

তোমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পরিচয় লাভ।

আর তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। হাশিম কুরাইশ বংশ থেকে আর কুরাইশ আরব জাতিভুক্ত, আর আরব্ব খলীলুল্লাহ ইবরাহীম তনয় ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) এর বংশ থেকে।

ইবরাহীম ও আমাদের নাবীর উপর সর্বোত্তম সালাত ও সালাম। তিনি তেষট্টি বছর জীবন লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে নবুওয়াতের পূর্বে চল্লিশ বছর আর নাবী-রাসূল হিসেবে তেইশ বছর। اقْرَأْ (সূরা আলাক) নাযিল হওয়ার মাধ্যমে তিনি নবুওয়াত এবং সূরা মুদ্দাস্সির নাযিল হওয়ার মাধ্যমে রিসালাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি মাক্কার অধিবাসী ছিলেন আর মাদীনায় হিজরাত করেছিলেন।

بَعَثَهُ اللهُ بِالنَّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيْدِ،

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ۝٧ وَمَعْنَى قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢، يُنْذِرُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيْدِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣، أَيْ عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيْدِ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤، أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۝٥، الرُّجْزُ الأَصْنَامُ، وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا

আল্লাহ তাকে শির্ক থেকে সতর্ক এবং তাওহীদের দিকে আহ্বানের জন্য প্রেরণ করেছেন।

এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)। ওঠ, সতর্ক কর। আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে। তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) জন্য ধৈর্য ধর।"[42]

এখানে قُمْ فَأَنْذِرْ এর মর্মার্থ: তিনি শির্ক থেকে সতর্ক এবং তাওহীদের দিকে আহবান করেন।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ এর মর্মার্থ: তাওহীদ দ্বারা আপনার রব্বকে সম্মানিত করুন।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এর মর্মার্থ: আপনার আমলসমূহকে শির্ক থেকে পবিত্র করুন।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ এর মর্মার্থ: وَالرُّجْزُ এর অর্থ মূর্তি-প্রতিমা, هَجْر এর অর্থ বর্জন ও পরিত্যাগ অর্থাৎ মূর্তি ও মূর্তিপূজারীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ।

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِيْنَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيْدِ. وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ

রাসূল (ﷺ) আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে দশ বছর ধরে মানবজাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। দশ বছর পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় উর্ধ্বাকাশে।

وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِيْنَ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

আর তার উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হয়। আর মাক্কায় তিনি তিন বছর সলাত আদায় করেন। এরপর তাকে মদীনায় হিজরাতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

وَالْهِجْرَةُ: اَلِانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَامِ؛ وَالْهِجْرَةُ فَرِيْضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ

---

[42] সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ১-৭

أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

আর হিজরাত: শির্কের দেশ থেকে ইসলামী দেশে দেশান্তর। এ উম্মাতের উপর ফরয হচ্ছে শির্কের দেশ ছেড়ে ইসলামী দেশে হিজরাত করা। আর হিজরাতের এ হুকুম শেষ প্রহর স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী: "যারা নিজেদের আত্মার উপর যুল্‌ম করেছিল এমন লোকেদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে- 'তোমরা কোন্‌ কাজে নিমজ্জিত ছিলে'? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা দুর্বল ক্ষমতাহীন ছিলাম', ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহ্‌র যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যাতে তোমরা হিজরাত করতে'? সুতরাং তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান! কিন্তু যে সকল সহায়হীন পুরুষ, নারী ও বালক যারা উপায় বের করতে পারে না আর তারা পথও পায় না, আশা আছে যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্‌ গুনাহ মোচনকারী, বড়ই ক্ষমাশীল।"[43]

وقَوْلُهُ تَعَالَى: يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ۝

قَالَ الْبَغَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: سَبَبُ نُزُوْلِ هَذِهِ الآيَةِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ بِمَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوْا، نَادَاهُمُ اللهُ بِاسْمِ الإِيْمَانِ

وَالدَّلِيْلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا

আর আল্লাহ্‌ তাআ'লার বাণী: "হে আমার বান্দারা! যারা ঈমান এনেছ, আমার যমীন প্রশস্ত, কাজেই তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদাত কর।"[44]

---

[43] সূরা আন-নিসা' ৪ : ৯৭-৯৯

[44] সূরা আল-আনকাবূত ২৯ : ৫৬

ইমাম বাগাভী [রহিমাহুল্লাহু তা'আলা] বলেনঃ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ মাক্কায় অবস্থানরত হিজরাত না করা মুসলিমগণ। আল্লাহ্ তাদেরকে ঈমানের নামকরণেই সম্বোধন করেছেন।

আর হিজরাতের ব্যাপারে সুন্নাহ হতে দালীল তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণীঃ

'হিজরাত বন্ধ হবে না তাওবাহ্র বন্ধ না হওয়া অবধি। আর তাওবাহ্ বন্ধ হবে না সূর্যের তার পশ্চিম হতে উদয় অবধি'।

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَمَرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ، مِثْلُ: الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالأَذَانِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ

আর মদীনাতে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে ইসলামী শরীআহ্র অবশিষ্ট বিধান যেমনঃ যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ, আযান, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং ইসলামী শরীআহ্র অন্যান্য বিধান পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِيْنَ وَبَعْدَهَا تُوُفِّيَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ

তথায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশ বছর যাবত ইসলামের এসব বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি তাঁর উপর।

وَدِيْنُهُ بَاقٍ؛ وَهَذَا دِيْنُهُ، لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ وَالْخَيْرُ الَّذِيْ دَلَّ عَلَيْهِ: التَّوْحِيْدُ، وَجَمِيْعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ وَالشَّرُّ الَّذِيْ حَذَّرَ مِنْهُ: الشِّرْكُ، وَجَمِيْعُ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ وَيَأْبَاهُ

بَعَثَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيْعِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ وَالإِنْسِ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

আর তাঁর দ্বীন রয়ে গেল। এটি তাঁর সেই দ্বীন, এমন কোন কল্যাণকর বিষয় নেই যার নির্দেশনা তিনি তাঁর উম্মাতকে দেননি। আর কোন ক্ষতিকর বিষয়ও নেই যে সম্পর্কে তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক ও সাবধান করেন নি। আর তাঁর নির্দেশিত কল্যাণকর বিষয়সমূহ হচ্ছেঃ তাওহীদ ও আল্লাহ্র যাবতীয় পছন্দনীয়

বিষয় ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট। আর ক্ষতিকর যা থেকে তিনি (ﷺ) সতর্ক ও সাবধান করেছেন: সেগুলো হলো শির্ক এবং আল্লাহ্‌র যাবতীয় ঘৃণা ও অপছন্দনীয় বিষয়।

আর আল্লাহ্ তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন আর আল্লাহ্ তাঁর আনুগত্যকে ফরয করে দিয়েছেন স্বাকালাইন তথা মানুষ ও জ্বিন দু'টি জাতির সকলের উপর।

আর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল।"[45]

وَأَكْمَلَ اللهُ بِهِ الدِّيْنَ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ দ্বীনকে পূর্ণ করেন। আর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম।"[46]

وَالدَّلِيْلُ عَلَى مَوْتِهِ ﷺ قَوْلُهُ تَعَالَى: اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوْا يُبْعَثُوْنَ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

আর তার মৃত্যুর প্রমাণে মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "তুমিও মরবে আর তারাও মরবে। অতঃপর কিয়ামাত দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাদানুবাদ করবে।"[47]

---

[45] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৫৮

[46] সূরা আল-মায়েদাহ ৫ : ৩

[47] সূরা আয-যুমার ৩৯ : ৩০-৩১

মানুষের মৃত্যু হলে পুনরুত্থিত হবেই। আর দালীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব, আর তা থেকে তোমাদেরকে আবার বের করব।"[48]

আর আল্লাহ তাআ'লার বাণী: "আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদগত করেন (এবং ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলেন যেমন বাড়িয়ে তোলেন বৃক্ষকে) অতঃপর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন এবং তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।"[49]

وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُوْنَ وَمُجْزِيُّوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا بِالْحُسْنَى ۝٣١

আর পুনরুত্থানের পর হিসাব গ্রহণ এবং তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে।

আর দালীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "যাতে তিনি যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল দেন আর যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন শুভ প্রতিফল।"[50]

وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٧

পুনরুত্থানকে যে অস্বীকার করলো, সে কুফর করলো।

আর দালীল আল্লাহ্‌র বাণী: "কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কক্ষনো আবার জীবিত করে উঠানো হবে না। বল, নিশ্চয়ই (উঠানো) হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আবার জীবিত করে উঠানো হবে, অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হবে তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করেছ। এ কাজ (করা) আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ।"[51]

وَأَرْسَلَ اللّٰهُ جَمِيْعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

---

[48] সূরা তাহা ২০ : ৫৫
[49] সূরা নূহ ৭১ : ১৭-১৮
[50] সূরা আন-নাজম ৫৩ : ৩১
[51] সূরা আত্-তাগাবুন ৬৪ : ৭

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ

আর সকল রাসূলকে আল্লাহ্ সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

আর দালীল আল্লাহ্‌র বাণী: "রসূলগণ ছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী যাতে রসূলদের আগমনের পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অযুহাতের সুযোগ না থাকে।"[52]

وَأَوَّلُهُمْ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ

وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلُهُ تَعَالَى: اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ

আর তাদের সর্বপ্রথম রাসূল হলেন নূহ (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) এবং সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

নূহ (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) এর তাদের প্রথম হওয়ার দালীল আল্লাহ্‌র বাণী: "আমি তোমার কাছে ওয়াহ্য়ী পাঠিয়েছি যেমন নূহ্ ও তার আগের নাবীগণের নিকট ওয়াহ্য়ী পাঠিয়েছিলাম।"[53]

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا رَسُوْلًا مِنْ نُوْحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوْتِ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ

নূহ (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত প্রত্যেক জাতির প্রতি মহান আল্লাহ্ রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা তাদেরকে কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করার নির্দেশ দিতেন এবং তাগূতের ইবাদাত হতে নিষেধ করতেন।

আর দালীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর।"[54]

وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَى جَمِيْعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوْتِ وَالإِيْمَانَ بَاللهِ

---

[52] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ১৬৫

[53] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ১৬৩

[54] সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : ৩৬

قَالَ ابْنُ القَيِّمُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: الطَّاغُوْتُ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُوْدٍ أَوْ مَتْبُوْعٍ أَوْ مُطَاعٍ

আল্লাহ্ সকল বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছেন তাগূতকে অস্বীকার এবং এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান।

ইবনুল কাইয়্যিম [রাহিমাহুল্লাহ] বলেছেন: তাগূত হচ্ছে মা'বূদ, মাতবূ' (অনুসৃত ব্যক্তি) অথবা মুতা' (যার আনুগত্য করা হয়) যার দ্বারা বান্দা সীমালঙ্ঘন করে।

وَالطَّوَاغِيْتُ كَثِيْرَةٌ وَرُؤُوْسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيْسُ - لَعَنَهُ اللهُ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَن ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ

অসংখ্য তাগূত এর মধ্যে প্রধান হলো পাঁচটি:

ক. ইবলীস, তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত

খ. যার উপাসনা করা হয় এবং সে এতে সন্তুষ্ট থাকে

গ. যে মানুষকে তার নিজের উপাসনার প্রতি আহ্বান জানায়

ঘ. যে গায়েবী কোন বিষয় সম্পর্কে জানে বলে দাবি করে

ঙ. যে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ وَهَذَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

আর দালীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

"দীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যে মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য করল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল।"[55]

আর এটিই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর মর্মার্থ।

---

[55] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৫৬

وَفِي الْحَدِيثِ: رَأْسُ هَذَا الأَمْرِ الإِسْلامُ، وَعُمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

وَاللهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

হাদীসেও ইরশাদ করা হয়েছেঃ
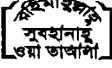
'সকল কাজের মূল হলো ইসলাম, স্তম্ভ হলো সলাত এবং সর্বোচ্চ শিখর হলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।

মহান আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক জ্ঞাত। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর।
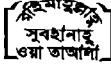
শারহু
সালাসাতিল উসূল

[তিনটি মূলনীতির ব্যাখ্যা]

মূল

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন [রাহিমাহুল্লাহ / সুবহানাহু ওয়া তাআলা]

শ্রুত লিখন

শায়খ ফাহাদ বিন নাসির বিন ইবরাহীম আস-সুলাইমান [হাফিযাহুল্লাহ / সুবহানাহু ওয়া তাআলা]

অনুবাদ

আবূ হাযম মুহাম্মাদ সাকিব চৌধুরী

আবূ নাবীহা নাজমুস সাকিব

সম্পাদনা

আবূ হাযম মুহাম্মাদ সাকিব চৌধুরী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে[১], যিনি[২] আর-রহমান[৩] এবং আর-রহীম[৪]।

১. **বিসমিল্লাহ এর ব্যাখ্যা:** গ্রন্থকার তাঁর কিতাব শুরু করেছেন 'বিসমিল্লাহ' এর মাধ্যমে, যেমনটি 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা শুরু হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব। এক্ষেত্রে তিনি যে হাদীস্ব অনুসরণ করেছেন তা হলো:

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ

'প্রত্যেকটি কাজ যার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা হয় না, তা বরকতহীন'।[56]

রাসূল এর পদ্ধতিও ছিল এমনটি, যখন তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করতেন তখন তিনি বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করতেন।

---

[56] এ হাদীসটি আল জামে' আস সাগীর লির রাহাউয়ী ৪/১৪৭ ও খাতীব আল বাগদাদীর আল জামে' ২/৬৯ গ্রন্থেও বিদ্যমান।

[আবূ দাউদ ৪৮৪০) ইবনু মাজাহ ১৮৯৪), সুনান নাসাঈ আল কুবরা ১০৩২৮), আল আযকার লি ইমাম নাবাবী ১৪৯)]

এ হাদিসটির ব্যাপারে শায়খ আল আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন বলেন, "এ হাদিসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস্ববিশেষজ্ঞদের ভিন্নমত রয়েছে। উলামাদের মধ্যে ইমাম আন নাবাবী একে সহীহ বলেছেন ও এর উপর নির্ভর করেছেন। পক্ষান্তরে কেউ কেউ একে যঈফ বলেছেন। কিন্তু এ হাদিসটিকে আলিমগণ সকলে গ্রহণ করেছেন ও তাদের নানা গ্রন্থে তা অন্তর্ভুক্ত করেছেন এই ভেবে যে এ হাদিসটির সঠিক মূল হাদিস রয়েছে।" - শাইখের কিতাবুল ইলম গ্রন্থের ব্যাখ্যা থেকে। ফাহাদ বিন নাসির বিন ইবরাহীম আস-সুলাইমান এর বক্তব্য)

এ হাদীস্বটিকে মুহাদ্দিস্ব আল আল্লামাহ্ শায়খ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী তাঁর 'ইরওয়াউল গালীল' গ্রন্থে হা/১) খুবই দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই হাদীসের একজন রাবী কুররা বিন আবদুর রহমান হুওয়াইল আল মাআফিরী সম্পর্কে মুহাদ্দিস্বগণের অভিযোগ রয়েছে। তথাপি বিসমিল্লাহ দ্বারা কোন কাজ শুরু করার অসংখ্য উদাহরণ অন্যান্য হাদীসেও বিদ্যমান।

যদিও হাদীস্বটিতে কিছু শাব্দিক পরিবর্তন হয়ে বিভিন্ন হাদীস্বগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

كُلُّ أمر ذي بالٍ لا يُبدَأُ بالحمد للهِ فَهوَ أقطعُ، وفي روايةٍ: بالحمدِ فَهوَ أقطعُ، وفي روايَةٍ: كُلّ كَلامٍ لاَ يُبدَأُ فيْه بالحمد لله فَهُوَ أجذَمُ، وَفِيْ رواية: كُلُّ أَمْرٍ ذي بالٍ لا يَبْدَأُ فيْه ببسْم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم فَهوَ أقطعُ

(বাক্যটির অর্থ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য একটি অংশ অব্যক্ত রয়ে গেছে) আরবী বাক্যটিতে জার ও মাজরূর অপ্রকাশিত বিলম্বিত ক্রিয়াপদের দিকে নির্দেশ করে যা সহ বাক্যটির পরিপূর্ণ অর্থ হল হলো: 'আল্লাহ্‌র নামে লেখা বা রচনা শুরু করছি'। যেহেতু কাজ সম্পাদনের জন্য ক্রিয়াপদ জরুরি, তাই অব্যক্ত অংশটি হলো একটি فعل (ক্রিয়াপদ) (আমি লিখা শুরু করছি)। আর এই ক্রিয়াপদটিকে ধারণা করতে হবে বিলম্বিত আকারে মূলত: দু'টি কারণে:

ক. আল্লাহ্‌র নামে শুরু করার মাধ্যমে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করা, যিনি সুউচ্চ এবং সকল প্রকার অপূর্ণতা থেকে মুক্ত।

খ. সীমা নির্ধারণ অর্থাৎ সম্পর্কযুক্ত বিষয়কে শুরুতে উল্লেখ করলে তা মূল বক্তব্যের একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়। [অর্থাৎ শুধু আল্লাহ্‌র নামেই শুরু করছি, আর কারো নামে নয়।]

কাজেই বাক্যটির পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্য আমরা একে এভাবে উল্লেখ করেছি। উদাহরণসরূপ যদি আমরা কোন বই পড়তে উদ্যত হই এবং এতে বলা হয় 'আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি', সে ক্ষেত্রে আমরা জানি না কি শুরু করছি। কিন্তু যদি বলা হয় 'আল্লাহ্‌র নামে আমি পড়তে শুরু করছি', তাহলে এতে আর কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

২. **মহান আল্লাহ্‌র পরিচয়:** 'আল্লাহ্' হলো সেই একক সত্ত্বার নাম যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছু সাজিয়েছেন, যিনি মহামান্বিত ও সবচেয়ে উঁচু। 'আল্লাহ্' হলো সেই নাম যাকে তাঁর অন্যান্য সকল নাম অনুসরণ করে। যেমন তিনি বলেছেন:

كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ ۙ بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ اِلٰى صِرَاطِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِۙ ۝ اللّٰهِ الَّذِىۡ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ

"আলিফ লাম-রা। এই কিতাব আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে আপনি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে;

পরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিতের পথে। আল্লাহ- আসমানসমূহে যা কিছু আছে আর পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর মালিকানাধীন।"[57]

৩. **আর-রহমান এর ব্যাখ্যা:** 'আর-রহমান' (পরম করুণাময়) হলো সেই সকল নামের একটি, যা কেবল মহামান্বিত ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র জন্যই খাস। এই নাম আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর-রহমান অর্থ হলো এমন সত্ত্বা, যার গুণসমূহের মধ্যে একটি গুণ হচ্ছে ব্যাপক ও বিস্তৃত রহমত।

৪. **আর-রহীম এর ব্যাখ্যা:** 'আর-রহীম' (পরম দয়ালু) হলো মহিমান্বিত ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র এমন একটি নাম যা অন্য কারো ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। এর অর্থ হলো, যিনি অন্যের প্রতি দয়ালু।

আর-রহমান হলো এমন সত্ত্বা যার দয়া ও করুণা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং আর-রহীম হলো এমন সত্ত্বা যার দয়া ও করুণা রয়েছে অন্যের উপর। তাই যদি এ দুটো নামকে একত্র করা হয়, সে ক্ষেত্রে আর-রহীম নামটির উদ্দেশ্য হয় যে তিনি তাঁর রহমত পোষণ করেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কোন বান্দার উপর। যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرۡحَمُ مَن يَشَآءُۖ وَإِلَيۡهِ تُقۡلَبُونَ ﴿٢١﴾

"তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।"[58]

اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ الأُولَى: الْعِلْمُ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِيْنِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ

জেনে রাখুন![১] আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন[২], আমাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে ৪টি বিষয়ের জ্ঞানার্জন[৩]।

প্রথমত: ইলম্ (জ্ঞান), আর তা হলো মহান আল্লাহ্[৪], তাঁর নাবী[৫] এবং দ্বীন ইসলাম[৬] সম্পর্কে দালীলভিত্তিক[৭] জ্ঞানার্জন।

---

[57] সূরা ইবরাহীম ১৪ : ১-২
[58] সূরা আল-আনকাবূত ২৯ : ২১

১. **আল-ইল্‌ম বা জ্ঞানার্জন:** ইল্‌ম হচ্ছে কোন কিছু যেভাবে যে অবস্থায় আছে তাকে সেভাবে নিশ্চিতভাবে জানা।

ইদরাক বা জানার স্তরসমূহ: আর এই জানার স্তর হলো ৬টি:

ক. (العلم) **ইল্‌ম:** (প্রকৃত জ্ঞান) কোন বিষয় যেভাবে আছে তাকে সেভাবে নিশ্চিতভাবে জানা।

খ. (الجهل البسيط) **জাহ্‌লুল বাসীত:** (সম্পূর্ণ অজ্ঞতা) অর্থাৎ কোন বিষয় সম্পর্কে আদৌ কোন কিছু না জানা।

গ. (الجهل المركب) **জাহ্‌লুল মুরাক্কাব:** (ভ্রান্ত ধারণাকেই সত্য মনে করা) কোন কিছুর এমন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝ যা প্রকৃত জ্ঞানের বিপরীত। (এতদসত্ত্বেও জাহলুল মুরাকাব্বাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেকেই সঠিক মনে করে)

ঘ. (الوهم) **আল-ওয়াহম:** (প্রসিদ্ধ মতের বিপরীত ধারণা) এমন কোন বুঝ, যার বিপরীত কোন **অধিকতর গ্রহণযোগ্য** মত থাকার সম্ভাবনাও আছে।

ঙ. (الشك) **আশ শাক:** (সন্দেহ) এমন কোন বুঝ যার বিপরীত কোন অধিকতর গ্রহণযোগ্য কিংবা কম গ্রহণযোগ্য উভয়প্রকার মত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

চ. (الظن) **আয-যন্ন:** (প্রবল সুধারণা) এমন কোন বুঝ, যার বিপরীত কোন **কম গ্রহণযোগ্য** মত থাকার সম্ভাবনাও আছে।

ইল্‌ম এর প্রকারভেদ: ইলম্ বা জ্ঞান ২ প্রকার:

ক. (الضروري) **যরূরী:** আর তা হচ্ছে এমন জ্ঞান যা জরুরিয়্যাতের ভিত্তিতে লব্ধ, অর্থাৎ এমন জ্ঞান যা কোন প্রকার গবেষণা বা দলিলপ্রমাণ ব্যতীতই আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য হই। উদাহরণস্বরূপ আগুনের উত্তাপ।

খ. (النظري) **নযরী:** আর তা হচ্ছে যা অর্জন করতে গবেষণা বা দলিলপ্রমাণের প্রয়োজন হয়। যেমন: ওযুর জন্য নিয়ত করা ওয়াজিব কিনা তা জানা।

২. **"আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন" এর ব্যাখ্যা:** 'আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন' কথাটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাঁর অফুরন্ত রহমত দিয়ে আপনাকে সমৃদ্ধ করুন, যা দ্বারা আপনি সকল সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন এবং বিপদ-আপদ থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। তাই যখন কেবল রহমতের দুআ'

করা হবে তখন এর অর্থ হবে, আল্লাহ্ আপনার অতীতের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিন এবং ভবিষ্যতে আপনাকে যাবতীয় কল্যাণের দিকে পরিচালিত করুন এবং যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকার তাউফীক দান করুন। আর দুআ'তে যদি রহ্মতের সাথে সাথে মাগফিরাত কথাটি উল্লেখ থাকে, তাহলে মাগফিরাতের অর্থ হবে, আল্লাহ্ আপনার অতীতের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিন এবং এক্ষেত্রে রহমত কথাটির অর্থ হবে, আল্লাহ্ আপনাকে সকল প্রকার ভাল কাজের তাওফীক দান করুন এবং আগামীতে সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি প্রদান করুন।

এই দুআ প্রত্যেক পাঠকের প্রতি সংকলকের গভীর আন্তরিকতা এবং ভালবাসার পরিচয় বহন করে এবং এই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি তাদের কল্যাণ চান।

৩. গ্রন্থকার এখানে যে কটি বিষয় উল্লেখ করেছেন এগুলো গোটা দ্বীনকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিষয়গুলোর উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, তাই এগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা অত্যাবশ্যক।

৪. **মহান আল্লাহ্কে জানা:** অন্তর দিয়ে আল্লাহ্কে এমনভাবে জানা বা তাঁর পরিচয় লাভ করা, যা তাঁর হুকুম-আহকামকে গ্রহণ করতে, সেগুলোর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হতে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিয়ে আসা শারীআতকে চূড়ান্ত বিধান হিসেবে মেনে নিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় তা বাস্তবায়নে বাধ্য করে। কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ হতে এবং সৃষ্টিজগতের পরতে পরতে থাকা মহান আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বান্দা তাঁর মহান প্রতিপালক সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করবে। মানুষ এ সকল নিদর্শন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই, তখনই মহান সৃষ্টিকর্তা ও একমাত্র মা'বূদ সম্পর্কে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং সে আরো বেশি মহান আল্লাহ্র পরিচয় লাভে সক্ষম হবে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

"যমীনে রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তাহলে কেন তোমরা দেখ না?"[59]

---

[59] সূরা আয্-যারিয়াত ৫১ : ২০-২১

৫. তাঁর নাবী (ﷺ) কে জানা: আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) কে এমনভাবে চেনা ও জানা, যা তাঁর নিয়ে আসা হেদায়াত হতে সরল-সঠিক পথ ও সত্য ধর্মকে গ্রহণ করতে, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তিনি যে সকল বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন সেক্ষেত্রে তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করতে, তিনি যেসব বিষয় আদেশ করেছেন সেগুলো যথাযথভাবে পালন করতে, তিনি যা কিছু থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলোকে পরিহার ও বর্জন করতে, তাঁর শারীআত অনুযায়ী শাসন করতে এবং তাঁর আদেশের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে অন্তরকে অনুপ্রাণিত ও বাধ্য করে তোলে। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"অতএব আপনার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনোই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে এবং এরপর আপনার মিমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা না রাখে এবং তারা তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেয়।"[60]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

"মু'মিনদের উক্তি তো এটাই, যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর তারাই হলো সফলকাম।"[61]

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন:

---

[60] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ৬৫

[61] সূরা আন্-নূর ২৪ : ৫১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٞ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

"হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার কর্তৃত্বশীলদের। অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"[62]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضٗاۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذٗاۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣

"কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[63]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] বলেন: 'তুমি কি জানো ফিতনা কী? ফিতনা হচ্ছে শির্ক। কেননা যখনই কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ কিংবা তাঁর রাসূলের নির্দেশের কোন অংশকে প্রত্যাখ্যান করবে, তখনই তাঁর অন্তরে গোমরাহি বা ভ্রষ্টতা নিপতিত হবে এবং এটা তাকে ধ্বংস করে দিবে'।

৬. **তাঁর দ্বীন বা জীবনব্যবস্থাকে জানা:** সাধারণ অর্থে ইসলাম হলো আল্লাহ্‌র ইবাদাত ঠিক সেভাবে করা, আমাদের জন্য যেভাবে আল্লাহ্ প্রথম রসূল পাঠানো থেকে শুরু করে কিয়ামাহ পর্যন্ত শারীআহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আর এই অর্থে কুরআন মাজীদে আল্লাহ্‌র বর্ণিত অসংখ্য আয়াত প্রমাণ করে যে, পূর্বের আসমানী ধর্মগুলো প্রকৃতপক্ষে ইসলাম তথা মহান আল্লাহ্‌র

---

[62] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ৫৯

[63] সূরা আন্-নূর ২৪ : ৬৩

নিকট আত্মসমর্পণের ধর্ম ছিল। কুরআন মাজীদে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর ভাষ্যে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

"হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর থেকে আপনার এক অনুগত জাতি তৈরি করুন।"[64]

বিশেষ অর্থে ইসলাম হলো, সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহ্ যে দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর আগমনের পর থেকে 'ইসলাম' বলতে কেবল এই ধর্মকেই বুঝায়। কেননা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যে ধর্ম দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা তাঁর পূর্ববর্তী সকল ধর্মকে রহিত করে দিয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি এই সর্বশেষ নাবীর অনুসরণ করবে সে-ই কেবল মুসলিম বলে গণ্য হবে এবং যে তাঁর বিরোধিতা করবে সে অবশ্যই মুসলিম বলে গণ্য হবে না। প্রত্যেক রাসূলের অনুসারীরা তাদের নাবী বা রাসূলের যুগে মুসলিম বলে গণ্য ছিলেন। যেমন: ইহুদীরা নাবী মূসা (আলাইহিস সালাম) এর যুগে মুসলিম ছিল এবং নাসারাগণ নাবী ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর যুগে মুসলিম ছিল। কিন্তু যখন নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হলেন এবং তারা তাঁকে অস্বীকার করল, তাই তারা অমুসলিম বলে পরিগণিত হল।

এই দ্বীন ইসলাম হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা, যা এর অনুসারীদের কল্যাণকর। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।"[65]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

---

[64] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১২৮

[65] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৯

"আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[66]

আমাদের এই ইসলাম হচ্ছে সেই ইসলাম যা দ্বারা মহান আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (ﷺ) কে এবং তাঁর উম্মতের প্রতি অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পন্ন করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদেরকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে দিলাম।"[67]

৭. **দালীলভিত্তিক জ্ঞানার্জন:** দালীল বা প্রমাণ হচ্ছে ঐ জিনিস যা কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। আর তা ওয়াহয়ী ভিত্তিক এবং যুক্তিভিত্তিক উভয়ই হতে পারে। ওয়াহয়ী ভিত্তিক দালীল হচ্ছে এমন দালীল যা ওয়াহয়ী তথা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সুন্নাতে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত। আর যুক্তিভিত্তিক দালীল হচ্ছে এমন দালীল যা আলোকপাত ও চিন্তা-গবেষণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কুরআন মাজীদে এ ধরনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদির কথা আল্লাহ্ প্রায়ই উল্লেখ করেছেন। তাইতো অনেক আয়াতে দেখা যায়, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে তাঁর আয়াতসমূহের মধ্যে রয়েছে এরূপ এরূপ... । আল্লাহ্‌কে জানার যুক্তিভিত্তিক প্রমাণসমূহের উল্লেখ এমনই হয়।

রাসূল (ﷺ) কে চেনা এবং জানার ওয়াহয়ী ভিত্তিক দালীলসমূহের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র নিম্নলিখিত বাণী:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ

"মুহাম্মাদ (ﷺ) হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল।"[68]

---

[66] সূরা আলু ইমরান ৩ : ৮৫

[67] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৩

[68] সূরা আল-ফাত্‌হ ৪৮ : ২৯

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ

"আর মুহাম্মাদ (ﷺ) একজন রাসূল মাত্র। তার আগেও বহু রাসূল গত হয়েছেন।"[69]

রাসূল (ﷺ) কে জানার যুক্তিভিত্তিক দালীল সমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সকল সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছেন সেগুলো। তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে কুরআন মাজীদ, যাতে রয়েছে সত্য ও কল্যাণকর ঘটনাবলির বিবরণ এবং সর্বযুগের মানুষের সংশোধনের জন্য ন্যায়সঙ্গত হুকুম-আহকাম। এছাড়া যে সকল অলৌকিক ঘটনাবলী রাসূল (ﷺ) এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে, যে সব গায়েবের বিষয়ে তিনি আমাদেরকে আগাম জানিয়ে দিয়েছেন যা কেবল ওয়াহ্য়ীর মাধ্যমেই জানা সম্ভব এবং তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে বাস্তবে তা সত্যে পরিণত হয়েছে।

> الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ بِهِ الثَّالِثَةُ، الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ، الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَذَى فِيْهِ
>
> দ্বিতীয়তঃ এই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা।[১]
>
> তৃতীয়তঃ এর প্রতি মানুষকে আহ্বান করা।[২]
>
> চতুর্থতঃ এতে দুঃখ-যাতনায় ধৈর্যধারণ করা।[৩]

১. ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করাঃ এই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার অর্থ হচ্ছে এই জ্ঞানের বুঝ অনুযায়ী আমল করা। আর তা হলো আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ, তাঁর আদেশ ও নিষেধসমূহ যথাযথভাবে পালন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক ইবাদাতসমূহ সঠিকভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা। ব্যক্তিগত ইবাদাত হচ্ছে সলাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি এবং সামাজিক ইবাদাত হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য ইবাদাতসমূহ।

---

[69] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৪৪

প্রকৃতপক্ষে আমল হচ্ছে ইল্‌ম বা জ্ঞানের ফল। কাজেই যে ব্যক্তি ইল্‌ম ছাড়া আমল করল সে খ্রিস্টানদের অনুকরণ করল এবং যে ব্যক্তি কেবল ইল্‌ম অর্জন করল কিন্তু তদানুযায়ী আমল করল না, সে ইহুদীদের অনুকরণ করল।

২. **অর্জিত জ্ঞানের দিকে মানুষকে আহ্বান:** রাসূল (ﷺ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে শারীআত নিয়ে এসেছেন সেই ইসলামী শারীআতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা। এই দাওয়াতের কাজ করতে হবে কুরআন মাজীদে বর্ণিত ৩টি বা ৪টি পর্যায় এবং পদ্ধতিতে। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ

"আপনি মানুষকে আপনার রবের পথে দাওয়াত দিন হিকমাহ ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করুন উত্তম পন্থায়।"[70]

উপরোল্লিখিত আয়াতে দাওয়াতের তিনটি পর্যায় ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ পর্যায় ও পদ্ধতিটি নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

"আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করবে না। তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে যুলুম করেছে।"[71]

ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করার জন্য আহ্বানকারীর (দাঈর) অবশ্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামী শরীয়াহ সম্পর্কে ইল্‌ম থাকতে হবে, যাতে করে দাওয়াতের কাজটি জ্ঞান ও দূরদর্শিতার ভিত্তিতে হয়।

কেননা মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

[70] সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬ : ১২৫

[71] সূরা আন্-আনকাবুত ২৯ : ৪৬

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣعَلٰي بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"বল, 'এটাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান জানাচ্ছি, আমি ও আমার অনুসারীরা, স্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে। আল্লাহ্‌ মহান, পবিত্র; আমি কক্ষনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল হব না।"[72]

বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা হচ্ছে, দাঈ যে বিষয়ের দাওয়াত দিচ্ছেন প্রথমত: তাকে সে বিষয় সম্পর্কে ইসলামের কী হুকুম রয়েছে তা ভাল করে জানতে হবে। দ্বিতীয়ত: দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে দাঈর সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। তৃতীয়ত: যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তাদের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে দাঈর অবগত হতে হবে।

আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান করার অনেক পন্থা রয়েছে। যেমন:

ক. ভাষণ ও বক্তৃতার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান

খ. কলাম, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখনের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান

গ. জ্ঞানচর্চার কোন সার্কেলে দাওয়াত প্রদান

ঘ. পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও সংকলনের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান এবং দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটানো।

ঙ. বিশেষ বিশেষ বৈঠক বা মিটিং এ ইসলামের দাওয়াত প্রদান। যেমন:

বিশেষ কোন উপলক্ষে কোন স্থানে কিছু মানুষ যদি একত্র হয়ে বসে, উদাহরণস্বরূপ কোন নেমন্তন্নে, তবে সেখানেও আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে এমনভাবে দাওয়াত দিতে হবে যাতে উপস্থিত লোকজনের মনে বিরক্তি ও অনীহার উদ্রেক না হয়। এ ধরনের পরিবেশে দাওয়াত দেওয়ার একটি জুতসই ও সুন্দর পদ্ধতি হচ্ছে, দাঈ একটি শিক্ষণীয় বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করবেন যাতে মজলিসে উপস্থিত লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, অতঃপর মূল আলোচনা শুরু করবেন। আর এটা জানা কথা যে, মহান আল্লাহ্‌ তাঁর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যা নাযিল করেছেন তা নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝানোর ক্ষেত্রে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বিরাট ভূমিকা রাখে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তা মুক্ত ও গতানুগতিক ওয়াজ-নসীহত, ভাষণ-বক্তৃতা থেকেও অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে থাকে।

---

[72] সূরা ইউসুফ ১২ : ১০৮

আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান করা হচ্ছে নাবী-রাসূলদের কাজ এবং তাঁদের অতি উত্তম অনুসারীদের অনুসৃত পথ। কাজেই যখন কোন মানুষ মহান আল্লাহ্‌র অপার করুণা এবং হিদায়াত লাভ করে তার মা'বূদ, তার নাবী এবং তার দ্বীনকে চিনতে ও জানতে পারে, তখন তার জন্য উচিত হবে তার ভাইদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করার মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করা। আর এর মাধ্যমে এই মর্মে সুসংবাদ গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকা যে, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূল (ﷺ) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেছিলেনঃ

انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيْهِ فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

'তুমি বর্তমান অবস্থায়ই তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে হাজির হও, এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করো, আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানে তাদের প্রতি যে দায়িত্ব বর্তায় সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। কারণ আল্লাহ্‌র কসম! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হিদায়াত দেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল রঙের[73] (মূল্যবান) উটের মালিক হওয়ার চেয়েও উত্তম হবে'।[74]

সাহীহ মুসলিমের এক হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى, كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ, لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أوزارهم شَيْئًا

'যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাকে, তার জন্য সে পথের অনুসারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের প্রতিদান হতে সামান্য পরিমাণ ঘাটতিও হবে না। আর যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির দিকে ডাকে, তার উপর সেই রাস্তার

---

[73] আরবীয় উটের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, অভিজাত, আকর্ষণীয় ও মূল্যবান উট হচ্ছে লাল রঙের উট।

[74] বুখারী হা/৪২১০; মুসলিম হা/২৪০৬; আবূ দাউদ হা/৩৬৬১; মিশকাত হা/৬০৮৯।

অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ বর্তাবে। এতে তাদের পাপরাশি সামান্য পরিমাণও হালকা করা হবে না'।[75]

সাহীহ মুসলিমের অপর হাদীস্নে তিনি বলেন:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

'যে ব্যক্তি কোন ভাল আমলের পথ প্রদর্শন করে, তার জন্যে আমলকারীর সমান সওয়াব রয়েছে'।[76]

৩. **ইলমের কারণে আপতিত দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ:** ধৈর্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর নাফ্‌সকে অটল ও অবিচল রাখা, আত্মাকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে বিরত রাখা এবং একে আল্লাহ্‌র ফায়সালা সমূহের ব্যাপারে ক্রোধান্বিত, অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা। দ্বীনের দাওয়াতের কাজে যতই কষ্ট-যন্ত্রণা আপতিত হোক না কেন, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীকে সর্বাবস্থায় আগ্রহী ও প্রাণবন্ত হয়ে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কেননা কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে যারা আহ্বান করে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে মানুষের স্বভাব, তবে যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন, তারা অবশ্যই তা করে না। আল্লাহ্ তাঁর নাবী (ﷺ) কে সম্বোধন করে বলেছেন:

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا

"তোমার পূর্বেও রসূলগণকে মিথ্যে মনে করা হয়েছে কিন্তু তাদেরকে মিথ্যে মনে করা এবং কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছে, যতক্ষণ না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছে। আল্লাহ্‌র ওয়াদার পরিবর্তন হয় না, নাবীগণের কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট পৌঁছেছেই।"[77]

দ্বীনের দাওয়াতের কাজে কষ্ট-যন্ত্রণা যত বেশি মারাত্মক হবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ততই নিকটবর্তী হবে। আল্লাহ্‌র সাহায্য কেবল এভাবে নির্দিষ্ট নয় যে, তিনি কোন মানুষকে তার জীবদ্দশাতেই সাহায্য করবেন এবং সে তার দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া ও বাস্তব প্রতিফলন নিজের জীবদ্দশাতেই দেখে যেতে পারবে। বরং তা এভাবে যে, দাঈ যে বিষয়ের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে

---

[75] সহীহ মুসলিমঃ হা/৬৬৯৭, আবূ দাঊদ হা/৪৬০৯; তিরমিযী হা/২৬৭৪; ইবনু মাজাহ হা/২০৬

[76] সহীহ মুসলিমঃ হা/৪৭৯৩, আবূ দাঊদ হা/৫১২৯; তিরমিযী হা/২৬৭১; মিশকাত হা/২০৬

[77] সূরা আল-আনআম ৬ : ৩৪

গেছেন তার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ মানুষের অন্তরে সে বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে দিবেন, ফলে মানুষ সেটাকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা অনুসরণ করবে। এটাও এই দাঈর প্রতি মহান আল্লাহ্‌র একপ্রকার সুস্পষ্ট অনুগ্রহ ও সাহায্য হিসেবে গণ্য হবে, যদিও ইতোমধ্যে দাঈ মৃত্যুবরণ করে থাকেন। তাই দাঈর জন্য কর্তব্য ও করণীয় হলো ধৈর্য সহকারে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া, আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বানের পথে ধৈর্য ধারণ করা এবং সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা ও দুঃখ-কষ্টকে ধৈর্য সহকারর মোকাবেলা করে দাওয়াতের কাজে অটল ও অবিচল থাকা। নাবী-রাসূলগণ দ্বীনের দাওয়াতের কাজে প্রতিপক্ষের কথা ও কাজের দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে কত দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণাই না ভোগ করেছেন।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾

"এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছেন তখনই তারা তাঁকে বলেছে, এ তো এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!"[78]

তিনি আরো বলেন:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۭ

"আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক নাবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়ে থাকি"।[79]

কাজেই দাঈর কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীনের কাজে সকল বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করা। দেখুন! মহান আল্লাহ্ তাঁর নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে সম্মোধন করে বলেছেন:

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا

"নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ধাপে ধাপে।"[80]

---

[78] সূরা আয্-যারিয়াত ৫১ : ৫২

[79] সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ৩১

[80] সূরা আল-ইনসান (দাহ্র) ৭৬ : ২৩

মানবীয় বিবেচনায় এই আয়াতের পর 'অতএব আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন' এমন কোন অর্থবোধক আয়াত নাযিল হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু দেখা যায়,

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

"কাজেই আপনি ধৈর্যের সাথে আপনার রবের নির্দেশের প্রতীক্ষা করুন।"[81]

এই আয়াতে থেকে একটি কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা হলো, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের দাওয়াত ও খিদমতে নিয়োজিত হবে, তাকে এমন অনেক কিছুর মুকাবিলা করতে হবে যাতে প্রচুর ধৈর্যশক্তির প্রয়োজন।

রাসূল (ﷺ) এর অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন! তাঁকে যখন তাঁর গোত্রের লোকেরা মেরে রক্তাক্ত করলো, তখন তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে আল্লাহ্র সমীপে দুআ' করলেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

'হে আল্লাহ্! আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন। কেননা তারা এমন এক জাতি যারা জানে না (অজ্ঞ)'।[82]

সুতরাং দাঈকে অবশ্যই ধৈর্যশীল এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান লাভের আশাবাদী হতে হবে।

সবরের প্রকারভেদ: ধৈর্য ৩ প্রকারঃ

ক. আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য ধৈর্য ধারণ

খ. আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকার জন্য ধৈর্য ধারণ

গ. তাকদীর তথা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়াদি যা তিনি কার্যকর করে থাকেন, সেগুলোর উপর ধৈর্য ধারণ

মহান আল্লাহ্ তাঁর নির্ধারিত যেসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করে থাকেন সেগুলো দুই রকমের হয়ে থাকে: কিছু আছে যেগুলোতে মানুষের কোন হাত নেই। আবার

---

[81] সূরা আল-ইনসান (দাহ্র) ৭৬ : ২৪

[82] সহীহ বুখারী: হা/৩৪৭৭, মুসলিম হা/১৭৯২; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৫; মিশকাত হা/৫৩১৩

কিছু আছে যেগুলো আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দার মাধ্যমে ঘটিয়ে থাকেন, যেমন: যুল্‌ম-অত্যাচার, ক্ষতিসাধন ইত্যাদি।

> وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
>
> আর দলীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী:
>
> "সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত। কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে সত্যের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের।"[83]

১. **সূরাতুল আস্‌র এর তাফসীর:** উল্লিখিত চার স্তর সম্পর্কিত প্রমাণ হল সূরা আস্‌র। এই সূরায় মহান আল্লাহ্ الْعَصْرِ। (আল আসর) শব্দ দ্বারা কসম করেছেন, যা হচ্ছে সময়। সময় হল নানা ঘটনা ঘটার স্থল যাতে ভাল-মন্দ সব ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। এ কারণে আল্লাহ্ সময়ের শপথ করে বলেছেন যে, সকল মানুষই ক্ষতির মাঝে রয়েছে। তবে যারা এই ৪টি গুণে গুণান্বিত হবে, তারা উপরোল্লিখিত ক্ষতির আওতাধীন নয়। এই ৪টি গুণ হচ্ছে যথাক্রমেঃ

ক. ঈমান

খ. নেক আমল

গ. সত্যের উপদেশ প্রদান

ঘ. ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের উপদেশ প্রদান

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] বলেছেন: 'নাফসের (প্রবৃত্তির) সাথে জিহাদের ৪টি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। যথাঃ

ক. হিদায়াত এবং সত্য ধর্ম, যা ব্যতীত ইহকাল ও পরকালে শান্তি ও সফলতা অর্জন করা আদৌ সম্ভবপর নয়, তা জানার জন্য নাফসের সাথে জিহাদ।

খ. সঠিক পথ ও সত্য ধর্মকে জানার পর সে অনুযায়ী আমল করার জন্য নাফসের সাথে জিহাদ।

---

[83] সূরা আল-আস্‌র ১০৩ : ১-৩

গ. সঠিক পথ ও সত্য ধর্মের দিকে মানুষকে আহ্বান করা এবং যারা এ সম্পর্কে জানে না তাদেরকে তা শিক্ষা প্রদানের কাজে নাফসের সাথে জিহাদ করা।

ঘ. আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বানের কাঠিন্যতা ও সৃষ্টি জগত কর্তৃক অত্যাচার-নির্যাতনে ধৈর্য ধারণের জন্য নাফসের সাথে জিহাদ করা। দাঈকে এই সবকিছু করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যে ব্যক্তি এই ৪টি গুণে পরিপূর্ণরূপে গুণান্বিত হয়ে যাবে, সে আল্লাহ্ ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'।

এই সূরায় মহান আল্লাহ্ যুগের শপথ করে বলেছেন যে, প্রতিটি মানুষ, তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি যত বেশিই হোক না কেন কিংবা সে যতই উচ্চ পর্যায়ের ও মান-মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তথাপি সে ক্ষতির মাঝে নিপতিত। তবে যারা ৪টি গুণে সামগ্রিকভাবে গুণান্বিত, তারা নয়। এই ৪টি গুণ হলো:

ক. **ঈমান:** যে সব বিশুদ্ধ আকীদাহ্ ও বিশুদ্ধ ইল্‌ম দ্বারা মানুষ তার মহান প্রতিপালকের নৈকট্য অর্জন করতে পারে সে সবকিছুই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

খ. **নেক আমল:** আর তা হচ্ছে এমন প্রতিটি কথা ও কাজ, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা যায়। আর তা তখনই সম্ভব যখন আমল সম্পাদনকারী ব্যক্তি তার প্রতিটি কথা ও কাজে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হবে এবং রাসূল (ﷺ) এর যথাযথ অনুসারী হবে (সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করবে)।

গ. **হকের (সত্যের) উপদেশ প্রদান:** আর তা হলো পরস্পর ভাল কাজের উপদেশ দেওয়া, ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং ভাল কাজের প্রতি একে অপরকে উৎসাহ যোগানো।

ঘ. **ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের উপদেশ প্রদান:** আর তা হচ্ছে একে অপরকে আল্লাহ্‌র যাবতীয় আদেশসমূহ ধৈর্য সহকারে পালন করা, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে ধৈর্য সহকারে পরিহার করা এবং আল্লাহ্‌র তাকদীর বা নির্ধারিত বিষয়াদিকে ধৈর্য সহকারে মেনে নেওয়ার উপদেশ প্রদান করা।

এখানে পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া বলতে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করাকে বুঝানো হয়েছে। এই দু'টি বিষয়ের উপরই মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণ, উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য, সম্মান অর্জন ও উম্মতের সমৃদ্ধি রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:
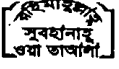
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে।"[84]

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّوْرَةَ لَكَفَتْهُمْ

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بَابٌ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

ইমাম শাফেঈ[১] [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] বলেছেন: যদি মহান আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি কেবল এই সূরা ব্যতীত আর অন্য কোন দালীল নাযিল না করতেন তবে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো[২]।

আর ইমাম বুখারী[৩] [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] বলেছেন: 'অধ্যায়: কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান'[85]

আর দালীল আল্লাহ তাআলার বাণী:

কাজেই জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ভুল-ত্রুটির জন্য'।[86]
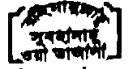
সুতরাং আল্লাহ্ কথা ও কাজের পূর্বে ইল্‌মের উল্লেখ করে শুরু করেছেন[৪]।

---
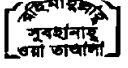
[84] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১১০
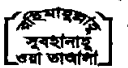
[85] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০ হা/৬৭-এর পরের অনুচ্ছেদ।
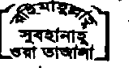
[86] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৯
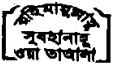
সূরাতুল আস্‌র সম্পর্কে ইমাম শাফেঈর বক্তব্য

১. **ইমাম শাফেঈ** [সুবহানাহু ওয়া তাআলা] তিনি হলেন আবূ আব্‌দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরীস ইবনুল আব্বাস বিন উস্‌মান বিন শাফেঈ আল-কুরাশী। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক। ১৫০ হিজরীতে তিনি গাজা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে মিশরে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হলেন সুপ্রসিদ্ধ চার ইমামের অন্যতম একজন ইমাম। তাঁদের সকলের উপর মহান আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।

২. এই কথা দ্বারা ইমাম শাফেঈ [সুবহানাহু ওয়া তাআলা] এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, ঈমান, নেক আমল, আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান এবং তাতে ধৈর্য ধারণ, এই ৪টি বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য এই সূরাটিই যথেষ্ট। তবে কোন অবস্থাতেই এ কথার দ্বারা তিনি এটা বুঝাতে চাননি যে, পূর্ণ শারীআতের ক্ষেত্রে তথা পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে মানবজাতির জন্য এই সূরাটিই যথেষ্ট হতো।

'আল্লাহ্ যদি এই সূরা ব্যতীত আর অন্য কোন দালীল-প্রমাণ নাযিল না করতেন, তাহলে সৃষ্টিকুলের জন্য এই সূরাটিই যথেষ্ট হতো' ইমাম শাফেঈ [সুবহানাহু ওয়া তাআলা] কথাটি এ কারণেই বলেছেন যে, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি এই সূরা শুনে কিংবা পাঠ করে, তাহলে সে অবশ্যই উল্লিখিত ৪টি গুণে [ক. ঈমান খ. নেক আমল গ. সত্যের উপদেশ প্রদান ঘ. ধৈর্যের উপদেশ প্রদান] গুণান্বিত হওয়ার মাধ্যমে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্ত রাখতে জরুরি ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ চেষ্টা করবে।

৩. ইমাম বুখারী [সুবহানাহু ওয়া তাআলা] তিনি হলেন আবূ আব্‌দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী। তিনি ১৯৪ হিজরীর শাওওয়াল মাসে বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াতীম অবস্থায় মায়ের কোলেই তিনি লালিত পালিত হন। ২৫৬ হিজরীর ঈদুল ফিতরের রাত্রিতে সমরখন্দ থেকে ২ ফারসাখ (প্রায় ৬ মাইল) দূরে 'খারতাঙ্ক' শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৪. **ইমাম বুখারী [সুবহানাহু ওয়া তাআলা] এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা:** এই আয়াতে ইমাম বুখারী [সুবহানাহু ওয়া তাআলা] কথা ও কাজের পূর্বে ইল্‌ম বা জ্ঞানের আবশ্যকতার প্রমাণ পেশ করেছেন। এই আসমানী দালীলটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, মানুষকে প্রথমে কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে হবে, অতঃপর তাকে আমল বা অনুশীলন করতে হবে। এই আয়াত ছাড়াও এ বিষয়ে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক একটি

দালীল রয়েছে যা প্রমাণ করে, দ্বীনী যে কোন কথা ও কাজের পূর্বে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা কোন কথা বা কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা ইসলামী শারীআত অনুযায়ী না হবে।

সঠিক জ্ঞান ব্যতীত কারো পক্ষে এই কথা জানা সম্ভব নয় যে, তার আমল বা কাজ শারীআত অনুযায়ী হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, এমন কিছু বিষয় আছে যা মানুষ জন্মগত ভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত সহজাত যোগ্যতা দ্বারা জানতে ও বুঝতে পারে। যেমনঃ মহান আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয় মা'বুদ, এ বিষয়টি জানার জন্য খুব বেশি শিক্ষা অর্জন বা জ্ঞান-গবেষণার প্রয়োজন হয় না, কেননা মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে এটুকু জানার ও বুঝার সহজাত জ্ঞান দিয়েই সৃষ্টি করে থাকেন। পক্ষান্তরে, ইসলামের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিত জানতে যথেষ্ট শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গবেষণা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়।

اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلُّمُ الثَّلَاثِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَالْعَمَلُ بِهِنَّ

الأُوْلَى: أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا، بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا

জেনে রাখুন! আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর নিম্নলিখিত ৩টি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং তদানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। প্রথমটিঃ মহান আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন[১], আমাদের রিয্ক দিয়েছেন[২], তিনি আমাদেরকে অনর্থক ছেড়ে দেননি[৩]; বরং তিনি আমাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছেন[৪]।

১. আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টিকর্তাঃ মহান আল্লাহ্ যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এর ওয়াহ্য়ী ভিত্তিক এবং যুক্তিভিত্তিক উভয় প্রকার প্রমাণই রয়েছে।

ওয়াহ্য়ী ভিত্তিক দালীলঃ কুরআনে এ বিষয়ে অনেক দালীল রয়েছে। যেমনঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝

"তিনিই তোমাদেরকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর একটা মেয়াদকাল নির্দিষ্ট করেছেন এবং আর একটি নির্ধারিত মেয়াদকাল আছে যা তিনিই জানেন। এরপরও তোমরা সন্দেহ কর।"[87]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেনঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ

"আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের আকৃতি প্রদান করেছি।"[88]

তিনি আরো বলেনঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

"আর অবশ্যই আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত কাদার শুষ্ক ঠনঠনে কালচে মাটি হতে।"[89]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ।"[90]

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেনঃ

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

"মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে যা পোড়া মাটির মত।"[91]

---

[87] সূরা আল-আনআম ৬ : ২

[88] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১১

[89] সূরা আল-হিজর ১৫ : ২৬

[90] সূরা আর্-রূম ৩০ : ২০

[91] সূরা আর-রহমান ৫৫: ১৪

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

"আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা।"[92]

আরো ইরশাদ করা হয়েছে:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

"আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও।"[93]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۝

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এজন্যই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।"[94]

এছাড়াও কুরআন মাজীদে এ বিষয়ে আরো অনেক দালীল রয়েছে।

যুক্তি ভিত্তিক দালীল: মহান আল্লাহ্ যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন:

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ۝

"তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?"[95]

কোন মানুষ নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেনি। কারণ সৃষ্টি লাভের পূর্বে তার অস্তিত্বই ছিল না। আর যার কোন অস্তিত্ব নেই, সে কোন কিছু হতে পারে না এবং যে নিজেই কোন কিছু ছিল না, সে অন্য কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। কোন মানুষকে তার বাবা-মা সৃষ্টি করেন নি, এমনকি তাকে পৃথিবীর অন্য কেউই সৃষ্টি করেনি। আবার কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া হঠাৎ করে এমনিতে সৃষ্টিলাভ

---

[92] সূরা আয্-যুমার ৩৯ : ৬২

[93] সূরা আস্-সফ্ফাত ৩৭ : ৯৬

[94] সূরা আয্-যারিয়াত ৫১ : ৫৬

[95] সূরা আত্-তূর ৫২ : ৩৫

করাও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। কারণ যেকোন কিছুকে অস্তিত্ব দান করতে হলে একজন অস্তিত্ব দানকারী যেমন অবশ্যই প্রয়োজন, তেমনি যে কোন ঘটনা ঘটার জন্যও একজন ঘটকের প্রয়োজন। তাছাড়া অপরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিত্তিতে পরিচালিত এই বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক মিলন ও সমন্বয় এ কথাকে দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দেয় যে, এ বিশ্বজগত তথা সমগ্র সৃষ্টি হঠাৎ করে আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে। কেননা হঠাৎ করে যদি কোন বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে থাকে তাহলে তার মূল অস্তিত্বই হবে এলোমেলো এবং বিশৃঙ্খল। কাজেই এটা দ্বারা প্রমাণিত হয়, একমাত্র আল্লাহ্ই হলেন সমগ্র সৃষ্টিজগতের একক সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত আর কোন সৃষ্টিকর্তা এবং আদেশ প্রদানকারী নেই। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ

"জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান তাঁরই কাজ।"[96]

কেউ তাঁকে রব্ব হিসেবে অস্বীকার করেছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ নিতান্তই অহংকারের ছলে তা করেছে, যেমনটি করেছিল ফির'আউন। যখন যুবাইর বিন মুতয়িম মুশরিক ছিলেন, তখন একদিন তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কুরআন মাজীদের 'সূরা তূর' তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তিলাওয়াতের এক পর্যায়ে যখন তিনি এই আয়াতে পৌছালেনঃ

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ۝ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ۝

"তারা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে না। আপনার রবের গুপ্তভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, নাকি তারাই এ সবকিছুর নিয়ন্ত্রনকারী?"[97]

---

[96] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৫৪

[97] সূরা আত্-তূর ৫২ : ৩৫-৩৭

তা শুনে যুবাইর বিন মুতয়িম বলেন, "মনে হলো আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। আর আল্লাহ্র এই আয়াত শোনার মাধ্যমেই আমার অন্তরে ঈমানের বীজ অঙ্কুরিত হয়।"

২. **আল্লাহ্ আমাদের রিয্কদাতাঃ** মহান আল্লাহ্ই যে আমাদেরকে রিয্ক দান করেন, এ বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ এবং যুক্তিভিত্তিক অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তিনিই তো রিয্কদাতা, প্রবল শক্তিধর, পরাক্রমশালী।"[98]

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ

"বলুন, আসমানসমূহ ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রিয্ক প্রদান করেন? বলুন, আল্লাহ্।"[99]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ

"বলুন, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিয্ক প্রদান করেন অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন? কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন এবং সব বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্।"[100]

এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে আরো অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে।

---

[98] সূরা আয্-যারিয়াত ৫১ : ৫৮

[99] সূরা সাবা ৩৪ : ২৪

[100] সূরা ইউনুস ১০ : ৩১

সুন্নাহ্ তে এ বিষয়ে যে সব দালীল রয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, গর্ভস্থ বাচ্চা সম্পর্কে নাবী (ﷺ) বলেছেন, তার প্রতি একজন ফেরেশতাকে ৪টি নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়:

ক. তার রিয্‌ক লিখে দিতে

খ. তার জীবনের সময়সীমা লিখে দিতে

গ. তার আমল লিখে দিতে (তা কেমন হবে)

ঘ. সে দুর্ভাগা নাকি সৌভাগ্যবান, তা লিখে দিতে[101]

মহান আল্লাহ্‌ই যে আমাদেরকে রিয্‌ক প্রদান করেন এ বিষয়ে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ হচ্ছে, আমরা যে খাদ্য ও পানীয় ছাড়া বাঁচতে পারি না, সেই খাদ্য ও পানীয় মহান আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝٦٣ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ۝٦٤ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۝٦٥ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۝٦٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝٦٧ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ۝٦٨ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ۝٦٩ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝٧٠

"তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি সেটাকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি? আমি ইচ্ছে করলে এটাকে খড় কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা (এই বলে যে), নিশ্চয়ই আমরা দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি, বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করেছ কি? তোমরাই কি তা মেঘ হতে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছে করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?"[102]

---

[101] বুখারী হা/৩২০৮; মুসলিম হা/৬৬১৬ (২৬৪৩); আবূ দাঊদ হা/৪৭০৮; তিরমিযী হা/২১৩৭; মিশকাত হা/৮২।

[102] সূরা আল-ওয়াকিআহ ৫৬ : ৬৩-৭০

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, আমাদের রিয্ক তথা খাদ্য, পানীয় সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে।

৩. **আল্লাহ আমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেন নি:** বাস্তবতা এটাই যে, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত অহেতুক ছেড়ে দেননি। ওয়াহয়ী ভিত্তিক এবং যুক্তিভিত্তিক দালীলসমূহ এ সত্যকেই প্রমাণিত করে।

ওয়াহয়ী ভিত্তিক দালীলের মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

"তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ্, যিনি প্রকৃত মালিক। তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই।"[103]

তিনি আরো বলেন:

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۝ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِىٍّ يُمْنَىٰ ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ۝ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۝

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম বানান। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?"[104]

---

[103] সূরা মু'মিনূন ২৩ : ১১৫-১১৬

[104] সূরা আল-কিয়ামাহ ৭৫ : ৩৬-৪০

আর যুক্তিভিত্তিক দালীল হলো, 'মানবজাতির অস্তিত্ব হবে দুনিয়াতে কেবল বেঁচে থাকার জন্য এবং জীবজন্তুর মত কেবল ভোগ-উপভোগের জন্য; এরপর সে মারা যাবে, মৃত্যুর পর সে আর পুনরুত্থিত হবে না এবং তার কোন হিসাব নিকাশও হবে না' এমন ধারণা সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহ্‌র হিকমাহ্ বা প্রজ্ঞার পরিপন্থী বিষয়। বরং এ ধরনের ধারণা হলো উদ্দেশ্যহীন, অহেতুক ও অমূলক। আল্লাহ্ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রতি নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা নাবী-রাসূলদের হত্যা ও বিরোধিতা করে তাদেরকে হত্যা করা আমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন; অথচ এতকিছুর পরও এর চূড়ান্ত ফলাফল কিছুই হবে না! এটা মহান আল্লাহ্‌র হিকমতের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসম্ভব একটি বিষয়।

৪. **আল্লাহ আমাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছেনঃ** আল্লাহ্ আমাদের প্রতি তথা এই উম্মতের প্রতি রাসূল (ﷺ) কে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি আমাদের কাছে আমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, আমাদেরকে পবিত্র করেন এবং আমাদেরকে কিতাব (আল কুরআন) এবং হিকমাহ (সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। মহান আল্লাহ্ যেভাবে আমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেনঃ

وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

"এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট কোন সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।"[105]

নবী-রাসূলদেরকে আল্লাহ্ এ কারণেই জগৎবাসীর প্রতি প্রেরণ করেছেন যাতে করে তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যাতে তারা ঠিক সেভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করতে পারে যেভাবে ইবাদাত করলে আল্লাহ্‌র ভালবাসা এবং সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

[105] সূরা আল-ফাতির ৩৫ : ২৪

وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۝ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۝ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

"নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট ওয়াহ্‌য়ী প্রেরণ করেছিলাম, যেমন প্রেরণ করেছিলাম নূহ ও তাঁর পরবর্তী নাবীগণের প্রতি। আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের নিকট ওয়াহ্‌য়ী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাঊদকে প্রদান করেছিলাম যাবূর। আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমি আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমি আপনাকে দেইনি। আর অবশ্যই আল্লাহ্ মূসার সাথে কথা বলেছেন। সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারীরূপে আমি রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ হলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[106]

কিভাবে ইবাদাত করলে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, নাবী-রাসূলগণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ব্যতীত আমাদের জন্য তা জানা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। কারণ নাবী-রাসূলগণই আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন কিভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং কিভাবে তাঁর নৈকট্য হাসিল করা যায়। তাই সৃষ্টিকুলের প্রতি নাবী-রাসুলগণকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করার মাঝে মহান আল্লাহ্‌র এক মহান হিকমাহ (প্রজ্ঞা) নিহিত রয়েছে। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই বাণী:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۝

---

[106] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ১৬৩-১৬৫

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যেমনভাবে রসূল প্রেরণ করেছিলাম ফিরআউনের নিকট। কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলাম।"[107]

فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَأَخَذْنٰهُ أَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾

অতএব কেউ তাঁর আনুগত্য করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে[১]। আর তাঁর অবাধ্য হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে[২]।

আর দলীল আল্লাহ্‌র বাণী:

"আমি তোমাদের কাছে তেমনিভাবে একজন রসূলকে তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যদাতা হিসেবে পাঠিয়েছি (যিনি কিয়ামাতে সাক্ষ্য দিবেন যে, দ্বীনের দাওয়াত তিনি যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন) যেমনভাবে আমি ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম একজন রসূলকে। তখন ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল। ফলে আমি তাকে শক্ত ধরায় ধরলাম।"[108]

১. রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করলে জান্নাত: 'যে কেউ এই রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ থেকে এ সত্যই উদ্ভাসিত হয়।

মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন:

وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَسَارِعُوْٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ ۙ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

---

[107] সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল ৭৩ : ১৫-১৬

[108] সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল ৭৩ : ১৫-১৬

"আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পার। তোমরা ধাবিত হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা হচ্ছে আকাশ ও যমীন, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য।"[109]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

"আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চলবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হলো মহা সাফল্য।"[110]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

"আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে চলে, তারাই হলো কৃতকার্য।"[111]

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝

"আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নাবী, সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন। তাঁরা কতই না উত্তম সঙ্গী!"[112]

---

[109] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৩২-১৩৩
[110] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ১৩
[111] সূরা আন্-নূর ২৪ : ৫২
[112] সূরা আন্-নিসা ৪ : ৬৯

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

"আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"[113]

এ বিষয়ে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। অনুরূপ রাসূল (ﷺ) এর নিম্নোক্ত হাদীস্ব দ্বারাও উল্লিখিত সত্য বিষয়টি প্রমাণিত হয়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ".

'আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত। সাহাবীরা বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! কে তা অস্বীকার করবে! তিনি বললেনঃ যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে।"[114]

অন্য এক বর্ণনায় আছেঃ وَمَنْ عَصَانِي دَخَلَ النَّارَ

'আর যে আমার অবাধ্য হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[115]

২. রাসূল (ﷺ) এর অবাধ্য হলে জাহান্নামঃ 'যে রাসূল (ﷺ) এর অবাধ্য হবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' এই কথার সত্যতা আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীসমূহের দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۠ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

"আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"[116]

---

[113] সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ৭১

[114] সহীহ বুখারী: ৭২৮০, আহমাদ হা/৮৭২৮; সহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭; মিশকাত হা/১৪৩।

[115] আল-মু'জামুল আউসাত ৮০৮, বিস্তারিত তাহকীক "তাহকীক ১" দ্রষ্টব্য।

[116] সূরা আন্-নিসা ৪ : ১৪

মহান আল্লাহ্‌ আরো ইরশাদ করেন:

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"আর যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"[117]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

"আর যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে।"[118]

পূর্বোল্লেখিত হাদীসেও দেখা যায়, রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

وَمَنْ عَصَانِي دَخَلَ النَّارَ

'আর যে আমার অবাধ্য হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[119]

---

[117] সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ৩৬

[118] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ২৩

[119] মাজমাউয যাওয়াইদ : হা/১৬৭২৭, ত্বাবারানী আল-মু'জামুল আউসাত্ব: হা/৮০৮। বিস্তারিত তাহকীক "তাহকীক ১" দ্রষ্টব্য।

الثَّانِيَةُ: أَنَّ اللهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

দ্বিতীয়টি:[১] আল্লাহ্ তাঁর ইবাদাতে কাউকে তাঁর সাথে শরীক করা আদৌ পছন্দ করেন না। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ কোন ফেরেশতা কিংবা তাঁর প্রেরিত কোন নাবীকেও না। আর দলীল আল্লাহ্র বাণী:

"মাসজিদসমূহ আল্লাহ্রই জন্য। কাজেই আল্লাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।"[120]

১. আমাদের জন্য **যেসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা** অবশ্য কর্তব্য, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো মহান আল্লাহ্ তাঁর ইবাদাতে অন্য কাউকে শরীক করা বা অংশীদার সাব্যস্ত করা মোটেও পছন্দ করেন না। কেননা তিনিই হলেন ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য ও একক হকদার। গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) এক্ষেত্রে দালীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ্র এই বাণী:

وَأَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"মাসজিদসমূহ আল্লাহ্রই জন্য। কাজেই আল্লাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।"[121]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাঁর সাথে অন্য কাউকে ডাকতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ যেসব বিষয় অপছন্দ করেন কেবল সেগুলো থেকেই আমাদেরকে তিনি নিষেধ করেন। যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ

---

[120] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ১৮

[121] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ১৮

"যদি তোমরা কুফরী কর, তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন।"[122]

অন্য আয়াতে তিনি বলেনঃ

فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

"আর যদি তোমরা তাদের (মুনাফিকদের) প্রতি রাযী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তো এমন ফাসিক (দুষ্কর্মকারী) লোকদের প্রতি রাযী হবেন না।"[123]

অতএব বুঝা গেল, কুফর এবং শির্ক মহান আল্লাহ্ আদৌ পছন্দ করেন না। বরং তিনি কুফর এবং শির্কের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এবং এগুলোকে খতম করার জন্য নাবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন।

আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা (শির্ক) দূর হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হয়ে যায়।"[124]

যেহেতু আল্লাহ্ কুফর এবং শির্ক অপছন্দ করেন, তাই প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হচ্ছে এগুলোকে অপছন্দ ও ঘৃণা করা। কেননা মু'মিন ব্যক্তির সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং পছন্দ-অপছন্দ হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী। যাতে করে যে কাজে আল্লাহ্ রাগান্বিত হন, ঈমানদার ব্যক্তিও তাতে রাগান্বিত হয় এবং যে কাজে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকেন, ঈমানদার ব্যক্তিও তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যেহেতু আল্লাহ্ কুফর এবং শির্কের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং এগুলোকে তিনি প্রচন্ড ঘৃণা করেন, তাই কোন মু'মিন-মুমিনাহ্‌র জন্য এগুলোর প্রতি ন্যূনতম সন্তুষ্টি জ্ঞাপন কিংবা এগুলোকে বিন্দুমাত্র পছন্দ করা আদৌ উচিত নয়। শির্ক হচ্ছে অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারাত্মক একটি বিষয়।

---

[122] সূরা আয্-যুমার ৩৯ : ৭

[123] সূরা আত্-তাওবাহ ৯ : ৯৬

[124] সূরা আল-আনফাল ৮ : ৩৯

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্য যে কোন অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"[125]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দেন এবং তার আবাসস্থল হলো জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"[126]

এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক না করা অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে এমন অবস্থায় যে, সে তাঁর সাথে শরীক স্থির করেছে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[127]

---

[125] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ৪৮

[126] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৭২

[127] সহীহ মুসলিম : হা/১৭১

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُوْلَ وَوَحَّدَ اللهَ لَا يَجُوْزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيْبٍ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۲۲﴾

তৃতীয়টি:[১], যে রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্‌কে একক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করে, তার জন্য জায়েয নয় আল্লাহ্ ও রাসূল (ﷺ) এর বিরোধিতাকারীদের কারো সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করা। যদিও সে তার নিকটাত্মীয় হয়।

আর দলীল আল্লাহ্‌র বাণী:

"আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবে না যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালবাসে- হোক না এই বিরোধীরা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী। আল্লাহ্ এদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন, আর নিজের পক্ষ থেকে রুহ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদেরকে তিনি দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী-নালা, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহ্‌র দল; জেনে রেখ, আল্লাহ্‌র দলই সাফল্যমন্ডিত।"[128]

১. তৃতীয় যে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং তদানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব: তৃতীয় যে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী আমল

[128] সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮ : ২২

করা আমাদের প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য আবশ্যক তা হচ্ছে 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' তথা 'মিত্রতা ও শত্রুতার মূলনীতি'। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক বিষয়। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অনেক দালীল রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ط

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না।"[129]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ط إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।"[130]

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

---

[129] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১১৮

[130] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৫১

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে এবং কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।"131

অন্য আয়াতে তিনি বলেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٢٣ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۣاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٢٤

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতৃবর্গ ও ভ্রাতৃবৃন্দ যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে পছন্দ করে, তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম। হে নাবী! আপনি বলুন, তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে যদি বেশী প্রিয় হয় তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের সন্তানেরা, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আপনগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ ও তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা তোমরা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ

131 সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৫7

তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।"[132]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدٰوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُۥٓ

"অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্তে ঈমান আন।"[133]

কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিরোধিতা করে তার সাথে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা এটাই প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান রয়েছে তা অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির। তা না হলে এটা কোন যুক্তিসঙ্গত কথা হতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি এমন কাউকে বা কোন কিছুকে ভালবাসবে যা তার প্রিয়তমের ঘোরতর শত্রু। কাফিরদের সাথে মিত্রতার অর্থ হচ্ছে, কুফর ও গোমরাহী নিয়ে তারা যা অবস্থায় আছে সে অবস্থায় তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আর তাদেরকে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে, যেসব কাজ করলে তাদের ভালবাসা লাভ করা যায়, সে সব কাজের মাধ্যমে তাদের ভালবাসা অর্জন করা, হোক তা যে কোন উপায়ে। নিঃসন্দেহে এটি ঈমানকে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে নতুবা কমপক্ষে একে অসম্পূর্ণ করে ফেলে। অতএব প্রত্যেক মু'মিন-মুমিনার জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর বিরোধিতা যারা করে, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, যদিও তারা তার কোন

---

[132] সূরা আত্-তাওবাহ ৯ : ২৩-২৪

[133] সূরা আল-মুমতাহিনা ৬০ : ৪

নিকটতম আত্মীয় হোক না কেন। তবে এ কথার অর্থ এটা নয় যে, তাদেরকে সদুপদেশ দেওয়া এবং সত্যের পথে আহ্বান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

জেনে রাখুন![১] মহান আল্লাহ্ আপনাকে পথ প্রদর্শন করুন[২] তাঁর আনুগত্যের[৩] মাধ্যমে। হানীফিয়্যাহ[৪] (খাঁটি ও বিশুদ্ধ দ্বীন) হলো মিল্লাতে[৫] ইবরাহীম[৬] তথা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর অনুসৃত ধর্মীয় পথ, যা নির্দেশ করে আপনি কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবেন[৭] খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে[৮]।

১. **ইল্‌ম:** এ বিষয়ে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কাজেই এখানে এর পুনরাবৃত্তি ঘটানো নিষ্প্রয়োজন।

২. **আর-রুশ্‌দ:** সঠিক পথের উপর অটল ও অবিচল থাকা।

৩. **আনুগত্য:** নির্দেশদাতার আদেশকৃত বিষয়াদি যথাযথভাবে পালন ও বাস্তবায়ন করা এবং তার নিষেধকৃত বিষয়াদি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ ও বর্জন করা।

৪. **আল-হানীফিয়্যাহ:** হানীফিয়্যাহ বা বিশুদ্ধ দ্বীন হলো সকল প্রকার শির্ক থেকে মুক্ত ও পবিত্র ধর্মীয় পথ, আল্লাহ্‌র প্রতি ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার উপর যে ধর্মের ভিত্তি রচিত।

৫. **মিল্লাতে ইবরাহীম:** ইবরাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর অনুসৃত ধর্মীয় পথ। অর্থাৎ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) যে পথের অনুসারী ছিলেন এবং যে দ্বীনের উপর তিনি অটল ও অবিচল ছিলেন সেই পথ।

৬. **ইবরাহীম** (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তিনি হলেন মহান আল্লাহ্‌র সুপ্রিয় বন্ধু। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

"আর আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"[134]

[134] সূরা আন্-নিসা'৪ : ১২৫

তিনি হলেন সকল নাবীর পিতা। তাঁর অনুসৃত পথ যাতে আমরা অনুসরণ করি, সেজন্য মহান আল্লাহ্ অসংখ্য বার তাঁর পথের ব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত করেছেন।

৭. ইবাদাত: গ্রন্থকার [রাহিমাহুল্লাহ] এর বক্তব্য [যা নির্দেশ করে আপনি কেবল এক আল্লাহ্র ইবাদাত করবেন, এখানে যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বীনে হানীফ তথা খাঁটি ও বিশুদ্ধ দ্বীন]

ইবাদাত

ইবাদাতের মর্মার্থ: সাধারণ অর্থে ইবাদাত হলো আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে বিনয় প্রকাশ করা। আর তা করতে হবে আল্লাহ্র নির্দেশিত শারীআত অনুযায়ী তাঁর আদেশকৃত বিষয়াদি পালনের মাধ্যমে এবং তাঁর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

ইবাদাতের বিশেষ তথা বিশদ অর্থ যা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ [রাহিমাহুল্লাহ] বলেছেন তা হলো: ইবাদাত হচ্ছে ব্যাপক ও সামগ্রিক একটি নাম। আল্লাহ্ ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন এমন সকল ইসলামী কথাবার্তা, কাজকর্ম, হোক তা প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য, যেমন: ভয়, ভীতি, আশা-ভরসা, সলাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি সবই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।

৮. **ইখলাস এর মর্মার্থ :** ইখলাস বা একনিষ্ঠতার অর্থ হচ্ছে বিশুদ্ধ করা। এখানে ইখলাস সহকারে আল্লাহ্র ইবাদাত করা কথাটির অর্থ হচ্ছে, প্রতিটি মানুষ কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর নিয়ামত সমৃদ্ধ ঘরে (জান্নাতে) পৌছার নিমিত্তে কেবল আল্লাহ্র ইবাদাত করবে। এতে সে অন্য কাউকে এমনকি আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠ কোন ফেরেশতা কিংবা তাঁর প্রেরিত কোন নাবী-রাসুলকেও তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝١٢٣

"অতঃপর আমি আপনার প্রতি ওয়াহ্য়ী করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের অনুসৃত ধর্মীয় পথের অনুসরণ করুন। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"[135]

---

[135] সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : ১২৩

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

وَمَا يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرٰهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۙ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَوَصّٰى بِهَآ إِبْرٰهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۚ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

"আর যে নিজেকে নির্বোধ করেছে, সে ছাড়া ইবরাহীমের মিল্লাত থেকে আর কে বিমুখ হবে! দুনিয়াতে তাকে আমি মনোনীত করেছি, আর আখিরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম হবেন। স্মরণ করুন, যখন তাঁর রব্ব তাঁকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পণ করুন, তিনি বলেছিলেন, আমি সৃষ্টিকুলের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আর ইবরাহীম ও ইয়াকুব তাঁদের পুত্রদেরকে এই ওয়াসীয়ত করে বলেছিলেন যে, হে পুত্রগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা মারা যেও না।"[136]

وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللّٰهُ جَمِيْعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝ وَمَعْنَى يَعْبُدُوْنَ: يُوَحِّدُوْنَ

এর দ্বারাই[১] আল্লাহ্ সমগ্র মানবজাতিকে আদেশ করেছেন আর এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন:

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে একমাত্র আমারই ইবাদাতের উদ্দেশ্যে।"[137]

এখানে "একমাত্র আমারই ইবাদাতের উদ্দেশ্যে' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র তাওহীদ (একত্ব) প্রতিষ্ঠা করা[২]।"

---

[136] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৩০-১৩২

[137] সূরা আয্-যারিয়াত ৫১ : ৫৬

১. হানীফিয়্যাহ তথা বিশুদ্ধ দ্বীনের মাধ্যমে আল্লাহ্ সমগ্র মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাদের ইবাদাতকে বিশুদ্ধ চিত্তে কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত করে। আর এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ۝

"আর আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁর কাছে এই ওয়াহ্‌য়ীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।"[138]

মহান আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে মানব ও জ্বিন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেন:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।"[139]

২. **উল্লিখিত আয়াতে ইবাদাত করার**

উক্ত আয়াতে (আমার ইবাদাত করবে) এর অর্থ হচ্ছে আমার তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে। ইবাদাতের সংজ্ঞা ও এর সাধারণ অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাওহীদ থেকে ইবাদাত শব্দটি বেশি ব্যাপক।

ইবাদাত এর প্রকারভেদ: জেনে রাখুন! ইবাদাত হলো দুই প্রকার:

ক. **ইবাদাতে কাওনিয়্যাহ বা জাগতিক ইবাদত:** আর তা হলো মহান আল্লাহ্ এই সৃষ্টিজগতের প্রতি যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন তার প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা। এ ধরনের আনুগত্য বা বশ্যতা সমস্ত সৃষ্টিজগত করতে বাধ্য যা কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۝

---

[138] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ২৫

[139] সূরা আয্-যারিয়াত ৫১ : ৫৬

"আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই যে পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।"[140]

এ ধরনের ইবাদাত মু'মিন, কাফির, নেককার এবং বদকার সবাইকে শামিল করে।

খ. **ইবাদাতে শারঈয়্যাহ বা ধর্মীয় বিধানগত ইবাদত:** আর তা হলো মহান আল্লাহ্‌ প্রবর্তিত শারীআহ বা ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা। এ ধরনের ইবাদাত কেবল তাদের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে যারা আল্লাহ্‌র নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং নাবী-রাসূল কর্তৃক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়ে আসা শারীআহ্ বা জীবন বিধানকে যথাযথভাবে মেনে চলেন।

যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

"আর-রহমান এর বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে।"[141]

প্রথম প্রকারের ইবাদাতের জন্য মানুষ প্রশংসা লাভের যোগ্য ও দাবিদার হতে পারে না। কারণ এ ধরনের ইবাদাত কেউ স্বেচ্ছায় করে না এবং এখানে তার কোন কর্ম বা প্রচেষ্টা নেই। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে সে কখনো কখনো প্রশংসা লাভ করতে পারে। যেমন যদি সে তার সুখে এবং আনন্দে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে কিংবা তার উপর আপতিত বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার ইবাদাতের জন্য মানুষ প্রশংসিত হয়ে থাকে বা প্রশংসা পাওয়ার দাবি রাখে।

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ: التَّوْحِيْدُ، وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ

আর আল্লাহর আদেশকৃত বিষয়াবলীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো: তাওহীদ, আর তা হলো, ইবাদাতে আল্লাহ্‌কে একক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করা[১]।

---

[140] সূরা মারইয়াম ১৯ : ৯৩
[141] সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ৬৩

তাওহীদ

১. তাওহীদ এর আভিধানিক অর্থ: আভিধানিকভাবে তাওহীদ হলো মাস্দার (ক্রিয়াবিশেষ্য), ওয়াহ্হাদা-ইউওয়াহ্হিদু, অর্থাৎ কোন কিছুকে একক সাব্যস্ত করা। একটি ইতিবাচক সাক্ষ্য এবং একটি নেতিবাচক সাক্ষ্য ব্যতীত এই একক সাব্যস্ত করার কাজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ কোন কিছুকে একক সাব্যস্ত করতে হলে যাকে একক সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য কেবল তাকেই স্বীকার করতে হবে এবং সাথে সাথে অন্য সব কিছুকে অস্বীকার করতে হবে। তাহলেই কেবল সেই জিনিসকে একক সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে। আর এ কারণে আমরা বলি, কোন ব্যক্তির তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্য মা'বূদ নেই। এই সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর উলুহিয়্যাহকে (ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা) অস্বীকার করতে হবে এবং কেবল আল্লাহ্র জন্য তা সাব্যস্ত করতে হবে।

তাওহীদ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: লেখক [রাহিমাহুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা] তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: তাওহীদ হলো যাবতীয় ইবাদাতে আল্লাহ্কে একক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ আপনি কেবল আল্লাহ্র ইবাদাত করবেন এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেন না। ইবাদাতে আল্লাহ্কে তাঁর প্রেরিত কোন নাবী-রাসূল, ঘনিষ্ট কোন ফেরেশতা, রাষ্ট্র প্রধান কিংবা কোন রাজা-বাদশাকে তথা সৃষ্টি জগতের কাউকে বা কোন কিছুকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করবেন না। বরং অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভালবাসা, শ্রদ্ধা, আশা ও ভয় নিয়ে আপনি কেবল এক আল্লাহ্র ইবাদাত করবেন। মোটকথা, মূল পুস্তকের লেখক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব [রাহিমাহুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা] তাওহীদ বলতে সেই তাওহীদকে বুঝিয়েছেন যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা, বাস্তবায়ন ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাবী-রাসুলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। কেননা তাদের সম্প্রদায় এই তাওহীদকেই লঙ্ঘন করেছিল।

তাওহীদের আরেকটি সাধারণ অর্থও রয়েছে। আর তা হলো, যে সকল বিষয় কেবল আল্লাহ্র জন্য খাস সে সকল বিষয়ে আল্লাহ্কে একক সাব্যস্ত করা।

তাওহীদ এর প্রকারভেদ: তাওহীদ ৩ প্রকার। যথা:

ক. তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ: আর তা হলো, আল্লাহ্কে রব্ব হিসেবে তথা সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে (অন্তরে, কথায় ও কাজে) একক সাব্যস্ত করা। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ

"আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা।"[142]

তিনি আরো বলেন:

هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

"আল্লাহ্ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আসমানসমূহ ও যমীন থেকে রিয্ক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ্ নেই।"[143]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

"বরকতময় তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যার হাতে। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[144]

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

"জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দান করা তাঁরই কাজ। সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহ্ কত বরকতময়'!"[145]

খ. **তাওহীদ আল-উলূহিয়্যাহ:** আর তা হলো, ইবাদাতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্কে (অন্তরে, কথায় ও কাজে) এক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ্র ইবাদাতে অন্য কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক করবে না। যেমনভাবে সে আল্লাহ্র ইবাদাত করে থাকে এবং ইবাদাতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে থাকে, সেভাবে অন্য কারো ইবাদাত ও নৈকট্য লাভের বিন্দুমাত্র চেষ্টা সে করবে না।

---

[142] সূরা আয্-যুমার ৩৯ : ৬২

[143] সূরা আল-ফাতির ৪৫ : ৩

[144] সূরা আল-মুল্ক ৬৭ : ১

[145] সূরা আল্-আ'রাফ ৭ : ৫৪

গ. তাওহীদ আল-আসমা' ওয়াস সিফাতঃ আর তা হলো, মহান আল্লাহ্ তাঁর নিজের জন্য যে সকল নাম ও গুণাবলি তাঁর কিতাব এবং রাসূল (ﷺ) এর যবান দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে একক ও অদ্বিতীয় বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। এসব নাম ও গুণাবলি যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা, আর যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেন নি তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত না করা এবং এগুলোর কোন রকম তাহরীফ (পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন), তা'তীল (অস্বীকার ও বাতিলকরণ), তাক'ঈফ (কৈফিয়ত দেওয়া), তামসীল (সাদৃশ্য স্থাপন) না করা।

লেখক [রাহিমাহুল্লাহ] এখানে তাওহীদ বলতে তাওহীদে উলূহিয়্যাহ্কে বুঝিয়েছেন। কেননা মুশরিকরা এই তাওহীদের ক্ষেত্রেই পথভ্রষ্ট ছিল। এই তাওহীদকে অস্বীকার করার কারণেই রাসূল (ﷺ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আর তাদেরকে হত্যা করা, তাদের জমি-জমা, ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি মুসলিমদের জন্য বৈধ করে দিয়েছিলেন। আর তাদের মহিলা এবং শিশুদেরকে বন্দি করেছিলেন। যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণ তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টির চিকিৎসা ও সংশোধনের চেষ্টা করতেন সেটি হলো তাওহীদে উলূহিয়্যাহ (ইবাদাতে আল্লাহ্র এককত্ব প্রতিষ্ঠা)। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

"আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা কেবল এক আল্লাহ্র ইবাদাত করবে।"[146]

অতএব সামান্য পরিমাণ ইবাদাতও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিবেদন করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি এই তাওহীদকে (তাওহীদে উলূহিয়্যাহকে) লঙ্ঘন করবে, সে মুশরিক ও কাফির বলে গণ্য হবে, যদিও সে তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ (আল্লাহ্কে একমাত্র রব্ব হিসেবে) এবং তাওহীদুল আসমা' ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহ্কে একক হিসেবে) স্বীকার করে নেয়। যদি কেউ তাওহীদুল রুবূবিয়্যাহ (আল্লাহ্কে একমাত্র রব্ব হিসেবে) এবং তাওহীদুল আসমা' ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহ্কে একক হিসেবে) স্বীকার

---

[146] সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : ৩৬

এর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয় কিন্তু সে যদি কবরে বা মাযারে গিয়ে কবর বাসীর ইবাদাত করে থাকে অথবা কবরস্থ মৃত ব্যক্তির নৈকট্য লাভের জন্য তার উদ্দেশ্যে নযর-মানত পেশ করে থাকে, তাহলে এই ব্যক্তি মুশরিক ও কাফির বলে গণ্য হবে এবং সে হবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা (যদি তাওবা করে মারা না যায়)। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হলো জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"[147]

প্রকৃতপক্ষে তাওহীদই হলো আল্লাহ্র আদেশকৃত বিষয়াদির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা এই তাওহীদের উপরই গোটা দ্বীন ইসলামের ভিত্তি রচিত। আর এ কারণে নাবী (ﷺ) তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহ্বানের মহান কাজ শুরু করেছেন এবং তিনি আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহ্বানের জন্য যাকেই পাঠিয়েছেন তাঁকেই প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে কাজ শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন।

وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ: الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ
وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

আর যা নিষেধ করেছেন তন্মধ্যে বড় হলো শির্ক। আর তা হলো, তাঁর সাথে অন্য কাউকে ডাকা।

আর দলীল আল্লাহ্র বাণী: "আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত কর এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করো না।"[148]

---

[147] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৭২
[148] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ৩৬

শির্ক

১. মহান আল্লাহ্ যে সব কাজ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন তন্মধ্যে সর্বপ্রধান কাজ হলো শির্ক তথা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে বা কোনকিছুকে শরীক সাব্যস্ত করা। কেননা সর্বপ্রধান হক তথা প্রাপ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র হক। সুতরাং যদি মানুষ এ বিষয়ে অবহেলা করে, সেক্ষেত্রে সে সবচেয়ে বড় অধিকারের বিষয়েই অবহেলা করে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে একক সাব্যস্ত করা। তাইতো মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

"নিশ্চয়ই শির্ক হলো বড় যুল্ম।"[149]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

"আর যে-ই আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, সে এক মহাপাপ রটনা করে।"[150]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

"আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, সে সুদূর পথভ্রষ্ট হয়।"[151]

আরো ইরশাদ করা হয়েছে:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

---

[149] সূরা লুকমান ৩১ : ১৩
[150] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ৪৮
[151] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ১১৬

"নিশ্চয়ই যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হলো জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"[152]

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য যে কোন অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"[153]

নবী (ﷺ) এর হাদীস:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ

আবদুল্লাহ (ইবনু মাসঊদ) (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন গুনাহ আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। তখন আমি বললাম, তারপর কোন্ গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে। আমি আর্‌য করলাম, এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা।[154]

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ "

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত: আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক না করে আল্লাহ্‌র

---

[152] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৭২
[153] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ৪৮
[154] সাহীহ বুখারী: হা/৪৪৭৭, মুসলিম হা/৮৬; আহমাদ হা/৩৬১২; আবূ দাউদ হা/২৩১০।

সামনে উপস্থিত হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করেছে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[155] নবী (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ

'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকে, সে জাহান্নামে যাবে'।[156]

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তার ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর সাথে অংশীদার নির্ধারণ করা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। একথার প্রমাণ স্বরূপ পুস্তকের গ্রন্থকার (মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল ওয়াহ্হাব) কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করেছেন:

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

"আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করো না।"[157]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর সাথে শরীক করা থেকে নিষেধ করেছেন।

এ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে না সে কাফির এবং অহংকারী বলে গণ্য হবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কারো অথবা কোন কিছুর ইবাদাত করবে, সে একই সাথে কাফির এবং মুশরিক বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে সেই হবে মুখলিস (আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিক) মুসলিম।

শির্কের প্রকারভেদ: শির্ক ২ প্রকার। যথা:

ক. আশ-শির্ক আল-আকবার বা বড় শির্ক

খ. আশ-শির্ক আল-আসগার বা ছোট শির্ক

---

[155] সাহীহ মুসলিম: হা/১৭১ (ফুয়াদ আ. বা. ৯৩); আল-মুজামুল আওসাত হা/৭৮৭৯; শুআবুল ঈমান হা/৩৫৯।

[156] সাহীহ বুখারী: হা/৪৪৯৭, আহমাদ হা/৩৫৫২; তাবারানী কাবীর হা/১০৪১৬।

[157] সূরা আন্-নিসা'৪ : ৩৬

আশ-শির্ক আল-আকবার: তা হলো এমন প্রতিটি বিষয় (বিশ্বাস, কথা কিংবা কাজ) যেটাকে ধর্মীয় বিধানদাতা সরাসরি শির্ক বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

আশ-শির্ক আল-আসগার: তা হলো এমন প্রতিটি কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম যেটাকে ইসলামী শারীআত শির্ক বলে অভিহিত করেছে, তবে তা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

কাজেই প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে শির্কে আকবার এবং শির্কে আসগার উভয় প্রকারের শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত ও সাবধান থাকা।

কেননা মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না।"[158]

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهِ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ

অতঃপর যখন আপনাকে বলা হবে, ঐ ৩টি মূলনীতি[১] কী যেগুলো সম্পর্কে জানা বা জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য[২]? তখন আপনি বলুন: সেগুলো হলো যথাক্রমে ক. বান্দাকে তার রব্ব সম্পর্কে জানা[৩], খ. তার দ্বীন বা জীবন-বিধান সম্পর্কে জানা[৪] এবং গ. তার নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জানা[৫]।

১. উসূল বা মূলনীতির সংজ্ঞা: (أصول) উসূল শব্দটি (أصل) আস্‌ল শব্দের বহুবচন। আর এর অর্থ যার উপর ভিত্তি করে কোন অপর কিছু রচিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অর্থে যে বস্তুর উপর দেয়াল প্রতিষ্ঠিত হয় সেটাকে দেয়ালের ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন বলা হয়। এমনিভাবে যা থেকে গাছের ডাল-পালা গজায় ও বিস্তার লাভ করে তাকে গাছের মূল বা ভিত্তি বলা হয়।

যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

---

[158] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ৪৮

"তুমি কি লক্ষ কর না, আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? উত্তম বাক্যের উপমা হলো একটি উৎকৃষ্ট বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় এবং যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত।"[159]

এই ৩টি মূলনীতি উল্লেখ করার মাধ্যমে লেখক [সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] ঐ মূলনীতিগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যেগুলো সম্পর্কে প্রতিটি মানুষকে তার কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সেগুলো হলো:

ক. তোমার রব্ব কে?

খ. তোমার দ্বীন কী?

গ. তোমার নাবী কে?

২. **মূলনীতিগুলো জানা ওয়াজিব হওয়ার কারণ:** লেখক [সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] পাঠকের গভীর মনযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এখানে বিষয়টিকে প্রশ্নাকারে উপস্থাপন করেছেন। কেননা বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মূলনীতিগুলো হলো ইসলামের প্রধান এবং মহান মূলনীতি। আর এ কারণেই শায়খ [সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] বলেছেন, এই ৩টি মূলনীতি সম্পর্কে জানা বা জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কেননা মানুষ যখনই কবরে শায়িত হবে এবং তাকে রেখে তার আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গী-সাথীরা যখন চলে যাবে, তখনই তার নিকট দুই জন ফেরেশতা আসবেন। তারা তাকে বসাবেন এবং এরপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন: কে তোমার রব্ব? কী তোমার দ্বীন? কে তোমার নাবী? প্রশ্নগুলোর উত্তরে মু'মিন ব্যক্তি বলবে: আমার রব্ব হলেন আল্লাহ্, আমার দ্বীন হলো ইসলাম এবং আমার নাবী হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। পক্ষান্তরে ইসলাম সম্পর্ক সন্দেহ পোষণকারী অথবা মুনাফিক এ সব প্রশ্নের উত্তরে বলবে: হায়! হায়! আমি তো এ সম্পর্কে জানি না, আমি মানুষকে যা বলতে শুনেছি তাই বলেছি।

৩. **বান্দার জন্য তার রব্বকে জানার আবশ্যকতা:**

ক. মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখা এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা এর দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করা, তাঁর মহান রাজত্ব, পরিপূর্ণ ক্ষমতা, অনুপম হিকমাহ্ এবং তাঁর অপার রহমত বা দয়ার পরিচয় লাভ করা যায়।

---

[159] সূরা ইবরাহীম ১৪ : ২৪

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ

"তারা কি গভীরভাবে লক্ষ করে না আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়ে?"[160]

তিনি আরো বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ

"বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দু'জন দু'জন করে অথবা একা একা দাঁড়াও এবং অতঃপর চিন্তা করে দেখ।"[161]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[162]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

"নিশ্চয়ই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আসমানসমূহ ও যমীনে আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।"[163]

---

[160] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৮৫

[161] সূরা সাবা ৩৪ : ৪৬

[162] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৯০

[163] সূরা ইউনুস ১০ : ৬

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

"নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্য উপকারী দ্রব্যবাহী চলমান সামুদ্রিক জাহাজে এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মৃত ভূ-পৃষ্ঠকে সজীব করে দিয়েছেন এবং তার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার বিচরণশীল প্রাণীকে এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[164]

খ. বান্দার জন্য তার মহান প্রতিপালককে চেনা ও জানার আরেকটি উপায় হলো ইসলামী শারীআতের ওয়াহয়ী ভিত্তিক নিদর্শনসমূহ, যা নিয়ে নাবী-রাসূলগণ আগমন করেছেন সেগুলোকে গভীরভাবে অবলোকন করা, মানবজীবনের জন্য এগুলোর যথার্থতা এবং এগুলোর মাঝে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন যে কল্যাণ নিহিত যা ব্যতীত সৃষ্টিকুলের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন কায়েম হয়না সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা। যখন কোন ব্যক্তি মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র এসব মহান নিয়ামতসমূহকে এবং এসবের মধ্যে নিহিত আল্লাহ্‌র অসীম প্রজ্ঞা, সুষ্ঠু-সুন্দর ব্যবস্থাপনা এবং মানবজাতির কল্যাণে এ সকল ঐশী বিধি-বিধানের উপযোগিতা ও যথার্থতা দেখতে পাবে, তখন এর দ্বারা সে তার মহান প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করতে পারবে।

---

[164] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৬৪

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেনঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

"তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত।"[165]

গ. মু'মিনের অন্তরে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর স্বীয় সত্ত্বার পরিচয় প্রদান। এতে করে মু'মিনের নিকট আল্লাহ্র পরিচয় এতটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যেন তার প্রতিপালককে সে প্রত্যক্ষ করতে পাচ্ছে। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) যখন তাঁকে ইহ্সান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'আপনি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তাহলে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন'।[166]

৪. **দ্বীন সম্পর্কে** জানাঃ দ্বিতীয় যে মৌলিক বিষয় সম্পর্কে প্রতিটি মানুষের জানা বা জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক তা হলো আল্লাহ্র দ্বীন বা জীবনবিধান সম্পর্কে জানা। যে দ্বীন অনুযায়ী আমল করার জন্য প্রতিটি মানুষ তার মহান প্রতিপালক কর্তৃক আদিষ্ট এবং যে দ্বীনের মাঝে নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র পরিপূর্ণ হিকমাহ্, অশেষ রহমত, সৃষ্টিজগতের সার্বিক কল্যাণ এবং যাবতীয় ফাসাদ থেকে বাঁচার উপায়। ইসলাম হলো আল্লাহ্র মনোনীত এমন এক দ্বীন বা জীবন বিধান, যদি কেউ কুরআন মাজীদ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের ভিত্তিতে সঠিকভাবে এই দ্বীন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, তাহলে সুস্পষ্টভাবে সে জানতে পারবে যে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র সত্য ও সঠিক ধর্ম। আর এই দ্বীনের যথাযথ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন ব্যতীত সৃষ্টিজগতের সত্যিকারের কল্যাণ সাধন কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তবে বর্তমানে মুসলিমদের যে অবস্থা, এর উপর ইসলামকে বিচার-বিশ্লেষণ

---

[165] সূরা আন্-নিসা'৪ : ৮২

[166] সাহীহ বুখারীঃ হা/৫০, মুসলিম হা/৮; আবূ দাউদ হা/৪৬৯৫; তিরমিযী হা/২৬১০; নাসাঈ হা/৪৯৯০; ইবনু মাজাহ হা/৬৩; মিশকাত হা/২।

করা মোটেও সমীচীন হবে না। কারণ প্রকৃত ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ থেকে বেশিরভাগ মুসলিমই আজ যোজন যোজন দূরে। ইসলামের অনেক বিষয়ই আজ তাদের নিকট অবহেলিত ও উপেক্ষিত। ইসলামে নিষিদ্ধ এমন অনেক কাজকর্ম বর্তমানে মুসলিমরা অহরহ করছে। এমনকি ইসলামী দেশে বসবাসকারী অনেক মুসলিমের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন তারা কোন অনৈসলামিক পরিবেশে বসবাস করছে।

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত যে, পূর্বেকার আসমানী ধর্মগুলোতে যে সব কল্যাণকর বিষয় ছিল, ইসলাম ধর্মেও সে সব রয়েছে। তবে অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব হলো, তা সকল সময়, সকল স্থান এবং সকল জাতির জন্য যথার্থ ও যথোপযোগী জীবন বিধান। এখানে 'সকল সময়, সকল স্থান এবং সকল জাতির জন্য যথার্থ ও যথোপযোগী জীবন বিধান' কথাটির অর্থ হচ্ছে, ইসলামের সঠিক অনুসরণ কোন কালে এবং কোন স্থানেই মানব জাতির প্রকৃত স্বার্থ ও কল্যাণের বিরোধী নয়। ইসলাম মানুষকে সকল প্রকার ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে। ইসলাম মানুষকে সকল প্রকার উৎকৃষ্ট আচার-আচরণের নির্দেশ দেয় এবং সকল প্রকার নিকৃষ্ট আচার-আচরণ থেকে বারণ করে।

৫. নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে জানা: তৃতীয় যে মৌলিক বিষয় সম্পর্কে প্রতিটি মানুষের জানা বা জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক তা হলো নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে জানা এবং তাঁর সঠিক পরিচয় লাভ করা। নাবী (ﷺ) সম্পর্কে জানতে হলে তার (বিশুদ্ধ) জীবনী পাঠ করতে হবে। তিনি কী ধরনের ইবাদাত করতেন? তাঁর আচার-ব্যবহার ও চরিত্র কেমন ছিল? তিনি কিভাবে মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেছেন? আল্লাহ্‌র রাস্তায় তিনি কেন এবং কিভাবে জিহাদ করেছেন? ইত্যাদি বিষয় জানতে হবে। মোট কথা রাসূল (ﷺ) কে চিনতে এবং জানতে হলে তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে জানতে হবে। কাজেই যে তার নাবীকে চিনতে ও জানতে চাইবে এবং তাঁর প্রতি নিজের ঈমানকে আরো পাকাপোক্ত করতে চাইবে, তাকে অবশ্যই রাসূল (ﷺ) এর যুদ্ধকালীন, শান্তিকালীন এবং সুখ-দুঃখের তথা সমগ্র জীবনের ইতিহাস যথাসম্ভব অধ্যয়ন করতে হবে। আমরা মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ভিতর (আত্মিক) এবং বাহির (বাহ্যিক) উভয় দিকে তাঁর নাবীর প্রকৃত অনুসারী বানিয়ে দেন এবং রাসূল (ﷺ) এর প্রকৃত অনুসারী হয়ে

মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওফীক দানের একমাত্র অধিকারী এবং তা প্রদানে পূর্ণ সক্ষম।

الأَصْلُ الأَوَّلُ

فَإِذَا قِيْلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ رَبِّـيَ اللهُ الَّذِيْ رَبَّانِيْ وَرَبَّى جَمِيْعَ الْعَالَمِيْنَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُوْدِيْ لَيْسَ لِيْ مَعْبُوْدٌ سِوَاهُ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

প্রথম মূলনীতি: সুতরাং যদি আপনাকে বলা হয়, আপনার রব্ব কে[১]? তখন বলুন, আমার রব্ব আল্লাহ্। যিনি আমাকে এবং সমগ্র জগতসমূহকে তাঁর নিয়ামত দিয়ে প্রতিপালন করেছেন[২]। তিনিই আমার মা'বূদ। তিনি ব্যতীত আমার আর কোন মা'বূদ নেই[৩]।

আর দলীল আল্লাহ্‌র বাণী: "যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য[8]।"[167]

প্রথম মূলনীতি

১. অর্থাৎ কে আপনার সেই মহান প্রতিপালক যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, জীবন দিয়েছেন, উপযুক্ত করে তৈরি করেছেন এবং আপনার রিয্‌ক বা জীবিকা দান করেছেন?

২. রব্ব বা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহ্‌র মা'রিফাত:

'তারবিয়্যাহ' হলো যথাযথ যত্ন-পরিচর্যা করা যার উপর ভিত্তি করে লালনপালন করা স্থাপিত হয়। লেখক [রাহিমাহুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা] এর কথা থেকে বুঝা যায়, 'রব' শব্দটি 'তারবিয়াহ' শব্দ থেকে উদ্ভূত। কেননা তিনি বলেছেন, 'যিনি আমাকে এবং

---

[167] সূরা আল-ফাতিহাহ ১ : ২

সমগ্র বিশ্বজগতক তাঁর অফুরন্ত নিআমত দিয়ে লালন-পালন করেন'। কেননা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে মহান আল্লাহ্ তাঁর অফুরন্ত নিআমত দিয়ে লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান করছেন এবং তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাদেরকে উপযুক্ত করে তৈরি করেছেন এবং জীবিকা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। যেমন মূসা [আলাইহিস সালাম] এবং ফিরআউনের মধ্যকার সংলাপের বিবরণ দিতে দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন:

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝

"ফির'আউন বলল, হে মূসা তাহলে কে তোমাদের রব? মূসা বললেন, আমাদের রব্ব তিনি, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে তার সৃষ্টি আকৃতি দান করেছেন এবং তারপর পথনির্দেশনা দান করেছেন।"[168]

বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত এতই বেশি যে, তা গণনা করা সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ

"তোমরা যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা কর, তাহলে কখনো এর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।"[169]

অতএব যে আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, জীবন দিয়েছেন, উপযুক্ত করে তৈরি করেছেন এবং জীবিকা দান করেছেন, তিনিই ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য এবং একক হকদার।

৩. **আল্লাহ্ই একমাত্র মা'বূদ:** আমি একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করি - বিনীত হই আত্মসমর্পন, ভালোবাসা ও পরম শ্রদ্ধার সাথে। তিনি আমাকে যা কিছু করতে আদেশ করেছেন আমি তা করি এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন আমি সেগুলো থেকে বিরত থাকি। একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত এমন আর কেউ নেই যার ইবাদাত আমি করতে পারি।

---

[168] সূরা তাহা ২০ : ৪৯-৫০

[169] সূরা ইবরাহীম ১৪ : ৩৪

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ﴿۲۵﴾

"আর আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাঁর কাছে এই ওয়াহীই করে পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।"170

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

وَمَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ ۬ۙ حُنَفَآءَ وَیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَیُؤۡتُوا الزَّکٰوۃَ وَذٰلِکَ دِیۡنُ الۡقَیِّمَۃِ ؕ﴿۵﴾

"আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদাত করে সত্য দ্বীনকে সহকারে এবং সলাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই হলো সঠিক দ্বীন।"171

৪. **আল্লাহ্ই সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব্ব:** মহান আল্লাহ্ যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব্ব বা পালনকর্তা, এ কথার প্রমাণ স্বরূপ পুস্তকের গ্রন্থকার [রাহিমাহুল্লাহ / সুবহানাহু ওয়া তাআলা] আল্লাহ্র এই বাণী পেশ করেছেন:

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾

"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব্ব (প্রতিপালক)।"172

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। অর্থাৎ যাবতীয় পরিপূর্ণ গুণাবলি, মহত্ত্ব ও সর্বোচ্চ সম্মানের একক অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ্।

---

170 সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ২৫

171 সূরা আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮ : ৫

172 সূরা আল-ফাতিহাহ ১ : ২

رَبُّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ তিনি তাঁর নিয়ামত দিয়ে গোটা সৃষ্টিজগত লালন-পালন করছেন। তিনিই সমগ্র সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা ও একক অধিপতি। তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগত পরিচালনা করেন - আর তা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে।

وَكُلُّ مَا سِوَى اللهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ

فَإِذَا قِيْلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوْقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوْقَاتِهِ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُوْنَ السَّبْعُ وَمَا فِيْهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

আল্লাহ্ ব্যতীত যা আছে সব কিছুই সৃষ্ট। আর আমিও এই সৃষ্টের একজন[১]। অতএব যদি আপনাকে বলা হয়, কি দিয়ে আপনি আপনার প্রতিপালককে চিনলেন[২]? তাহলে বলুন, তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং সৃষ্টিসমূহ দ্বারা[৩]। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মাঝে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র এবং তাঁর সৃষ্টিসমূহের মাঝে রয়েছে সাত আসমান, সাত যমীন, আর এ দুইয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় কিছু[৪]। আর দলীল[৫] আল্লাহ্‌র বাণী:

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; বরং সিজদা কর আল্লাহ্‌কে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত কর।"[173]

---

[173] সূরা ফুস্সিলাত ৪১ : ৩৭

১. **সৃষ্টিজগতের পরিচয়:** আল্লাহ্ ব্যতীত যা কিছু আছে, সবই হচ্ছে সৃষ্টিজগত। আরবী 'আলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আলামত, চিহ্ন বা নিদর্শন। জগতকে 'আলাম বলা হয় কারণ জগতের প্রতিটি বস্তুই তার সৃষ্টিকর্তা, তার মালিক এবং তার পরিচালকের পরিচয় বহন করে থাকে। জগতের প্রতিটি বস্তুতেই মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শন রয়েছে, যা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ্ হলেন এক এবং অদ্বিতীয়।

আর যেহেতু উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরদাতা আমি নিজেও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং এই জগতেরই একজন, আর যেহেতু আল্লাহ্ আমার রব, সুতরাং এই এক ও অদ্বিতীয় মহান রবের ইবাদাত করা আমার অপরিহার্য কর্তব্য।

২. **যা দ্বারা রব্বকে চেনা যায়:** যদি আপনাকে বলা হয়, কিসের দ্বারা আপনি মহান আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করলেন? তাহলে আপনি উত্তরে বলুন, আমি তাঁকে তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং সৃষ্টিসমূহ দ্বারা চিনতে ও জানতে পেরেছি।

৩. **আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী:** 'আয়াত'(آيات) শব্দটি 'আয়াহ'(آية) শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর আলামত, চিহ্ন বা নিদর্শন, যা দ্বারা কোন কিছুকে জানা যায় এবং তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ হচ্ছে দুই প্রকার:

ক. কাওনিয়্যাহ বা জাগতিক নিদর্শন এবং

খ. শারঈয়্যাহ বা শারীআতগত নিদর্শন

জাগতিক নিদর্শনগুলো হলো মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিসমূহ। আর শারীআতগত নিদর্শন হলো আল্লাহ্‌র ওয়াহয়ী, যা তিনি তাঁর রাসূলগণের প্রতি প্রেরণ করেছেন। আমরা যদি 'আয়াত' শব্দের উল্লিখিত অর্থ ও প্রকারভেদ গ্রহণ করি তাহলে পুস্তকের গ্রন্থকার [রহিমাহুল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা] এর বক্তব্য 'بآياته ومخلوقاته' (তাঁর নিদর্শনসমূহ ও সৃষ্টিসমূহের দ্বারা) কথাটির অর্থ হবে বিশেষ অর্থকে সাধারণ অর্থের অনুকূলে প্রবাহিত করার পর্যায়ভুক্ত। তখন 'আয়াত' বলতে শারীআতগত নিদর্শন এবং মাখলূকাত বলতে সৃষ্টিগত নিদর্শন বুঝাবে।

আর যদি আমরা আয়াত বলতে কেবল শারঈ আয়াতকেই বুঝি, তাহলে 'بآياته ومخلوقاته' কথাটিতে ব্যবহৃত শব্দ দুইটি হবে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রবাহিত। তখন আয়াত বলতে শারীআতগত নিদর্শনসমূহ বা ওয়াহয়ীকে বুঝাবে এবং মাখলূকাত বলতে সৃষ্টিজগতকে বুঝাবে।

যাই হোক, মহান আল্লাহ্কে তাঁর জাগতিক নিদর্শনসমূহ তথা তাঁর মহান সৃষ্টিসমূহ এবং এসকল সৃষ্টির মাঝে তাঁর যে অপূর্ব কারুকার্য এবং অশেষ প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে, সেসবের মাধ্যমে তাঁকে চেনা যায় বা তার পরিচয় লাভ করা যায়। এমনিভাবে আল্লাহ্র শারীআতগত নিদর্শন সমূহের মাধ্যমে এবং এসব আয়াতে যাবতীয় ন্যায়-নীতি, সার্বিক কল্যাণ লাভ এবং সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অকল্যাণকে দূরীভূত করার যেসব উপায়-উপকরণ রয়েছে সেসবের মাধ্যমেও আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করা যায়।

'প্রতিটি বস্তুর মাঝেই রয়েছে আল্লাহ্র নিদর্শন
তিনি যে এক ও অদ্বিতীয়, এ কথার প্রমাণ করে প্রদর্শন'।

৪. **আল্লাহ্র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিদর্শনঃ** মহান আল্লাহ্র প্রতিটি নিদর্শন তাঁর পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য, প্রজ্ঞা এবং তাঁর পরিপূর্ণ দয়া ও অনুগ্রহের প্রমাণ দেয়। যেমনঃ সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মাঝে অন্যতম একটি নিদর্শন, যা অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। আল্লাহ্র নির্দেশে পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত সূর্য তার নির্ধারিত গতিপথে সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

"আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে আবর্তন করে। এটা হলো পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ্র) নিয়ন্ত্রণ।"[174]

সূর্যের আকার-আকৃতি, কার্যক্রম ও প্রভাব সব মিলিয়ে গোটা সূর্যটিই আল্লাহ্র অন্যতম একটি নিদর্শন। সূর্য আকৃতিতে বিশাল বড়। আর তার কার্যক্রম ও প্রভাব হলো এই যে, এর দ্বারা আমাদের শরীর, গাছপালা, তরুলতা, নদ-নদী, সমুদ্র ইত্যাদির অনেক উপকার সাধিত হয়। আল্লাহ্র নিদর্শন সূর্যের দিকে গভীরভাবে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, সূর্য থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও আমরা সূর্যের প্রচন্ড তাপ অনুভব করি। তারপর ভেবে দেখুন! সূর্য যে আলো দিচ্ছে তা দ্বারা মানবজাতির প্রচুর অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। কেননা সূর্যের আলো থাকার কারণে দিনের বেলা তাদের আর কোন আলোর প্রয়োজন হয় না, তাই এক বিশাল জ্বালানী ব্যয় থেকে মানব জাতি রক্ষা পাচ্ছে। কাজেই নিশ্চিতভাবে সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্র মহান নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে এমন একটি নিদর্শন যার সম্পর্কে আমাদের ধারণা সামান্য কিছু তথ্য ব্যতিত নিতান্তই কম।

---

[174] সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ৩৮

সূর্যের মত চন্দ্রও হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মাঝে অন্যতম। আল্লাহ্‌ চন্দ্রের জন্য বিভিন্ন অবস্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। প্রত্যেক রাতে তার জন্য রয়েছে একটি নির্ধারিত অবস্থান বা মনযিল।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন:

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝

"আর চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন কক্ষ। অবশেষে সেটা শুষ্ক বাঁকা, পুরোনো খেজুর শাখার আকারে ফিরে যায়।"[175]

চন্দ্র প্রথমে খুব ছোট হয়ে বিকশিত হয়। তারপর আস্তে আস্তে এটি বড় হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। অতঃপর তা আবার আস্তে আস্তে ছোট হয়ে প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে। চন্দ্রের অবস্থা অনেকটা মানুষের মতই। মানুষ যেমন প্রথমে দুর্বল অবস্থায় জন্মলাভ করে, অতঃপর আস্তে আস্তে সে সবল থেকে সবলতর হতে থাকে এবং সবশেষে এটি পুনরায় দুর্বল অবস্থায় ফিরে যায়। কাজেই সকল মহিমা আল্লাহ্‌র, যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা।

৫. **মহান আল্লাহ্‌র আরো কয়েকটি নিদর্শন:** রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্রও যে মহান আল্লাহ্‌র অন্যতম নিদর্শন, এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র এই বাণী:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; বরং সিজদা কর আল্লাহ্‌কে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত কর।"[176]

এই আয়াত দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, রাত ও দিন, তাদের নিজস্ব প্রকৃতি, আবর্তন, তাদের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার পরিবর্তন এবং এতে বান্দাদের জন্য যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এসবই হলো মহান আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলির মাঝে অন্যতম। অনুরূপভাবে সূর্য ও চন্দ্র, তাদের মৌলিক প্রকৃতি, কক্ষপথে আবর্তন, তাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং এগুলো দ্বারা বান্দাদের যে

---

[175] সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ৩৯

[176] সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১ : ৩৭

কল্যাণ সাধিত হয় এবং তারা যেসব ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় ইত্যাদি সবকিছুই হলো মহান আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নিদর্শন।

এরপর এ আয়াতে আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদেরকে চন্দ্র ও সূর্যকে সেজদা করা থেকে নিষেধ করেছেন যদিও তারা তাদের কক্ষপথে দৃশ্যমান অবস্থার সবচেয়ে বড় অবস্থায় চলে যায়। কেননা এগুলো হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তু মাত্র। আর সৃষ্ট বস্তু বা সৃষ্টি কখনো ইবাদাতের যোগ্য হতে পারে না। বরং ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য ও একক হকদার হলেন চন্দ্র ও সূর্যকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্।

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

আর আল্লাহ্‌র বাণী: 'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। দিনকে তিনি রাতের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন, তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"[177]

১. মহান আল্লাহ্ই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, এর প্রমাণ: মহান আল্লাহ্ই যে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, এর প্রমাণ সমূহের মধ্যে একটি প্রমাণ হচ্ছে কুরআন মাজীদের এই আয়াত:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ

"নিশ্চয়ই তোমাদের রব্ব আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন।"[178]

---

[177] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৫৪
[178] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৫৪

উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্র যে সকল নিদর্শনের বিবরণ রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

ক. আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টিজগতকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অথচ তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তের মাঝে এই বিশাল জগতকে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর অসীম প্রজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের সাথে কারণের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যই তিনি তা করেন নি।

খ. মহান আল্লাহ্ তাঁর নিজ মহত্ব ও মর্যাদা অনুযায়ী আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন তথা এমনভাবে উঠেছেন যা এক বিশেষ ধরণের উর্ধ্বে উঠা যা কেবল তাঁর মহিমা ও উচ্চ মর্যাদার জন্য উপযুক্ত। এটা তাঁর পরিপূর্ণ রাজত্ব ও কর্তৃত্বের প্রমাণ বহন করে।

গ. তিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন এমনভাবে যে, রাতকে দিনের জন্য আবরণ বানিয়ে দেন। যেন রাত হচ্ছে একটি কাপড়, যেটাকে তিনি দিনের আলোর উপর ছড়িয়ে দিয়ে দিনকে ঢেকে ফেলেন।

ঘ. তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজিকে তার হুকুমের অনুগত রেখেছেন। তিনি এগুলোকে বান্দাদের কল্যাণের জন্য যখন যা ইচ্ছা নির্দেশ দেন।

ঙ. তাঁর রাজত্ব সর্বব্যাপী এবং শাসন ক্ষমতা হলো পরিপূর্ণ, যে কারনে সৃষ্টি করা এবং আদেশ প্রদানের অধিকার একমাত্র তাঁরই, অন্য কারো নয়।

চ. তাঁর রুবূবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ব) রয়েছে সমগ্র সৃষ্টিজগতব্যাপী।

وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُوْدُ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَندَادًا وَّأَنتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رحمه الله: الْخَالِقُ لِهَٰذِهِ الْأَشْيَاءِ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ

আর 'রব্ব' বা পালনকর্তাই হলেন মা'বূদ[১]।

আর দলীল[২] আল্লাহ্র বাণী:

"হে মানব সকল![৩] তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে[৪] এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার।[৫] যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য করেছেন বিছানা স্বরূপ[৬] ও আসমানকে করেছেন ছাদ স্বরূপ এবং আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে[৮] তা দ্বারা তিনি তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন[৯]। কাজেই তোমরা জেনেশুনে[১০] কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না[১১]।"[179]

ইবনু কাসীর[১২] [সুবহানাহু ওয়া তাআলা] বলেছেন: এ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনিই ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য।

১. রব্ব বা পালনকর্তাই একমাত্র মা'বূদ: এ কথা দ্বারা পুস্তকের লেখক [সুবহানাহু ওয়া তাআলা] কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের রব্ব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একটি অন্যটিকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, সেগুলো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা ও আদেশ দেওয়া তাঁরই কাজ। সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহ্ কত বরকতময়!"[180]

অতএব রব্ব বা প্রতিপালক যিনি, তিনিই হলেন মা'বূদ বা ইবাদাতের যোগ্য হওয়ার একক হকদার। অথবা তাঁরই ইবাদাত করা হয় কেননা তিনিই

---

[179] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২১-২২

[180] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৫৪

একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য। এ কথার অর্থ কখনোই এটা নয় যে, যে কোন কিছুর ইবাদাত করা হলেই সে রব্ব হয়ে যাবে। বরং আল্লাহ্ ব্যতীত যে সকল (বাতিল) মা'বূদের ইবাদাত করা হয় এবং এগুলোর ইবাদাতকারীরা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের যে সকল (বাতিল) মা'বূদকে রব্ব বলে মনে করে থাকে, প্রকৃত অর্থে সেগুলো আদৌ রব্ব তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা নয়।

বরং রবঃ জগতের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা (الخالق), মালিক (المالك) এবং সব কিছুর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক (المدبر)।

২. অর্থাৎ রব্ব বা পালনকর্তাই যে ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য ও হকদার, এ কথার প্রমাণ হচ্ছে উল্লিখিত আয়াত।

৩. উপরোল্লিখিত আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকে তথা প্রতিটি আদম সন্তানকে সম্বোধন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইবাদাতে তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করতে বা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে তিনি এর কারণও বাতলে দিয়েছেন যে, যেহেতু জগতের সকল কিছুর একক সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ্ যার কোন শরীক নেই, কাজেই ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য ও হকদার তিনিই, অন্য কেউ নয়।

৪. 'রব্ব বা পালনকর্তা যিনি, তিনিই হলেন ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য বা একমাত্র মা'বূদ', এই সত্যকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য উপরোল্লিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ

ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ (যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন)

অর্থাৎ তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর, কেননা তিনি হলেন তোমাদের রব্ব যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর যেহেতু তিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা, কাজেই তাঁর ইবাদাত করা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। এজন্য আমরা বলি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে পালনকর্তা হিসেবে স্বীকার করে, তার জন্য অনিবার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো কেবল এই পালনকর্তারই ইবাদাত করা। অন্যথায় তার বিশ্বাস ও কাজ পরস্পর বিরোধী হয়ে যাবে।

৫. অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদাত কর যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীরুতার অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ্র আদেশসমূহ মেনে চলার মাধ্যমে ও নিষেধকৃত বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকার তাঁর আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের পন্থা অবলম্বন করা।

৬. অর্থাৎ যমীনকে তিনি বিছানা স্বরূপ ও সমতল করে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ যেভাবে বিছানায় বিনা ক্লেশ ও কষ্টে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুমাতে পারে, তেমনি মানুষও যাতে যমীনে কোনরূপ ক্লেশ ও কষ্ট ব্যতীত স্বাচ্ছন্দ্যে সাবলীলভাবে বাস করতে পারে।

৭. অর্থাৎ আমাদের উপর আকাশ হলো যমীনবাসীদের জন্য একটি ছাদ বা ছাউনী, যা অত্যন্ত সুরক্ষিত। যেমনটি মহান আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন:

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ

"আর আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু তারা আকাশে অবস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"[181]

৮. অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ঊর্ধ্বাকাশের মেঘ থেকে তোমাদের জন্য পবিত্র পানি বর্ষণ করেন। যেমন তিনি বলেছেন:

لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ

"তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক।"[182]

৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ পানি অবতীর্ণ করে ফলমূল উৎপাদন করেন, যা আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিয়ামত বা দান। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ

"এগুলো তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের ভোগের জন্য।"[183]

১০. অর্থাৎ যেহেতু তোমরা জান যে তার সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই এবং তাঁর হাতেই রয়েছে সৃষ্টি করা, জীবিকা প্রদান করা এবং জগতের সকল কিছু পরিচালনা করার ক্ষমতা। কাজেই তোমরা ইবাদাতে তাঁর কোন অংশীদার সাব্যস্ত করো না।

---

[181] সূরা আল-আম্বিয়া' ২১ : ৩২

[182] সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : ১০

[183] সূরা আন-নাযিআত ৭৯ : ৩৩

১১. অর্থাৎ তোমরা তাঁর কোন সমকক্ষ দাঁড় করো না যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা স্বরূপ এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা তোমাদের জন্য রিয্ক হিসেবে ফল-ফসল উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং তাঁর কোন সমকক্ষ নির্ধারণ করো না এবং আল্লাহ্‌র ইবাদাতের ন্যায় সেগুলোর ইবাদাত করো না, কিংবা আল্লাহ্‌কে ভালবাসার ন্যায় সেগুলোকে ভালবেসো না। কেননা এরূপ কাজ যেমন যুক্তিসঙ্গত নয়, তেমনি তা শারীআত সম্মতও নয়।

১২. ইবনু কাসীর [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] তিনি হলেন ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু উমার আল কুরাশী। তিনি ছিলেন সিরিয়ার দামেশ্‌কের অধিবাসী। তিনি হলেন বিখ্যাত হাফেয, তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর ছাত্রদের মাঝে অন্যতম হলেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা]। তিনি ৭৭৪ হিজরীতে (১৩৭৩ সালে) মৃত্যুবরণ করেন।[184]

وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا مِثْلُ الإِسْلَامِ وَالإِيْمَانِ وَالْإِحْسَانِ، وَمِنْهَا الدُّعَاءُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالتَّوَكُّلُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخُشُوْعُ وَالْخَشْيَةُ وَالإِنَابَةُ وِالاِسْتِعَانَةُ وَالاِسْتِعَاذَةُ وَالاِسْتِغَاثَةُ وَالذَّبْحُ وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا، كُلُّهَا لِلّٰهِ تَعَالَى

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا۝

فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ۝

[184] তিনি ৭০১ হিজরীতে ১৩০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন

আর আল্লাহ্ আমাদেরকে যেসব ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন[১] যেমন ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান এবং তন্মধ্যে আরো রয়েছে দুআ', الخوف (ভয়), الرجاء (আশা), التوكل (ভরসা), الرغبة (গভীর আগ্রহ), الرهبة (সক্রিয় ভীতি), الخشوع (নম্রতা ও বিনয়), الخشية (শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়), الانابة (অনুশোচনা পূর্বক প্রত্যাবর্তন), الاستعانة (সাহায্য প্রার্থনা), الاستعاذة (আশ্রয় বা নিরাপত্তা প্রার্থনা), الاستغاثة (বিপদ থেকে মুক্তি বা উদ্ধার কামনা), কুরবানী করা এবং নযর, মানত বা প্রতিজ্ঞা করা ও এ ব্যতিত অন্যান্য যে সকল ইবাদাত আছে সেগুলো কেবল আল্লাহ্র জন্যই পালন করতে হবে[২]।

আর দলীল মহান আল্লাহ্র বাণী: 'আর মাসজিদসমূহ আল্লাহ্রই জন্য। কাজেই আল্লাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।"[185]

সুতরাং এসব ইবাদাতের মধ্য হতে বিন্দুমাত্র ইবাদাত কেউ যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিবেদন করে থাকে, তাহলে সে মুশরিক এবং কাফির বলে গণ্য হবে।

আর দলীল মহান আল্লাহ্র বাণী: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ কে ডাকে যে বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তো আছে তার রবের নিকটই। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না[৩]।"[186]

সাধারণিকৃত ইবাদাতের প্রকারভেদসমূহ

১. 'আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাত করা এবং কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন না করা' এ কথা বলার পর পুস্তকের লেখক [সুবহানাহু ওয়া তাআলা] এখানে ইবাদাত সমূহের মধ্য থেকে কয়েক প্রকার ইবাদাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহ্র নির্দেশিত ইবাদাত সমূহের মধ্য থেকে কয়েকটি হচ্ছে ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। আর এই ৩টি বিষয় অর্থাৎ ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের সমষ্টিই হলো আমাদের দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। যেমন সাহীহ মুসলিমের একটি বর্ণিত আছে:

---

[185] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ১৮

[186] সূরা আল-মুমিনূন ২৩ : ১১৭

عَنْ عُمَرَ ﷺ أَيْضًا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে বসে ছিলাম। হঠাৎ একজন লোক আমাদের কাছে এল। তার পরনে ধবধবে সাদা কাপড় এবং তার চুল ছিল কুচকুচে কালো। (বাহ্যতঃ) সফরের কোন চিহ্ন তার উপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনছিল না। শেষ পর্যন্ত সে নাবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বসল, তার দুই হাঁটু তাঁর (নবীর) হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই করতলকে নিজ জানুর উপরে রেখে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন'।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'ইসলাম হল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল, সলাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমাদ্বনের সিয়াম রাখবে এবং কা'বা ঘরের হাজ্জ করবে, যদি সেখানে যাবার সামর্থ্য রাখ'। সে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন'। আমরা তার কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জিজ্ঞাসাও করছে এবং ঠিক বলে সমর্থনও করছে! সে (আবার) বলল, 'আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন'। তিনি বললেন, 'তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর

রাসূলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান রাখবে'। সে বলল, 'আপনি যথার্থ বলেছেন'।

সে (তৃতীয়) প্রশ্ন করল, 'আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে বলুন'। তিনি বললেন, 'ইহ্সান হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন'। সে (পুনরায়) বলল, 'আপনি আমাকে কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে বলুন (সেদিন কবে সংঘটিত হবে?)'। তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত (ব্যক্তি) জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী অবগত নয়। (অর্থাৎ কিয়ামাতের নির্দিষ্ট দিন আমাদের দু'জনেরই অজানা)'। সে বলল, '(তাহলে) আপনি এর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন'।

তিনি বললেন, '(এর কিছু নিদর্শন হল এই যে) কৃতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে (অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী এত বেশী হবে যে, যুদ্ধ বন্দিনী ক্রীতদাসী তার মনিবের কন্যা প্রসব করবে)। আর তুমি নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও দরিদ্র ছাগলের রাখালদেরকে অট্টালিকা নির্মাণের কাজে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে'। অতঃপর সে (আগন্তুক প্রশ্নকারী) চলে গেল।

উমার () বলেন, আমি অনেকক্ষণ রাসূল () এর খিদমতে থাকলাম। পুনরায় তিনি বললেন, হে উমার! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে ছিল? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল বেশী জানেন। তিনি বললেন, 'তিনি জিব্রাঈল ছিলেন, তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখাতে।'[187]

এখানে দেখা যাচ্ছে, রাসূল () উপরোল্লিখিত হাদীস্বে উল্লিখিত বিষয়বস্তুকেই দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর কারণ হলো, কেবল এগুলোর মাঝেই সমগ্র দ্বীন তথা দ্বীন ইসলামের যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. অর্থাৎ এখানে উল্লিখিত ইবাদাতসমূহ এবং এগুলো ব্যতীত আল্লাহ্‌র নির্দেশিত আরো যত প্রকার ইবাদাত রয়েছে সর্বপ্রকার ইবাদাতের একক হকদার হলেন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন। কাজেই এসব ইবাদাতকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা আদৌ বৈধ হবে না।

৩. গ্রন্থকার এখানে ইবাদাতসমূহের মধ্য থেকে বিশেষ কয়েক প্রকার ইবাদাতের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি এসব ইবাদাতের মধ্য থেকে বিন্দু পরিমাণ ইবাদাত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে

---

[187] সহীহ বুখারী হা/৫০, ৪৭৭৭, মুসলিম হা/৮; আবূ দাউদ হা/৪৬৯৫; তিরমিযী হা/২৬১০; নাসাঈ হা/৪৯৯০; ইবনু মাজাহ হা/৬৩; মিশকাত হা/২।

নিবেদন করবে, সে মুশরিক এবং কাফির বলে গণ্য হবে। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পেশ করেছেন:

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

"আর মাসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। কাজেই আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।"[188]

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ কে ডাকে যে বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তো আছে তার রবের নিকটই। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।"[189]

গ্রন্থকার [রাহিমাহুল্লাহ/সুবহানাহু ওয়া তাআলা] প্রথমোক্ত আয়াতকে দালীল হিসেব পেশ করেছেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন, মাসজিদসমূহ যা আমাদের সিজদা করার স্থান কিংবা সিজদাহ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সবই হলো কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। আর এ কথা বলার পরপরই আল্লাহ্ বলেছেন:

فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

"কাজেই আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।"[190]

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে আর অন্য কাউকে ডেকো না তথা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদাহ করো না।

আর দ্বিতীয় আয়াতকে তিনি প্রমাণ স্বরূপ এভাবে নিয়েছেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ ডাকে সে কাফির। কেননা আয়াতটিতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন:

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ

"অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা কাফির তারা সফলকাম হবে না।"[191]

---

[188] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ১৮
[189] সূরা আল-মু'মিনূন ২৩ : ১১৭
[190] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ১৮
[191] সূরা আল-মু'মিনূন ২৩ : ১১৭

তিনি আরো বলেন:

لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ

"অর্থাৎ এ বিষয়ে তার নিকট কোন দালীল-প্রমাণ নেই।"[192]

আয়াতের এই অংশটুকু দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইলাহ একাধিক হওয়ার পক্ষে কোন দালীল-প্রমাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং 'এ বিষয়ে তার নিকট কোন দালীল-প্রমাণ নেই' অংশে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যটি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী, এটি কোন নির্দিষ্টকারী বৈশিষ্ট্য নয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তা এ বিষয়ের বাইরে অন্য কিছুর দালীল। কেননা আল্লাহ্‌র সাথে আরেকজন ইলাহ থাকার দলিলের কোন সম্ভাবনা নেই!

وَفِي الْحَدِيثِ: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝٦٠

হাদীসে রয়েছে, 'দুআ'ই হলো ইবাদাতের সারাংশ'।

আর দলীল আল্লাহ্‌র বাণী: "আর তোমাদের রব্ব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয়ই যারা অহংকারবশে আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে ১।"[193]

দুআ'

১. গ্রন্থকার [রহিমাহুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা] ইবাদাতের যে সকল প্রকার বর্ণনা করেছিলেন এখান থেকে সেগুলোর দালীল উপস্থাপন করা শুরু করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে যেসব ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো হলো: ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান। তন্মধ্যে আরো রয়েছে দুআ', ...ইত্যাদি। প্রথমে তিনি দুআ' বিষয়ক দালীল পেশ করেছেন। আর ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের বিস্তারিত দালীল সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ্।

---

[192] সূরা আল-মু'মিনূন ২৩ : ১১৭

[193] সূরা গাফির (মু'মিন) ৪০ : ৬০

এ বিষয়ে তিনি প্রথমেই দালীল পেশ করেছেন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন:

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

'দুআ'ই হলো ইবাদাতের সারাংশ'।[194]

অনুরূপভাবে তিনি কুরআন মাজীদের এই আয়াত দ্বারা দালীল পেশ করেছেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"আর তোমাদের রব্ব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয়ই যারা অহংকারবশে আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে'।[195]

এই আয়াতে কারীমা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দুআ' হচ্ছে ইবাদাত। যদি তা না হতো তাহলে আয়াতের পরবর্তী অংশে "নিশ্চয়ই যারা অহংকারবশে আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" কথাটি বলা ঠিক হতো না।

অতএব যদি কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট এমন কিছু চায় যা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নেই, তাহলে সে মুশরিক ও কাফির হিসেবে গণ্য হবে, চাই সে আল্লাহ্কে ছাড়া যাকে ডাকে সে জীবিত হোক কিংবা মৃত।

আর যদি কেউ জীবিত কারো নিকট এমন কিছু চায় যা দেওয়ার ক্ষমতা বা সাধ্য তার আছে যেমন: সে জীবিত কোন লোককে উদ্দেশ্য করে বললো, হে

---

[194] তিরমিযীঃ হা/৩৩৭১, মুহাদ্দিস আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমনিভাবে অপর একটি হাদীসে রয়েছেঃ

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ"

নু'মান ইবনু বাশীর থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বলেছেন: 'দুআই হলো ইবাদাত'। [তিরমিযীঃ হা/৩৩৭২, মুহাদ্দিস আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[195] সূরা গাফির (মু'মিন) ৪০ : ৬০

অমুক! আপনি আমাকে কিছু আহার করান অথবা আপনি আমাকে একটু পান করান, তাহলে কোন গুনাহ নেই।

কিন্তু এ ধরনের কোন কিছু যদি কেউ কোন মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট চায় তাহলে সে মুশরিক। কেননা মৃত বা অনুপস্থিত কেউ এমনটি করতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের কারো নিকট কোন কিছু চাওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, তাদেরকে আহ্বানকারী ব্যক্তির এই বিশ্বাস রয়েছে যে, জগত পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ধরনের মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তির কিছু না কিছু ক্ষমতা বা হাত রয়েছে। এ কারণে সে মুশরিক।

অতঃপর জেনে রাখুন! দুআ' হচ্ছে দুই প্রকার:

ক. দুআ' আল-মাসআলাহ বা অনুরোধ জনিত দুআ' এবং

খ. দুআ' আল-ইবাদাহ বা ইবাদাত জনিত দুআ'

ক. দুআ' আল-মাসআলাহ্ বা চাহিদা জনিত দুআ': অনুরোধ জনিত দুআ' হচ্ছে, কারো নিকট প্রয়োজনীয় কিছু চাওয়া। বান্দা যদি তার রবের নিকট তার প্রয়োজনীয় কিছু চায় তাহলে এই চাহিদাজনিত দুআ'ও ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে। কেননা এই দুআ'র মাঝে রয়েছে আল্লাহ্‌র দারস্থ হওয়া, আল্লাহ্‌র প্রতি নিজের মুখাপেক্ষিতার বহিঃপ্রকাশ এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ্‌ই হলেন সর্বশক্তিমান, যার দয়া, করুণা ও অনুগ্রহ সর্বব্যাপী, অসীম। এ ধরনের প্রয়োজন ও চাহিদা জনিত দুআ' এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকটও করতে পারে যদি সেই ব্যক্তি আহ্বান করার অর্থ বুঝতে পারে এবং সেই আহ্বানে যথাযথভাবে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির এমন কথা (হে অমুক! আমাকে কিছু খাওয়ান)।

খ. দুআ' আল-ইবাদাহ্ বা ইবাদাত জনিত দুআ': আর ইবাদত জনিত দুআ' হচ্ছে, যে দুআ'র মাধ্যমে যাকে আহ্বান করা হচ্ছে তার পক্ষ থেকে কোন প্রতিদান কামনা করা এবং তার শাস্তির ভয়ে ভীত হওয়া। এ ধরনের দুআ' কেবল আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা আদৌ সঠিক নয়, বরং তা হচ্ছে দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মত শির্‌কুল আকবার (বড় শির্ক)। যে ব্যক্তি এ ধরনের কোন কিছু করবে তার উপর আল্লাহ্‌র দৃঢ় ঘোষিত এই শাস্তি পতিত হবে:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"নিশ্চয়ই যারা অহংকারবশে আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।"[196]

وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

আর খাউফ বা ভয়ের প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী: "তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।"[197]

খাউফ (ভয়)

১. ধ্বংস, অনিষ্ট বা কষ্টের আশঙ্কায় মনের মাঝে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটাই হলো ভয়। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন শায়ত্বানের বন্ধুদেরকে ভয় করতে এবং আদেশ করেছেন কেবল তাঁকেই ভয় করতে। ভয় হচ্ছে ৩ প্রকার:

ক. **মানুষের স্বভাবজাত ভয়:** মানুষ হিংস্র শিকারী জন্তু, আগুন কিংবা পানিতে ডুবে যাওয়াকে ভয় করে। এ ধরণের ভয়ের জন্য বান্দাকে কোন দোষারোপ করা হবে না। যেমন মহান আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে মূসা (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) সম্পর্কে বলেছেন:

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

"অতঃপর ভীত-সতর্ক অবস্থায় নগরীতে তার ভোর হলো।"[198]

কিন্তু এই ভয় যদি দ্বীনের ওয়াজিব কোন কাজকে ছেড়ে দেওয়া অথবা কোন হারাম কাজ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেমনটি পুস্তকের সংকলক (রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা) উল্লেখ করেছেন, তাহলে এ ধরনের ভয় হারাম বা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। কেননা কোন ওয়াজিব পরিত্যাগ করা বা কোন হারাম কাজ করার কারণ হয় এমন প্রতিটি বিষয়ই হারাম।

---

[196] সূরা গাফির (মু'মিন) ৪০ : ৬০

[197] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৭৫

[198] সূরা আল-কাসাস ২৮ : ১৮

এর প্রমাণ হচ্ছে কুরআন মাজীদের এই আয়াত:

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

"সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর।"[199]

আর আল্লাহ্‌কে ভয় করা কখনো প্রশংসনীয় কাজ হয়, আবার কখনো তা অপ্রশংসনীয় কাজ বলে গণ্য হয়। প্রশংসনীয় তখনই হয় যখন এই ভয় আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা বা নাফরমানির পথে আপনার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়

এবং আপনাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ওয়াজিব কাজসমূহ পালন করতে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে সহায়ক হয়। যখন আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়ের দরুন উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধিত হবে, তখন বান্দা তার অন্তরে আরাম ও প্রশান্তি অনুভব করবে, আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নিয়ামত লাভের আনন্দে সে উদ্বেলিত হবে এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভের আশায় তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

অপ্রশংসনীয় ভয় হচ্ছে এমন ভয় যা বান্দাকে আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমত থেকে নিরাশ করে দেয়। এমতাবস্থায় সে নিরাশা ও হতাশার তীব্রতার কারণে আরো বেশি করে পাপকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

খ. ইবাদাত জনিত ভয়: আর তা হলো কাউকে ভয় করা এবং ভয় নিয়ে তার ইবাদাত করা। এ ধরনের ভয় কেবল আল্লাহ্‌র ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য এ ধরনের ভয় পোষণ করা হল শির্কুল আকবার বা বড় শির্ক।

গ. গুপ্ত বা গোপনীয় ভয়: যেমন কোন কবরবাসীকে ভয় করা অথবা দূরে অবস্থানরত কোন ওলী-বুযুর্গকে ভয় করা যেখান থেকে সেই ওলী বা বুযুর্গ সেই ভীত লোকটির উপর কোনরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে গোপনে ভয় করা। এ ধরনের ভয়কেও উলামায়ে কিরাম শির্কের অন্তর্ভুক্ত হিসেব গণ্য করেছেন।

---

[199] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৭৫

وَدَلِيْلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

আর রাজা' বা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী: "কাজেই যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে।"[200]

রাজা' (আশা-আকাঙ্ক্ষা)

১. আশা হচ্ছে অতি শীঘ্র অর্জন করা যাবে এমন কিছুর প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা। কখনো তা অর্জন করা অনেক দুঃসাধ্য কিন্তু তাকে (আশার দ্বারা) অনেক কাছে বলে গণ্য করা হয়।

আনুগত্য ও বিনয় সম্বলিত আশা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি এ ধরনের আশা করা হল শির্ক। তবে তা বড় শির্কও হতে পারে আবার ছোট শির্কও হতে পারে। এটা নির্ভর করবে আশা পোষণকারীর মনের ভাব ও অবস্থার উপর।

এর প্রমাণস্বরূপ গ্রন্থকার [রাহিমাহুল্লাহ / সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] কুরআন মাজীদের এই আয়াতটি পেশ করেছেন:

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"কাজেই যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে।"[201]

জেনে রাখুন! কেবল তার আশা-আকাঙ্ক্ষাই প্রশংসনীয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে কোন কিছু করে, অতঃপর এর ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রতিদান আশা করে অথবা যে পাপ কাজ থেকে তাওবাহ করে অতঃপর তার এই তাওবাহ আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে বলে আশা করে। কিন্তু কোন আমল ব্যতীত কোন কিছু আশা করা অমূলক ও নিন্দনীয় আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

---

[200] সূরা আল-কাহ্‌ফ ১৮ : ১১০

[201] সূরা আল-কাহ্‌ফ ১৮ : ১১০

وَدَلِيْلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۝

وقَالَ: وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط

আর তাওয়াক্কুল বা ভরসা-নির্ভরতার প্রমাণ আল্লাহ্র বাণী: "আল্লাহ্র উপরই তোমরা নির্ভর কর যদি তোমরা মু'মিন হও।"[202]
তিনি আরও বলেন, "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন।"[203]

তাওয়াক্কুল (ভরসা বা নির্ভরতা)

১. কোন কিছুর উপর তাওয়াক্কুল করার অর্থ হলো কোন কিছুর উপর নির্ভর করা। আল্লাহ্র উপর ভরসা করার অর্থ হলো যে কোন প্রকার উপকার ও কল্যাণ লাভে এবং যে কোন প্রকার অনিষ্ট ও অমঙ্গল দূরীকরণে একমাত্র আল্লাহ্কেই যথেষ্টরূপে গ্রহণ করে ভরসা করা। এটি পরিপূর্ণ ঈমান হতে ও একই সাথে এটি পরিপূর্ণ ঈমানের একটি বিশেষ লক্ষণ।

কেননা মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۝

"আল্লাহ্র উপরই তোমরা নির্ভর কর যদি তোমরা মু'মিন হও।"[204]

বান্দা যদি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তার সমস্যা-উদ্বেগের সমাধানের জন্য যথেষ্ট হবেন। তাইতো মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন।"[205]

---

[202] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ২৩
[203] সূরা আত্-তালাক ৬৫ : ৩
[204] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ২৩
[205] সূরা আত্-তালাক ৬৫ : ৩

অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর উপর ভরসা পোষণকারীকে পূর্ণ মাত্রায় আশ্বস্ত করে ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِۦ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেন।"[206]

সেক্ষেত্রে তিনি যা চান সে ব্যাপারে কোন কিছু তাকে ঠেকাতে পারে না।

জেনে রাখুন! ভরসা কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। যেমন:

ক. **আল্লাহ্র উপর ভরসা:** আল্লাহ্র উপর আস্থা ও ভরসা রাখা হলো পরিপূর্ণ ঈমান এবং এর সত্যতার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্র প্রতি এ ধরনের ভরসা পোষণ করা ওয়াজিব। কেননা এটা ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হয় না।

খ. **গুপ্ত বা গোপনীয় ভরসা:** আর তা হলো কোন মৃত ব্যক্তির উপর এমন ভরসা পোষণ করা যে, সে তার কোন উপকার করতে পারবে অথবা তাকে কোন অমঙ্গাল ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারবে। এ ধরনের তাওয়াক্কুল বা ভরসা হচ্ছে শির্কুল আকবার বা বড় শির্ক। কেননা এ ধরনের ভরসা কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে বিশ্বাস করে, জগত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই মৃত ব্যক্তির কোন গোপনীয় ক্ষমতা বা হাত রয়েছে। সেই মৃত ব্যক্তি আল্লাহ্র কোন নাবী হোক, কোন ওলী হোক কিংবা আল্লাহ্র কোন শত্রু হোক, তাতে কোন পার্থক্য নেই।

গ. **কোন বিষয় বা কাজে কোন ব্যক্তির উপর ভরসা** কোন বিষয় বা কাজে কোন ব্যক্তির উপর কেবল এটুকু মনে করে ভরসা করা যে, অবস্থান ও মর্যাদার দিক দিয়ে সেই ব্যক্তি তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তির চেয়ে উন্নত ও উর্ধ্বে রয়েছে। যেমন: জীবিকা অর্জনের জন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল করা। এ ধরনের তাওয়াক্কুল বা ভরসা হচ্ছে শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক। কেননা এতে যার উপর নির্ভর করা হয় তার প্রতি নির্ভরকারীর অন্তর প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে তার উপর দৃঢ়-নির্ভরশীল হয়ে যায়।

তবে যদি কারো উপর এইটুকু মনে করে নির্ভর করা হয় যে, সে হলো এই কাজের জন্য একটি মাধ্যম মাত্র, আল্লাহ্ তাকে তাঁর হতেই এ কাজের ক্ষমতা ও সামর্থ্য দিয়েছেন তাহলে সে ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই যদি সত্যিই ভরসাকৃত ব্যক্তির কোন প্রভাব সত্যিই সেই নির্দিষ্ট কাজ বা বিষয়ে থেকে থাকে।

---

[206] সূরা আত্-তালাক ৬৫ : ৩

ঘ. প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে কারো উপর ভরসাঃ তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি নিজে যে বিষয় বা কাজের সামর্থ্য রাখে, সেই বিষয় বা কাজে কাউকে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করে তার উপর নির্ভর করা। এ ধরনের নির্ভরতা বা তাওয়াক্কুল কুরআন, হাদীস্ব ও ইজমা' দ্বারা জায়েয বলে প্রমাণিত। যেমন কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নাবী ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) তার ছেলেদের বলেছিলেন:

يَٰبَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ

"হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাঁর সহোদরের সন্ধান কর।"[207]

তাছাড়া নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পক্ষ থেকে সদাকাহ (যাকাত) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়িত্বে কিছু লোক নিয়োগ দিয়েছিলেন। 'হাদ' বা অপরাধের জন্য শারীআত নির্ধারিত শাস্তির বিধান প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার জন্যও তিনি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। এমনিভাবে বিদায় হজ্জের সময় আলী ইবনু আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কুরবানীকৃত পশুর গোশত ও চামড়া বিতরণের জন্য এবং ১০০ টি কুরবানীর পশুর মধ্যে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৬৩ টি নিজ হাতে কুরবানী করে অবশিষ্ট গুলো কুরবানী করার জন্য তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে অন্যের উপর তাওয়াককুল করা যে জায়েয, তা ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত এবং সবাই তা জানে।

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ ۝٩٠

আর রাগবাহ[১] (গভীর আগ্রহ), রাহবাহ[২] (সক্রিয় ভীতি) ও খুশূ'[৩] (নম্রতা ও বিনয়) এর প্রমাণ আল্লাহ্ তাআ'লার বাণী: "এরা সৎ কাজে ছিল ক্ষিপ্রগতি, তারা আমাকে ডাকত আশা নিয়ে ও ভীত হয়ে, আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী[৪]।"[208]

১. **রাগবাহ:** অর্থাৎ গভীর আগ্রহ হচ্ছে প্রিয় বস্তু পর্যন্ত পৌছার মুহাব্বত বা ভালবাসা।

---

[207] সূরা ইউসুফ ১২ : ৮৭

[208] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ৯০

২. **রাহবাহঃ** অর্থাৎ সক্রিয় ভীতি হচ্ছে এমন ধরনের ভয়, যার দরুন মানুষ ভীতিপ্রদ বস্তু থেকে পলায়ন করতে থাকে। সংগত কারনেই এটি এমন এক প্রকার ভয়, যা আমলের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

৩. **খুশূঃ** অর্থাৎ নম্রতা ও বিনয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের প্রতি বিনয় ও বশ্যতা প্রদর্শন। আর তা করতে হবে মহান আল্লাহ্‌র জাগতিক এবং শারীআত সম্বন্ধীয় ফায়সালাগুলোকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার মাধ্যমে।

৪. এই আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ্ তাঁর সবচেয়ে একনিষ্ঠ বান্দাদের গুণাগুণ এভাবে বর্ণনা করেছেন, তারা রাগবাহ (গভীর আগ্রহ) ও রাহবাহ (সক্রিয় ভীতি) নিয়ে বিনীতভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে। আয়াতে উল্লিখিত দু'আর মাঝে الدعاء العبادة (ইবাদাত জনিত দুআ') এবং الدعاء المسألة (অনুরোধ জনিত দুআ') উভয় প্রকারের দুআ' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দাগণ তাঁর নিকট যেসব মহান নিয়ামত রয়েছে তা লাভ করার গভীর আগ্রহ নিয়ে এবং তাঁর নিকট থেকে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার গভীর আশা নিয়ে তাঁকে ডাকেন। সাথে সাথে তাঁর ভয়ঙ্কর শাস্তিকে এবং নিজেদের পাপের প্রতিফলকেও ভয় করেন। প্রত্যেক ঈমানদারের উচিত আল্লাহ্‌র প্রতি الخوف (ভয়) ও الرجاء (আশা) উভয়টি নিয়েই তার পথে এগিয়ে চলা। তবে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ক্ষেত্রে আশাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যাতে সে ইবাদাতে সক্রিয় থাকে আবার একই সাথে আশা করে যে তার ইবাদাত আল্লাহ্ কবুল করবেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ভয়-ভীতিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যাতে করে সে দ্রুত আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে পলায়ন করতে পারে এবং শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে।

আর কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম বলেছেন, অসুস্থ অবস্থায় অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়ের চেয়ে আশা বেশি রাখা উচিত এবং সুস্থ অবস্থায় আশার চেয়ে ভয় বেশি করা উচিত। কেননা অসুস্থ অবস্থায় মন সাধারণত নরম ও দুর্বল হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় যে, মৃত্যুর সময় হয়তো ঘনিয়ে এসেছে এবং তার হয়তো মৃত্যু হয়ে আর সে এ কথা চিন্তা করবে আল্লাহ্‌র প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করেই। পক্ষান্তরে সুস্থ অবস্থায় সে প্রাণবন্ত থাকে এবং দীর্ঘ জীবন লাভের প্রত্যাশা করে, যা তার মাঝে দাম্ভিকতা ও অসাধুতা এনে দিতে পারে। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি আশার চেয়ে ভয় বেশি রাখা উচিত, যাতে এসব নিরাপদ থাকা যায়।

এমনও বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের আশা ও ভয় একইসাথে সমভাবে থাকা উচিত, যাতে করে কেবল আশা পোষণ করে কেউ যেন আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত না হয়ে যায় এবং কেবল ভয় পোষণ করে

কেউ যেন আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে যায়। কেননা দু'টি কাজই হচ্ছে কোন মানুষের জন্য ধ্বংস আনয়নকারী জঘন্য বিষয়।

وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ

আর খাশইয়াহ (শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়)[১] এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী: "কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর।"[209]

১. **খাশইয়াহ (শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়):** কোন কিছুর মহত্ত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা ও আধিপত্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর অন্তরে যে শ্রদ্ধাযুক্ত ভীতির অবতারণা হয়, তাকে খাশইয়াহ বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই কেবল তাঁকে ভয় করে।"[210]

অর্থাৎ যারা আলিম তথা জ্ঞানী তারা, কেননা তাদের এ খাশইয়াহ আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা ও আধিপত্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে। কাজেই সাধারণ ভয় الخوف থেকে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ের الخشية বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য আমরা একটি উদাহরণ পেশ করছি। যেমন: আপনি যদি এমন কাউকে ভয় করেন যার সম্পর্কে আপনি জানেন না যে, সে আপনার চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান কিনা, তাহলে এ ধরনের ভয়কে 'খউফ' বা সাধারণ ভয় বলা হয়। পক্ষান্তরে কারো ক্ষমতা সম্পর্কে আপনি এটা জানেন যে, তিনি আপনার থেকে অধিক ক্ষমতাবান, তাহলে এ ধরনের ভয়কে 'খশইয়াহ' বা শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয় বলে। সাধারণ ভয়ের হুকুম-আহকাম যত প্রকার, শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ের ক্ষেত্রেও তা তত প্রকার।

وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ

আর ইনাবাহ তথা অনুতপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন[১] এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর।"[211]

---

[209] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৫০
[210] সূরা আল-ফাতির ৩৫ : ২৮

১. **ইনাবাহ (অনুতপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন):** 'ইনাবাহ' হলো আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মাধ্যমে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা। অর্থের দিক থেকে ইনাবাহ অনেকটা তাওবার কাছাকাছি। তবে الْإِنَابَةِ হলো তাওবা থেকে অধিকতর সূক্ষ্ম একটি বিষয়। কেননা الْإِنَابَةِ দ্বারা আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা পোষণ করা হয় এবং তাঁর আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করা হয়, যা কেবল আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো জন্য হতে পারে না।

এ কথার প্রমাণ হচ্ছে কুরআন মাজীদের এই আয়াত:

وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ

"আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর।"[212]

আয়াতটিতে বর্ণিত وَأَسْلِمُوا لَهُ (তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর) কথা দ্বারা ইসলামী শারীআতকে বুঝানো হয়েছে, যার অর্থ হলো আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা।

আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ দুই প্রকার:

ক. **জাগতিক আত্মসমর্পণ:** আর তা হলো সমগ্র সৃষ্টজগতের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকামের প্রতি আত্মসমর্পণ। এ ধরনের সাধারণ আত্মসমর্পণ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মু'মিন, কাফির, নেককার, বদকার সবাই নিজ ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় করে থাকে। কারো পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহ্‌র এই বাণী:

وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

"অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।"[213]

---

[211] সূরা আয্‌-যুমার ৩৯ : ৫৪
[212] সূরা আয্‌-যুমার ৩৯ : ৫৪
[213] সূরা আলু ইমরান ৩ : ৮৩

খ. শারঈ আত্মসমর্পণ: আর তা হলো মহান আল্লাহ্‌র শারীআত বিষয়ক হুকুম-আহকামের প্রতি আত্মসমর্পণ। এই শারীআতগত আত্মসমর্পণ বিশেষভাবে কেবল নাবী-রাসূলগণ [সলাতুল্লাহি ওয়াসালামুহু আলাইহিম] এর প্রতি বাধ্যতা ও তাঁদের উত্তম অনুসরণের উপরেই স্থাপিত। এর অসংখ্য দালীল কুরআন মাজীদে বিদ্যমান। সেসব দালীলের মধ্য থেকে একটি দালীল পুস্তকের সংকলক [রহিমাহুল্লাহ] এখানে উল্লেখ করেছেন।

وَدَلِيلُ الاِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٤

وَفِي الْحَدِيثِ: إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

আর ইসতিআনাহ বা সাহায্য প্রার্থনা' এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[214]

আর হাদীসে রয়েছে: 'যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন তা আল্লাহ্‌র নিকট করবে।"[215]

ইসতিআনাহ (সাহায্য প্রার্থনা)

১. এর অর্থ হচ্ছে সাহায্য প্রার্থনা ও তা কয়েক রকম হতে পারে। যেমন:

ক. **আল্লাহ্‌র নিকট:** আর তা হলো আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার পূর্ণ আনুগত্য ও বিনয় প্রদর্শন, তাঁর নিকট নিজের যাবতীয় বিষয়াদি অর্পণ করা এবং আল্লাহ্‌কেই নিজের জন্য যথেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট করা যায় না।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই বাণী:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٤

"আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[216]

---

[214] সূরা আল-ফাতিহাহ ১ : ৫

[215] মুসলিম হা/২৩৬২; তিরমিযী হা/২৫১৬; আহমাদ হা/২৬৬৯; তাবারানী, আদ-দুআ হা/৪২; মিশকাত হা/৫৩০২; সহীহুল জামে হা/৭৯৫৭।

[216] সূরা আল-ফাতিহাহ ১ : ৫

কুরআন মাজীদের ভাষা হলো আরবী, আর আরবী ব্যাকরণের নিয়ম হলো কর্ম (object) সাধারণত কর্তা (subject) ও ক্রিয়াপদের (verb) পরে আসে। কিন্তু যদি কর্ম কখনো কর্তা এবং ক্রিয়াপদের পূর্বে আসে তাহলে এর দ্বারা ক্রিয়াপদকে কর্মের জন্য সুনির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়। যেহেতু উপরোল্লিখিত আয়াতে কর্ম إِيَّاكَ (কেবল আপনারই) শব্দটি কর্তা ও ক্রিয়াপদ نَعْبُدُ (আমরা ইবাদাত করি) এবং نَسْتَعِينُ (আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি) এর পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয়, উপরে বর্ণিত সাহায্য প্রার্থনামূলক ইবাদাত কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট এবং তা কেবল তাঁরই অধিকার। আর তা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা হচ্ছে এমন পর্যায়ের শির্ক, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় (মুশরিক বানিয়ে দেয়)।

খ. **সামর্থ্যবান কারো নিকট:** এমন কোন সৃষ্টির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, যে প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করার শক্তি-সামর্থ্য রাখে। এটার বিধান হবে সাহায্য প্রার্থনার বিষয় অনুযায়ী। এক্ষেত্রে প্রার্থিত বিষয় যদি উত্তম কোন বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা যেমন বৈধ, তেমনি সেক্ষেত্রে সাহায্য করাও শারীআত সম্মত। কেননা আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

"সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে।"[217]

আর যদি প্রার্থিত বিষয় কোন গুনাহের কাজ হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা যেমন হারাম, তেমনি তাতে সাহায্য-সহযোগিতা করাটাও হবে হারাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"পাপ ও সীমালংঘনের কাজে তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করবে না।"[218]

আর যদি প্রার্থিত বিষয়টি মুবাহ (পাপ বা পুণ্য কোনটিই নয়) হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের কাজে সাহায্য প্রার্থনা করা যেমন বৈধ, তেমনি তাতে সাহায্য-সহযোগিতা করাও বৈধ। তবে মুবাহ কাজে যদিও সাওয়াব বা গুনাহ কিছুই নেই, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের কাজে সাহায্যকারী ব্যক্তি পরোপকার বা

---

[217] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ২

[218] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ২

অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য সাওয়াব লাভ করতে পারে। আর এ কারণেই এসব বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা শারীআত সম্মত।

কেননা মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"আর তোমরা ইহ্সান (সদাচরণ) কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভালবাসেন তাদেরকে যারা সদাচরণ করে।"[219]

গ. **অক্ষম কারো নিকট:** উপস্থিত এবং জীবিত এমন কোন সৃষ্টির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, যে প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করতে সক্ষম নয়। এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে অনর্থক ও অযৌক্তিক কাজ। যেমন অতিশয় দুর্বল কোন লোকের নিকট ভারী কোন বস্তু উঠানোর ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া।

ঘ. **মৃত, অনুপস্থিত বা জীবিত কোন অক্ষম ব্যক্তির নিকট:** যে কোন কাজ বা বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা অথবা জীবিতদের নিকট অদৃশ্য এমন কোন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা, যে বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করতে তারা অপারগ ও অক্ষম। এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করা হলো শির্ক। কেননা এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা কেবল সেই ব্যক্তি করে থাকে, যে বিশ্বাস পোষণ করে যে, এক্ষেত্রে সে যাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছে, জগৎ পরিচালনায় তাদের অদৃশ্য কোন হাত বা ক্ষমতা রয়েছে।

ঙ. **আল্লাহ্র প্রিয় ও পছন্দনীয় কোন আমল দ্বারা:** এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করা শারীআত সম্মত। কেননা কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন:

ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ

"তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে।"[220]

উপরোল্লিখিত ১ম প্রকার সাহায্য প্রার্থনার দালীল স্বরূপ পুস্তকের সংকলক [রহিমাহুল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা] কুরআন মাজীদের এই আয়াত إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি) এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হাদীস وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ (যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন তা আল্লাহ্র নিকট করবে) পেশ করেছেন।

---

[219] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৯৫

[220] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৫৩

وَدَلِيْلُ الاِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

আর ইসতিআযাহ্ বা আশ্রয় প্রার্থনা[১] এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর।"[221] এবং : "আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের[222]

ইসতিআযাহ (আশ্রয় প্রার্থনা)

১. ইসতিআযাহ অর্থ হলো আশ্রয় প্রার্থনা করা। অর্থাৎ অনাকাঙ্ক্ষিত বা খারাপ কোন বিষয় থেকে নিরাপত্তা চাওয়া। আর যিনি আশ্রয় দান করেন, তিনি আশ্রয় প্রার্থীকে নিরাপদে রাখেন, তাকে নিরাপত্তা দেন। ইসতিআযাহ কয়েক ধরনের হয়ে থাকে:

ক. **আল্লাহ্‌র নিকট:** আর তা হলো আশ্রয় প্রার্থনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ মুখাপেক্ষিতা, সুদৃঢ় আনুগত্য, আল্লাহ্‌ই সকল বিষয়ে যথেষ্ট এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছোট, বড়, মানবীয়, মানুষ ব্যতিত অন্য প্রাণী কিংবা অন্য যে কোন ধরনের খারাপ বিষয়বস্তু থেকে আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং আশ্রয়ই হলো একমাত্র পরিপূর্ণ আশ্রয়, এই সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ। এর প্রমাণ হচ্ছে কুরআন মাজীদে বর্ণিত সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ:

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥

"বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের প্রতিপালকের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়। আর সকল নারীদের অনিষ্ট থেকে, যারা (যাদু করার উদ্দেশ্যে) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দেয়। আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"[223]

---

[221] সূরা আল-ফালাক ১১৩ : ১

[222] সূরা আন-নাস ১১৪ : ১

[223] সূরা আল-ফালাক ১১৩ : ১-৫

আর আল্লাহ্ তাআ'লার বাণী:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَٰهِ النَّاسِ ۝ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

"বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহ্ এর নিকট, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জ্বিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"[224]

খ. **আল্লাহ্র কোন গুণের ওয়াসীলায়:** আল্লাহ্র সুমহান গুণাবলির মধ্য থেকে কোন গুণের ওয়াসীলা দ্বারা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। যেমন: মহান আল্লাহ্র কালাম (বাণী), তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, শক্তি, মান-মর্যাদা ইত্যাদির ওয়াসীলায় তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা।

এর প্রমাণ হচ্ছে নাবী (ﷺ) এর নিম্নোক্ত বাণী:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

'আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বাণীর ওয়াসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই'।[225]

তিনি (ﷺ) আরো বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

'হে আল্লাহ্! আমি আমার নিচের দিকে ধসে যাওয়া থেকে আপনার মর্যাদার আশ্রয় গ্রহণ করছি'।[226]

ব্যথা-বেদনা নিরসনের জন্য রাসূল (ﷺ) আল্লাহ্র নিকট এই বলে দুআ' করেছেন:

---

[224] সূরা আন-নাস ১১৪ : ১-৬

[225] মুসলিম হা/২৭০৮; আবূ দাউদ হা/৩৮৯৮; তিরমিযী হা/৩৪৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৫১৮; মিশকাত হা/২৪২২।

[226] আবূ দাউদ হা/৫০৭৪; নাসাঈ হা/৫৫২৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৭১; মিশকাত হা/২৩৯৭; সহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৬৫৯। মুহাদ্দিস আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

'আমি মহান আল্লাহ্‌র অসীম মান-মর্যাদা ও তাঁর সুবিশাল ক্ষমতার ওয়াসীলায় আমার অনুভূত এই ব্যথার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[227]

তিনি (ﷺ) বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

'হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টির ওয়াসীলায় আপনার অসন্তোষ থেকে আশ্রয় চাই'।[228]

যখন এই আয়াত নাযিল হয়:

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ

"বলুন, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা পদতল হতে শাস্তি প্রেরণ করতে, তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম।"[229]

তখন রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন:

أَعُوذُ بِوَجْهِكَ

'হে আল্লাহ্! আমি আপনার চেহারার সাহায্যে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[230]

গ. মৃত, অনুপস্থিত বা জীবিত কোন অক্ষম ব্যক্তির নিকট: কোন মৃতের নিকট অথবা জীবিত কিন্তু বর্তমানে অনুপস্থিত এবং আশ্রয় দানে অক্ষম এমন কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। এ ধরনের ইসতিআযাহ হচ্ছে শির্ক।

---

[227] সাহীহ মুসলিম: হা/২২০২, ইবনু মাজাহ হা/৩৫২২; মিশকাত হা/১৫৩৩।

[228] সাহীহ মুসলিম : হা/৪৮৬, আবূ দাউদ হা/৮৭৯; তিরমিযী হা/৩৪৯৩; নাসাঈ হা/১৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪১; মিশকাত হা/৮৯৩।

[229] সূরা আল-আনআম ৬ : ৬৫

[230] সাহীহ বুখারী : হা/৭৪০৬, তিরমিযী হা/৩০৬৫; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ হা/৪০১৬।

এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহ্‌র এই বাণী:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

"আর কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতো, ফলে তারা জ্বিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত।"[231]

ঘ. **সক্ষম কোন ব্যক্তি বা কোন কিছুর নিকট:** সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্য থেকে এমন কোন মানুষ, স্থান অথবা অন্য কোন কিছুর আশ্রয় চাওয়া যার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব। এ ধরনের জায়েয বা শারীআত সম্মত। এর প্রমাণ হচ্ছে নাবী (ﷺ) এর হাদীস্ব যাতে তিনি বিভিন্ন ধরনের ফিতনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন:

سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ

'শীঘ্রই বিভিন্ন ফিতনা দেখা দিবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে ভাল (ফিতনামুক্ত) থাকবে, দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে ভাল থাকবে এবং চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে ভাল থাকবে। যে ব্যক্তি সেই ফিতনাকে অনুসরণ করবে, ফিতনা তাকে ঘিরে ধরবে। কাজেই তখন কেউ যদি কোথাও কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল কিংবা আত্মরক্ষার ঠিকানা পায়, তাহলে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়'।[232]

এ ধরনের নিরাপদ স্থান ও আশ্রয় সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ

'যার উট আছে, সে যেন তার উটের সঙ্গো, যার বকরী আছে, সে তার বকরীর সঙ্গো এবং যার জমি আছে সে তার জমি নিয়ে ব্যস্ত থাকে'।[233]

---

[231] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ৬

[232] সাহীহ বুখারী: হা/৭০৮২, মুসলিম হা/২৮৮৬; আহমাদ হা/৭৭৯৬; মিশকাত হা/৫৩৮৪।

[233] মুসলিম হা/২৮৮৭; আবূ দাউদ হা/৪২৫৬; আহমাদ হা/২০৪১২; মিশকাত হা/৫৩৮৫।

সাহীহ মুসলিমে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, একদা মাখযূম গোত্রের এক মহিলাকে চুরির অপরাধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট হাযির করা হলে সেই মহিলা তখন উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর আশ্রয় চান।

সাহীহ মুসলিমে উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ

'জনৈক আশ্রয় গ্রহণকারী বাইতুল্লাহ শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তখন তার বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হবে'।[234]

এমনিভাবে কেউ যদি কোন অত্যাচারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চায়, তাহলে সাধ্যানুযায়ী তাকে আশ্রয় বা নিরাপত্তা প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু কেউ যদি কোন নিষিদ্ধ কাজ করার জন্য কিংবা ইসলামী শারীআতের কোন ওয়াজিব কাজ থেকে পলায়ন করার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে কোন প্রকার আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়া হারাম।

وَدَلِيلُ الاِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ

আর ইসতিগাস্বাহ (বিপদ থেকে উদ্ধার বা মুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা)[১] এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "**স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিলেন।**"[235]

ইসতিগাস্বাহ (বিপদমুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা)

১. ইসতিগাস্বাহ হচ্ছে কোন ধরনের বিপদ বা ধ্বংস থেকে উদ্ধার বা মুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা। এটি কয়েক ধরনের হতে পারে:

ক. **আল্লাহ্‌র নিকট:** মহান আল্লাহ্‌র নিকট কোন বিপদ থেকে উদ্ধার বা মুক্তির জন্য ফরিয়াদ করা হলো সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠতম কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ। এটা ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর অনুসারীদের অভ্যাস এবং রীতি।

---

[234] মুসলিম হা/২৮৮২; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৭২১৯।

[235] সূরা আল-আনফাল ৮ : ৯

এ কথার প্রমাণ স্বরূপ শায়খ [রহিমাহুল্লাহ] এই আয়াতটি পেশ করেছেন:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এভাবে যে, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে, যারা একের পর এক আসবে।"[236]

ঘটনাটি ঘটেছিল বদরের যুদ্ধের সময়। যখন রাসূল (ﷺ) দেখলেন মুশরিক যোদ্ধাদের সংখ্যা ১০০০ জন আর নিজ সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৩১০ জনের কিছুটা বেশি (৩১৩ জন), তখন তিনি তাঁর তাবুতে প্রবেশ করে কিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে মহান আল্লাহ্‌র নিকট আন্তরিকভাবে এই বলে দুআ' করতে লাগলেন:

اَللّٰهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اَللّٰهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي اَللّٰهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ

'হে আল্লাহ্‌! তুমি আমার সাথে যে ওয়াদাহ করেছিলে তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে তা দান কর যার ওয়াদাহ তুমি করেছ। হে আল্লাহ্‌! যদি কতিপয় মুসলিমের এই ক্ষুদ্র দলটিকে তুমি ধ্বংস করে দাও, তাহলে যমীনে তোমার ইবাদাত অনুষ্ঠিত হবে না'।[237]

এভাবে রাসূল (ﷺ) দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্যের জন্য কায়মনে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তার কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেলে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই চাদর রাসূল (ﷺ) এর কাধে উঠিয়ে দেন এবং পেছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন: হে আল্লাহ্‌র নাবী! আপনার পালনকর্তার প্রতি আপনার কাকুতি-মিনতি যথেষ্ট হয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে তাঁর দেওয়া ওয়াদা বাস্তবায়ন করবেন।

---

[236] সূরা আল-আনফাল ৮ : ৯

[237] তিরমিযী : হা/৩০৮১, আলবানী হাদীস্বটিকে হাসান বলেছেন, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৯৫৮৩; সহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৭৯৩।

আর তখনই আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করেন:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।"[238]

খ. **মৃত, অনুপস্থিত বা জীবিত অক্ষম ব্যক্তির নিকট:** কোন মৃতের নিকট অথবা জীবিত কিন্তু বর্তমানে অনুপস্থিত এমন কারো নিকট বিপদমুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা, যা তার করার কোন ক্ষমতা বা সাধ্য নেই। এ ধরনের ইসতিগাসাহ করা হল শির্ক। কেননা এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা কেবল সেই ব্যক্তি করে থাকে, যে বিশ্বাস পোষণ করে যে, এক্ষেত্রে সে যাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছে, সৃষ্টিজগত পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের অদৃশ্য কোন হাত বা ক্ষমতা রয়েছে। আর এভাবে তারা তাদেরকে আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যাতে (প্রতিপালকত্বে) অংশীদার বানিয়ে দেয়। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ দূরীভূত করেন, আর তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানান। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তোমরা খুব অল্পই শিক্ষা গ্রহণ করে থাক।"[239]

গ. **জীবিত, উপস্থিত সক্ষম ব্যক্তির নিকট:** উপস্থিত বা জীবিত এমন কারো নিকট বিপদ-আপদে উদ্ধার বা সাহায্য প্রার্থনা করা, যে তাকে সাহায্য করার শক্তি-সামর্থ্য রাখে। এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ ও শারীআহ্ সম্মত। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ মূসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ

---

[238] সূরা আল-আনফাল ৮ : ৯

[239] সূরা আন-নাম্‌ল ২৭ : ৬২

"অতঃপর মূসার দলের লোকটি শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন।"[240]

ঘ. **শারীরিকভাবে অক্ষম কোন জীবিত ব্যক্তির নিকট:** কোন বিপদ-আপদে জীবিত কোন ব্যক্তির নিকট উদ্ধার বা সাহায্য প্রার্থনা করা, যে তাকে সাহায্য করতে অক্ষম এবং সাহায্যপ্রার্থীও এই বিশ্বাস রাখে যে, তার অদৃশ্য কোন ক্ষমতা বা হাত নেই। যেমন: পানিতে ডুবন্ত কোন ব্যক্তি যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত (প্যারালাইজড) কোন লোকের নিকট উদ্ধার কামনা করে, তাহলে তার এই সাহায্য চাওয়াটা হবে প্যারালাইজড লোকটির সাথে নিছক তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য এ ধরনের ইসতিগাসাহ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আরো একটি কারণ হলো, কারো এ ধরনের লোকের কাছে ইসতিগাসাহ করতে দেখে অন্যেরা এই ভেবে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হতে পারে যে, হয়তো এই প্যারালাইজড লোকটির এমন কোন অদৃশ্য ক্ষমতা রয়েছে যা দ্বারা সে মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে।

وَدَلِيْلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَمِنَ السُّنَّةِ: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ

আর যব্হ (জবাই করা)[১] এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "বল, আমার সালাত, আমার যাবতীয় ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই (নিবেদিত)। তাঁর কোন শরীক নেই।"[241]

আর সুন্নাহ হতে: 'আল্লাহ্‌র অভিশাপ তার উপর, যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোন কিছু যবেহ্ করে।"[242]

---

[240] সূরা আল-কাসাস ২৮ : ১৫
[241] সূরা আল-আনআম ৬ : ১৬২-১৬৩
[242] সহীহ্ মুসলিম : হা/৫০১৮

যব্হ (জবাই করা)

১. যব্হ (জবাই) করা হচ্ছে বিশেষ পদ্ধতিতে রক্তপাত ঘটানোর মাধ্যমে প্রাণ সংহার করা। কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা করা হয়ে থাকে। যেমন:

ক. **ইবাদাত হিসেবে:** জবাই করা ইবাদাত তখনই হবে যখন এর উদ্দেশ্য হবে যার জন্য তা করা হচ্ছে তার প্রতি সম্মান ও আনুগত্যপূর্ণ বিনয় প্রদর্শন এবং তার নৈকট্য লাভ করা। এটি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা হয় না। আর তা করতে হবে কেবল তাঁর নির্দেশিত পন্থা ও পদ্ধতি অনুযায়ী করতে হবে। একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে এ ধরনের জবাই করা হচ্ছে শির্কে আকবার (বড় শির্ক)। এর প্রমাণ হিসেবে পুস্তকের সংকলক (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কুরআন মাজীদের এই আয়াত পেশ করেছেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ

"বলুন, আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ (সবই) সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই।"[243]

খ. আপ্যায়ন, ওয়ালীমা বা অন্যান্য কারণে: কোন মেহমানের সম্মানার্থে অথবা বিয়ের ওয়ালিমা উপলক্ষে কিংবা এ ধরনের শারীআত সম্মত বিশেষ কোন উপলক্ষে যবেহ করা। এ ধরনের যবেহ করার জন্য ইসলামী শারীআত নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ ক্ষেত্র বিশেষে কখনো ওয়াজিব হয়ে থাকে, কখনো বা মুস্তাহাব। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে'।[244]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

---

[243] সূরা আল-আনআম ৬ : ১৬২-১৬৩

[244] বুখারী হা/৬০১৮; সাহীহ মুসলিম : হা/৭৮ (৪৭), আবূ দাউদ হা/৩৭৪৮; তিরমিযী হা/১৯৬৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭২; মিশকাত হা/৪২৪৩।

'একটি বকরি দিয়ে হলেও তোমরা ওয়ালীমাহ করে নাও'।[245]

গ. ভোজন, ব্যবসা বা অন্যান্য কারণেঃ ভোগ-উপভোগ, ব্যবসা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে জবাই করা। এ ধরনের জবাই করা মূলত মুবাহ (বৈধ)। আর এই বৈধতা প্রমাণিত হয় মহান আল্লাহ্‌র এই বাণী দ্বারাঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝

"আর তারা কি লক্ষ করে না যে, আমার হাতে তৈরি জিনিস থেকে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গবাদিপশুসমূহ, আর এরপর তারাই এগুলোর মালিক? আর আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে এগুলোর কিছু সংখ্যক হয়েছে তাদের বাহন। আর কিছু সংখ্যক থেকে তারা খেয়ে থাকে।"[246]

এ ধরনের যবেহ করা জায়েয বা হারাম উভয়ই হতে পারে, তা নির্ভর করবে কোন উপলক্ষে তা করা হচ্ছে।

وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

আর নযর, মানত বা প্রতিজ্ঞা[১] এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: 'যারা মানৎ পূরণ করে আর সেই দিনকে ভয় করে যার অনিষ্ট হবে সুদূর প্রসারী[২]।"[247]

নযর, মানত বা প্রতিজ্ঞা

১. নযর ও মানতও যে এক প্রকার ইবাদাত, এর প্রমাণ কুরআনের এ আয়াতঃ

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

---

[245] সাহীহ বুখারী: হা/৩৯৩৭, মুসলিম হা/১৪২৭; আবূ দাউদ হা/২১০৯; তিরমিযী হা/১০৯৪; নাসাঈ হা/৩৩৫১; ইবনু মাজাহ হা/১৯০৭; মিশকাত হা/৩২১০।

[246] সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ৭১-৭২

[247] সূরা আল-ইনসান (দাহ্‌র) ৭৬ : ৭

"তারা (মু'মিনরা) মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং সেই দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে ব্যাপক।"[248]

২. **যেসব ক্ষেত্রে ইবাদাত:** এই আয়াতে যেহেতু মহান আল্লাহ্ নযর বা মানত পরিপূর্ণরূপে যারা আদায় করে তাদের প্রশংসা করেছেন, অতএব এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ নযর বা মানতকে পছন্দ করেন। আর যেহেতু আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় এমন প্রতিটি কাজই হচ্ছে ইবাদাত। আয়াতের পরবর্তী অংশ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (আর তারা সেই দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে ব্যাপক) দ্বারা নযর বা মানতের ইবাদাত হওয়ার বিষয়টি আরো প্রমাণিত হয়।

অতঃপর জেনে রাখুন! মহান আল্লাহ্ যে সব মানত পূর্ণ করার প্রশংসা করেছেন, সেগুলো তাঁর সকল ধরনের ইবাদাতকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা ফরয বা ওয়াজিব কোন ইবাদাত কেউ যখন করতে শুরু করে, তখন সে তা পালন করা এবং পরিপূর্ণ করা তার জন্য আবশ্যকীয়।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই বাণী:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে। আর তাওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের।"[249]

যেসব ক্ষেত্রে অপছন্দনীয়: পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন কাজকে নিজের জন্য আবশ্যিক করে নেয় কিংবা ফরয-ওয়াজিব ব্যতীত আল্লাহ্‌র আনুগত্য মূলক কোন আমল করাকে নিজের জন্য আবশ্যিক করে নেয়, তাহলে তা মাকরূহ (অপছন্দনীয়)। কোন কোন উলামায়ে কিরাম এটাকে হারাম বলেছেন। কেননা রাসূল (ﷺ) নযর বা মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

'মানত কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এর দ্বারা কেবল কৃপণের কিছু অর্থ-সম্পদ বের হয়ে যায়'।[250]

---

[248] সূরা আল-ইনসান (দাহ্‌র) ৭৬ : ৭

[249] সূরা আল-হাজ্জ ২২ : ২৯

[250] সাহীহ্ মুসলিম : হা/১৬৩৯, নাসাঈ হা/৩৮০১।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য মূলক কোন কাজ করার নযর বা মানত করে নেয়, তাহলে তা পালন করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা নাবী (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ

'আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ করে। আর কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করার উদ্দেশ্যে মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ না করে'।[251]

নযর বা মানত সম্পর্কে সার-সংক্ষেপ কথা হলো, সাধারণ অর্থে সকল ধরনের ফরয ইবাদাতের ক্ষেত্রে নযর বা মানত প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বিশেষ অর্থে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোন কাজ করাকে নিজের জন্য আবশ্যকীয় করে নেওয়াকে নযর বলা হয়। উলামায়ে কিরাম এই বিশেষ ধরনের নযর বা মানতকে আরো কয়েক প্রকারে বিভক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে ফিক্বহের কিতাবাদি দেখা যেতে পারে।

---

[251] বুখারী হা/৬৬৯৮; আবূ দাউদ হা/৩২৮৯; তিরমিযী হা/১৫২৬; নাসাঈ হা/৩৮০৬; ইবনু মাজাহ হা/২১২৬; মিশকাত হা/৩৪২৭।

الأَصْلُ الثَّانِيْ

مَعْرِفَةُ دِيْنِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ، وَهُوَ الاِسْتِسْلَامُ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ، وِالاِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِن الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ

দ্বিতীয় মূলনীতি[১]

দ্বীন ইসলামকে দালীল সহকারে জানা। আর ইসলাম হচ্ছে: ক. তাওহীদ সহকারে[৩] আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ[২] খ. আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে[৪] তাঁর বশ্যতা স্বীকার এবং গ. শির্ক এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ[৫]।

দ্বিতীয় মূলনীতি

১. **দ্বীন ইসলামকে জানা:** যে সব মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর ওয়াজিব, সে তিনটি নীতির দ্বিতীয়টি হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ তে বর্ণিত দালীল-প্রমাণ দ্বারা দ্বীন ইসলামের সঠিক পরিচয় ও জ্ঞানলাভ।

২. **ইসলামের মর্মার্থ:** দ্বীন ইসলাম বা যদি চান তবে এভাবে বলতে পারেন যে ইসলাম হচ্ছে,

ক. তাওহীদসহকারে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ

খ. আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা এবং

গ. শির্ক এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

৩. **তাওহীদসহকারে আত্মসমর্পণ:** বান্দা তার রব্বের নিকট শারীআতগত ভাবে আত্মসমর্পণ করবে। আর সেটি আল্লাহ্‌র প্রতি তাওহীদসহকারে ও ইবাদাতে আল্লাহ্‌কে একক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করার মাধ্যমে। আর এই ইসলামে কেবল শারীআতগত ভাবে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত যেসব বিষয়ে মানুষের করার কিছু নেই, সেসব বিষয়ে আত্মসমর্পণ করার মাঝে কোন সাওয়াব নেই। কেননা এক্ষেত্রে মানুষের কিছু করার কোন ক্ষমতা নেই, সে এমনিতেই তা করতে বাধ্য।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝٨٣

"অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।"[252]

৪. **আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার:** আর তা করতে হবে আল্লাহ্ যে সকল কাজের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে এবং যেসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন সেসব কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। কেননা আদিষ্ট কাজসমূহ করা এবং নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিত্যাগ করাই হলো আনুগত্য।

৫. **শির্ক ও শির্ককারীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ:** শির্কের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো শির্ক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকা। শির্ক থেকে মুক্ত থাকতে হলে অবশ্যই মুশরিকদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

"অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথে যারা ছিল, তাঁদের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদাত কর তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। তোমাদের এবং আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ

[252] সূরা আলু ইমরান ৩ : ৮৩

চিরকালের জন্য শুরু হয়ে গেল যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আন।"[253]

وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الإِسْلَامُ وَالإِيْمَانُ وَالإِحْسَانُ. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ

(المَرْتَبَةُ الأولى) فَأَرْكَانُ الإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

আর তার (দ্বীনের) তিনটি স্তর[১]: ইসলাম, ঈমান ও ইহ্‌সান। এ তিনটি স্তরের প্রত্যেকটির আবার কয়েকটি রুকন (স্তম্ভ) রয়েছে[২]।

(দ্বীনের প্রথম স্তর) ইসলামের রুকন পাঁচটি[৩]। সাক্ষ্য প্রদান যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল[৪]। সলাত কায়েম। যাকাত প্রদান। রামাদ্বান মাসে সিয়াম পালন। আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘরের হজ্জ।

দ্বীনের স্তর

১. পুস্তকের লেখক [রহিমাহুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা] দ্বীন ইসলামের তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন। ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত এই তিনটি স্তরের একটি আরেকটি থেকে উচ্চ পর্যায়ের। আর সেগুলো হচ্ছে ইসলাম, ঈমান ও ইহ্‌সান।

২. দ্বীন ইসলামের যে তিনটি স্তর (ইসলাম, ঈমান ও ইহ্‌সান) রয়েছে, এর প্রমাণ হলো উমার বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস। এতে উল্লেখ রয়েছে যে, জিবরাঈল [আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আগমন করলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন ইসলাম, ঈমান এবং ইহ্‌সান সম্পর্কে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলেন এবং সে চলে যাওয়ার পর তিনি উপস্থিত সাহাবায়ি কিরামকে বললেন, আগন্তুক প্রশ্নকারী ছিলেন জিবরাঈল [আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম] তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে।

---

[253] সূরা ইবরাহীম ১৪ : ৪

৩. **ইসলামের রুকন বা স্তম্ভঃ** এর প্রমাণ হলো ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীসঃ

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি:

এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল।

সলাত কায়েম করা

যাকাত প্রদান করা

রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা এবং

আল্লাহ্র ঘরে হজ্জ করা।[254]

৪. **শাহাদাহ বা সাক্ষ্য প্রদানঃ** ইসলামের একটি স্বতন্ত্র রুকন হলো এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল। যদিও এতে ২টি অংশ রয়েছে, তথাপি এই ২টি অংশ মিলে একটি রুকন হয়েছে। কেননা এই দু'টি অংশের একত্রে বাস্তবায়নের উপরই সকল ইবাদাতের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। কাজেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই সাক্ষ্য প্রদানের দাবি অনুযায়ী, ইবাদাত যদি একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত না হয় এবং 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' এই সাক্ষ্য প্রদানের দাবি অনুযায়ী, ইবাদাতের ক্ষেত্রে যদি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যথাযথ অনুসরণ করা না হয়, তাহলে তা আল্লাহ্র নিকট আদৌ গৃহীত হবে না।

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ إِلَّا اللهُ. "لَا إِلَهَ" نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، "إِلَّا اللهُ" مُثْبِتًا الْعِبَادَةَ لِلهِ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ

[254] বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; তিরমিযী হা/২৬০৯; নাসাঈ হা/৫০০১; মিশকাত হা/৪।

সুতরাং শাহাদাহ (সাক্ষ্য প্রদান)[১] এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ্ নেই এবং ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও (সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,) তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ্ নেই, তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।"[255]

এর অর্থ হচ্ছে لا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ إِلا الله অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। لا إِلَهَ (নেই কোন ইলাহ্) কথাটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যা কিছুর ইবাদাত করা হয় সে সব কিছুকে অস্বীকৃতি জানায় এবং إلا الله (আল্লাহ্ ব্যতীত) কথাটি সকল প্রকার ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে দেয়। তাঁর ইবাদাতে কোন অংশীদার নেই, ঠিক যেমনি শরীক নেই তাঁর রাজত্বেও[২]।

১. এ আয়াতে রয়েছে আল্লাহ্‌র নিজের সত্ত্বা সম্পর্কে নিজের সাক্ষ্য, ফেরেশতাগণের সাক্ষ্য এবং জ্ঞানীদের সাক্ষ্য এই মর্মে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই এবং আল্লাহ্ সদা-সর্বদা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী। অতঃপর তিনি নিজেই এই সাক্ষ্যকে সত্যায়ন করেছেন এই বলে যে, لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়)।

কুরআন মাজীদের এই আয়াতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে এক মহৎ গুণ ও কৃতিত্বের বিষয়। কেননা এতে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের সাথে সাথে তারাও (আল্লাহ্‌র একত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার বিষয়ে) সাক্ষ্য প্রদানকারী। এখানে 'উলুল ইলম' (জ্ঞানীগণ) বলতে ইসলামী শারীআত সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে, যাদের সর্বাগ্রে রয়েছেন নাবী-রাসূলগণ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)।

এই সাক্ষ্যটি একটি সুমহান সাক্ষ্য। কারণ এখানে সাক্ষ্যদাতাগণ এবং সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু উভয়ই অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। কেননা এখানে সাক্ষ্যদাতা হলেন মহান আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণ। আর সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্‌র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা তাঁর উলুহিয়্যাতে (ইলাহ্ হওয়ার বিষয়টিতে)

---

[255] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৮

আর এই সাক্ষ্যের সত্যায়ন হল আল্লাহ্‌র এই বাণী:

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

"আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

২. **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্যবাণীর ব্যাখ্যা:** 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটির অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্যিকারের উপাস্য নেই। তাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হচ্ছে মানুষ তার অন্তর এবং মুখ দিয়ে এ কথা স্বীকার করবে যে, একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই। 'ইলাহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে যার ইবাদাত করা হয় তথা মা'বূদ বা উপাস্য। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই পূর্ণ বাক্যটি একটি না বোধক এবং একটি হ্যা বোধক কথার সমন্বয়ে গঠিত। না বোধক কথাটি হলো 'লা ইলাহা' (কোন ইলাহ নেই) এবং হ্যাঁ বোধক কথাটি হলো 'ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ্ ছাড়া)। এই বাক্যে উল্লিখিত 'আল্লাহ্' শব্দটি 'লা' শব্দটির অনুল্লেখিত خبر এর বদল ও এর পূর্ণ বাক্যটি হচ্ছে 'لا إله حق إلا الله' অর্থাৎ নেই কোন ইলাহ যে সত্য আল্লাহ্ ব্যতীত। আর আমাদের এই 'হাক' শব্দটিকে 'লা' অনুল্লেখিত রাখার বিষয়টিই একটি সমস্যার জবাবকে ব্যাখ্যা করে, আর তা হচ্ছে - একথা কিভাবে বলা যায় যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই? অথচ আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অনেক উপাস্য রয়েছে যেগুলোকে আল্লাহ্ নিজেও 'আলিহাহ' (উপাস্যসমূহ) বলে নামকরণ করেছেন এবং যারা এগুলোর উপাসনা করে তারাও এগুলোকে উপাস্য বলে অভিহিত করে থাকে? যেমন আমরা দেখি, কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

فَمَآ أَغۡنَتۡ عَنۡهُمۡ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖ لَّمَّا جَآءَ أَمۡرُ رَبِّكَۖ

"অতঃপর যখন আপনার রবের নির্দেশ আসল, তখন আল্লাহ্ ছাড়া তারা যে ইলাহ সমূহের ইবাদাত করতো তারা তাদের কোন কাজে আসল না।"[256]

---

[256] সূরা হূদ ১১ : ১০১

আর কিভাবে আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য 'উলূহিয়্যাহ' (ইলাহ বা মা'বূদ হওয়া) প্রমাণ করতে পারি? অথচ কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক নাবী ও রাসূল [আলাইহিস সালাম] তাঁদের কউমের অধিবাসীদেরকে বলেছেন:

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

"তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই।"[257]

এই সমস্যাটির জবাব لا إله إلا الله বা 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত' এর لا এর খাবারটির অনুল্লেখিত হওয়ার মধ্যেই পাওয়া যায়। এজন্য আমরা বলি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যা কিছুর উপাসনা করা হয়ে থাকে, যদিও সেগুলো উপাস্য, কিন্তু তা বাতিল। সেগুলো সত্যিকার কোন উপাস্য নয় ও এগুলোর উলুহিয়্যাহ বা ইলাহ বা মা'বূদ হওয়ার ন্যূনতম কোন যোগ্যতা ও অধিকার নেই।

এ কথার দালীল হচ্ছে মহান আল্লাহ্র এই বাণী:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝٦٢

"এটা এজন্য যে, আল্লাহ্- তিনিই হলেন সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে তা তো অলীক ও অসত্য। আর আল্লাহ্, তিনি তো সমুচ্চ, সুমহান।"[258]

এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝١٩ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ۝٢٠ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝٢١ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۝٢٢ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ ۝٢٣

---

[257] সূরা আল-মু'মিনূন ২৩ : ৩২

[258] সূরা আল-হাজ্জ ২২ : ৬২

"অতএব, তোমরা আমাকে জানাও 'লাত' ও 'উযযা' সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্পর্কে? তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান? এ রকম বন্টন তো অসঙ্গত। এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখে নিয়েছ, যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দালীল প্রেরণ করেননি। তারা তো কেবল অনুমান এবং মনের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবশ্যই পথ-নির্দেশ এসেছে।"[259]

ইউসুফ [আলাইহিস সালাম] সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, তিনি তাঁর কউমের লোকজনকে বলেছিলেনঃ

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ

"তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ নাযিল করেননি। বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই।"[260]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, لا إله إلا الله। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নেই কোন সত্য উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতিত কথার অর্থ হচ্ছে لا إله حقٌّ إلا الله। 'লা মা'বূদা হাককুন ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। আর আল্লাহ্ ব্যতীত যতসব উপাস্য রয়েছে, যাদের উলুহিয়্যাহ বা উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা আছে বলে তাদের উপাসকরা মনে করেছে তাতে কোন সত্যতা নেই এবং তাদের উলুহিয়্যাহ (সম্পূর্ণ) বাতিল।
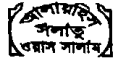
وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۝ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ۝ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

---

[259] সূরা আন-নাজ্ম ৫৩ : ১৯-২৩

[260] সূরা ইউসুফ ১২ : ৪০

وَقَوْلُهُ: قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

আর এর ব্যাখ্যা যাকে পরিষ্কার করেছে মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "স্মরণ কর, ইবরাহীম[১] (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) যখন তার পিতাকে ও তার জাতিকে বলেছিল- তোমরা যেগুলোর পূজা কর, সেগুলো থেকে আমি সম্পর্কহীন।[২] ২৭. আমার সম্পর্ক আছে শুধু তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন[৩], তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন[৪]। ২৮. এ কথাটিকে সে স্থায়ী বাণীরূপে তার পরবর্তীদের মধ্যে[৫] রেখে গেছে[৬], যাতে তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ফিরে আসে[৭]।"[261]

আর তাঁর বাণী: "আপনি বলুন[৮], হে আহলে কিতাবগণ! এসো সেই কথায়[৯], যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো ইবাদাত না করি, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্‌ ছাড়া একে অন্যকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ না করি[১০]। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়[১১] তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী মুসলিম[১২]।"[262]

১. তিনি হলেন মহান আল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ বন্ধু, হানীফদের (যারা শিরকমুক্তভাবে সোজা সরল পথ ও সত্য দ্বীনের উপর রয়েছে) ইমাম এবং মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরেই রয়েছে যার স্থান। তাঁর পিতার নাম ছিল আযর।

২. براء শব্দটি البراءة বা আলবারাআহ শব্দটির ন্যায়, ও তা بريء বা বারী' শব্দের চাইতেও অধিকতর। (এ সকল শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কিছুর সাথে সম্পর্ক রাখা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা।) আলোচ্য আয়াতের إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই) কথাটি 'লা ইলাহা' কথার সমার্থক।

৩. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي (তবে তিনি ব্যতীত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন) অর্থাৎ যিনি আমাকে শুরুতেই ফিতরাত তথা সহজাত প্রবৃত্তিতে সৃষ্টি করেছেন।

---

[261] সূরা যুখরুফ ৪৩ : ২৬-২৮

[262] সূরা আলু ইমরান ৩ : ৬৪

আলোচ্য আয়াতের إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي এই অংশটুকু 'ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ্ ব্যতীত) কথাটির সমার্থক।

রাজত্বের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ্র কোন অংশীদার নেই, তেমনি ইবাদাতের ক্ষেত্রেও তাঁর কোন শরীক নেই। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্র এই বাণী:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দান তাঁরই কাজ। সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহ্ কত বরকতময়!"[263]

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, সৃষ্টি করা এবং আদেশ প্রদানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই সুনির্দিষ্ট, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। যাবতীয় সৃষ্টি তাঁরই এবং সৃষ্টিগত ও ধর্মীয় সকল প্রকার বিধিবিধান প্রদানের অধিকারও একমাত্র তাঁরই, অন্য কারো নয়।

৪. سَيَهْدِينِ (তিনি আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন) অর্থাৎ তিনিই আমাকে সত্যের সন্ধান দিবেন এবং সেই পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করবেন।

৫. فِي عَقِبِهِ (তাঁর উত্তরসূরীদের মাঝে) অর্থাৎ তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে।

৬. وَجَعَلَهَا (তিনি একে রেখে গেছেন) এখানে 'একে' বলতে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর কথাকে বুঝানো হয়েছে, যা তিনি স্থায়ীরূপে তাঁর উত্তরসূরীদের মাঝে রেখে গিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, 'কেবল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্যের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই'।

৭. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (যাতে তারা ফিরে আসে) অর্থাৎ যাতে তারা শির্ক থেকে আল্লাহ্র তাওহীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

৮. قُلْ (আপনি বলুন) অর্থাৎ আহলে কিতাব ইহুদী ও নাসারাদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯. تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (এসো সেই কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই) এখানে যে কথার দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে

---

[263] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৫৪

সেই কথা হলো, 'আমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত করবো না, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া একে অন্যকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করবো না'। আর 'আমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত করবো না' এটাই হচ্ছে কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ। তাছাড়া سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ এর অর্থ হচ্ছে, আলোচ্য বিষয়ে তোমাদের ও আমাদের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে।

১০. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ (আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া একে অন্যকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করবো না) অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, আমরা কেউ কাউকে সেরূপ সম্মান প্রদর্শন করবো না, আল্লাহ্‌র ইবাদাতের ন্যায় আমরা কেউ কারো ইবাদাত করবো না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে আমরা বিধানদাতা সাব্যস্ত করবো না।

১১. فَإِنْ تَوَلَّوْا (আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়) অর্থাৎ তোমরা যে বিষয়ের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করছ, যদি তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা সেই আহ্বানকে উপেক্ষা করে।

১২. فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (তবে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থেকো যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী মুসলিম)

অর্থাৎ যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় এবং উপেক্ষা করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দাও এবং তাদেরকে এই মর্মে সাক্ষী রাখ যে, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণকারী মুসলিম। আর এই সুমহান বাক্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এর ব্যাপারে তাদের জেদ ও অস্বীকার করা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা।

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ**﴿١٢٨﴾

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَنْ لَا يُعْبَدُ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ

আর "মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল" সাক্ষ্যের প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "তোমাদের মধ্য থেকেই[১] তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয় তা তার নিকট খুবই কষ্টদায়ক[২]। সে তোমাদের কল্যাণকামী[৩], মু'মিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু[৪]।"[264]

আর 'মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল' সাক্ষ্যের অর্থ: তাঁর আদেশকৃত বিষয়ের আনুগত্য, তাঁর প্রদানকৃত সংবাদের সত্যায়ন, তাঁর নিষেধ ও বারণকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং তার পেশকৃত শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোনভাবে আল্লাহর ইবাদাত না হওয়া[৫]।

১. مِنْ أَنفُسِكُمْ (তোমাদের মধ্য থেকেই) অর্থাৎ তোমাদের স্বজাতি থেকেই। শুধু তাই নয়, বরং তিনি তোমাদেরই একজন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যিনি তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন তাঁর (আল্লাহ্‌র) আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা), যদিও ইতঃপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।"[265]

২. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (তোমাদেরকে যা কষ্ট দেয় তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক) অর্থাৎ যা তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক, তা তাঁর জন্যও কষ্টদায়ক।

৩. حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ (তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী) অর্থাৎ তিনি তোমাদের মঙ্গল চান এবং সকল প্রকার অনিষ্ট ও অমঙ্গল থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি কামনা করেন।

---

[264] সূরা আত্ তাওবাহ ৯ : ১২৮

[265] সূরা আল-জুমুআহ ৬২ : ২

৪. بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ মু'মিনদের প্রতি তিনি স্নেহপরায়ণ এবং দয়ালু এখানে রাসূলের (ﷺ) মমতা ও দয়া কেবল ঈমানদারগণের জন্য নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তিনি মু'মিনদের প্রতি স্নেহপরায়ণ এবং দয়ালু। কারণ তিনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে এবং তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ছিলেন। রাসূল (ﷺ) এর এসব গুণাবলি প্রমাণ করে যে, সত্যিই তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল।

যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

"মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল।"[266]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"আপনি বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল।"[267]

এরকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে, সত্যিকার অর্থেই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল।

৫. **'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাক্ষ্যবাণীর ব্যাখ্যা:** 'মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল' এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হচ্ছে, অন্তর দিয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করা এবং মুখ দিয়ে স্বীকার করা যে, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল-কুরাশী আল-হাশিমী হলেন সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানব জাতিকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।"[268]

---

[266] সূরা আল-ফাত্‌হ ৪৮ : ২৯

[267] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৫৮

[268] সূরা আয্-যারিয়াত ৫১ : ৫৬

আর কোন ইবাদাতই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কৃত ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূল (ﷺ) এর প্রতি প্রেরিত ওয়াহ্‌য়ী মোতাবেক না হবে।

যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۟ۙ

"কত বরকতময় তিনি! যিনি তাঁর বান্দার উপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে তিনি সৃষ্টিজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।"[269]

'মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল' এই সাক্ষ্যের দাবি বা চাহিদা হলো, রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে যে সব সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোকে পরিপূর্ণভাবে সত্য বলে স্বীকার করা, তিনি যা কিছু আদেশ করেছেন তা যথাযথভাবে মেনে চলা, যা কিছু থেকে নিষেধ ও বারণ করেছেন তা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা এবং শারীআত বহির্ভূত পন্থায় ইবাদাত না করা।

তাছাড়া এই শাহাদাহ বা সাক্ষ্য প্রদানের আরো দাবি হলো, এরূপ কোন ধারণা বা বিশ্বাস আদৌ পোষণ না করা যে, রুবূবিয়্যাহ (প্রতিপালক হওয়ার ক্ষেত্রে), সৃষ্টিজগত পরিচালনায় কিংবা ইবাদাতে রাসূল (ﷺ) এর ন্যূনতম কোন অধিকার রয়েছে। বরং এই সাক্ষ্য প্রদানের দাবি হলো রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনি হলেন আল্লাহ্‌র এক বান্দা যার ইবাদাত করা যায় না, তিনি হলেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন রাসূল যার রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার আদৌ কোন সুযোগ নেই এবং তিনি কেবল আল্লাহ্ যা চান তা ব্যতীত নিজের বা অন্যের বিন্দুমাত্র উপকার বা ক্ষতি করার কোন সামর্থ্য রাখেন না।

যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ ؕ

---

[269] সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ১

"বলুন, আমি তোমাদেরকে বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারসমূহ আছে, আর আমি গায়েবও জানি না এবং তোমাদেরকে এটাও বলি না যে, আমি ফিরিশতা। আমার প্রতি যা ওয়াহ্‌য়ীরূপে প্রেরণ করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি?"[270]

সুতরাং রাসূল (ﷺ) হলেন আল্লাহ্‌র আদিষ্ট এক বান্দাহ। তিনি কেবল তাই অনুসরণ করেন যা আল্লাহ্ তাঁকে আদেশ করেন।

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন:

قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ۝

"বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণের মালিক নই। বলুন, আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আমি কখনও কোন আশ্রয় পাব না।"[271]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

"বলুন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে তো আমি অনেক কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ব্যতীত আমি তো আর কিছুই নই।"[272]

কাজেই এর মাধ্যমে জেনে রাখুন, রাসূল (ﷺ) কিংবা অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুই ইবাদাত পাওয়ার অধিকারী নয়। ইবাদাত কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই করতে হবে, অন্য কারো জন্য নয়।

---

[270] সূরা আল-আনআম ৬ : ৫০
[271] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ২১-২২
[272] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৮৮

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"বলুন, নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহ্‌রই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।"[273]

রাসূল (ﷺ) এর হক বা অধিকার হচ্ছে, তাঁকে মহান আল্লাহ্ যে পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন সেই অবস্থানে তাঁকে সমুন্নত রাখা। আর তা হলো, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর।

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

আর সালাত[১] এবং যাকাত[২] আর তাওহীদের ব্যাখ্যার প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে আর যাকাত দিবে[২]। আর এটাই[৩] সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন[৪]।"[274]

সলাত এবং যাকাত

১. সলাত কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা হচ্ছে দ্বীন ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

---

[273] সূরা আল-আনআম ৬ : ১৬২-১৬৩

[274] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮ : ৫

এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহ্র এই বাণী:

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ

"আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহ্র ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।"[275]

তাছাড়া এই আয়াত আমভাবে সকল প্রকার ইবাদাতকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে হানীফ হয়ে শারীআত নির্দেশিত পন্থানুযায়ী খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহ্র ইবাদাত করা।

২. এখানে আম (সাধারণ) কোন বিষয়ের পরে খাস (বিশেষ) কোন বিষয় উল্লেখ করার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবে ইবাদাতের কথা বলার পর সলাত ও যাকাতের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কেননা সলাত কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা হচ্ছে দ্বীন ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুইটি ইবাদাত যা মহান আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন। সলাত হলো শারীরিক ইবাদাত এবং যাকাত হলো আর্থিক ইবাদাত। কুরআন মাজীদের প্রায় সর্বত্রই সলাত এবং যাকাতের কথা একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদাত করা তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা।

৪. একমাত্র ইসলামই হলো সরল-সঠিক সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই। কেননা ইসলাম হলো আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন, আর আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন হলো সরল-সঠিক সুপ্রতিষ্ঠিত। যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ

"আর এই পথই হলো আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর এবং ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। যদি কর তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।"[276]

---

[275] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮ : ৫

[276] সূরা আল-আনআম ৬ : ১৫৩

আলোচ্য আয়াতে (সূরা বাইয়িনা : ৫) ইবাদাত, সলাত এবং যাকাতের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি তাতে তাওহীদের হাকীকাত তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের তাৎপর্যের কথাও বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, সম্পূর্ণভাবে শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ ইখলাসের সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা। কাজেই যে ব্যক্তি সকল প্রকার ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটি করে নি, সে যেমন তাওহীদপন্থী বলে গণ্য নয়, তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে ইবাদাত নিবেদন করে, সেও তাওহীদপন্থী বলে গণ্য হবে না।

وَدَلِيْلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

وَدَلِيْلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

আর সিয়াম[১] এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকেদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার[২]।"[277]

আর হাজ্জের[৩] প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "আল্লাহ্‌র জন্য উক্ত ঘরের হাজ্জ করা লোকেদের উপর আবশ্যক যার সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, (সে জেনে রাখুক) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ বিশ্ব জাহানের মুখাপেক্ষী নন[৪]।"[278]

---

[277] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৮৩

[278] সূরা আলু ইমরান ৩ : ৯৭

সিয়াম

১. রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হলো কুরআন মাজীদের এই আয়াত:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমনভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"[279]

আয়াতের এই অংশ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ (যেমনভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববতীদের উপর) কথাটি থেকে যে সব ফায়দা পাওয়া যায় সেগুলো নিম্নরূপ:

ক. মহান আল্লাহ্ আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও সিয়াম পালন ফরয করে দিয়েছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ্ সিয়ামকে খুব বেশি ভালবাসেন এবং সিয়াম পালন প্রত্যেক জাতির জন্য আবশ্যক।

খ. মহান আল্লাহ্ এ উম্মতকে এ কথা বলে হালকা করে দিয়েছেন যে এ সিয়ামের আদেশ শুধু তাদেরকেই দেয়া হয়নি যা দৈহিক ও আত্মিক ভাবে কষ্টকর হতেও পারে (বরং এ আদেশ পূর্ববর্তীদেরকেও দেয়া হয়েছিল)

গ. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, এই উম্মতের জন্য তিনি তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, অর্থাৎ আগের উম্মতদের প্রতি যেসব ফযীলত তিনি দান করেছিলেন, সেসবকে তিনি পরিপূর্ণরূপ দান করেছেন।

২. এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ সিয়াম পালনের হিকমাহ্ (অন্তর্নিহিত তাৎপর্য) বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার)। অর্থাৎ সিয়াম পালনের মাধ্যমে তাকওয়া এবং এর আরো যে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তা যাতে তোমরা অর্জন করতে পারো। সিয়ামের এসব ফায়দার প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন:

---

[279] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৮৩

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

'যে ব্যক্তি মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলা এবং সে অনুসারে কাজ করা এবং মূর্খতা পরিহার করলো না, আল্লাহ্‌র নিকট তার পানাহার বর্জনে কিছু যায় আসে না"।[280]

হাজ্জ

৩. হাজ্জ পালন ফরয। এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَا كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۷﴾

"আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য, যার সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে। আর যে কেউ কুফরী করে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।"[281]

এই আয়াতটি নবম হিজরীতে নাযিল হয় এবং এর দ্বারা হজ্জ ফরয করা হয়। যেহেতু এই আয়াতে হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (যার সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে), অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জ পালনের সামর্থ্য রাখে, হজ্জ কেবল তার উপরই ফরয। কাজেই এ থেকে প্রমাণিত হয়, যাদের সামর্থ্য নেই তাদের জন্য হজ্জ পালন করা ফরয নয়।

৪. আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَمَا كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۷﴾

"(আর যে কেউ কুফরী করে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।"

---

[280] সহীহ বুখারী: হা/৬০৫৭, আবূ দাঊদ হা/২৩৬২; তিরমিযী হা/৭০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৬৮৯; মিশকাত হা/১৯৯৯।

[281] সূরা আলু ইমরান ৩ : ৯৭

এ থেকে প্রমাণিত হয়, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালন না করা হচ্ছে কুফরী কাজ। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হলো, তা এমন পর্যায়ের কুফর নয় যা ইসলাম ধর্ম থেকে কাউকে বের করে দেয় (অর্থাৎ তা হলো ছোট কুফর)।

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ বিন শাকীক [রাহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] বলেন:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ

'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন সাহাবী কেবল সলাত ব্যতীত অন্য কোন আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফরী কাজ মনে করতেন না'।[282]

> المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ:
>
> الإِيْمَانُ: وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً؛ فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإِيْمَانِ
>
> দ্বিতীয় স্তর[১]: ঈমান[২]।
>
> ঈমানের সত্তরটি এবং এর কিছু বেজোড় সংখ্যক[৩] বেশি শাখা[৪] রয়েছে। তন্মধ্যে ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই) এই সাক্ষ্য প্রদান করা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোন বস্তু সরিয়ে দেওয়া[৫]। আর লজ্জা[৬] হলো ঈমানের অন্যতম একটি শাখা।

ঈমান

১. অর্থাৎ দ্বীনের স্তরসমূহ।

২. **আভিধানিক অর্থ:** 'সত্যায়ন' অর্থাৎ সত্য বলে বিশ্বাস বা স্বীকার করা।

পারিভাষিক অর্থ: ইসলামী শারীআতের পরিভাষায় ঈমান হলো:

---

[282] তিরমিযী হা/২৬২২; মিশকাত হা/৫৭৯; আলবানী সহীহ বলেছেন, হুকমু তারিকিস সালাত পৃ. ১৭; সহীহা হা/৮৭।

اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وهو بضع وسبعون شعبة

অন্তর দিয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, মুখ দিয়ে স্বীকার করা এবং অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা দিয়ে সে অনুযায়ী আমল করা। আর এই ঈমানের রয়েছে সত্তরটি এবং এর কিছু বেজোড় সংখ্যক বেশি শাখা রয়েছে।

৩. বিদ'উন (কিছু সংখ্যক) অর্থাৎ আরবী ভাষায় তিন থেকে নয় পর্যন্ত যে কোন অনুল্লেখিত সংখ্যা।

৪. শু'বাহ কোন কিছুর শাখা বা অংশ বিশেষ।

৫. ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা রাস্তায় যা কিছু পথিকের জন্য কষ্টের কারণ হয়, যেমন: পাথর, কাঁটা, বর্জ্য পদার্থ, আবর্জনা, ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস ইত্যাদি এমন যা কিছু আছে তা দূরীভূত করা।

(৬) লজ্জা হলো সংবেদনশীলতা সম্পন্ন এমন একটি গুণ যা কোন মানুষ যখন অপ্রস্তুত হয় তখন তার মাঝে দেখা দেয় এবং তাকে বিবেক বর্জিত বা মানবতা বিরোধী কাজে বাঁধা দেয় এবং তা থেকে বিরত রাখে।

ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে এবং এর রুকন হলো ছয়টি' পুস্তকের লেখকের [সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] উল্লিখিত এই দু'টি কথার সমন্বিত ব্যাখ্যায় আমরা বলবো, কেবল আকীদাহ্ বা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে ঈমানের মূল ভিত্তি হচ্ছে ছয়টি, যা হাদীস্নে জিব্রীল নামক সুপ্রসিদ্ধ হাদীস্নে বর্ণিত হয়েছে। জিবরাঈল [আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ঈমান সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি উত্তরে এই ৬টি রুকনের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

'ঈমান হলো তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে মহান আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর'।[283]

পক্ষান্তরে যে ঈমান সকল প্রকার আমল বা কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে, তার রয়েছে সত্তরটি এবং এর কিছু বেজোড় সংখ্যক বেশি শাখা রয়েছে। আর এ কারণেই মহান আল্লাহ্ সলাতকে ঈমান বলে অভিহিত করেছেন।

---

[283] সহীহ বুখারী হা/৫০, ৪৭৭৭, মুসলিম হা/৮; আবূ দাউদ হা/৪৬৯৫; তিরমিযী হা/২৬১০; নাসাঈ হা/৪৯৯০; ইবনু মাজাহ হা/৬৩; মিশকাত হা/২।

তিনি ইরশাদ করেছেন:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ

"আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করে দিবেন'।[284]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কিরাম [সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] বলেছেন, এখানে ঈমান বলতে সলাতকে বুঝানো হয়েছে। কেননা কা'বা অভিমুখী হয়ে সলাত আদায়ের নির্দেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত সাহাবায়ি কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করতেন। [অনুবাদকঃ তাঁদের সলাত সম্পর্কে এই আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, তিনি তাঁদের ঐ সব সলাতকে নষ্ট করে দিবেন না।]

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ

আর এর রুকন বা স্তম্ভ ৬টি: আল্লাহ্র প্রতি ঈমান১।

ঈমানের রুকন বা স্তম্ভসমূহ

আল্লাহ্র প্রতি ঈমান

১. আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের মাঝে ৪টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

ক. **তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ:** মানুষের ফিতরাত (আল্লাহ্ প্রদত্ত সহজাত স্বভাব), তার বিবেক-বুদ্ধি, ইসলামী শারীআত এবং মানুষের ইন্দ্রিয় অনুভূতি আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রদান করে।

ফিতরাত ভিত্তিক প্রমাণ: মানুষের ফিতরাত আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ ও সাক্ষ্য দেয়। এ কথার প্রমাণ হলো, প্রতিটি সৃষ্টিকে কোন প্রকার পূর্ব চিন্তা বা শিক্ষা ছাড়াই আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী করেই সৃষ্টি করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাগতিক চিন্তা-ভাবনা বা শিক্ষা-দীক্ষা তাকে এই বিশ্বাস থেকে বিমুখ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই জন্মগত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের উপরই অটল থাকে।

যেমন এ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

---

[284] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৪৩

'প্রত্যেক আদম সন্তান ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে'।[285]

বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণঃ মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে 'আক্বল বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ হচ্ছে এই যে, সমগ্র জগতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সৃষ্টি লাভকারী সবকিছুকে সৃষ্টি করার জন্য একজন স্রষ্টার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল, আছে এবং থাকবে। কেননা কোন বস্তু এমনিতেই নিজে নিজে যেমন সৃষ্টি হতে পারে না, তেমনি তা হঠাৎ করে কোন কারণ ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

কোন বস্তুর পক্ষে নিজেকে অস্তিত্ব দান করা আদৌ সম্ভবপর নয়, যেহেতু কোন কিছু নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না। এটা এ কারণে যে, প্রতিটি বস্তু তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বে অস্তিত্বহীন ছিল। সুতরাং বস্তু যখন নিজেই অস্তিত্বহীন, তখন সে আবার কি করে নিজেকে বা অপরকে সৃষ্টি করতে পারে কিংবা স্রষ্টা হতে পারে?

এমনিভাবে কোন বস্তু হঠাৎ করে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। বরং প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বস্তুর জন্য একজন আবিষ্কারক বা উদ্ভাবক অবশ্যই থাকতে হবে। তাছাড়া এই অপূর্ব সুন্দর ব্যবস্থাপনা, প্রতিটি বস্তুর পারস্পরিক সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ চমৎকার বিন্যাস, কার্যের সাথে কারণের এবং একটি সৃষ্টির সাথে আরেকটির দৃঢ় সমন্বয় নিয়ে যে জগতের অস্তিত্ব, তা হঠাৎ করে কোন কারণ ছাড়াই নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করবে, এটা অসম্ভব। যখন কোন বস্তুর মূল অস্তিত্বই হয়ে থাকে আকস্মিকভাবে বিশৃঙ্খলার সাথে, তখন কিভাবে তা সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত হয়ে থাকতে পারে এবং এই অবস্থায় তার ক্রমবর্ধমান বিকাশ লাভ হতে পারে?!

যেহেতু এটা সম্ভব নয় যে, কোন সৃষ্টি নিজেকে নিজে অস্তিত্ব দিতে পারে এবং তা কোন কারণ ছাড়াই আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে, কাজেই অবশ্যই তার একজন অস্তিত্ব দানকারী রয়েছেন। তিনিই হলেন সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ্‌। কুরআন মাজীদের 'সূরা তূর' এ মহান আল্লাহ্‌ এই বুদ্ধিবৃত্তিক দালীল এবং সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত যুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝

[285] সহীহ বুখারীঃ হা/১৩৫৮, মুসলিম হা/২৬৫৮; আহমাদ হা/৮১৭৯; মিশকাত হা/৯০।

'তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা"?[286]

অর্থাৎ তারা কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সৃষ্টি লাভ করেনি এবং তারা নিজেরাও নিজেদের স্রষ্টা নয়। কাজেই নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায় যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের সব কিছুর স্রষ্টা হলেন একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন। এ কারণে জুবায়ের বিন মুতইম যখন রাসূল (ﷺ) কে সূরা আত-তূর তিলাওয়াতের এক পর্যায়ে এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতে শুনলেন:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ۝ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ۝

"তারা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে না। আপনার রবের গুপ্তভাণ্ডার কি তাদের কাছে আছে, নাকি তারাই এ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী?"[287]

জুবায়ের বিন মুতইম তখন মুশরিক ছিলেন। তিনি বলেন, এই আয়াত শুনে আমার প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো এবং এই আয়াতগুলোই আমার অন্তরে সর্বপ্রথম ঈমানের বীজ বপন করেছিল।[288]

এখানে আমরা আরো একটি উদাহরণ পেশ করছি যা উপরোল্লিখিত সত্যকে (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না) আরো সুস্পষ্ট করবে। মনে করুন, আপনাকে যদি চারিদিকে বাগান ঘেরা, বাগানের মধ্য দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত, নরম তুলতুলে বিছানা সমৃদ্ধ এবং সকল প্রকার সাজ-সজ্জায় সজ্জিত ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ একটি মজবুত অট্টালিকার কথা কেউ বলে এবং সেই সাথে বলে যে, এই অট্টালিকা এবং এতে যা কিছু আছে সবকিছুই নিজে নিজে নির্মিত হয়েছে কিংবা তা কোন নির্মাতা ছাড়া এমনিতেই হঠাৎ করে হয়ে গেছে, তাহলে অবশ্যই আপনি সাথে সাথে ঘটনাটি অস্বীকার করবেন এবং এরূপ সংবাদদাতাকে নির্দ্বিধায় মিথ্যুক বলবেন। তার গল্পকে আপনি উদ্ভট,

---

[286] সূরা আত্-তূর ৫২ : ৩৫
[287] সূরা আত্-তূর ৫২ : ৩৫-৩৭
[288] সাহীহ বুখারী : হা/৪৮৫৪, মুসনাদুল হুমায়দী হা/৫৬৬; বায়হাকী, আসমা ওয়াস-সিফাত হা/৮৩৪।

কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং মূর্খতাপূর্ণ কথাবার্তা বলেই সাব্যস্ত করবেন। সুতরাং একটি অট্টালিকার ক্ষেত্রে যদি তা আদৌ সম্ভব না হয়, তাহলে সুবিস্তৃত আকাশ, যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, তারকারাজি এবং অপূর্ব সুন্দর বিন্যাস ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধ এই সুবিশাল জগত, এসব কিছু কি এমনিতে নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করেছে নাকি কোন সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত তা হঠাৎ করেই হয়ে গেছে?!

শারঈ প্রমাণ: আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে ইসলামী শারীআতের দালীল হলো, সকল আসমা'নী কিতাবেই এ বিষয়ের উচ্চারণ রয়েছে। তাছাড়া এসব আসমা'নী কিতাবে মানুষের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর যে সব বিধিবিধান রয়েছে, এসবই এক দিকে যেমন মহান আল্লাহ্‌র প্রতিপালকত্বের প্রমাণ বহন করে, অন্য দিকে তা আল্লাহ্‌র অসীম প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টিজগতের সার্বিক কল্যাণ সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। এছাড়া সকল আসমা'নী কিতাবে জাগতিক বিষয়ে যে সব সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো বাস্তবে প্রতিফলিত হয়ে একদিকে যেমন তা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ঐশী সংবাদসমূহের চির সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, অন্যদিকে তা প্রমাণ বহন করছে যে, এ সবকিছুই আমাদের রব্ব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংঘটিত এবং তিনি যে সব বিষয়বস্তুর সংবাদ দিয়েছেন, সেসব কিছুকে তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করার তথা সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

মানবেন্দ্রিয় ভিত্তিক প্রমাণ: মানুষের ইন্দ্রিয় অনুভূতি দু'ভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করে:

প্রথমত আমরা শুনে থাকি এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করি যে, মহান আল্লাহ্‌ দুআ'কারীর দুআ' কবুল করেন এবং বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এ বিষয়গুলো অকাট্যভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন:

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ

"আর স্মরণ করুন নূহকে, পূর্বে তিনি যখন ডেকেছিলেন তখন তার ডাকে আমি সাড়া দিয়েছিলাম।"[289]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ

[289] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ৭৬

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।"[290]

সাহীহ বুখারীতে আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: এক জুমুআহ্‌র দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমুআহ্‌র খুতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় আরবী এক গ্রাম্য লোক মসজিদে প্রবেশ করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন অনাহারে নিপতিত হচ্ছে। অতএব আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দুআ' করুন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দু'হাত উঠালেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারর দুআ' করলেন। সাথে সাথে আকাশে পাহাড়ের মত মেঘমালা বিস্তৃত হলো এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বার থেকে নামার পূর্বেই আমি (আনাস) দেখতে পেলাম, তার দাড়ি মুবারাক থেকে বৃষ্টির পানি টপকে পড়ছে। পরবর্তী জুমুআর দিন সেই একই লোক অথবা তাদের অন্য একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঘর-বাড়ি ধসে পড়ছে, সম্পদ পানিতে ডুবে যাচ্ছে, কাজেই আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দুআ' করুন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত দুটো উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি দাও, আমাদের উপর না। একথা বলে মেঘে ঢাকা আকাশের যে দিকেই তিনি ইশারা করছিলেন সে দিকটি সাথে সাথে পরিষ্কার ও মেঘমুক্ত হয়ে গিয়েছিল।[291]

যারা দুআ' কবুল হওয়ার শর্ত পূরণ করে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের দুআ' কবুল করেন। বিষয়টি আজ অবধি প্রতিনিয়তই আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

দ্বিতীয়ত নাবীগণের আলৌকিক নিদর্শনাবলি (মু'জিযা) যেগুলো মানবজাতি প্রত্যক্ষ করে অথবা যেগুলো সম্পর্কে তারা শুনে থাকে, সেগুলো তাঁদের প্রেরণকর্তা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের অকাট্য দালীল। কেননা এ সকল মু'জিযা হলো এমন সব বিষয়, যা মানুষের সাধ্য ও ক্ষমতা বহির্ভূত। এগুলো আল্লাহ্ নাবী-রাসূলদের সমর্থনে এবং সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকেন। এর কিছু দৃষ্টান্ত হলো:

প্রথম দৃষ্টান্ত: মূসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর মু'জিযা, যখন আল্লাহ্ তাঁকে লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী আঘাত

---

[290] সূরা আল-আনফাল ৮ : ৯

[291] সাহীহ বুখারী: হা/৯৩৩, মুসলিম হা/৮৯৭; নাসাঈ হা/১৫২৮; মিশকাত হা/৫৯০২।

করলেন, তখন সাথে সাথে সাগর বক্ষে পাহাড়ের মত পানির প্রাচীর ঘেরা বারটি শুকনো রাস্তা খুলে গেল। এ ঘটনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

"অতঃপর আমরা মূসার প্রতি ওয়াহ্য়ী করলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করুন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল।"[292]

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত: ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর মু'জিযা, তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে মৃতকে জীবিত করতেন এবং তাদেরকে কবর থেকে উঠিয়ে আনতেন।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ

"আর আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে আমি মৃতকে জীবন্ত করি।"[293]

ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর মু'জিযা সম্পর্কে আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ

"আমার অনুমতিক্রমে আপনি মৃতকে জীবিত করতেন।"[294]

তৃতীয় দৃষ্টান্ত: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মু'জিযা, যখন কুরাইশ গোত্রের লোকেরা তাঁর নিকট কোন আলৌকিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতে চাইল, তখন তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে চাঁদের দিকে ইশারা করলেন, সাথে সাথে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল এবং উপস্থিত সকল লোকই তা স্বচক্ষে দেখতে পেল।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾

---

[292] সূরা আশ্-শুআরা ২৬ : ৬৩

[293] সূরা আলু ইমরান ৩ : ৪৯

[294] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ১১০

"কিয়ামাহ কাছাকাছি হয়েছে, আর চাঁদ খণ্ডিত হয়েছে। আর তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত জাদু।"[295]

এ সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক নিদর্শন বা মু'জিযা যেগুলো মহান আল্লাহ্ তাঁর নাবী-রাসূলদের সমর্থনে এবং সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দিয়েছেন, সেগুলো অকাট্যভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করে।

খ. **তাঁর রুবূবিয়্যাহ বা প্রতিপালকত্বে ঈমান:** আল্লাহ্র প্রতি ঈমান পোষণের মধ্যে যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত, তন্মধ্যে দ্বিতীয় বিষয় হলো আল্লাহ্র রুবূবিয়্যাহ তথা তাঁর প্রতিপালক হওয়ার প্রতি এই মর্মে ঈমান পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ্ই হলেন একমাত্র রব, তাঁর কোন অংশীদার বা সহযোগী নেই।

রব্ব হলেন তিনি যিনি সৃষ্টি (خلق), রাজত্ব (ملك) ও হুকুম (أمر) প্রদানের একক অধিপতি। সুতরাং তিনি ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, তিনি ছাড়া আর কোন মালিক নেই এবং হুকুম বা বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই, অন্য কারো নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

"জেনে রাখ, সৃষ্টি করা ও আদেশ দান তাঁরই কাজ।"[296]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

"তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব, সকল আধিপত্য তাঁরই। আর তোমরা যারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাক, তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।"[297]

সৃষ্টি জগতের কেউ (যে কোন ধর্ম পালনকারী ব্যক্তি) মহান আল্লাহ্র রুবূবিয়্যাতকে (পালনকর্তা হওয়াকে) অস্বীকার করেছে বলে জানা যায় না। তবে

---

[295] সূরা আল-কামার ৫৪ : ১-২
[296] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৫৪
[297] সূরা আল-ফাতির ৩৫ : ১৩

এমন কোন দাম্ভিক ও অহংকারী কেউ যদি থাকে, যার কথার সাথে তার বিশ্বাসের মিল নেই, তাহলে সেই কেবল আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যাতকে অস্বীকার করতে পারে, যেমনটি করেছিল ফিরআউন। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল:

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

"আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব।"[298]

আরো বলেছিল:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى

"হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে জানি না!"[299]

কিন্তু এ সবই ছিল ফিরআউনের মুখের কথা মাত্র। কথাগুলো সে অন্তর থেকে বলেনি। প্রকৃতপক্ষে তার আকীদাহ্‌ বা বিশ্বাস এরূপ ছিল না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন:

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

"আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল।"[300]

ফির'আউনকে (তার এসব মৌখিক দাবীর প্রেক্ষিতে) মূসা (আলাইহিস সালাম) তাকে আল্লাহ্‌র ভাষায় বলেছিলেন:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

"মূসা বললেন, তুমি অবশ্যই জান যে, এসব স্পষ্ট নিদর্শন আসমানসমূহ ও যমীনের রব্ব আল্লাহ্‌ই নাযিল করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। আর হে ফির'আউন! আমি তো মনে করছি তুমি হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত।"[301]

---

[298] সূরা আন্‌-নাযিআত ৭৯ : ২৪
[299] সূরা আল-কাসাস ২৮ : ৩৮
[300] সূরা আন্‌-নাম্‌ল ২৭ : ১৪
[301] সূরা আল-ইসরা' (বানী ইসরাঈল) ১৭: ১০২

কাজেই মুশরিকরা মহান আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যাতকে তথা আল্লাহ্‌কে পালনকর্তা বলে স্বীকার করতো, কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র উলূহিয়্যাহ তথা ইবাদাতে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করতো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَآ فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

"বলুন, যমীন এবং এতে যা কিছু আছে এগুলোর মালিকানা কার? যদি তোমরা জান (তবে বল)। অবশ্যই তারা বলবে, এগুলোর মালিকানা আল্লাহ্‌র। বলুন, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বলুন, সাত আসমান ও মহান আরশের রব্ব কে? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। বলুন, তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না? বলুন, কার হাতে সমস্ত বস্তুর কর্তৃত্ব? যিনি আশ্রয় প্রদান করেন অথচ তাঁর বিপক্ষে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমরা জান (তবে বল)। অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। বলুন, তাহলে কোথা থেকে তোমরা জাদুগ্রস্থ হচ্ছ?"[302]

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾

"আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লা সেভেন ডাবল থ্রী সিক্সে নাইন এই ডিজিটগুলো মিল পাওয়া যাবে।"[303]

---

[302] সূরা আল-মুমিনূন ২৩ : ৮৪-৮৯

[303] সূরা আয-যুখরুফ ৪৩ : ৯

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾

"আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে'?[304]

আল্লাহ্‌র নির্দেশ বলতে জাগতিক এবং শারীআতগত উভয় প্রকার নির্দেশকেই বুঝায়। তিনি যেমন তাঁর হিকমাহ্ অনুযায়ী যা ইচ্ছা তাই বিশ্বজগতে সংঘটিত করে থাকেন, তেমনি ইবাদাত ও মুয়ামালাতের (পারস্পরিক লেনদেন, আচার-আচরণ ইত্যাদি) ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর পরম প্রজ্ঞা অনুযায়ী যে বিধান প্রবর্তন করতে চান, তাই করেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে বিধান প্রবর্তনকারী সাব্যস্ত করল কিংবা মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ফায়সালা প্রদানকারী সাব্যস্ত করল, সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করল এবং ঈমানের দাবি বাস্তবায়ন করল না।

গ. **তাঁর উলূহিয়্যাহ বা ইলাহ হওয়ার প্রতি ঈমান:** অর্থাৎ এই মর্মে ঈমান পোষণ করা যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ হওয়ার যোগ্য, অন্য কেউ নয় এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। এখানে 'আল-ইলাহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আল মা'লুহ' বা যার ইলাহত্ব আছে বা 'আল-মা'বূদ' বা যার ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যতা আছে। আর সে ইবাদাত ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

"আর তোমাদের ইলাহ হলেন এক ইলাহ। তিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই।"[305]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

---

[304] সূরা আয-যুখরুফ ৪৩ : ৮৭
[305] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৬৩

"আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন এবং ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[306]

আল্লাহ্‌র সাথে অন্য যা কিছুকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে ইবাদাত করা হয়, তার উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাতযোগ্য হওয়ার বিষয়টি বাতিল এবং ভিত্তিহীন।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ۝

"এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ - তিনিই হলেন সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে সে তো বাতিল। আর আল্লাহ্ – তিনিই হলেন সমুচ্চ, সুমহান।"[307]

কোন বাতিল উপাস্যকে ইলাহ বলে নামকরণ করা, এটা তাকে প্রকৃত মা'বূদ হওয়ার অধিকার প্রদান করে না। যেমন মুশরিকদের প্রধান তিন দেবতা লাত, উয্যা এবং মানাত সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

اِنْ هِيَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ

"তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ। এগুলোর ব্যাপারে কোন প্রমাণ আল্লাহ্ নাযিল করেননি।"[308]

হুদ [আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম] সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন:

---

[306] সূরা আলু ইমরান : ১৮
[307] সূরা আল-হাজ্জ ২২ : ৬২
[308] সূরা আন-নাজ্ম ৫৩ : ২৩

أَتُجَادِلُونَنِي فِيٓ أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ

"তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতগুলো নাম সম্বন্ধে যেগুলোর নাম তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ, যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি?"[309]

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি তার কারাবন্দী সাথীদ্বয়কে বলেছিলেন:

ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ

"ভিন্ন ভিন্ন বহু রব্ব উত্তম, নাকি মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহ্? তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ। এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ নাযিল করেননি।"[310]

আর এ কারণেই প্রত্যেক নাবী-রাসূল (আলাইহিস সালাম) নিজ নিজ সম্প্রদায়কে একথাই বলতেন:

ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ

"তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই'।"[311]

কিন্তু মুশরিকরা এই আহ্বানকে উপেক্ষা করেছিল এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অসংখ্য ইলাহ সাব্যস্ত করেছিল। তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাথে সেই সব বাতিল মা'বূদের ইবাদাত করতো, তাদের কাছে সাহায্য চাইতো এবং তাদের কাছে বিপদ থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি কামনা করতো।

---

[309] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৭১
[310] সূরা ইউসুফ ১২ : ৩৯-৪০
[311] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৫৯

মুশরিকদের এ ধরনের উপাস্য নির্ধারণ করাকে আল্লাহ্ ২টি বুদ্ধিবৃত্তিক দালীল দিয়ে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন:

প্রথমত: আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যেসব উপাস্য নির্ধারণ করে থাকে, সেসবের মাঝে উলুহিয়্যাহ তথা ইলাহ বা মা'বূদ হওয়ার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি নেই। কেননা সে সব উপাস্য নিজেরাই সৃষ্টি, কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা তাদের উপাসকদের যেমন কোন উপকার করতে পারে না, তেমনি তাদেরকে কোন অনিষ্ট থেকেও রক্ষা করতে পারে না। এসব বাতিল উপাস্য তাদের উপাসকদের জীবন-মৃত্যুরও মালিক নয়। আসমা'নী কোন বিষয়ে তাদের কোন কর্তৃত্ব এবং অংশীদারিত্ব নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝

"আর তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা নিজেদের অপকার কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। আর মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের উপরও তারা কোন ক্ষমতা রাখে না।"[312]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۝ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ

"বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে করে ডাক, তারা আসমানসমূহ ও যমীনে অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয়। আর এই দু'টিতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ

[312] সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ৩

> আল্লাহ্‌র সাহায্যকারীও নয়। আর আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া আর কারো সুপারিশ তাঁর কাছে কোন কাজে আসবে না।"[313]

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

> أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۝
>
> "তারা কি এমন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট। ওরা না তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, আর না নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে।"[314]

আর যখন তথাকথিত ঐসব উপাস্যদের এই অবস্থা, সুতরাং তাদেরকে উপাস্য বলে গ্রহণ করা হলো চরম মূর্খতা এবং সবচেয়ে বড় অনর্থক ও বাতিল কাজ।

দ্বিতীয়ত: ঐসব মুশরিকরা আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যাতে (প্রতিপালক হওয়াতে) আল্লাহ্‌র এককত্বকে স্বীকার করতো। তারা একথা স্বীকার করতো যে, মহান আল্লাহ্‌ই হলেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের সকল কিছুর মালিকানা ও কর্তৃত্ব। তিনিই একমাত্র আশ্রয় প্রদানকারী, তাঁর উপর আর কোন আশ্রয় প্রদানকারী নেই। সুতরাং তারা রুবুবিয়্যাহ তথা রব্ব হিসেবে যেমন আল্লাহ্‌র এককত্বকে স্বীকার করে, তেমনি তাদের জন্য আবশ্যক হলো উলূহিয়্যাহ তথা ইবাদাতেও আল্লাহ্‌র এককত্ব অক্ষুণ্ন রাখা।

যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

> يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

---

[313] সূরা সাবা ৩৪ : ২২-২৩

[314] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৯১-১৯২

"হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার। যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য করেছেন বিছানা স্বরূপ ও আসমানকে করেছেন ছাদ স্বরূপ এবং আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তিনি তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না।"[315]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

"আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?"[316] মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ۝

"বলুন, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে জীবন উপকরণ সরবরাহ করেন অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং কে মৃতকে জীবিত হতে বের করেন এবং সব বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। সুতরাং বলুন, তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না? অতএব তিনিই আল্লাহ, তোমাদের সত্য রব। সত্য চলে যাওয়ার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে? কাজেই তোমাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে?"[317]

---

[315] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২১-২২
[316] সূরা আয-যুখরুফ ৪৩ : ৮৭
[317] সূরা ইউনুস ১০ : ৩১-৩২

ঘ. তাঁর আসমা ওয়াস সিফাত বা নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান: অর্থাৎ কুরআন মাজীদ এবং নাবী (ﷺ) এর সুন্নাতে মহান আল্লাহ্ নিজের যে সকল নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সেগুলোকে কোনরূপ تَحْرِيْف (পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন), تَعْطِيْل (অস্বীকার ও বাতিলকরণ), تَكْيِيْف (কৈফিয়ত দেওয়া), تَمْثِيْل (সাদৃশ্য স্থাপন) না করে কুরআন-সুন্নাহ্ তে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবে এ সকল নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান পোষণ করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

"আর আল্লাহ্র জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর। তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেওয়া হবে।"[318]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

"আসমানসমূহ ও যমীনে সর্বোচ্চ গুণাগুন তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, হিকমাহ্ওয়ালা।"[319]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"[320]

আসমা' ওয়াস সিফাতের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট দলসমূহ: আল্লাহ্র আসমা' (নাম) ও সিফাতের (গুণাবলীর) প্রতি ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে দু'টি পথভ্রষ্ট দল:

ক. মুআত্তিলা সম্প্রদায়: যারা আল্লাহ্র সুমহান নাম ও গুণাবলিকে কিংবা এসবের মধ্য থেকে কোন কোনটিকে এই ধারণা বশত তারা অস্বীকার করে যে,

---

[318] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৮০
[319] সূরা আর-রূম ৩০ : ২৭
[320] সূরা আশ-শূরা ৪২ : ১১

যদি এগুলোকে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলি বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে আল্লাহ্র কোন সৃষ্টি বা মাখলূকের সাথে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সাদৃশ্য স্থাপন করা হয়। মুয়াত্বিলা সম্প্রদায়ের এই ধারণা বেশ কয়েকটি কারণে সম্পূর্ণরূপে অমূলক ও বাতিল। যেমন:

১. তাদের এরূপ ধারণা একটি বাতিল বিষয়কে আবশ্যক করে দেয়। তা হচ্ছে, আল্লাহ্র বাণী বা কালামের এক আয়াত অন্য আয়াতের বিরোধী ও বিপরীত। এই ধারণা নিতান্তই বাতিল, কারণ মহান আল্লাহ্ স্বীয় সত্তার জন্য বিভিন্ন নাম ও গুণাবলি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর মত আর কোন কিছু নেই। আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলিকে প্রতিষ্ঠিত করার কারণে যদি আসলেই সেগুলো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তাহলে তো আল্লাহ্র কালামকে পরস্পর বিরোধী বলতে হবে! আর বলতে হবে, আল্লাহ্র কালামের এক আয়াত অন্য আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে!

২. দুইটি জিনিসের একই নাম এবং একই গুণ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো পরস্পরের অনুরূপ বা একই রকম হবে, এটা আবশ্যক নয়। যেমন আপনি দুইজন ব্যক্তিকে দেখেন, তারা কিন্তু উভয়েই মানুষ এবং তারা উভয়েই শোনে, দেখে এবং কথা বলে। অর্থাৎ তাদের দু'জনের প্রত্যেকেই একই নাম ও গুণে গুণান্বিত। কিন্তু তাই বলে তাদের দু'জনের দেখা, শোনা, কথাবার্তা ও মানবীয় গুণাবলী অবশ্যই একই রকম নয়। এমনিভাবে জীবজন্তুর মাঝেও আপনি দেখবেন যে, তাদেরও হাত, পা এবং চোখ রয়েছে। তাই বলে প্রতিটি জীবজন্তুর হাত, পা এবং চোখ অবশ্যই একই রকম নয়।

কাজেই একই নাম ও গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিকুলের পরস্পরের মাঝে যেখানে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান, তাহলে একই নাম বা গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য আরো ব্যাপক ও বিশাল।

খ. **মুশাব্বিহা সম্প্রদায়:** তারা আল্লাহ্র সুমহান নাম ও গুণাবলিকে স্বীকার করে বটে, তবে তারা আল্লাহ্র কোন সৃষ্টির সাথে এগুলোর সাদৃশ্য বা উপমা স্থাপন করে এবং সে অনুযায়ী তারা এগুলোর উপর বিশ্বাস পোষণ করে। তাদের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, কুরআন-সুন্নাহ তে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলির সাদৃশ্য বা উপমা স্থাপনের পক্ষে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদরকে তাই বলে থাকেন যা তারা বুঝতে পারে। মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের এই ধারণা যে সব কারণে মিথ্যা ও বাতিল বলে গণ্য, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. সৃষ্টির সাথে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্যের বিষয়টি বিবেক-বুদ্ধি এবং ইসলামী শারীআত দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং বাতিল বলে গণ্য। আর কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভাষ্য কোন বাতিল বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাবে, এটা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

২. মহান আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যে নিজের নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে যা বলেছেন, মৌলিক বা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে তা বান্দাদের বোধগম্য ভাষাতেই বলেছেন। এসবের মূল বা বাহ্যিক অর্থ বান্দার বোধগম্য বটে, কিন্তু এই অর্থের প্রকৃত অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য মহান আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানে রয়েছে, যা তাঁর জাত (সত্ত্বা) এবং গুণাবলির জন্য মানানসই।

যেমন মহান আল্লাহ্‌ নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনি হলেন সামী' (সর্বশ্রোতা)। এখানে আমরা 'সামউন' (শ্রবণ) শব্দটির মৌলিক বা বাহ্যিক অর্থ সম্পর্কে অবগত। আর তা হলো, কোন শব্দ বা আওয়াজ শুনতে পাওয়া। কিন্তু এই শ্রবণের বিষয়টি যখন আল্লাহ্‌র দিকে সম্বন্ধিত হবে, তখন এর প্রকৃত অবস্থা আমাদের অজানা। তাছাড়া আল্লাহ্‌র বিভিন্ন মাখলূকের ক্ষেত্রে যেহেতু 'শ্রবণের' প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, অতএব মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ এবং বিভিন্ন মাখলূকের শ্রবণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের মাঝে পার্থক্য আরো ব্যাপক ও বিশাল।

এমনিভাবে মহান আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, তিনি আরশের উপর উঠেছেন। এখানে استوى ইসতিওয়া উপড়ে উঠা) শব্দের মূল অর্থ জ্ঞাত। কিন্তু এই ইসতিওয়া যখন মহান আল্লাহ্‌র দিকে সম্বন্ধিত হবে, তখন আরশের উপর তাঁর উঠার প্রকৃতি কী, তা কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন, অন্য কেউ নয়। আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে ইস্‌তাওয়ার প্রকৃত অবস্থা এবং কোন মাখলূকের ক্ষেত্রে এর অবস্থা কখনোই এক নয়। একটি স্থির চেয়ারের উপর উঠা আর দ্রুতবেগে চলা উটের পিঠে কষ্টকরভাবে উঠা এই দুইটি সমান নয়। সুতরাং যেখানে সৃষ্টির কোন কিছুর উপরে উঠার ক্ষেত্রেই এতো ভিন্নতা, সেখানে প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র ইস্তিওয়া আর সৃষ্ট বস্তুর উপরে উঠার মাঝে পার্থক্য আরো ব্যাপক ও বিশাল।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এর ফলাফল

উপরোল্লিখিত আলোচনায় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের যে বিবরণ পেশ করা হলো, তা থেকে ঈমানদারদের জন্য যেসব মহা গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বেরিয়ে আসে সেগুলো হলো:

১. মহান আল্লাহ্‌র তাওহীদ বা এককত্বকে এমনভাবে বাস্তবায়ন করা, যাতে কেবল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আশা ও ভয় না থাকে এবং কেবল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত না করা হয়।

২. আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নামসমূহ এবং তাঁর সুমহান গুণাবলির দাবি অনুযায়ী আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও মুহাব্বত পোষণ করা।

৩. আল্লাহ্ যা কিছু আদেশ দিয়েছেন সেগুলো যথাযথভাবে পালন করা এবং যা কিছু থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা।

وَمَلَائِكَتِهِ

আর তাঁর মালায়িকাহ বা ফেরেশতাগণের প্রতি[১]।

মালায়িকাহ বা ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

১. ফেরেশতারা হলেন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং অদৃশ্য জগতের বাসিন্দা। তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মশগুল থাকেন। তাদের মাঝে রুবূবিয়্যাহ বা উলূহিয়্যাহ্‌র কোন কিছুই নেই। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর আদেশের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল ও আত্মসমর্পণকারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। একই সাথে তাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর হুকুম বাস্তবায়নের শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

"আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকার বশে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং বিরক্তি বোধ করে না। তারা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং ক্লান্তও হয় না।"[321]

ফেরেশতারা সংখ্যায় অনেক। তাদের সঠিক সংখ্যা কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন। সাহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসে রয়েছে যে, মি'রাজের রজনীতে ঊর্ধ্বাকাশের 'বাইতুল মা'মূর' রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সেখানে প্রতিদিন ৭০ হাজার

---

[321] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ১৯-২০

ফেরেশতা সলাত আদায় করেন। সলাত আদায় করা শেষ হলে তারা সেখান থেকে বের হয়ে যান এবং আর সেখানে তারা ফিরে আসেন না।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান পোষণ করার মাঝে ৪টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

ক. তাদের অস্তিত্বের প্রতি ঈমান পোষণ করা।

খ. তাদের মধ্য থেকে যাদের নাম আমরা জানি (যেমন জিবরীল), নাম সহকারে তাদের প্রতি ঈমান পোষণ করা এবং যাদের নাম আমাদের জানা নেই তাদের প্রতি সাধারণভাবে ঈমান পোষণ করা।

গ. ফেরেশতাদের মধ্য থেকে যাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা অবগত, তার প্রতি ঈমান পোষণ। যেমন জিবরীল [আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম] এর গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তিনি তাকে তার সৃষ্টিগত আসল রূপে ও আকৃতিতে দেখেছেন। তার ৬০০টি ডানা রয়েছে, যা দিগন্তকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

কখনো কখনো কোন কোন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের রূপ ধারণ করে থাকেন। যেমন: জিবরীল [আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম] কে আল্লাহ্‌ যখন মারইয়াম [আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম] এর নিকট পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর নিকট মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন যখন তাঁর সাহাবায়ি কিরামদের নিয়ে বৈঠকরত অবস্থায় ছিলেন, তখন জিবরাঈল [আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম] ধবধবে সাদা কাপড় পরিহিত এবং ঘন-কালো কেশে এমন এক মানুষের বেশে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট হাযির হয়েছিলেন, যার মাঝে সফর করার কোন ছাপ দেখা যাচ্ছিল না। আবার বৈঠকে উপস্থিত কোন সাহাবীর কাছে তাকে পরিচিত বলেও মনে হচ্ছিল না। তিনি এসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাশে গিয়ে তাঁর হাঁটুর সাথে নিজের হাঁটু লাগিয়ে বসলেন এবং তাঁর হাত দু'টি তার উরুতে রাখলেন, অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইসলাম, ঈমান, ইহ্‌সান এবং কিয়ামাহ ও এর আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এগুলোর উত্তর দিলেন। এরপর জিবরীল [আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম] চলে গেলেন। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত সাহাবায়ি কিরামকে লক্ষ করে বললেন:

فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

'ইনি হলেন জিবরীল [আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম] তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শেখাতে'।[322]

---

[322] সহীহ মুসলিম : হা/১, আহমাদ হা/৩৬৭; আবূ দাউদ হা/৪৬৯৫; মিশকাত হা/২।

এমনিভাবে মহান আল্লাহ্ যে সকল ফেরেশতাকে ইবরাহীম [আলাইহিস সালাম] এবং লূত্ব [আলাইহিস সালাম] এর নিকট পাঠিয়েছিলেন তারাও তাদের নিকট মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন।

ঘ. ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশে যেসব কাজ করে থাকেন বলে আমরা অবগত হয়েছি, সেসবের প্রতি ঈমান পোষণ করা। যেমন ফেরেশতারা রাত-দিন আল্লাহ্‌র তাসবীহ এবং তাঁর ইবাদাত করে থাকেন এবং এতে তারা কোনরূপ ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ করেন না।

ফেরেশতাদের মধ্যে কারো কারো বিশেষ কিছু কাজ বা দায়িত্ব রয়েছে। যেমন:

১. জিবরীল [আলাইহিস সালাম], তিনি আল্লাহ্‌র ওয়াহয়ীর ব্যাপারে বিশ্বস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তাকে নাবী-রাসূলদের নিকট ওয়াহয়ী দিয়ে প্রেরণ করেন।

২. মীকাঈল [আলাইহিস সালাম], তিনি বৃষ্টি বর্ষণ ও তৃণ-উদ্ভিদ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত।

৩. ইসরাফীল [আলাইহিস সালাম], তিনি কিয়ামাতের ঘণ্টা প্রতিষ্ঠার সময় ও সৃষ্টিজগতের পুনরুত্থানের সময় শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত।

৪. মালাকুল মাউত, তিনি মানুষের মৃত্যুর সময় প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত।

৫. মালিক, তিনি জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং জাহান্নামের প্রহরী।

(৬) কিছু ফেরেশতা আছেন যারা মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের দায়িত্বে নিয়োজিত। মাতৃগর্ভে যখন কোন সন্তানের ৪ মাস পূর্ণ হয়, তখন আল্লাহ্ তার প্রতি একজন ফেরেশতা পাঠান এবং তাকে সেই সন্তানের রিয্ক, হায়াত, আমল এবং সে সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা, এসব লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন।

(৭) কিছু ফেরেশতা আছেন যারা প্রতিটি আদম সন্তানের কাজকর্ম সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এ কাজের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট দু'জন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। তাদের একজন আছেন ডানপাশে এবং অপরজন বামপাশে।

(৮) এমনিভাবে আরো কিছু ফেরেশতা রয়েছেন যারা কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে প্রশ্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত। কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'জন ফেরেশতা তার কবরে আসেন এবং তাকে তার রব, তার দ্বীন এবং তার নাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

মালাঁয়িকাহর প্রতি ঈমান এর ফলাফল: ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান পোষণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল প্রদান করে তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

ক. আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব, অপরিসীম শক্তি এবং তাঁর মহান ক্ষমতা ও রাজত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। কেননা কোন সৃষ্টির মহত্ত্বের মাঝেই সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

খ. যেহেতু মহান আল্লাহ্‌ প্রতিটি আদম সন্তানের দেখাশোনা, তাদের কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করা এবং মানবজাতির আরো অগণিত কল্যাণার্থে বিভিন্ন ফেরেশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন, কাজেই ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান পোষণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র এসব বিশেষ অনুগ্রহের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা হয়।

গ. ফেরেশতাগণ সর্বদা মহান আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মশগুল থাকেন, তাই তাদের প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা পোষণ করা হয়।

মালাঁয়িকার দেহ অস্বীকারকারীদের রদ: পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী কোন কোন সম্প্রদায় ফেরেশতাদের দেহ ও আকার বিশিষ্ট হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে। তারা বলে, সৃষ্টির মাঝে লুকায়িত যে কল্যাণী শক্তি রয়েছে, তাই হলো ফেরেশতা। তাদের এই দাবিটি মূলত কুরআন মাজীদ, সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এবং মুসলিমদের ইজমা'কে মিথ্যা সাব্যস্ত করার নামান্তর।

মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ

"সকল প্রশংসা আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই, যিনি ফিরিশতাদেরকে দূত বানিয়েছেন যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পাখাবিশিষ্ট।"[323]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন:

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ

[323] সূরা আল-ফাতির ৩৫ : ১

"আর আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ হরণ করছিল যারা কুফরী করেছে এবং তাদের মুখমণ্ডলে ও পিঠে আঘাত করছিল।"[324] তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ

"আর যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও।"[325]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

'অবশেষে যখন তাদের (আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা কিংবা সুপারিশের অনুমতিপ্রাপ্তদের) অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তোমাদের রব্ব কী বললেন? এর উত্তরে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন। আর তিনি সমুচ্চ, সুমহান।"[326]

আর জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَالْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

"আর ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে এবং বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি সালাম। আর পরকালের এই আবাস প্রতিদান হিসেবে কতই না উত্তম!"[327]

---

[324] সূরা আল-আনফাল ৮ : ৫০

[325] সূরা আল-আনআম ৬ : ৯৩

[326] সূরা সাবা ৩৪ : ২২-২৩

[327] সূরা আর-রা'দ ১৩ : ২৩-২৪

স্বাহীহ্ বুখারীতে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস্বে রাসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ

'আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিব্রীল (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) কে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। ফলে জিব্রীল (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) তাকে ভালবাসেন। অতঃপর জিব্রীল (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) আসমা'নে এ ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন তাকে আসমানবাসীরা ভালবাসে এবং পৃথিবীবাসীদের মধ্যেও তাকে কবুল করে নেওয়া হয়'।[328]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আরো একটি হাদীস্বে রাসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى باب الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

'জুমু'আর দিন মসজিদের দরজায় মালাইকা (ফেরেশতাগণ) অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগে যারা আসেন তাদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার পূর্বে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানী করে। অতঃপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভী কুরবানী করে। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি মুরগি দানকারীর ন্যায়। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। অতঃপর ইমাম যখন খুতবা দিতে বের হন তখন মালাইকা (ফেরেশতাগণ) তাঁদের খাতা বন্ধ করে দিয়ে মনোযোগ সহকারে খুত্বা শ্রবণ করতে থাকেন'।[329]

---

[328] সহীহ বুখারী : হা/৭৪৮৫, মুসলিম হা/২৬৩৭; আহমাদ হা/৮৫০০; সহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬৫; মিশকাত হা/৫০০৫।

[329] সহীহ বুখারী : হা/৯২৯, আহমাদ হা/১০৫৬৮; বায়হাকী কুবরা হা/৫৮৬২; মিশকাত হা/১৩৮৪।

অতএব কুরআন-হাদীস্রে এসব দালীল দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ দেহ ও আকৃতি সম্বলিত সৃষ্টি। তারা মানুষের ভাবগত শক্তি নয়, যেমনটি দাবী করে থাকে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী লোকজন। এ ব্যাপারে উপরোল্লিখিত কুরআন-সুন্নাহর দালীলের ভিত্তিতে মুসলিমদের ইজমা' রয়েছে।

وَكُتُبِهِ

আর তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি[১]।

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

১. 'কুতুব' হলো 'কিতাব' শব্দের বহুবচন যার অর্থ হলো, যা কিছু লিখিত হয়েছে। এখানে কিতাবসমূহ বলতে সেই সব কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের প্রতি জগতবাসীর জন্য রহমত ও হিদায়াত স্বরূপ নাযিল করেছেন, যাতে করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সার্বিক কল্যাণ লাভ করতে পারে।

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান পোষণের মাঝে ৪টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

ক. এই ঈমান পোষণ করা যে, এসব কিতাব নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।

খ. এসব আসমা'নী কিতাবের মধ্য থেকে যেগুলোর নাম আমরা জানতে পেরেছি, নামসহ সেগুলোর উপর ঈমান পোষণ করা। যেমন কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর, তাওরাত নাযিল হয়েছে মূসা (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) এর উপর, ইনজিল নাযিল হয়েছে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর উপর এবং যাবূর নাযিল হয়েছে দাঊদ (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) এর উপর। আর যে সব কিতাবের নাম আমাদের জানা নেই, সে সব কিতাবের প্রতি সামষ্টিকভাবে ঈমান পোষণ করা।

গ. আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাবসমূহে যা কিছু সত্যরূপে নিরূপিত হয়েছে তার সত্যায়ন করা। যেমন কুরআন মাজীদে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে সত্য ও সঠিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া। তেমনি পূর্ববর্তী আসমা'নী কিতাবসমূহের অপরিবর্তিত ও অবিকৃত সংবাদসমূহকে সত্য ও সঠিক বলে স্বীকার করা।

ঘ. কিতাবসমূহে যেসব বিধান মানসূখ বা রহিত করা হয় নি, সেসব বিধান পালন করা এবং এসব বিধানের হিকমাহ্ বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, সর্বাবস্থায় সেগুলোর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও সন্তুষ্টি প্রদর্শন করা। আর কুরআন মাজীদ নাযিলের মধ্য দিয়ে পূর্বেকার সকল আসমা'নী কিতাব রহিত হয়ে গেছে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

"আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা এর পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক।"[330]

এ আয়াতে مُهَيْمِن তথা 'সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক' বলতে অন্য বিচারক বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর ভিত্তিতে পূর্ববর্তী আসমা'নী কিতাব সমূহের কোন হুকুম পালন করা এখন আর জায়েয নেই। তবে সেসব কিতাবের যে হুকুমগুলো কুরআন মাজীদ সমর্থন করে, সেগুলো অবশ্যই পালনীয়।

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এর ফলাফল: আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান পোষণের দ্বারা যেসব গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জিত হয় তন্মধ্যে রয়েছে:

ক. এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন যে মহান আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য কিতাব নাযিল করে তা দ্বারা তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

খ. মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের অবস্থা উপযোগী যে শারীআত দিয়েছেন, এর মাঝে যে হিকমাহ্ বা পরম প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে, তা জানা যায়। যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি একটি করে শরীয়ত ও সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।"[331]

وَرُسُلِهِ
আর তাঁর রাসূলগণের প্রতি[১]।

---

[330] সূরা আল-মায়েদাহ ৫ : ৪৮

[331] সূরা আল-মায়েদাহ ৫ : ৪৮

রাসূলগণের প্রতি ঈমান

১. রাসূল এর মর্মার্থ: 'রাসূল' হলো একবচন, এর বহুবচন হলো 'রুসুল'। কোন কিছু পৌঁছানোর জন্য যাকে পাঠানো হয়, শাব্দিক অর্থে তাকে রাসূল বলে। এখানে রুসুল বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শারীআত বিষয়ে ওয়াহয়ী প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তা প্রচারের নির্দেশ পেয়েছেন।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি প্রেরিত সর্বপ্রথম রাসূল হলেন নূহ (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) এবং সর্বশেষ রাসূল হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ

"নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট ওয়াহয়ী প্রেরণ করেছিলাম যেমন প্রেরণ করেছিলাম নূহ ও তাঁর পরবর্তী নাবীগণের প্রতি।"[332]

সাহীহ বুখারীতে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শাফাআত (সুপারিশ) সম্পর্কিত হাদীসে রয়েছে যে মানুষ আদম (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) এর কাছে শাফায়াতের জন্য আসবে ও তখন তিনি তাদেরকে ওজর দেখাবেন ও বলবেন তোমরা নূহ (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) এর কাছে যাও, যিনি প্রথম রাসূল যাকে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছিলেন।...

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নাবী।"[333]

এমন কোন জাতি নেই যাদের প্রতি আল্লাহ্ স্বতন্ত্র শারীআত দিয়ে রাসূল প্রেরণ করেননি কিংবা পূর্ববর্তী কোন রাসূলের শারীআতকে নবায়ন করার ওয়াহয়ী দিয়ে কোন নাবী প্রেরণ করেন নি।

---

[332] সূরা আন-নিসা' ৪: ১৬৩

[333] সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ৪০

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

"আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত কর এবং ত্বাগুতকে বর্জন কর।"[334]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾

"আর এমন কোন উম্মত নেই যার কাছে গত হয়নি কোন সতর্ককারী।"[335]

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا

"নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম। এতে ছিল হিদায়াত ও নূর। নাবীগণ যারা ছিলেন অনুগত, তারা ইয়াহূদীদেরকে তা অনুযায়ী হুকুম দিতেন।"[336]

রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) হলেন আল্লাহ্র সৃষ্টি মানুষ। তাঁদের মাঝে রুবুবিয়্যাহ কিংবা উলুহিয়্যাহর কিছু নেই। তাইতো দেখা যায়, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ۗ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾

---

[334] সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : ৩৬

[335] সূরা আল-ফাতির ৩৫ : ২৪

[336] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৪৪

"বলুন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম, তবে তো আমি অনেক কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আমি তো আর কিছুই নই।"[337]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ۝ قُلۡ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٞ وَلَنۡ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدًا ۝

"বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণের মালিক নই। বলুন, আল্লাহ্র পাকড়াও হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আমি কখনও কোন আশ্রয় পাব না।"[338]

রোগ, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা এবং অন্যান্য মানবীয় বৈশিষ্ট্য সকল নাবী-রাসূলের মাঝে ছিল। যেমন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক তাঁর রব্ব সম্পর্কে দেওয়া বিবরণ উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَٱلَّذِي هُوَ يُطۡعِمُنِي وَيَسۡقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ۝ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحۡيِينِ ۝

"আর তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান। আর রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন এবং তারপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন।"[339]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

---

[337] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৮৮

[338] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ২১-২২

[339] সূরা আশ্-শুআরা' ২৬ : ৭৯-৮১

'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাক, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। কাজেই আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে'।[340]

নবী-রাসূলদের উচ্চ মর্যাদার বিবরণ দিতে গিয়ে এবং তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে তাঁর বান্দা বলে অভিহিত করেছেন। যেমন নূহ (আলায়হিস সলাতু ওয়াস সালাম) সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝٣

"তিনি তো ছিলেন একজন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।"[341]

এমনিভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ۝١

"কত বরকতময় তিনি! যিনি তাঁর বান্দার উপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে সে সৃষ্টিজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।"[342]

ইবরাহীম (আলায়হিস সলাতু ওয়াস সালাম), ইসহাক (আলায়হিস সলাতু ওয়াস সালাম) এবং ইয়া'কূব (আলায়হিস সলাতু ওয়াস সালাম) সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَٱذْكُرْ عِبَٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَٰرِ ۝٤٥ إِنَّآ أَخْلَصْنَٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۝٤٦ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۝٤٧

"স্মরণ কর আমার বান্দাহ ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়া'কূব-এর কথা- তারা ছিল শক্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতার অধিকারী। বস্তুত আমি তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিলাম এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে- তা হল

---

[340] সাহীহ বুখারী : হা/৪০১, মুসলিম হা/৫৭২; আবূ দাউদ হা/১০২০; নাসাঈ হা/১২৪২; ইবনু মাজাহ হা/১২০৩; মিশকাত হা/১০১৬।

[341] সূরা আল-ইসরা' ১৭ : ৩

[342] সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ১

পরলোকের স্মরণ। আমার দৃষ্টিতে তারা ছিল আমার বাছাইকৃত উত্তম বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত।"[343]

ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾

"তিনি তো শুধু একজন বান্দাহ যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম আর বানী ইসরাইলের জন্য আমি তাকে করেছিলাম (আমার কুদরাতের বিশেষ এক) নমুনা।"[344]

রাসূলগণের প্রতি ঈমানের মাঝে ৪টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

ক. এই ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাওয়া তাঁদের রিসালাত তথা বার্তা অকাট্য সত্য। যে ব্যক্তি কোন একজন রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করবে, সে সকল রাসূলকে অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে। যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾

"নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।"[345]

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ নূহ (আলাইহিস সালাম) এর সম্প্রদায়কে সকল নাবী-রাসূলকে অস্বীকারকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ তারা যখন নূহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) কে অস্বীকার করেছিল, তখন দুনিয়াতে তিনি ব্যতীত অন্য কোন নাবী বা রাসূল ছিলেন না।

এমনিভাবে খ্রিস্টান সম্প্রদায় (নাসারা) যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাসূল বলে স্বীকার করে না এবং তাঁর অনুসরণ করে না, তারাও ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) কে অস্বীকারকারী এবং তাঁর বিরোধিতাকারী। কেননা ঈসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) তাদেরকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আর এই সুসংবাদ দেওয়ার অর্থই হলো,

---

[343] সূরা সাদ ৩৮ : ৪৫-৪৭

[344] সূরা আয-যুখরুফ ৪৩ : ৫৯

[345] সূরা আশ্-শুআরা' ২৬ : ১০৫

মুহাম্মাদ (ﷺ) তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল হিসেবে আগমন করবেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে বিপথগামীতা থেকে রক্ষা করবেন। আর তিনি তাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখাবেন।

খ. যে সকল নাবী-রাসূলের নাম আমরা জানতে পেরেছি, নামসহ তাদের প্রতি ঈমান পোষণ করা। যেমন: মুহাম্মাদ (ﷺ), ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), মূসা (আলাইহিস সালাম), ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং নূহ (আলাইহিস সালাম) এই পাঁচজন হলেন উলূল 'আয্‌ম তথা দৃঢ় সংকল্পের অধীকারী বিশেষ মর্যাদাবান রাসূল। কুরআন মাজীদের দু'টি স্থানে মহান আল্লাহ্ এই পাঁচজন রাসূলের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা আহযাবে তিনি ইরশাদ করেন:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

"স্মরণ কর, আমি যখন নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম আর তোমার কাছ থেকেও; আর নূহ, ইবরাহীম, মূসা আর মারইয়াম পুত্র 'ঈসা থেকেও।"[346]

সূরা শুরা তে তিনি ইরশাদ করেন:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধি-ব্যবস্থাই দিয়েছেন যার হুকুম তিনি দিয়েছিলেন নূহকে। আর সেই (বিধি ব্যবস্থাই) তোমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে দিলাম যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে- তা এই যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর, আর তাতে বিভক্তি সৃষ্টি করো না।"[347]

---

[346] সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ৭

[347] সূরা আশ-শুরা ৪২ : ১৩

আর তাঁদের মধ্যে যাদের নাম আমাদের জানা নেই, আমরা তাদের উপর সামষ্টিকভাবে ঈমান পোষণ করব।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ

"আমি তোমার পূর্বে অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে কারো কারো কাহিনী আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, তাদের মধ্যে কারো কারো কথা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করিনি।"[348]

গ. নাবী-রাসূল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) থেকে তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে যে সকল কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করা।

ঘ. নাবী-রাসূলদের মধ্যে যাকে গোটা মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে সেই সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শারীআত পালন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।"[349]

রাসূল এর প্রতি ঈমান এর ফলাফল: নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান পোষণের দ্বারা যেসব গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জিত হয় তন্মধ্যে রয়েছে:

ক. আল্লাহ্র অশেষ রহমত এবং বান্দাদের প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। কেননা মহান আল্লাহ্ রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন যাতে

---

[348] সূরা গাফির (মু'মিন) ৪০ : ৭৮

[349] সূরা আন-নিসা' ৪ : ৬৫

তাঁরা মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জনিয়ে দেন কিভাবে তারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে। কারণ কেবল মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ্‌র পথ চেনা এবং আল্লাহ্‌র ইবাদাতের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানা মোটেও সম্ভব নয়।

খ. এই মহান নিয়ামতের জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা হয়।

গ. নাবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান পোষণের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি যথাযথ ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং যেভাবে তাঁদের প্রশংসা করা উচিত সেভাবে তাদের প্রশংসা করা হয়। কেননা তাঁরা হলেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল যারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে থাকেন, তাঁর বার্তা প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত থাকেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে উত্তম নসীহত করে থাকেন।

বিরোধিতাকারীরা নাবী-রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছে এই ধারণাবলে যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল কখনো মানুষের মধ্য থেকে হতে পারে না। কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ্ তাদের এই ধারণার কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে তা বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾

"আর যখন মানুষের কাছে হিদায়াত আসে, তখন তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে কেবল তাদের এই কথা যে, আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? বলুন, ফেরেশতাগণ যদি নিশ্চিন্ত হয়ে যমীনে বিচরণ করত (অর্থাৎ যমীনে বসবাস করতো), তবে আমি আসমান থেকে তাদের কাছে অবশ্যই ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম।"[350]

এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ বিরোধিতাকারীদের ভ্রান্ত ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছেন এই মর্মে যে, রাসূল যেহেতু দুনিয়াবাসীর প্রতি প্রেরিত, আর এই দুনিয়াবাসী হল মানুষ, কাজেই রাসূলকে অবশ্যই মানুষ হতে হবে। যদি দুনিয়াবাসী মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হতো, তাহলে তাদের প্রতি রাসূল হিসেবে

[350] সূরা আল-ইসরা' ১৭ : ৯৪-৯৫

আল্লাহ্ আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠাতেন যাতে করে যাদের প্রতি রাসূল পাঠানো হবে, তারা যেমন, প্রেরিত রাসূলও তেমন হয়। যারা রাসূলগণকে অস্বীকার করতো, তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

"তাদের রসূলগণ বলেছিল, 'আল্লাহ্ সম্পর্কে সন্দেহ? যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের অপরাধ মার্জনা করার জন্য আর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য।' তারা বলল, 'তুমি আমাদেরই মত মানুষ বৈ তো নও, আমাদের পূর্বপুরুষরা যার ইবাদাত করত তাথেকে আমাদেরকে তুমি বাধা দিতে চাও, তাহলে তুমি (তোমার দাবীর স্বপক্ষে) আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত কর। তাদের রসূলগণ তাদেরকে বলেছিল, 'যদিও আমরা তোমাদের মতই মানুষ ব্যতীত নই, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যার উপর ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। মু'মিনদের উচিত আল্লাহ্রই উপর ভরসা করা।"[351]

وَالْيَوْمِ الآخِرِ

আর শেষ দিবসের প্রতি[১]।

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান

১. শেষ দিবস বলতে এখানে কিয়ামাহ দিবসকে বুঝানো হয়েছে, যেদিন মানুষ তার কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান লাভের জন্য পুনরুত্থিত হবে। কিয়ামাহ দিবসকে শেষ দিবস এ কারণেই বলা হয়, যেহেতু এই দিনের পর আর

[351] সূরা ইবরাহীম ১৪ : ১০-১১

কোন দিন নেই। সেদিন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে অবস্থান নিবে। শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের মাঝে ৩টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

ক. **পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান:** আর তা হলো, দ্বিতীয়বার যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে তখন মৃতরা পুনরুজ্জীবিত হয়ে জুতাবিহীন খালি পায়ে, পোশাক বিহীন খালি গায়ে এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় তার রবের দরবারে হাযির হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

"যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে আবার সৃষ্টি করব। ওয়া'দা আমি করেছি, তা আমি পূর্ণ করবই।"[352]

পুনরুত্থান এমন একটি প্রতিষ্ঠিত এবং অকাট্য সত্য বিষয় যা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

"এরপর নিশ্চয়ই তোমরা মারা যাবে, অতঃপর কিয়ামাতের দিন নিশ্চয়ই তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে।"[353]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً

'কিয়ামাতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে খালি পা, উলঙ্গ দেহ এবং খতনাবিহীন অবস্থায়'।[354]

কিয়ামাতের দিন যে মানুষের পুনরুত্থান হবে, এ ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত। এছাড়া হিকমাহ্ও এদিকেই নির্দেশ করে। অর্থাৎ তা এই নির্দেশ করে যে আল্লাহ্ তাআ'লা সৃষ্টিজগতকে তাদের রাসূলগণের জিহ্বানিঃসৃত বাণী থেকে যেসব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে প্রতিদান দিবেন।

---

[352] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ১০৪

[353] সূরা আল-মুমিনূন ২৩ : ১৫-১৬

[354] সাহীহ মুসলিম: হা/৭০৯০ (২৮৫৯); তিরমিযী হা/২৪২৩; নাসাঈ হা/২০৮২; মিশকাত হা/৫৫৩৬।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

"তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে তামাশার বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?"[355]

মহান আল্লাহ্ তাঁর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেছেন:

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ

"যিনি তোমার প্রতি কুরআন বিধিবদ্ধ করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে মূলভূমিতে (মাক্কায়) ফিরিয়ে আনবেন।"[356]

খ. পরকালের হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান লাভের প্রতি ঈমান:

এই ঈমান পোষণ করা যে, বান্দাকে তার আমলের হিসাব দেয়া হবে ও তদানুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। এটি কুরআন, সুন্নাহ এবং মুসলিমদের ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

"তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। ২৬. অতঃপর তাদের হিসাব নেয়া তো আমারই কাজ।"[357]

তিনি আরো বলেন:

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

[355] সূরা আল-মুমিনূন ২৩ : ১১৫
[356] সূরা আল-কাসাস ২৮ : ৮৫
[357] সূরা আল-গশিয়াহ ৮৮ : ২৫-২৬

"যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে তার জন্য আছে দশ গুণ পুরস্কার, আর যে ব্যক্তি অসৎকাজ করবে তাকে শুধু কৃতকর্মের তুল্য প্রতিফল দেয়া হবে, তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না।"[358]

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾

"আর কিয়ামত দিবসে আমি সুবিচারের মানদন্ড স্থাপন করব, অতঃপর কারো প্রতি এতটুকুও অন্যায় করা হবে না। (কর্ম) সরিষার দানা পরিমাণ হলেও তা আমি হাযির করব, হিসাব গ্রহণে আমিই যথেষ্ট।"[359]

ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

'মহান আল্লাহ্ মু'মিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে তিনি তার কাছ থেকে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিব। তারপর তার নেক কাজের আমলনামা তাকে দেয়া হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা

---

[358] সূরা আল-আনআম ৬ : ১৬০

[359] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ৪৭

বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, যালিমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত'।[360]

রাসূল (ﷺ) আরো ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

'মহান আল্লাহ্ ভাল-মন্দ লিখে দিয়েছেন। এরপর তিনি সেগুলো বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে করল না, আল্লাহ্ তাঁর কাছে এটার জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখবেন। আর সে ভাল কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবেও করল, তবে আল্লাহ্ তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে দেন। আর যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ মাত্র একটা গুনাহ্ লিখেন'।[361]

সমগ্র মুসলিম জাতি কৃতকর্মের পরকালীন হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান প্রাপ্তির বিষয়টির সত্য হওয়ার ব্যাপারে একমত। কেননা আল্লাহ্ তাআ'লা কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন, রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তাকে কবুল করা আর এ সকল নির্দেশ পালন করাকে ওয়াজিব করেছেন, যারা এগুলোর বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ওয়াজিব করেছেন ও (যুদ্ধে) তাদের রক্তকে হালাল করেছেন, তাদের সন্তান-সন্তুতি, স্ত্রী ও ধন-সম্পদকে (গনীমত হিসেবে) বৈধ করেছেন ; হিকমাহ্ তাই এদিকেই (পরকালের হিসাব নিকাশ ও প্রতিদান থাকা) নির্দেশ করে।

কেননা যদি হিসাব-নিকাশ বা প্রতিদানের কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এসব কাজ হবে সম্পূর্ণ অনর্থক। অথচ মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ্ সকল প্রকার অনর্থক কাজ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আর এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

---

[360] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ৪৭

[361] সাহীহ বুখারী: হা/৬৪৯১, মুসলিম হা/১৩১; আহমাদ হা/২৮২৭; মিশকাত হা/২৩৭৪।

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝

"অতঃপর যাদের নিকট রসূল পাঠানো হয়েছিল আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব আর রসূলগণকেও (আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেয়া সম্পর্কে) অবশ্যই জিজ্ঞেস করব। অতঃপর পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের নিকট তাদের সমস্ত কাহিনী অবশ্যই জানিয়ে দেব, কেননা আমি তো মোটেই অনুপস্থিত ছিলাম না।"[362]

গ. **জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি ঈমান:** এই দু'টি হলো আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য চিরস্থায়ী প্রত্যাবর্তনস্থল। তন্মধ্যে জান্নাত হচ্ছে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নিয়ামত সমৃদ্ধ ঠিকানা যা তিনি সেই সব মু'মিন-মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। এরা হচ্ছে তারা যারা যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান পোষণ করাকে মহান আল্লাহ্ ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করে, একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করে রাসূল (ﷺ) এর অনুসরণ করে।

এই জান্নাতে রয়েছে এমন সব বিভিন্ন প্রকারের নিয়ামত:

مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

'যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং কোন মানব মন কখনো কল্পনা করেনি'।[363]

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝

[362] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৬-৭

[363] সাহীহ্ বুখারী: হা/৪৭৮০, মুসলিম হা/২৮২৪; তিরমিযী হা/৩১৯৭; ইবনু মাজাহ হা/৪৩২৮; মিশকাত হা/৫৬১২।

"কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কুফুরী করে তারা আর মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। এরাই সৃষ্টির অধম। যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে তারা সৃষ্টির উত্তম। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান আছে স্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ সব কিছু তার জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।"[364]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"কোন ব্যক্তিই (এখন) জানে না চোখ জুড়ানো কী (জিনিস) তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে।"[365]

পক্ষান্তরে জাহান্নাম হলো ভয়ানক আযাবের স্থান, যা মহান আল্লাহ্ সেই সব কাফির ও যালিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে এবং তাঁর রাসূলদের অবাধ্যতা করে। এই জাহান্নামে রয়েছে এমন সব ভয়ানক শাস্তি, যা কোন মানব মন কল্পনাও করতে পারে না।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"ভয় কর সেই আগুনকে, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"[366]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

---

[364] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮ : ৭-৮

[365] সূরা আস-সাজদাহ ৩২ : ১৭

[366] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৩১

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

"আমি (অস্বীকারকারী) যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি যার লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে গলিত শিশার ন্যায় পানি দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে, কতই না নিকৃষ্ট পানীয়! আর কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল! ।"[367]

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾

"আল্লাহ্ কাফিরদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন আর তাদের জন্য জবলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। তাতে তারা চিরকাল থাকবে, তারা না পাবে কোন অভিভাবক, আর না পাবে কোন সাহায্যকারী। আগুনে যেদিন তাদের মুখ উপুড় করে দেয়া হবে সেদিন তারা বলবে- হায়! আমরা যদি আল্লাহ্কে মানতাম ও রসূলকে মানতাম।"[368]

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান পোষণের মাঝে মৃত্যু পরবর্তী সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান পোষণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন:

ক. **কবরের ফিতনার প্রতি ঈমান:** কবরের ফিতনা বা কবরের পরীক্ষার বিষয়ে ঈমান পোষণ করা, আর তা হলো কোন মৃতকে ব্যক্তিকে দাফন করার পর তাকে তার রব, তার দ্বীন এবং তার নাবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এ সময় প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে আল্লাহ্ সঠিক কথার উপর সুদৃঢ় রাখবেন [অনুবাদক: অর্থাৎ তাকে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার তাউফীক দান করবেন]। তাই

---

[367] সূরা আল-কাহ্ফ ১৮ : ২৯

[368] সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ৬৪-৬৬

উত্তরে সে বলবে: আমার রব্ব হলেন আল্লাহ্, দ্বীন হলো ইসলাম এবং আমার নাবী হলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)। পক্ষান্তরে যালিমদেরকে আল্লাহ্ এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের পথ থেকে বিচ্যুত করবেন। তাই প্রত্যেক কাফির এসকল প্রশ্নের প্রতিটির উত্তরে বলবে: হায়! হায়! এ প্রশ্নের উত্তর তো আমি জানি না! আর মুনাফিক এবং ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তিরা এসব প্রশ্নের উত্তরে বলবে: আমি জানি না, আমি মানুষকে যা বলতে শুনেছি তাই বলেছি।

খ. **কবরের আযাব ও আরাম-আয়েশের প্রতি ঈমান:** অত্যাচারী কাফির এবং মুনাফিকদের জন্য রয়েছে কবরের ভয়াবহ আযাব। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

"যদি তুমি ঐ যালিমদেরকে দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে, আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, তোমাদের জানগুলোকে বের করে দাও, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হবে যেহেতু তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কথা বলতে যা প্রকৃত সত্য নয় আর তাঁর নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে।"[369]

ফিরআউন সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

"(কবরে) তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা য় আর যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন (বলা হবে) ফেরাউনের জাতি গোষ্ঠীকে কঠিন আযাবে প্রবিষ্ট কর।"[370]

---

[369] সূরা আল-আনআম ৬ : ৯৩

[370] সূরা আল-গাফির ৪০ : ৪৬

স্বাহীহ মুসলিমে যাইদ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস:

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ - قَالَ كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ - فَقَالَ " مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ " . فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا . قَالَ " فَمَتَى مَاتَ هَؤُلاَءِ " . قَالَ مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ . فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ " . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ " . قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " . قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَ " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ " . قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ " . قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

যায়দ ইবনু স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজ্জার গোত্রের একটি প্রাচীর ঘেরা বাগানে তাঁর একটি খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন। এ সময় আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। অকস্মাৎ তা লাফিয়ে উঠল এবং তাঁকে ফেলে দেয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল, সেখানে ছয়টি কিংবা পাঁচটি অথবা চারটি কবর রয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, জুরাইরী এমনটিই বর্ণনা করতেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন করলেন, এই কবরবাসীদেরকে কে চিনে? তখন এক ব্যক্তি বললেন, আমি চিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে? তিনি বললেন, তারা শির্কের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এই উম্মতকে তাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে। তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বর্জন করবে, এই আশঙ্কা না হলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকেও কবরের আযাব শুনান যা আমি শুনতে পাচ্ছি।

তারপর তিনি আমাদের প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, তোমরা সাবই জাহান্নামের আযাব হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবাগণ বললেন, জাহান্নামের শাস্তি হতে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। তারপর তিনি বললেন, তোমরা সকলে কবরের শাস্তি হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

করো। সাহাবাগণ বললেন, কবরের আযাব হতে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার ফিতনা হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। তারা বললেন, প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার ফিতনা হতে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। তিনি আবারো বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাও। সাহাবাগণ বললেন, দাজ্জালের ফিতনা হতে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই।[371]

পক্ষান্তরে সত্যবাদী মু'মিনদের জন্য কবরে রয়েছে পরম সুখ শান্তি। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

"যারা বলে- আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, অতঃপর (সে কথার উপর) সুদৃঢ় থাকে, ফেরেশতারা তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় আর বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না, আর জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যার ওয়া'দা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।"[372]

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾

"তাহলে কেন (তোমরা বাধা দাও না) যখন প্রাণ এসে যায় কণ্ঠনালীতে? আর তোমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ, আর আমি

[371] সাহীহ মুসলিম: হা/৭১০৫, (২৮৬৭); মুসনাদু ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২২; বায়হাকী, ইসবাতু আযাবিল কবর হা/২০৩; মিশকাত হা/১২৯।

[372] সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১ : ৩০

তোমাদের চেয়ে তার (অর্থাৎ প্রাণের) নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা। তোমরা যদি (আমার) কর্তৃত্বের অধীন না হও তাহলে তোমরা তাকে (অর্থাৎ তোমাদের প্রাণকে মৃত্যুর সময়) ফিরিয়ে নাও না কেন যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হয়েই থাক? অতএব সে যদি (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয় তাহলে (তার জন্য আছে) আরাম-শান্তি, উত্তম রিয্‌ক আর নি'মাতে-ভরা জান্নাত।"[373]

বারা বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস্বে রাসূল (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি যখন কবরে ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিবে তখন:

فَيُنَـادِي مُنَـادٍ مِنَ السَّمَـاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَـا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ

'আকাশমণ্ডলী থেকে একজন আহ্বানকারী ঘোষণা দিয়ে বলবেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তাঁর জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাঁকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তাঁর জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। অতএব তাঁর জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ফলে তাঁর দিকে জান্নাতের বাতাস ও সুগন্ধি দোলা দিতে থাকবে এবং দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে'।[374]

শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের ফলাফল: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান পোষণের দ্বারা যেসব মহান ফলাফল অর্জিত হয় তন্মধ্যে রয়েছে:

ক. পরকালে উত্তম প্রতিদান লাভের আশায় আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

---

[373] সূরা আল-ওয়াকিআহ ৫৬ : ৮৩-৮৯

[374] আবূ দাউদ ৪৭৫৩ মুহাদ্দিস্ব আল্লামাহ্‌ আলবানী হাদীস্বটিকে সহীহ বলেছেন মিশকাতুল মাসাবীহ: ১৩১, সহীহুল জামে হা/১৬৭৬।

খ. পরকালে শাস্তি পাওয়ার ভয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা এবং এই অবাধ্যতায় সন্তুষ্ট থাকার প্রতি ভয়-ভীতি সঞ্চার হয়।

গ. মু'মিন ব্যক্তি পরকালে অফুরন্ত নিয়ামত ও প্রতিদান লাভের আশায় ইহজগতে কোন কিছু হারানোর সান্ত্বনা ও স্বস্তি বোধ করতে পারে।

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের রদ

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়টিকে কাফিররা এই বলে অস্বীকার করে যে, এটি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব একটি বিষয়। ইসলামী শারীআত, মানবীয় বোধশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে তাদের এই ধারণা বাতিল বলে প্রমাণিত।

শারঈ দালীল: মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

"কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কক্ষনো আবার জীবিত করে উঠানো হবে না। বল, নিশ্চয়ই (উঠানো) হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আবার জীবিত করে উঠানো হবে, অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হবে তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করেছ। এ কাজ (করা) আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ।"[375]

এছাড়া এ বিষয়ে সকল আসমানী কিতাবের বক্তব্য এক ও অভিন্ন।

মানবেন্দ্রিয় ভিত্তিক প্রমাণ: পুনরুত্থানের বিষয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং মানবীয় বোধশক্তি সম্পন্ন দালীল হলো, মহান আল্লাহ্ এই দুনিয়াতেই মৃতকে জীবিত করে তাঁর বান্দাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। সূরা বাকারাতেই এর ৫টি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে:

প্রথম দৃষ্টান্ত: মূসা (আলাইহিস সালাম) এর সম্প্রদায় যখন তাঁকে বলেছিল:

لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً

"আমরা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমার প্রতি কখনও ঈমান আনবো না।"[376]

---

[375] সূরা আত-তাগাবুন ৬৪ : ৭

[376] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ৫৫

তখন আল্লাহ্ তাদেরকে মৃতে পরিণত করলেন। অতঃপর তাদেরকে তিনি পুনর্জীবিত করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেছেন:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

"স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কক্ষনো বিশ্বাস করব না'। তখন বজ্র তোমাদেরকে পাকড়াও করেছিল আর তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষ করছিলে। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে আবার জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[377]

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত: সেই নিহত ব্যক্তির ঘটনা, যাকে নিয়ে বনী ইসরাঈল পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে একটি গাভী জবাই করে সেই গাভীর গোশতের টুকরা দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে করে নিহত ব্যক্তি তাদেরকে বলে দেয় কে তাকে হত্যা করেছিল।

এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَْٰٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

"স্মরণ কর, তোমরা যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে, তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিলেন। আমি বললাম, 'তার (অর্থাৎ যবহকৃত গরুর) কোন অংশ দ্বারা একে আঘাত কর'। এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবন দান করেন, আর তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন যাতে তোমরা জ্ঞানলাভ করতে পার।"[378]

---

[377] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ৫৫-৫৬

[378] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ৭২-৭৩

তৃতীয় দৃষ্টান্ত: সেই জাতির ঘটনা, যাদের কয়েক হাজার লোক মৃত্যু ভয়ে নিজ ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। আল্লাহ্ তাদের সকলকে মেরে ফেলেন এবং এরপর পুনরায় জীবিত করেন। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা মরে যাও। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"[379]

চতুর্থ দৃষ্টান্ত: ঐ ব্যক্তির ঘটনা, যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া একটি গ্রাম অতিক্রম করছিল এবং ভেবেছিল যে, এখানকার মৃত অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্ কিভাবে পুনর্জীবিত করবেন, এটা তো অসম্ভব ব্যাপার। ফলে আল্লাহ্ তাকে ১০০ বছর মৃতে পরিণত করে রাখলেন। অতঃপর তাকে আবার জীবিত করলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

---

[379] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৪৩

"কিংবা এমন ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে (তুমি কি চিন্তা করনি) যে এক নগর দিয়ে এমন অবস্থায় যাচ্ছিল যে তা উজাড় অবস্থায় ছিল। সে বলল, 'আল্লাহ্ এ নগরীকে এর মৃত্যুর পরে কীভাবে জীবিত করবেন'? তখন আল্লাহ্ তাকে একশ' বছর মৃত রাখলেন। তারপর তাকে জীবিত করে তুললেন ও জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এ অবস্থায় কতকাল ছিলে'? সে বলল, 'একদিন ছিলাম কিংবা একদিন হতেও কম'। আল্লাহ্ বললেন, 'বরং তুমি একশ' বছর ছিলে, এক্ষণে তুমি তোমার খাদ্যের ও পানীয়ের দিকে লক্ষ্য কর, এটা পচে যায়নি। আর গাধাটার দিকে তাকিয়ে দেখ, আর এতে উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য উদাহরণ করব। আবার তুমি হাড়গুলোর দিকে লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে ওগুলো জোড়া লাগিয়ে দেই, তারপর গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। এরপর যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলল, 'এখন আমি পূর্ণ বিশ্বাস করছি যে, আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[380]

পঞ্চম দৃষ্টান্তঃ মহান আল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম) এর ঘটনা। আল্লাহ্ কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন তা দেখানোর জন্য যখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন জানালেন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ দিলেন চারটি পাখি যবেহ করে সেগুলোর বিভিন্ন টুকরা আশেপাশের বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে দিতে এবং অতঃপর সেগুলোকে নিজের কাছে ডাক দিতে। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক তাই করলেন। আর তখন সেই বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো জোড়া লেগে প্রতিটি পাখি দৌড়ে এসে তাঁর কাছে হাযির হলো।

এ ঘটনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

[380] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৫৯

"যখন ইবরাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি মৃতকে কীরূপে জীবিত করবে আমাকে দেখাও'। আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর না'? সে আরয করল, 'নিশ্চয়ই, তবে যাতে আমার অন্তঃকরণ স্বস্তি লাভ করে (এজন্য তা দেখতে চাই)'। আল্লাহ্ বললেন, তাহলে চারটি পাখী নাও এবং তাদেরকে বশীভূত কর। তারপর ওদের এক এক টুকরো প্রত্যেক পাহাড়ের উপর রেখে দাও, অতঃপর সেগুলোকে ডাক দাও, তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। জেনে রেখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[381]

উপরোল্লিখিত বোধগম্য এবং বাস্তব দৃষ্টান্তগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মৃতকে জীবিত করা খুবই সম্ভবপর একটি বিষয়। তাছাড়া আল্লাহ্‌র নির্দেশে মৃতকে জীবিত করা এবং কবরস্থ ব্যক্তিকে কবর থেকে জীবিত করে বের করে আনার যে মু'জিযা ঈসা [আলাইহিস সালাম] কে আল্লাহ্ দান করেছিলেন, সে সম্পর্কে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক দালীল: বুদ্ধিবৃত্তিক দালীলসমূহের মধ্য থেকে দু'টি দালীল হলো:

ক. আসমান, যমীন এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সব কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও উদ্ভাবক হলেন মহান আল্লাহ্। তিনি অনস্তিত্ব থেকে এগুলোর সৃষ্টিকারী এবং এগুলোর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কাজেই তাঁর পক্ষে সেগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া মোটেও অসম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

"আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনি সেটার পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর জন্য অতিব সহজ।"[382]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

[381] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৬০

[382] সূরা আর-রূম ৩০ : ২৭

"যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে আবার সৃষ্টি করব। ওয়া'দা আমি করেছি, তা আমি পূর্ণ করবই।"[383]

ক্ষয় হয়ে যাওয়া হাড্ডিগুলোকে পুনর্জীবিত করার কথাকে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে রদ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝

"বল, তাকে তিনিই জীবন্ত করবেন যিনি ওগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত।"[384]

খ. সাধারণত মাটি মৃত ও শুষ্ক হলে তাতে কোন সবুজ গাছ-পালা, পাতা থাকে না। কিন্তু আল্লাহ্ যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ভূমি তখন প্রাণ ফিরে পায় এবং বিভিন্ন কচি বৃক্ষ শাখা জন্ম নিয়ে তা সবুজ-শ্যামল ও সজীব হয়ে উঠে। কাজেই মৃত ভূমিকে যিনি পুনরায় সতেজ করে তুলতে পারেন, তিনি মৃত প্রাণীদেরকেও পুনর্জীবিত করতে পুরোপুরি সক্ষম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

"তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে হল এই যে, তুমি যমীনকে দেখ শুষ্ক অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ হয় ও বেড়ে যায়। যিনি এ মৃত যমীনকে জীবিত করেন, তিনি অবশ্যই মৃতদেরকে জীবিত করবেন। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।"[385]

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন:

---

[383] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ১০৪

[384] সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ৭৯

[385] সূরা ফুস্সিলাত ৪১ : ৩৯

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۝ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ۝

"আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি আর তা দিয়ে সৃষ্টি করি বাগান আর মাড়াইযোগ্য শস্যদানা, আর উঁচু খেজুর গাছ যাতে আছে খেজুর গুচ্ছ স্তরে স্তরে সাজানো। বান্দাহদের রিয্‌ক হিসেবে। আর আমি পানি দিয়ে জীবন্ত করে তুলি মৃত যমীনকে। এভাবেই বের করা হবে (ক্ববর থেকে মানুষদের)।"[386]

কোন কোন পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় কবরের আযাব এবং সুখ শান্তিকে এ ধারণা বশতঃ অস্বীকার করে যে, এটা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব এবং বাস্তবতা বিরোধী একটি বিষয়। তারা বলে, কোন মৃত ব্যক্তির কবর খোলা হলে দেখা যাবে, তা যেমন ছিল তেমনই আছে। তা সংকীর্ণ কিংবা প্রশস্ত কোনটিই হয়নি।

কিন্তু তাদের এই ধারণা ইসলামী শারীআত, মানবীয় বোধশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বাতিল বলে প্রমাণিত।

শারঈ দালীলঃ কবরের আযাব এবং আরাম-আয়েশের বিষয়টি যে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বিষয়, এ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক দালীলসমূহ 'শেষ দিবস বা পরকালের প্রতি ঈমান' অধ্যায়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাহীহ বুখারীতে আব্‌দুল্লাহ্‌ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে,

مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ " بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন মদীনা বা মক্কার বাগানগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু'জন ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পেলেন যাদেরকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এদের

---

[386] সূরা কাফ ৫০ : ৯-১১

দু'জনকে আযাব দেয়া হচ্ছে, অথচ কোন গুরুতর অপরাধে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এদের একজন প্রস্রাব করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতো না এবং অপর ব্যক্তি চোগলখোরী করতো (একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করতো)।[387]

মানবেন্দ্রিয় ভিত্তিক প্রমাণ: কবরের আযাব এবং আরাম-আয়েশের বিষয়টি যে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বিষয়, এ সম্পর্কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দালীল হলো: একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি কখনো স্বপ্নে দেখে যে, সে সুপ্রশস্ত কোন জায়গায় সুন্দর ও নির্মল পরিবেশে আরাম-আয়েশ করছে কিংবা সংকীর্ণ কোন জায়গায় জনশূন্য পরিবেশে সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। এমনকি কখনো কখনো এ ধরনের স্বপ্ন দেখে সে ঘুম থেকে জেগে উঠে। কিন্তু এসব যাই দেখুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে তার শয়নকক্ষে যে বিছানায় শুয়ে ছিল সেখানে সে অবস্থাতেই থাকে। ঘুম হলো মৃত্যুর ভাই। আর এ কারণেই মহান আল্লাহ্ ঘুম বা নিদ্রাকে মৃত্যু বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন:

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ

"আল্লাহ্ প্রাণ গ্রহণ করেন সেগুলোর মৃত্যুর সময়, আর যারা মরেনি তাদের নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তার (প্রাণ) রেখে দেন, আর অন্যগুলো একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফিরিয়ে দেন।"[388]

বুদ্ধিবৃত্তিক দালীল: কবরের আযাব এবং সুখ শান্তির বিষয়টি যে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বিষয়, এ সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিক দালীল হলো: ঘুমন্ত ব্যক্তিও কখনো কখনো তার ঘুমের মাঝে বাস্তব-সম্মত সঠিক স্বপ্ন দেখতে পারে। যেমন: কখনো কেউ স্বপ্নযোগে রাসূল (ﷺ) কে তাঁর স্বীয় রূপ-বৈশিষ্ট্যে দেখতে পারে। আর কেউ যদি তাঁকে এভাবে রূপ-বৈশিষ্ট্য সহকারে স্বপ্নযোগে দেখে থাকে, তাহলে সে

---

[387] সাহীহ্ বুখারী: হা/২১৬, মুসলিম হা/২৯২; আবূ দাউদ হা/২০; তিরমিযী হা/৭০; নাসাঈ হা/৩১; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৭।

[388] সূরা আয্-যুমার ৩৯ : ৪২

সত্যিকার অর্থেই রাসূল (ﷺ) কে দেখেছে (তবে স্বপ্নের সাথে হাদীসে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) এর দৈহিক বিবরণের মিল থাকতে হবে)। তা সত্ত্বেও কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখে, মূলতঃ সে সেই দেখা জিনিস থেকে অনেক দূরে নিজ শয়নকক্ষে নিজ বিছানাতেই থাকে। কাজেই দুনিয়াতেই যখন এমনটি ঘটা সম্ভব, তখন পরকালে তা কেন সম্ভবপর হবে না?!

এখন আসি কবরের আযাব এবং আরাম-আয়েশ অস্বীকারকারীদের এই ধারণা প্রসঙ্গে যে, কোন মৃত ব্যক্তির কবর যদি খোলা হয়, তাহলে দেখা যাবে তা যেমন ছিল তেমনই আছে, প্রশস্ত কিংবা সংকীর্ণ কিছুই হয় নি।

তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার জবাব হলোঃ

প্রথমতঃ ইসলামী শারীআত দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয়কে এ ধরনের অনর্থক সন্দেহের বশে বিরোধিতা করা মোটেও জায়েয নয়। তাছাড়া বিরোধিতাকারী যদি এ বিষয়ে ইসলামী শারীআতের দালীল-প্রমাণসমূহ সঠিকভাবে বিবেচনা করে, তাহলে তার এসব সন্দেহ ও সংশয়ের অসারতা সে নিজেই বুঝতে পারবে। তাই কবির ভাষায় বলা যায়:

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيْحًا

وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيْمِ

'সঠিক কথাকে দোষারোপকারী কত মানুষ

সমস্যা হলো তার দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ বুঝ'।

দ্বিতীয়তঃ বারযাখী জীবনের অবস্থা হলো অদৃশ্য বিষয়। এগুলোকে দুনিয়াবী জীবন থেকে অনুভব করা যায় না। পরকালের অবস্থা যদি ইহকালে অনুভব করা যেতো, তাহলে অদৃশ্যের বিষয়ের উপর ঈমান আনার বিষয়টি অর্থহীন হয়ে যেতো। তখন অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয়ে সমান হয়ে যেতো।

তৃতীয়তঃ কবরের আযাব, সুখ-শান্তি, কবরের প্রশস্ততা-সংকীর্ণতা যাই হোক না কেন, সেটা কেবল মৃত ব্যক্তি নিজে ভোগ করে থাকে, অন্য কেউ নয়। যেমন ঘুমন্ত কোন ব্যক্তি কখনো স্বপ্নে দেখতে পারে যে, সে নির্জন ও সংকীর্ণ কোন স্থানে অথবা সুপ্রশস্ত ও মনোরম কোন স্থানে অবস্থান করছে। কিন্তু বাকিরা বাস্তবে দেখতে পায়, সেই ব্যক্তি তার কাথা নিয়ে তার বিছানাতেই শুয়ে আছে, তার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় নি। যেমন সাহাবায়ি কিরামের সাথে

যখন রাসূল (ﷺ) অবস্থান করতেন এবং তাঁর নিকট ওয়াহয়ী আসতো, তখন ওয়াহয়ীর শব্দ কেবল রাসূল (ﷺ) শুনতে পেতেন, উপস্থিত সাহাবীদের কেউই তা শুনতে পেতেন না। কখনো কখনো কোন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে এসে রাসূল (ﷺ) এর সাথে কথা বলতেন, কিন্তু উপস্থিত সাহাবায়ি কিরামের কেউই সেই ফেরেশতাকে দেখতে বা তার কথা শুনতে পেতেন না।

চতুর্থত: মহান আল্লাহ্ মানুষ সহ অন্যান্য মাখলূককে যতটুকু উপলব্ধি শক্তি দিয়েছেন, তাদের উপলব্ধি শক্তি ততটুকুর মাঝেই সীমাবদ্ধ। তাই তাদের কারো পক্ষে জগতে যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, সবকিছুকে বুঝা আদৌ সম্ভবপর নয়। যেমন সাত আসমান, যমীন এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, প্রতিটি বস্তু সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাসবীহ করে থাকে। কিন্তু এই প্রশংসা আমরা শুনতে পাই না, আমাদের থেকে তা গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁর মাখলূকের মধ্য থেকে কখনো কাউকে যদি তা শুনাতে চান তাহলে কেবল সেই তা শুনতে পায়। এতদসত্ত্বেও এ সকল কিছুই আমাদের কাছে অদৃশ্যমান। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا
يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ

"সাত আসমান, যমীন আর এগুলোর মাঝে যা আছে সব কিছুই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। এমন কোন জিনিসই নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না।"[389]

এমনিভাবে শায়তান ও জ্বিন সব সময় পৃথিবীতে চলাফেরা করে, কিন্তু আমরা তাদের চলাফেরা কিছুই টের পাই না। জ্বিনদের একটি দল একদা রাসূল (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল এবং তারা নিরবে তাঁর কুরআন তিলাওয়াত মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারী হয়ে ফিরে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও জ্বিন বা শায়তান আমাদের থেকে লুকায়িত, আমরা তাঁদেরকে দেখতে পাই না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

---

[389] সূরা আল-ইসরা' ১৭ : ৪৪

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ يَنزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوۡءَٰتِهِمَآۚ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡۗ إِنَّا جَعَلۡنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ﴿٢٧﴾

"হে আদাম সন্তান! শায়ত্বান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় ফেলতে না পারে যেমনভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে (আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করেছিল। সে তাদের পরস্পরকে লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য তাদের দেহ হতে পোষাক খুলিয়ে ফেলেছিল। সে আর তার সাথীরা তোমাদেরকে এমনভাবে দেখতে পায় যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না তাদের জন্য আমি শায়ত্বানকে অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি।"[390]

সুতরাং যেখানে আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্টি জগতে বিদ্যমান সব বস্তুকে উপলব্ধি করতে পারে না, সেখানে তাদের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গায়েবী বিষয়গুলোকে দেখতে এবং বুঝতে না পারার কারণে সেগুলোকে অস্বীকার করা মোটেও জায়েয নয়।

وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

وَالدَّلِيْلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَّةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ

وَدَلِيْلُ القدر: قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ﴿٤٩﴾

আর তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান[১]।

[390] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ২৭

আর এ ছয়টি রুকনের দালীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ্‌, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি।"[391]

আর তাকদীরের দালীল হলো আল্লাহ্‌র বাণী:

"আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।"[392]

তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান

১. **তাকদীরের মর্মার্থ:** মহান আল্লাহ্‌ তাঁর সুমহান জ্ঞান এবং পরম প্রজ্ঞানুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য যা কিছু পূর্ব নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেটাই হলো জগতের প্রতিটি জিনিসের কদ্‌র বা তাকদীর।

কদ্‌রের প্রতি ঈমানের মাঝে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

ক. এই ঈমান পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ্‌ চিরকাল ধরে প্রতিটি বিষয়ের আদি-অন্ত সামষ্টিকভাবে এবং বিশদভাবে অবগত, হোক সেটা আল্লাহ্‌র কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় কিংবা বান্দার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়।

খ. এই ঈমান পোষণ করা যে, প্রতিটি জিনিসের জন্য আল্লাহ্‌ তাঁর অসীম জ্ঞান ও হিকমাহ্‌ অনুযায়ী যা কিছু নির্ধারণ করেছেন, তা তিনি লাওহ্‌ মাহ্‌ফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

"তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌ জানেন যা আছে আকাশে আর পৃথিবীতে, এ সবই লিপিতে (রেকর্ডে) আছে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।"[393]

---

[391] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৭৭

[392] সূরা আল-কামার ৫৪ : ৪৯

সাহীহ্ মুসলিমে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেনঃ

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

'মহান আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মাখলূকের তাকদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন'।[394]

গ. এই ঈমান পোষণ করা যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের কোন কিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছা বা অনুমতি ব্যতীত হয় না। হোক তা আল্লাহ্র কর্ম সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় কিংবা বান্দার কর্ম সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়। আল্লাহ্র কর্ম সংশ্লিষ্ট কোন কিছু যে তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত হয় না, এ কথার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ

"আর আপনার রব্ব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।"[395]

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

"আর আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।"[396]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ

"তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।"[397]

বান্দার কর্ম সংশ্লিষ্ট কোন কিছুও যে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত হয় না, এর প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

---

[393] সূরা আল-হাজ্জ ২২ : ৭০

[394] সাহীহ্ মুসলিম/হাঃ ২৬৫৩, মুসলিম হা/২৬৫৩; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ হা/৬৭; মিশকাত হা/৭৯।

[395] সূরা আল-কাসাস ২৮ : ৬৮

[396] সূরা ইবরাহীম ১৪ : ২৭

[397] সূরা আলু ইমরান ৩ : ৬

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ

"আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন, ফলে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত।"[398]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

"আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তারা তা করতে পারত না, কাজেই তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের মিথ্যে নিয়ে মগ্ন থাকুক।"[399]

ঘ. এই ঈমান পোষণ করা যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের সকল কিছু তাদের স্বীয় সত্ত্বা, বৈশিষ্ট্য ও আমলসহ মহান আল্লাহ্রই সৃষ্টি।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾

"আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"[400]

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾

"তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ পরিমাণে।"[401]

আল্লাহ্র নাবী ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছেন যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

---

[398] সূরা আন্-নিসা' ৪ : ৯০

[399] সূরা আনআম ৬ : ১৩৭

[400] সূরা আয-যুমার ৩৯ : ৬২

[401] সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ২

"অথচ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও।"[402]

তাকদীরের প্রতি ঈমানের যে বিবরণ আমরা পেশ করলাম, তা মানুষের ঐচ্ছিক কাজের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব ইচ্ছা ও কর্মশক্তির স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে না। বরং ইসলামী শারীআত এবং বাস্তবতা দ্বারা একথা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত যে, কর্মক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের স্বাধীনতা রয়েছে।

শারঈ দালীল: মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ۝

"এই দিনটি (কিয়ামাতের দিন) সত্য। অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক'।[403]

তিনি আরো বলেন:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর।"[404]

আর কর্মশক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا

"কাজেই তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের সাধ্যমত ভয় কর, তোমরা (তাঁর বাণী) শুন, তোমরা (তাঁর) আনুগত্য কর।"[405]

তিনি আরো বলেন:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

---

[402] সূরা আস-সাফ্ফাত ৩৭ : ৯৬

[403] সূরা আন-নাবা' ৭৮ : ৩৯

[404] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২২৩

[405] সূরা আত-তাগাবুন ৬৪ : ১৬

"আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে।"[406]

বাস্তবভিত্তিক দালীল: প্রত্যেক মানুষই এ কথা জানে যে, তার নিজস্ব ইচ্ছা ও কর্মশক্তি রয়েছে, যা দ্বারা সে কোন কাজ সম্পাদন করতে কিংবা কোন কাজ বর্জন করতে পারে। প্রতিটি মানুষ তার ইচ্ছায় কী সংঘটিত হচ্ছে (যেমন: একা হাঁটা) এবং তার ইচ্ছা ব্যতীত কী সংঘটিত হচ্ছে (যেমন: ভয়ে কম্পিত হওয়া) এই দু'য়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। তবে বান্দার ইচ্ছা ও কর্মশক্তি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা অনুমতির মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ۝ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝

"যে তোমাদের মধ্যে সরল সঠিক পথে চলতে চায়। তোমরা ইচ্ছে কর না যদি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছে না করেন।"[407]

তাছাড়া যেহেতু সমগ্র সৃষ্টিজগতের মালিকানা আল্লাহ্‌রই হাতে, সুতরাং তাঁর রাজত্বে তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছা বহির্ভূত কোন কিছু সংঘটিত হতে পারে না।

তাকদীরের প্রতি ঈমানের যে বিবরণ আমরা পেশ করলাম, এর মাধ্যমে কোন ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করা কিংবা কোন পাপ কাজ করার জন্য কেউ তাকদীরকে দালীল হিসেবে নিতে পারে না এবং একে দায়ী করতে পারে না। এ ধরনের কাজের জন্য তাকদীরকে দায়ী করা যে সম্পূর্ণরূপে বাতিল একটি বিষয়, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন:

প্রথম দালীল: মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ حَتَّىٰ

---

[406] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৮৬

[407] সূরা আত্-তাকভীর ৮১ : ২৮-২৯

ذَاقُوْا بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۚ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ

"যারা শিরক করেছে তারা বলবে, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে আমরা শিরক করতাম না, আর আমাদের পিতৃপুরুষরাও করত না, আর কোন কিছুই (আমাদের উপর) হারাম করে নিতাম না, এভাবে তাদের আগের লোকেরাও সত্যকে মিথ্যে গণ্য করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছিল। বল, তোমাদের কাছে কি প্রকৃত জ্ঞান আছে, থাকলে তা আমাদের কাছে পেশ কর, তোমরা তো কেবল ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করে চলেছ, তোমরা তো মিথ্যাচারই করে যাচ্ছ।"[408]

কাজেই তাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তাকদীর-ই দায়ী হতো, তাহলে তাদের এই অপকর্মের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি আস্বাদন করাতেন না।

দ্বিতীয় দালীল: মহান আল্লাহ্ বলেন:

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ ۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

"রসূলগণ ছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী যাতে রসূলদের আগমনের পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অযুহাতের সুযোগ না থাকে। আল্লাহ্ হলেন মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।"[409]

আর তাকদীর যদি বিরোধিতাকারীদের জন্য দালীল হতো (মানুষের কৃতকর্মের জন্য যদি তাকদীর-ই দায়ী হতো), তাহলে তাঁদেরকে পাঠানো সত্ত্বেও তাদের বিরোধিতাকারীদের মন্দকর্ম দূর করা যেতো না। কারণ নাবী-রাসূল পাঠানোর পরেও বিরোধিতাকারীদের মন্দকর্ম তো আল্লাহ্র তাকদীর অনুযায়ীই হতো।

তৃতীয় দালীল: সাহীহ বুখারী ও মুসলিমে যে হাদীসটি আলী ইবনু আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যার মধ্যে বুখারী বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপঃ

[408] সূরা আল-আনআম ৬ : ১৪৮

[409] সূরা আন-নিসা' ৪ : ১৬৫

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ وَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَلاَ نَتَّكِلُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الآيَةَ

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটুকরা খড়ি, যা দিয়ে তিনি মাটির উপর দাগ টানছিলেন। তিনি তখন বললেন: তোমাদের মাঝে এমন কোন লোক নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লেখা হয়নি। লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি তাহলে (এর উপর) নির্ভর করব্ব না? তিনি বললেন: না, তোমরা আমল কর। কেননা, প্রত্যেকের জন্য আমল সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন: فَأَمَّا مَنْ... أَعْطَى وَاتَّقَى 'অতএব যে দান করে এবং আল্লাহ্‌ ভীরু হয় এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করে, অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দেব (জান্নাতের) সহজ পথ'।[410]

আর সাহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস্বের ভাষ্য হচ্ছে:

كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

'প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই কাজকে সহজ করে দেওয়া হবে'।[411]

কাজেই এসব হাদীস্ব থেকে দেখা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকদীরের উপর নির্ভর করে থাকতে নিষেধ করেছেন।

চতুর্থ দালীল: মহান আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদেরকে বিভিন্ন কাজের আদেশ ও নিষেধ করেছেন। তিনি তাদেরকে কেবল সেসব কাজেরই নির্দেশ দিয়েছেন যেসব

---

[410] সূরা আল-লাইল ৯২ : ৫, সাহীহ বুখারী: হা/৬৬০৫

[411] সাহীহ মুসলিম: হা/৬৬৩০, মুসলিম হা/২৬৪৭; আবূ দাউদ হা/৪৬৯৪; তিরমিযী হা/২১৩৬; ইবনু মাজাহ হা/৭৮।

কাজের সামর্থ্য বান্দা রাখে (তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কিছু করার নির্দেশ তিনি দেন নি)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের সাধ্যমত ভয় কর।"[412]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط

"আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না।"[413]

কোন বান্দা যদি এমন সব কাজ করতে বাধ্য হতো যা তার সাধ্যের বাইরে, সে ক্ষেত্রে তার উপর এমন এক কাজের বাধ্যবাধকতা চেপে বসত যার থেকে তার মুক্তিলাভের কোন উপায় নেই (অসাধ্য সম্পাদন তার জন্য বাধ্যতামূলক হতো), আর এ ব্যাপারটি একেবারেই বাঁতিল! এ কারণে কেউ যদি অজ্ঞতা, ভুলে যাওয়া কিংবা জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে কোন পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে এতে তার গুনাহ হয় না। কেননা এসব ক্ষেত্রে তার ওযর ছিল।

পঞ্চম দালীল: মহান আল্লাহ্‌র পূর্বনির্ধারণ বা তাকদীর হচ্ছে অত্যন্ত গোপনীয় একটি বিষয়। কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর কেবল জানা যায় তাকদীরে এটা এভাবেই ছিল। কোন বান্দা কোন কাজ করার পূর্বে সেই কাজের ইচ্ছা পোষণ করে থাকে। কাজেই আল্লাহ্‌র তাকদীরে কী আছে, তা না জেনেই সে কাজ করার ইচ্ছা করে থাকে। সুতরাং তাকদীর সম্পর্কে না জেনে যে কাজ করা হয়, সেই কাজের জন্য তাকদীরকে কোন ভাবেই দায়ী করা যায় না। কেননা মানুষ যে বিষয় জানে না, সে বিষয়টি তার জন্য দালীল হতে পারে না।

ষষ্ঠ দালীল: সাধারণত আমরা দেখি, মানুষ তার নিজের জন্য উপযুক্ত কোন দুনিয়াবী বস্তু লাভের জন্য খুব আগ্রহী হয়ে থাকে এবং সে কখনো নিজের জন্য অনুপযুক্ত কোন বস্তু লাভের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে না এবং এই কাজের জন্য

[412] সূরা আত্-তাগাবুন ৬৪ : ১৬
[413] সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ২৮৬

তার তাকদীরকেও দায়ী করে না। তাহলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিজের জন্য লাভজনক বিষয়কে উপেক্ষা করে কেন সে ক্ষতিকর কোন বিষয়কে গ্রহণ করবে এবং এরপর তার তাকদীরকে এজন্য দায়ী করবে এবং দালীল হিসেবে উপস্থাপন করবে? এই দু'টি বিষয় কি একই নয়? (অর্থাৎ দুনিয়াবী ক্ষেত্রে মানুষ চায় নিজের জন্য প্রিয় ও পছন্দনীয় কোন জিনিস, এজন্য সে তাকদীরকে দায়ী করে না। অথচ ধর্মীয় ক্ষেত্রে হারাম কাজের মাধ্যমে নিজের পরিণতি খারাপ করে কিভাবে সে তাকদীরকে দায়ী হতে পারে?)

বিষয়টিকে আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য আমরা একটি উদাহরণ পেশ করছি: ধরুন, একজন লোকের সামনে দু'টি রাস্তা আছে। একটি রাস্তা তাকে নিয়ে যাবে এমন এক শহরে, যেখানে পুরোদমে চলছে দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলা, হত্যা, অপহরণ, লুটতরাজ, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, ভীতি, শঙ্কা আর দুর্ভিক্ষ। পক্ষান্তরে অপর রাস্তাটি তাকে নিয়ে যাবে এমন এক শহরে, যেখানে রয়েছে পরিপূর্ণ সুশৃঙ্খল পরিবেশ, স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি, জীবন ও সম্পদের মূল্যায়ন ইত্যাদি। এমতাবস্থায় লোকটি কোন পথে যাবে? নিশ্চয়ই সে দ্বিতীয় ঐ পথটি বেছে নিবে যে পথটি তাকে সুশৃঙ্খল এবং নিরাপদ শহরে নিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে কোন সাধারণ বিবেকবান মানুষ দ্বারা এটা কখনো সম্ভব হবে না যে, সে ঐ প্রথম রাস্তাটি অবলম্বন করবে যেটি তাকে নিয়ে যাবে এক বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও আতঙ্কের শহরে, আর এজন্য সে তাকদীরকে দায়ী করবে। তাহলে কেন পরকালের ক্ষেত্রে সে জান্নাতের পথ ছেড়ে জাহান্নামের পথ বেছে নিবে এবং এজন্য সে তাকদীরকে দায়ী করবে?

আরো একটি উদাহরণ: আমরা সাধারণত দেখি, কোন রোগীকে যখন ঔষধ সেবন করতে বলা হয়, তখন তার মন না চাইলেও সে ঔষধ সেবন করে থাকে। এমনিভাবে যখন কোন রোগীকে বিভিন্ন খাদ্য খেতে নিষেধ করা হয় যেগুলো তার জন্য ক্ষতিকর, তখন তার মন না চাইলেও সেসব খাদ্যবস্তু সে পরিহার করে চলে। রোগী তার রোগ থেকে মুক্তি পেতে এবং সুস্থ অবস্থায় ফিরে যেতে এসব করে থাকে। সাধারণভাবে এটা অসম্ভব যে, রোগী তার ঔষধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে এবং তার জন্য ক্ষতিকর যে সব খাদ্যবস্তু রয়েছে সেগুলো খাবে আর এজন্য সে নিজের তাকদীরকে দায়ী করবে। তাহলে মানুষ কেন আল্লাহ্ এবং রাসূল (ﷺ) যা আদেশ করেছেন তা বর্জন করবে এবং তাঁরা যা করতে নিষেধ করেছেন তা সম্পাদন করবে, আর এজন্য সে তাকদীরকে দায়ী করবে?!

সপ্তম দালীল: তাকদীরের উপর দায় চাপানো ব্যক্তিটি দ্বীনের ওয়াজিব কাজগুলো বর্জন করে কিংবা পাপের কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে। এখন যদি তার উপর অন্য কোন লোক অত্যাচার করে তার অর্থ-সম্পদ কেড়ে নেয় অথবা তার হক নষ্ট করে এবং এরপর সেই লোকটি যদি তাকদীরের দোহাই দিয়ে তাকে বলে, 'আপনি আমাকে দোষারোপ করবেন না, কারণ আমার দ্বারা কৃত এই অত্যাচার ছিল মহান আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত', সেক্ষেত্রে তার এ দলিল অবশ্যই গৃহীত হবে না।

সুতরাং যেখানে কোন মানুষের উপর কেউ যুলম-অত্যাচার করলে কিংবা তার হক নষ্ট করলে সে এক্ষেত্রে তাকদীরকে দায়ী করে না, সেখানে সে নিজে যখন আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করে তখন কি করে সে তাকদীরকে দায়ী করতে পারে?!

বর্ণিত আছে যে, একবার আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাছে চুরির দায়ে হাত কাটার শাস্তিযোগ্য একজন আসামীকে হাযির করা হলে তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। তখন লোকটি বলল, একটু অপেক্ষা করুন হে আমীরুল মুমিনীন! আমি যে চুরি করেছি সেটা তো আল্লাহ্ নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ীই করেছি। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমরা যে তোমার হাত কাটতে যাচ্ছি সেটাও আল্লাহ্ নির্ধারিত তাকদীর।

তাকদীরের প্রতি ঈমানের ফলাফল: তাকদীরের প্রতি ঈমান অতীব সুন্দর ফলপ্রসু। আর তা হল:

১. কোন কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা মাধ্যম অবলম্বন করে মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ও নির্ভরতা রাখা। কাজেই কোন ব্যক্তি কেবল উপকরণ বা মাধ্যমের উপরই নির্ভর করবে না, আল্লাহ্‌র উপরও ভরসা রাখবে। কারণ আল্লাহ্ যার জন্য যতটুকু নির্ধারণ করে রেখেছেন সে ততটুকুই অর্জন করতে পারবে।

২. কোন ব্যক্তি যখন তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হাসিল করবে, তখন সে নিজের সক্ষমতার ব্যাপারে বিস্মিত হবে না, বরং সে এটাকে তার প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত হিসেবে মনে করবে। এটা হচ্ছে তার জন্য মহান আল্লাহ্ নির্ধারিত কল্যাণ ও সফলতা লাভের উপকরণ বা মাধ্যম। পক্ষান্তরে সে যদি নিজের ব্যাপারে বিস্ময় বোধ করে, তাহলে সে আল্লাহ্‌র এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে ভুলে যাবে।

৩. মহান আল্লাহ্ যা কিছুই নির্ধারণ করেন না কেন, তাকদীরে ঈমান পোষণকারী ব্যক্তি অন্তরে প্রশান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে। যদি তার কোন প্রিয় বস্তু তার থেকে হারিয়ে যায় অথবা তার সাথে খারাপ কিছু ঘটে তবুও তাতে সে

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না এবং অস্থিরতা বোধ করে না। কারণ (সে বিশ্বাস করে) এসব কিছুই আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত ফায়সালা। আর বিষয়টি এমন যে, যা হবার তা অবশ্যই সংঘটিত হবে, কোনভাবে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

"যমীনে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয়ই আসে, তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি তা একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রেখেছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র পক্ষে এটা খুব সহজ। এটা এ জন্যে যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা দুঃখিত ও বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য তোমরা আনন্দিত না হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[414]

এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

'মু'মিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[415]

তাকদীর অস্বীকারকারী সম্প্রদায়: তাকদীর বিষয়ে ২টি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় রয়েছেঃ

---

[414] সূরা আল-হাদীদ ৫৭ : ২২-২৩

[415] সাহীহ মুসলিম: হা/৭৩৯০ (২৯৯৯); মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৪৭৯; আহমাদ হা/১৮৯৩৪; সহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৮৯৬; মিশকাত হা/৫২৯৭।

ক. **জাব্‌রিয়্যাহঃ** তাদের কথা হলো, কোন বান্দা তার কাজের ব্যাপারে বাধ্য। কর্মক্ষেত্রে তার নিজস্ব কোন ইচ্ছা কিংবা শক্তি-সামর্থ্য নেই।

খ. **কাদারিয়্যাহঃ** তাদের কথা হলো, কোন বান্দা তার কাজের ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বনির্ভর। তার কাজে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও শক্তি-সামর্থ্যের কোন প্রভাব নেই।

জাব্‌রিয়্যাহ সম্প্রদায়ের রদঃ শারঈ ও ওয়াকেয়ী (বাস্তব ভিত্তিক) দালীলের মাধ্যমে প্রথম (জাব্‌রিয়্যাহ) সম্প্রদায়ের দাবীর রদ নিম্নরূপঃ

শারঈ দালীলঃ এটা নিশ্চিত যে, মহান আল্লাহ্ বান্দার জন্য ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আমলকে তিনি বান্দার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

مِنْكُمْ مَّا يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّا يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ

"তোমাদের কিছু সংখ্যক দুনিয়া চাচ্ছিলো এবং কিছু সংখ্যক চাচ্ছিলো আখিরাত।"[416]

অন্য আয়াতে তিনি বলেনঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ

"আর বলে দাও, 'সত্য এসেছে তোমাদের রবের নিকট হতে, কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করুক।' আমি (অস্বীকারকারী) যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি যার লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে।"[417]

তিনি আরো বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَآ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۴۶﴾

---

[416] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৫২

[417] সূরা আল-কাহ্‌ফ ১৮ : ২৯

'যে সৎকাজ করবে নিজের কল্যাণেই করবে. যে অসৎ কাজ করবে তার পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি যালিম নন।"[418]

ওয়াকেয়ী দালীল: নিশ্চয়ই প্রতিটি মানুষ তার ইচ্ছা নির্ভর কাজ (যেমন: খাওয়া, পান করা, বেচা-কেনা ইত্যাদি) এবং ইচ্ছা বহির্ভূত কাজ (যেমন: জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থরথর করে কাঁপা, ছাদ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি) এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে জানে। প্রথমোক্ত কাজগুলো সে তার নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী করেছে, সে বাধ্য হয়ে এই কাজগুলো করছে না। আর দ্বিতীয় প্রকারের কাজগুলো যা তার সাথে ঘটেছে, সেগুলো না সে নিজে পছন্দ করেছে, না সে সেগুলো চেয়েছে।

কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের রদ: শারঈ ও আকলী (বুদ্ধিবৃত্তিক) দালীলের মাধ্যমে দ্বিতীয় (কাদারিয়্যাহ) সম্প্রদায়ের দাবীর রদ নিম্নরূপ:

শারঈ দালীল: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিস আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বান্দার কর্ম আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۟ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾

"এবং আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন, তাহলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল পৌঁছার পর পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করত না, কিন্তু তারা পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করল, তাদের কেউ কেউ ঈমান আনল এবং কেউ কেউ কুফরী করল, আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন, তাহলে তারা যুদ্ধবিগ্রহ করত না, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন, তা-ই করে থাকেন।"[419]

[418] সূরা ফুস্সিলাত ৪১ : ৪৬

[419] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৫৩

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"আমি যদি ইচ্ছে করতাম তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ পথে পরিচালিত করতাম। কিন্তু আমার (এ) কথা অবশ্যই সত্য প্রতিপন্ন হবেঃ আমি নিশ্চয়ই জাহান্নামকে জিন্ন ও মানুষ মিলিয়ে পূর্ণ করব।"[420]

আকলী দালীল: সমগ্র সৃষ্টিজগতের সব কিছুই মহান আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। এই জগতে বসবাসকারী মানুষও তাই আল্লাহ্‌র মালিকানাভুক্ত। আর মালিকানাধীন কারো পক্ষে তার মালিকের রাজত্বে তাঁর অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতীত কিছু করা আদৌ সম্ভবপর নয়।

اَلْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ:

الإِحْسَانُ رُكْنٌ وَاحِدٌ وَهُوَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ وَقَوْلُهُ: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقَوْلُهُ: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَّلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

তৃতীয় স্তর: আল-ইহসান যা একটি রুকন। আর তা হলো, এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর আপনি তাঁকে দেখতে না পেলেও নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে দেখছেন।

আর প্রমাণ আল্লাহ্ তাআলার বাণী: "যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে আর সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তো তাদেরই সঙ্গে আছেন।"[421]

---

[420] সূরা আস-সাজদাহ ৩২ : ১৩

[421] সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬ : ১২৮

আর তাঁর বাণী: "আর তুমি প্রবল পরাক্রান্ত পরম দয়ালুর উপর নির্ভর কর; যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (নামাযের জন্য) দণ্ডায়মান হও। আর (তিনি দেখেন) সাজদাকারীদের সঙ্গে তোমার চলাফিরা। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।"[422]

আর তাঁর বাণী: "তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, আর তুমি কুরআন থেকে যা কিছুই তিলাওয়াত কর না কেন, আর যে আমালই তোমরা কর না কেন, আমি তোমাদের উপর রয়েছি প্রত্যক্ষদর্শী, যখন তোমরা তাতে পূর্ণরূপে মনোনিবেশ কর। এমন অণু পরিমাণ বা তাথেকে ছোট বা তাথেকে বড় বস্তু না আছে পৃথিবীতে, আর না আছে আসমানে যা তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টির আড়ালে আছে। তা (লেখা) আছে এক সুস্পষ্ট কিতাবে।"[423]

ইহসান

১. **ইহসানের মর্মার্থ:** খারাপ বা অসদাচরণের বিপরীত হলো ইহসান তথা সদাচরণ। এর অর্থ হলো, ভাল ও কল্যাণমূলক কাজ করা এবং ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং কোন ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, জ্ঞান এবং শারীরিকভাবে আল্লাহ্‌র বান্দাদের কল্যাণার্থে নিজেকে নিয়োজিত করবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

ইহসানের উপায়সমূহ:

ধন-সম্পদ খরচের মাধ্যমে: নিজের মাল বা অর্থ-সম্পদ দ্বারা ইহসান করার অর্থ হলো, ধন-সম্পদ খরচ করা, সদাকাহ করা এবং যাকাত প্রদান করা। তবে ধন-সম্পদ দ্বারা সর্বোত্তম ইহসান হলো যাকাত প্রদান করা। কেননা যাকাত হলো ইসলামের অন্যতম একটি রুকন এবং মর্যাদাপূর্ণ একটি ভিত্তি। যাকাত আদায় না করলে কারো ইসলাম পূর্ণ বা সম্পন্ন হবে না। যাকাত হলো মহান আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় খরচ বা ব্যয়। যাকাতের পর সর্বোত্তম ইহসান হলো নিজের স্ত্রী, মা-বাবা, সন্তান-সন্তুতি, ভাই-বোন, ভাতিজা-ভাতিজি, ভাগনা-ভাগনি, চাচা-চাচি, ফুফা-ফুফু, খালা-খালু এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করা। অতঃপর ফকীর-মিসকীন এবং অন্যান্য যারা সদাকাহ পাওয়ার

---

[422] সূরা আশ-শুআরা' ২৬ : ২১৭-২২০

[423] সূরা ইউনুস ১০ : ৬১

যোগ্য, যেমন দ্বীনী জ্ঞান অর্জনরত শিক্ষার্থীদেরকে সদাকাহ প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রতি ইহসান করা।

মান-মর্যাদা দ্বারা: নিজের মান-মর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে ইহসান করার বিষয়টি হলো, একটি সমাজে বিভিন্ন স্তরের লোক থাকে। তন্মধ্যে কারো কারো প্রশাসনের নিকট সম্মানজনক অবস্থান থাকে। এ ধরনের কোন ব্যক্তিকে যদি কেউ তার কোন ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অথবা কোন উপকার লাভের জন্য প্রশাসনের নিকট সুপারিশ করার অনুরোধ করে, তাহলে নিজের ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে বিপদগ্রস্ত কিংবা কল্যাণপ্রার্থী লোকটির জন্য সুপারিশ করার মাধ্যমে লোকটির প্রতি ইহসান করা যায়।

ইল্‌মের মাধ্যমে: সাধারণ কিংবা বিশেষ কোন সার্কেল ও মজলিসে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজের ইলম বিতরণ করার মাধ্যমে ইহসান করা। এমনকি আপনি যদি কোন কফি খাওয়ার সার্কেলে বসেন আর সেখানে যদি মানুষকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন, তাহলে সেটাও হবে এক ধরনের ইহসান। আপনি যদি কোন সাধারণ মজলিসে উপস্থিত থাকেন এবং সেখানে যদি মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারেন, তাহলে এটাও হবে একটি উত্তম কাজ। তবে এ ধরনের মজলিসে দ্বীন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই হিকমাহ্ (প্রজ্ঞা ও কৌশল) অবলম্বন করতে হবে। কোন বৈঠকে বসলে ওয়ায-নসীহত শুরু করে দেওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে মানুষের জন্য আপনি তা কঠিন করে দেবেন না। রাসূল (ﷺ) মাঝে মাঝে ওয়ায-নসীহত করতেন, খুব ঘন ঘন করতেন না। কারণ এতে মানুষের অন্তরগুলো ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে যেতে পারে। বক্তার ওয়ায-নসীহতের আধিক্যের কারণে যখন তারা বিরক্ত ও নিস্তেজ হয়ে যাবে, তখন বক্তার ভাল কথাগুলোকেও তাদের কাছে অপছন্দনীয় মনে হবে।

শারীরিক: শারীরিকভাবে মানুষের প্রতি ইহসান বিষয়ে রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ

'কোন ব্যক্তিকে সওয়ারীর উপর আরোহণে সাহায্য করা অথবা তার মালামাল সওয়ারীর উপরে তুলে দেয়াও একটি সদাকাহ্'।[424]

---

[424] বুখারী হা/২৮৯১; সহীহ্ মুসলিম হা/২২২৫ (১০০৯); বায়হাকী কুবরা হা/৭৮২০; মিশকাত হা/১৮৯৬।

আপনি যদি কাউকে তার মাল-সামগ্রী বাহনে উঠাতে সাহায্য করেন অথবা তাকে কোন রাস্তা দেখিয়ে দেন কিংবা এ ধরনের উপকারী অন্য কোন কাজ করেন, তাহলে এসবই হবে আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি আপনার ইহসান।

আল্লাহ্‌র ইবাদাতে: আল্লাহ্‌র ইবাদাতে ইহসান হলো যেমনটি বলেছেন রাসূল (ﷺ), তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো। মানুষ তার রবের প্রতি যে ইবাদাতে মনে করে, সে তার রবকে দেখতে পাচ্ছে, এমন ইবাদাত হচ্ছে তার রবের অনুসন্ধান ও প্রবল আগ্রহের ইবাদাত। আর এমন ইবাদাত মানুষ তার অন্তর থেকে পেয়ে থাকে যা তাকে ইবাদাত করতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। কারণ সে যাকে ভালবাসে কেবল তাকেই পেতে চায়। তাই সে এমনভাবে ইবাদাত করে যেন সে আল্লাহ্‌কে দেখতে পাচ্ছে। সে তখন তার উদ্দেশ্যেই অগ্রসর হয়, তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং কেবল তাঁরই নৈকট্য কামনা করে।

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তাহলে (মনে করবে) অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন)। এ ধরনের ইবাদাত হলো (আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে) ভয়ে পলায়ন এবং ভয়যুক্ত ইবাদাত। আর এ কারণে এটি হলো দ্বিতীয় স্তরের ইহসান। কেননা যদি তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করতে না পারো, যেন তুমি তাঁকে দেখছো ও খুঁজছ আর তোমার অন্তর তোমাকে তাঁর দিকে উদ্বুদ্ধ করছে, তাহলে কমপক্ষে এভাবে ইবাদাত কর, যেন আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। ইবাদাত কর আল্লাহ্‌র প্রতি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে। ইবাদাত কর আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি থেকে পলায়ন করে। আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের দৃষ্টিতে ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইহসানের এই স্তরটি প্রথমটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের।

ইবাদাতের স্তম্ভ: আল্লাহ্‌র ইবাদাতের ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেছেন:

وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ * مَعَ ذُلِّ عَـابِدِهِ هُمَا رُكْنَانِ

আর রহমানের ইবাদাত তাঁর প্রতি পরম ভালোবাসা
আর বান্দার পূর্ণ আনুগত্যের মিশ্রণে, এ দুটিই (ইবাদাতের) স্তম্ভ
অর্থাৎ দু'টি বিষয়ের উপর ইবাদাত নির্ভরশীল:

পরম ভালবাসা: পরম ভালবাসা যাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুসন্ধান।

পূর্ণ আনুগত্যঃ পূর্ণ আনুগত্য যাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়-ভীতি ও তাঁর আযাবের ভয়ে পলায়ন।

এটাই হলো মহান আল্লাহ্‌র ইবাদাতে ইহসানের অর্থ।

যখন কোন লোক এভাবে পূর্ণ ইহসান সহকারে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে, সে তখন আল্লাহ্‌র ইবাদাতে একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ হবে। সে তখন লোক দেখানো, লোক শোনানো এবং মানুষের নিকট থেকে প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইবাদাত করবে না। মানুষ তাকে দেখছে নাকি দেখছে না, এতে তার কিছু যায় আসবে না, উভয়টি তার কাছে সমান বলে মনে হবে। সর্বাবস্থায় সে ইহসান অনুযায়ী ইবাদাত করবে। পরিপূর্ণ ইখলাস বা একনিষ্ঠতা হলো এটাই যে, ব্যক্তি মনে প্রাণে এটা চাবে যে, মানুষ যেন তাকে ইবাদাতরত অবস্থায় না দেখে। বরং সে তাঁর রবের ইবাদাত করবে গোপনীয়তার সাথে।

ইবাদাত প্রকাশের উত্তম সময়ঃ তবে হ্যাঁ, ইবাদাত প্রকাশ করার মাধ্যমে যদি ইসলাম ও মুসলিমদের বিশেষ কোন কল্যাণ নিহিত থাকে, যেমন ইবাদাতকারী যদি কোন অনুসরণীয় এবং উদাহরণযোগ্য কোন ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন এবং তিনি যদি চান যে, তার ইবাদাতের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন যাতে মানুষ একে উদাহরণ হিসেবে নেয় এবং তা অনুসরণ করে, কিংবা তিনি যদি মনে করেন যে, প্রকাশ্যে ইবাদাত করলে সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীরা তার অনুকরণ করবে, তাহলে এক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ইবাদাত করার মাঝে রয়েছে কল্যাণ। কখনো কখনো কল্যাণের দিক বিবেচনায় গোপনে ইবাদাত করার চেয়ে প্রকাশ্যে ইবাদাত করা অপেক্ষাকৃত বেশি উত্তম হতে পারে। এজন্য যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, কুরআন মাজীদে আল্লাহ্‌ তাদের উভয়ের প্রশংসা করেছেন।

গোপনে ইবাদাত করাটা যদি অন্তরের জন্য বেশি কল্যাণকর ও উপকারী হয় এবং এর মাধ্যমে যদি আল্লাহ্‌র প্রতি খুব বেশি বিনয় প্রকাশ পায় এবং অনুশোচিত হয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা যায়, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে সংগোপনে ইবাদাত করতে হবে। আর যদি প্রকাশ্যে ইবাদাত করার মাঝে ইসলাম ও মুসলিমদের কোনরূপ কল্যাণ নিহিত থাকে, যেমন এর দ্বারা ইসলামের বিধি-বিধান প্রকাশিত হবে এবং তা দেখে অন্যান্য মুসলিমরাও ঐ ইবাদাতকারীর অনুসরণ করবে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ইবাদাত করতে হবে।

মোটকথা ইবাদাত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিকে দেখতে হবে কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর। যে পদ্ধতিটি অধিক কল্যাণকর ও উপকারী, সেটিই হবে ইবাদাত করার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

وَالدَّلِيْلُ مِن السُّنَّةِ حَدِيْثُ جِبْرَائِيْلَ الْمَشْهُوْرُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ،

وَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِى عَن الإِسْلَامِ»،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: «صَدَقْتَ»، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ،

قَالَ: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ»،

قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: «صَدَقْتَ»،

قَالَ: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ»،

قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»،

قَالَ: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ»، قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، قَالَ: «فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا»، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا،

وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» [أخرجه مسلم (٨)].

সুন্নাহ্ হতে দালীল যা 'হাদীসে জিব্‌রীল' নামে সুপ্রসিদ্ধ:

উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যার কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, চুল ছিল ভীষণ কালো। তার মাঝে ভ্রমণের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারে নি। সে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে গিয়ে বসে, নিজের হাঁটু তার হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে নিজের হাত তার উরুতে রেখে বললেন: হে মুহাম্মাদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ইসলাম হচ্ছে এই যে, আপনি সাক্ষ্য দিবেন আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল, সলাত প্রতিষ্ঠা করবেন, যাকাত আদায় করবেন, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করবেন এবং যদি সামর্থ্য থাকে তবে (আল্লাহ্‌র) ঘরের হজ্জ করবেন।

তিনি (লোকটি) বললেন: আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা বিস্মিত হলাম, সে নিজে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করেছে আবার নিজেই তার জবাবকে ঠিক বলে ঘোষণা করছে। এরপর বলল: আচ্ছা, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তা হচ্ছে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা।

সে (আগন্তুক) বলল: আপনি ঠিক বলেছেন। তারপর বলল: আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।

তিনি বলেন: তা হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর আপনি তাঁকে দেখতে না পেলে নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে দেখছেন।

সে (আগন্তুক) বলল: আমাকে কিয়ামাহ সম্পর্কে বলুন।

তিনি (ﷺ) বললেন: জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারী থেকে বেশী জানে না।

সে (আগন্তুক) বলল: আচ্ছা, তার আলামাত সম্পর্কে বলুন।

তিনি (ﷺ) বললেন: তা হলো, দাসী নিজের মালিককে জন্ম দেবে, সম্পদ ও বস্ত্রহীন রাখালগণ উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে।

তারপর ঐ ব্যক্তি চলে যায়, আর আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকি। তখন তিনি (ﷺ) আমাকে বললেন: হে উমার, প্রশ্নকারী কে ছিলেন, তুমি কি জান? আমি বললাম: আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানেন। তিনি বললেন: তিনি হলেন জিবরাঈল (আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম)। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে তিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন১।[425]

১. উপরোল্লিখিত হাদীস্বের অধিকাংশের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে পেশ করা হয়েছে। এছাড়াও মাজমূউল ফাতাওয়া ওয়ার- রসায়িল (১৪৩/৩)' কিতাবে আমরা এই হাদীস্বের একটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি।

الأَصْلُ الثَّالِثُ

مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ. وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً. مِنْهَا أَرْبَعُونَ

---

[425] সহীহ বুখারী ৫০, ৪৭৭৭, মুসলিম ৮ আরবী, তিরমিযী ২৬১০

قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَثَلَاثٌ وَعِشْرُوْنَ نَبِيًّا رَسُوْلًا. نُبِّئَ بِـ اقْرَأْ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ. وَبَلَدُهُ مَكَّةُ، وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

তৃতীয় মূলনীতি[১]:

তোমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পরিচয় লাভ।

আর তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। হাশিম কুরাইশ বংশ থেকে আর কুরাইশ আরব্ব জাতিভুক্ত, আর আরব্ব খলীলুল্লাহ ইবরাহীম তনয় ইসমাঈল (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) এর বংশ থেকে।

ইবরাহীম ও আমাদের নাবীর উপর সর্বোত্তম সালাত ও সালাম। তিনি তেষট্টি বছর জীবন লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে নবুওয়াতের পূর্বে চল্লিশ বছর আর নাবী-রাসূল হিসেবে তেইশ বছর। اقْرَأْ (সূরা আলাক) নাযিল হওয়ার মাধ্যমে তিনি নবুওয়াত এবং সূরা মুদ্দাস্সির নাযিল হওয়ার মাধ্যমে রিসালাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি মাক্কার অধিবাসী ছিলেন আর মাদীনায় হিজরাত করেছিলেন।

তৃতীয় মূলনীতি

নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পরিচয় লাভ

১. যে তিনটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানা প্রতিটি মানুষের জন্য ওয়াজিব, তন্মধ্যে তৃতীয় বিষয় হলো নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পরিচয় লাভ করা।

প্রথম দুইটি বিষয় (বান্দার জন্য তার রব্বের পরিচয় লাভ এবং তার দ্বীনের পরিচয় লাভ) সম্পর্কে আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। এবার আসা যাক নাবী (ﷺ) সম্পর্কে জ্ঞানলাভ প্রসঙ্গে।

নবী (ﷺ) এর পরিচয় লাভ। এর মাঝে ৫টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

ক. বংশ পরিচয়: তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানা: তিনি ছিলেন বংশের দিক দিয়ে সর্বোত্তম বংশের লোক, আরবের কুরাইশ বংশের হাশিমী পরিবার। কাজেই তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম

শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত, যেমনটি বলেছেন শায়খ [সুবহানাহু ওয়া তা'আলা]। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ এবং দাদা আব্দুল মুত্তালিব।

খ. বয়স, জন্মস্থান এবং হিজরাত: তাঁর বয়স, জন্মস্থান এবং হিজরাত সম্পর্কে জানা: এই ৩টি বিষয়কে শায়খ [সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোট ৬৩ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। তিনি মক্কার অধিবাসী ছিলেন, অতঃপর হিজরাত করে মদীনা চলে যান।

কাজেই তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে মোট ৫৩ বছর অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি মদীনায় হিজরাত করেন এবং সেখানে ১০ বছর অবস্থান করেন। হিজরাতের পর একাদশতম বছরে রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা মুনাওয়ারাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

গ. নবুওয়াতী জীবন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াতী জীবন সম্পর্কে জানা: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াতী জীবন ছিল মোট ২৩ বছর। তাঁর বয়স যখন ৪০ বছর, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর উপর ওয়াহয়ী নাযিল হয় এবং তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন।

তাঁর কোন এক কবি বলেছেন:

وَأَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُوْنَ فَأَشْرَقَتْ * شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ

'বয়স তার চল্লিশের কোঠায় এলো,
রমাদ্বানে তাঁর থেকে নবুওয়াতের সূর্য উদ্ভাসিত হলো'।[426]

ঘ. নাবী ও রাসূল হওয়ার পটভূমি: তিনি কিসের মাধ্যমে নাবী ও রাসূল হলেন তা জানা: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখনই নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন যখন তাঁর উপর আল্লাহ্‌র এই বাণী নাযিল হয়েছিল:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ﴿١﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ﴿٢﴾ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ﴿٣﴾ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ﴿٥﴾

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে। পাঠ কর, আর তোমার

---

[426] আস-সারীতুল হালাবিয়া ১/৩৪০।

রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না[427]

অতঃপর তাঁর উপর যখন নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন তিনি রিসালাত প্রাপ্ত হনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ۝

"ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ওঠ, সতর্ক কর। আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশে। তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) জন্য ধৈর্য ধর।"[428]

তখন তিনি মানবজাতিকে সতর্ক করতে শুরু করেন এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে থাকেন।

রাসূল এবং নাবীর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে উলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ যার প্রতি আল্লাহ্‌ শারীআত নাযিল করেছেন কিন্তু তাঁকে সেই শারীআত প্রচারের নির্দেশ দেননি, তিনি হলেন নাবী। আর যার প্রতি আল্লাহ্‌ শারীআত নাযিল করেছেন এবং যাকে শারীআতের প্রচার এবং এর উপর আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি হলেন রাসূল। সুতরাং এই অর্থে প্রত্যেক রাসূলই নাবী, কিন্তু প্রত্যেক নাবী রাসূল নন।

৬. নাবী প্রেরণের উদ্দেশ্যঃ তাঁকে কী দিয়ে এবং কেন পাঠানো হয়েছে তা জানা। মহান আল্লাহ্‌ নাবী (ﷺ) কে পাঠিয়েছেন আল্লাহ্‌র তাওহীদ বা তাঁর একত্ববাদের বার্তা দিয়ে এবং তাঁর প্রবর্তিত শারীআত দিয়ে। এই শারীআতের মাঝে রয়েছে আল্লাহ্‌র আদেশকৃত কাজসমূহ পালন করা এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজসমূহ বর্জন করা। আল্লাহ্‌ তাঁকে প্রেরণ করেছেন সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত স্বরূপ, যাতে করে তিনি জগতবাসীকে শির্ক, কুফর এবং অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে জ্ঞান, ঈমান ও তাওহীদের আলোর দিকে নিয়ে

---

[427] সূরা আল-আলাক ৯৬ : ১-৫

[428] সূরা আল-মুদ্দাস্সির ৭৪ : ১-৭

আসেন। যাতে করে মানবজাতি আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে এবং তাঁর শাস্তি ও ক্রোধ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে।

بَعَثَهُ اللهُ بِالنَّذَارَةِ عَنْ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيْدِ،

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧ وَمَعْنَى قُمْ فَأَنْذِرْ ۝٢، يُنْذِرُ عَنَ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيْدِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣، أَيْ عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيْدِ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤، أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنْ الشِّرْكِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥، الرُّجْزُ الْأَصْنَامُ، وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا

আল্লাহ তাকে শির্ক থেকে সতর্ক এবং তাওহীদের দিকে আহ্বানের জন্য প্রেরণ করেছেন।

এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ওঠ, সতর্ক কর। আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশে। তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) জন্য ধৈর্য ধর।"[429]

এখানে قُمْ فَأَنْذِرْ এর মর্মার্থ: তিনি শির্ক থেকে সতর্ক এবং তাওহীদের দিকে আহ্বান করেন।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ এর মর্মার্থ: তাওহীদ দ্বারা আপনার রব্বকে সম্মানিত করুন।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এর মর্মার্থ: আপনার আমলসমূহকে শির্ক থেকে পবিত্র করুন।

---

[429] সূরা আল-মুদ্দাস্সির ৭৪ : ১-৭

> وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ এর মর্মার্থ: وَالرُّجْزُ এর অর্থ মূর্তি-প্রতিমা, هَجْر এর অর্থ বর্জন ও পরিত্যাগ অর্থাৎ মূর্তি ও মূর্তিপূজারীর সঙ্গো সম্পর্কচ্ছেদ।

১. মহান আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠিয়েছেন মানবজাতিকে শির্ক থেকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যাহ (প্রতিপালকত্ব), উলূহিয়্যাহ (ইবাদাত যোগ্যতা) এবং আসমা' ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণাবলী) এই ৩টি ক্ষেত্রেই তাওহীদের দিকে আহ্বান করার জন্য।

২. এখানে) يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!) বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আহ্বান করা হয়েছে।

৩. মহান আল্লাহ্ তাঁর নাবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যাতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পূর্ণ উদ্যমের সাথে দাওয়াতের কাজে মনোনিবেশ করেন এবং মানবজাতিকে শির্ক থেকে সতর্ক ও সাবধান করেন। শায়খ [রহিমাহুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা] এই আয়াতটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

> أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِيْنَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيْدِ. وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ
>
> রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে দশ বছর ধরে মানবজাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন[১]। দশ বছর পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় উর্ধ্বাকাশে[২]।

১. **নবূওতের প্রথম দশকের একমাত্র দাওয়াত:** অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাধারে ১০ বছর মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র তাওহীদ এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

২. **মি'রাজ:** 'উরুজ' অর্থ হলো 'উর্ধ্বে গমন'।

যেমন মহান আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন:

تَعْرُجُ الْمَلَٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

"ফেরেশতা এবং রূহ্ (জিবরাইল) আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বগামী হয়।"[430]

---

[430] সূরা আল-মাআরিজ ৭০ : ৪

উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ ছিল মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেওয়া রাসূল (ﷺ) এর এক মহান বৈশিষ্ট্য। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পূর্বে।

মালিক ইবনু সা'সা'আ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমি কা'বা ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগরণ, এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর তিনি নিজের অবস্থা উল্লেখ করে বললেন, আমার নিকট সোনার একটি পেয়ালা নিয়ে আসা হলো, যা হিকমাহ্ ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। অতঃপর আমার বুক হতে পেটের নীচ পর্যন্ত চিরে ফেলা হলো। অতঃপর আমার পেট যমযমের পানি দিয়ে ধোয়া হলো। অতঃপর তা হিকমাহ্ ও ঈমানে পূর্ণ করা হলো এবং আমার নিকট সাদা রঙের চতুষ্পদ জন্তু আনা হলো, যা খচ্চর হতে ছোট আর গাধা হতে বড় অর্থাৎ বুরাক। অতঃপর তাতে চড়ে আমি জিব্রাঈল (আঃ) সহ চলতে চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমা'নে গিয়ে পৌঁছলাম।

জিজ্ঞেস করা হলো, ইনি কে? উত্তরে বলা হলো, জিব্রাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? উত্তর দেয়া হলো, মুহাম্মদ (ﷺ)। প্রশ্ন করা হলো, তাঁকে আনার জন্যই কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে মারহাবা, তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি আদম (আঃ) এর নিকট গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, পুত্র ও নাবী! তোমার প্রতি মারহাবা।

অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমা'নে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হলো, ইনি কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)। প্রশ্ন করা হলো, তাঁকে আনার জন্যই কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম!

অতঃপর আমি 'ঈসা ও ইয়াহইয়া (আঃ) এর নিকট আসলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, ভাই ও নাবী! আপনার প্রতি মারহাবা।

অতঃপর আমরা তৃতীয় আসমা'নে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হলো, ইনি কে? উত্তরে বলা হলো, আমি জিব্রাঈল। প্রশ্ন করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বলা হলো, মুহাম্মাদ (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে আনার জন্যই কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি ইউসুফ (আঃ) এর নিকট গেলাম। তাঁকে আমি সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা।

অতঃপর আমরা চতুর্থ আসমা'নে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হলো, ইনি কে? উত্তরে বলা হলো, আমি জিব্রাঈল। প্রশ্ন করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বলা হলো, মুহাম্মাদ (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে আনার জন্যই কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি ইদ্রীস [আলাইহিস সালাম] এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা।

এরপর আমরা পঞ্চম আসমা'নে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হলো, ইনি কে? উত্তরে বলা হলো, আমি জিব্রাঈল। প্রশ্ন করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বলা হলো, মুহাম্মাদ (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে আনার জন্যই কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমরা হারূন [আলাইহিস সালাম] এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা।

অতঃপর আমরা ষষ্ঠ আসমা'নে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হলো, ইনি কে? উত্তরে বলা হলো, আমি জিব্রাঈল। প্রশ্ন করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বলা হলো, মুহাম্মাদ (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে আনার জন্যই কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি মূসা [আলাইহিস সালাম] এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা। অতঃপর আমি যখন তাঁর কাছ দিয়ে গেলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে রব! এই ব্যক্তি যে আমার পরে প্রেরিত, তাঁর উম্মত আমার উম্মতের চেয়ে অধিক পরিমাণে জান্নাতে যাবে।

অতঃপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করা হলো, ইনি কে? উত্তরে বলা হলো, আমি জিব্রাঈল। প্রশ্ন করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বলা হলো, মুহাম্মাদ (ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে আনার জন্যই কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁকে মারহাবা আর তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি ইবরাহীম [আলাইহিস সালাম] এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নাবী! আপনাকে মারহাবা।

অতঃপর বায়তুল মা'মূরকে আমার সামনে প্রকাশ করা হলো। আমি জিব্রাঈল [আলাইহিস সালাম] কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মা'মূর।

প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা সলাত আদায় করেন। তারা এখান থেকে একবার বাহির হলে দ্বিতীয় বার আর ফিরে আসেন না। এটাই তাদের শেষ প্রবেশ।

অতঃপর আমাকে 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা' দেখানো হল। দেখলাম, এর ফল যেন হাজারা নামক জায়গার মটকার মত। আর তার পাতা যেন হাতীর কান। তার উৎসমূলে চারটি ঝরণা প্রবাহিত। দু'টি ভিতরে আর দু'টি বাইরে। এ সম্পর্কে আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ভিতরের দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু'টির একটি হল ফুরাত নদী আর অপরটি হল (মিশরের) নীল নদ।

অতঃপর আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হয়। আমি তা গ্রহণ করে মূসা [আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম] এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কী করে এলেন? আমি বললাম, আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি আপনার চেয়ে মানুষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বনী ইসরাঈলের রোগ সারানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। আপনার উম্মত এতো সলাত আদায়ে সমর্থ হবে না। অতএব আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং তা কমানোর আবেদন করুন।

আমি ফিরে গেলাম এবং তাঁর নিকট আবেদন করলাম। তিনি সলাত চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার তেমন ঘটল। সলাত ত্রিশ ওয়াক্ত করে দেয়া হলো। আবার তেমন ঘটলে তিনি সলাত বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার তেমন ঘটল। তিনি সলাতকে দশ ওয়াক্ত করে দিলেন। অতঃপর আমি মূসা [আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম] এর নিকট আসলাম। তিনি আগের মত বললেন। এবার আল্লাহ্ সলাতকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিলেন। আমি মূসার নিকট আসলাম। তিনি বললেন, কী করে আসলেন? আমি বললাম, আল্লাহ্ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিয়েছেন। এবারও তিনি আগের মত বললেন। আমি বললাম, আমি তা মেনে নিয়েছি। তখন আওয়াজ এল, আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাদের হতে হালকা করেও দিয়েছি। আমি প্রতিটি নেকির বদলে দশগুণ সওয়াব দিব।[431]

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই রাতে জান্নাতে প্রবেশ করেন এবং দেখেন এর মুক্তা শোভিত তাঁবু এবং সুগন্ধযুক্ত কস্তুরীর মাটি। অতঃপর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবীতে অবতরণ করেন। সুবহে সাদিকের সময় তিনি মক্কা এসে পৌছান এবং মক্কাতেই ফজরের সলাত আদায় করেন।

---

[431] সাহীহ্ বুখারী : হা/৩২০৭

وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِيْنَ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

আর তার উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হয়। আর মাক্কায় তিনি তিন বছর সলাত আদায় করেন[১]। এরপর তাকে মদীনায় হিজরাতের[২] নির্দেশ দেওয়া হয়।

১. ফরয সলাতের রাকআত পরিবর্তন: মাক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরয সলাত ৪ রাকাআতের পরিবর্তে ২ রাকআত আদায় করতেন। মদীনায় হিজরাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এভাবেই সলাত আদায় করেছেন। হিজরাতের পর সফরের অবস্থায় ফরয সলাত ২ রাকআত বহাল থাকে, অপরদিকে মুকীম (নিজ আবাসে থাকা) অবস্থায় ফরয সলাত ৪ রাকআত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

২. মাদীনায় হিজরাত: মহান আল্লাহ্ তাঁর নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নির্দেশ দেন যাতে তিনি মক্কা ছেড়ে মাদীনায় চলে যান। কারণ মক্কাবাসীরা তাঁকে তাঁর দাওয়াত চালিয়ে যেতে দিচ্ছিল না। তাই নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়াহয়ীর প্রথম অবতরণস্থল, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রিয়তম শহর মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরাত করেন। মক্কায় তিনি একাধারে ১৩টি বছর দূরদৃষ্টির সাথে মহান আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছে দেন এবং আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে থাকেন। এরপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি তাঁর দাওয়াতের ক্ষেত্রে কুরাইশ গোত্রের অধিকাংশ লোক এবং বিশেষ করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে অবজ্ঞা, উপেক্ষা এবং প্রত্যাখ্যান ব্যতীত কিছুই পান নি। তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর উপর যারা ঈমান এনেছে, সেসব মু'মিন ব্যক্তিকে চরম কষ্ট দিতে থাকে। এমনকি তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যার জন্য প্রতারণামূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ 'দারুন নাদওয়া' তে সমবেত হয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে কি করা যায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরামর্শ করতে লাগলো। কেননা তারা দেখছিল যে, যেহেতু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীরা সবাই হিজরাত করে মদীনা চলে যাচ্ছেন, আর অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও এক পর্যায়ে সেখানে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবেন। সেখানে তিনি আনসার সাহাবায়ি কিরাম যারা তাঁকে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিল যে, তাঁরা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানের

রক্ষণাবেক্ষণের ন্যায় তাঁকেও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, তাঁদের থেকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা পাবেন এবং এতে করে তিনি কুরাইশ গোত্রের উপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবেন।

আল্লাহ্‌র দুশমন আবূ জাহাল পরামর্শ সভায় বলল, রায় এটাই যে, আমরা প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে তেজদীপ্ত ও শক্তিমান যুবক নির্ধারণ করবো, অতঃপর তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ধারালো তরবারী তুলে দিব। তারা সবাই মিলে মহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে যাবে এবং এমনভাবে একত্রে একসাথে আঘাত করবে, যেন মনে হয় একজনই আঘাত করছে। এভাবে তারা তাঁকে হত্যা করবে এবং আর আমরা তাঁর থেকে নিষ্কৃতি পাব। এভাবে তাঁকে হত্যা করলে তাঁর খুনের দায়-দায়িত্ব এককভাবে কারো উপর বর্তাবে না, বরং সকল গোত্রের উপর বর্তাবে। যার ফলে 'আব্‌দ মানাফ' গোষ্ঠী (নবীর আত্মীয়-স্বজন) সমগ্র কুরাইশ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হবে না। তাই তারা রক্তপণ (দিয়াত) নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, যা আমরা সকল গোষ্ঠী মিলে দিব।

মহান আল্লাহ্‌ তাঁর নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মুশরিকদের এসব চক্রান্তের কথা জানিয়ে দিয়ে তাঁকে হিজরাতের অনুমতি দিয়ে দিলেন। আর এই ঘটনার আগেই আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) মদীনায় হিজরাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছিলেন: "আমি আশা করছি যে, আমাকেও হিজরাতের অনুমতি দেওয়া হবে।" তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সঙ্গী হওয়ার জন্য আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তখন হিজরাতকে একটু বিলম্বিত করেন।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা) বলেন: দিনের মধ্যভাগে, ভরদুপুরে আমরা আবূ বকরের ঘরে ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরজায় এসে হাযির হলেন। আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তাঁকে বললেন, আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোক! আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ রয়েছে, নইলে এই সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে আসতেন না। ইতোমধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আবূ বকরকে বললেন, এখানে আপনার কাছে যারা আছে তাদেরকে একটু সরিয়ে দিন। আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা তো আপনারই পরিবার। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমাকে মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ আপনি আমার সাথেই যাবেন। আবূ বকর

(রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে আমার এই ২টি বাহন (উট) থেকে যে কোন একটি আপনি বেছে নিন। রাসূল (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ নিব, তবে তা মূল্যের বিনিময়ে।

অতঃপর রাসূল (ﷺ) এবং আবূ বকর (রাঃ) উভয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। পথিমধ্যে তাঁরা সাউর পর্বতের গুহায় তিন রাত অবস্থান করেন। এসময় আবূ বকরের ছেলে আব্‌দুল্লাহ্, যিনি একজন প্রখর মেধাবী যুবক ছিলেন, তিনি তাঁদের নিকট রাত কাটাতেন, আবার রাতের শেষ প্রহরে সেখান থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যেতেন যাতে তিনি ভোরে এসে কুরাইশদের সাথে মিশে যেতে পারতেন। নবী (ﷺ) ও আবূ বকর (রাঃ) এর ব্যাপারে কুরাইশরা যে সব কুট-কৌশল বিষয়ে পরামর্শ করতো তা তিনি শুনতেন এবং ভালো করে মনে রাখতেন। অতঃপর সন্ধ্যা নেমে এলে তিনি এসব খবর-বার্তা নিয়ে তাঁদের কাছে চলে আসতেন।

এদিকে কুরাইশরা চতুর্দিকে রাসূল (ﷺ) কে খুঁজতে লাগলো এবং যে কোন উপায়ে তাঁকে ধরার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। এমনকি তারা ঘোষণা দিল যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং আবূ বাকর (রাঃ) এই দু'জনকে কিংবা দু'জনের যেকোন একজনকে যে ব্যক্তি ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে ১০০ টি উট পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি তাঁর সাহায্য দিয়ে তাঁদেরকে হেফাযত করছিলেন এবং তাঁদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন। যার ফলে মুশরিকরা সেই গুহার মুখে দাঁড়িয়েও তাঁদেরকে দেখতে পায় নি। আবূ বকর (রাঃ) বলেন:

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا

'আমরা যখন গুহায় আত্মগোপন করেছিলাম তখন আমি নাবী (ﷺ) কে বললাম, যদি কাফিররা তাদের পায়ের নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবূ বাক্‌র, ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, আল্লাহ্ যাদের তৃতীয় জন!' [432]

---

[432] সাহীহ্ বুখারী: হা/৩৬৫৩, মুসলিম ২৩৮১, আবূ দাউদ হা/২৪৭৯; আহমাদ হা/১৬৯০৬; দারেমী হা/২৫৫৫; তাবারানী কাবীর হা/৯০৭; মিশকাত হা/২৩৪৬।

এভাবে ৩ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর যখন তাঁদেরকে খোঁজাখুঁজি কিছুটা থামল, তখন তাঁরা উভয়ে গুহা থেকে বের হয়ে মক্কার নিম্নভূমি দিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

মদীনাবাসী মুহাজির এবং আনসারগণ যখন শুনেছিলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কাছে আসার জন্য মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওনা হয়ে গেছেন, সেই থেকে তারা প্রতিদিন প্রস্তরময় ভূমি (হার্‌রা) তে এসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবী আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতেন, যে পর্যন্ত না সূর্যের প্রবল তাপ তাদেরকে সরিয়ে দিত। আর যেদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় এসে পৌছালেন, প্রতিদিনের মত সেদিনও তারা সূর্যের তাপ প্রবল হওয়া পর্যন্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সূর্যের উত্তাপ অসহনীয় হয়ে পড়ায় তারা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন।

এমন সময় একজন ইয়াহুদী তার কী এক প্রয়োজনে শহরের দূর্গসমূহের কোন এক উঁচু দূর্গে উঠে কী যেন দেখছিল, হঠাৎ সে দেখলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীরা মরুভূমির মরীচিকা ভেদ করে আসছেন। সে তখন আর নিজের আবেগকে চেপে রাখতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলল, হে আরব্ব জনগোষ্ঠী! তোমাদের গর্ব ও সৌভাগ্যের সম্পদ, যার জন্য তোমরা প্রতীক্ষা করছো, এই যে তিনি এসে গেছেন। এই আওয়াজ শোনা মাত্রই মুসলিমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাক্ষাত লাভের জন্য দ্রুত বেরিয়ে পড়েন। এটা ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সাদর সম্ভাষণ এবং বাস্তবিকপক্ষে এ কথা জানান দেয়ার জন্য যে, তারা জিহাদ এবং রাসূলের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছেন। হার্‌রা প্রান্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মিলিত হওয়ার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে সাথে করে ডান দিকে মোড় নিয়ে 'কুবা' অঞ্চলে আমর বিন আওফ এর মহল্লায় চলে আসেন। সেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মাঝে কয়েক রাত অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সেখানে একটি মাসজিদ (মসজিদে কুবা) প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর কুবা থেকে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং লোকজন তাঁর সহযাত্রী হন। আর অনেকে রাস্তায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমরা যখন মদীনায় আগমন করি তখন লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। অনেকে বাড়ি-ঘরের ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ও ভৃত্যরা বলছিল:

আল্লাহু আকবার! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে গেছেন,

আল্লাহু আকবার! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে গেছেন।

وَالْهِجْرَةُ: اِلاِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلامِ؛ وَالْهِجْرَةُ فَرِيْضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

আর হিজরাত: শির্কের দেশ থেকে ইসলামী দেশে দেশান্তর[১]। এ উম্মাতের উপর ফরয হচ্ছে শির্কের দেশ ছেড়ে ইসলামী দেশে হিজরাত করা[২]। আর হিজরাতের এ হুকুম শেষ প্রহর স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

এর প্রমাণ আল্লাহ্র বাণী: "যারা নিজেদের আত্মার উপর যুল্ম করেছিল এমন লোকেদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে- 'তোমরা কোন্ কাজে নিমজ্জিত ছিলে'? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা দুর্বল ক্ষমতাহীন ছিলাম', ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহ্র যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যাতে তোমরা হিজরাত করতে'? সুতরাং তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান! কিন্তু যে সকল সহায়হীন পুরুষ, নারী ও বালক যারা উপায় বের করতে পারে না আর তারা পথও পায় না, আশা আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ গুনাহ মোচনকারী, বড়ই ক্ষমাশীল[৩]।"[433]

---

[433] সূরা আন-নিসা' ৪ : ৯৭-৯৯

হিজরাত

১. আভিধানিক অর্থঃ কোন কিছু ছাড়া বা পরিত্যাগ করা।

পারিভাষিক অর্থঃ শারীআতের পরিভাষায় হিজরাত বলতে বোঝায়, যেমনটি বলেছেন শায়খ (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা), তা হলো শির্কের দেশ ত্যাগ করে ইসলামী দেশে চলে যাওয়া। এখানে 'শির্কের দেশ' বলতে ঐ দেশকে বুঝানো হয়েছে, যে দেশে কুফরী আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় এবং যেখানে ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান যেমনঃ আযান, জামা'আতবদ্ধ স্বলাত, দুই ঈদ, জুমুআহ ইত্যাদি ধর্মীয় কোন আচার-অনুষ্ঠান সাধারণ ও ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। 'সাধারণ ও ব্যাপকভাবে পালিত হয় না' কথাটি দ্বারা আমরা বুঝিয়েছি, এসব কাফির রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু মুসলিম রয়েছে এবং এখানে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। তাই কেউ যেন এসব দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র মনে না করে। ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে এমন রাষ্ট্র যেখানে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে।

২. হিজরাতের বিধানঃ যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তি এমন কোন কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করেন যেখানে তিনি তার ধর্মীয় কাজগুলো প্রকাশ্যে করতে পারেন না, তাহলে তার জন্য সেখান থেকে হিজরাত করা ওয়াজিব। কাজেই হিজরাত করা ব্যতীত কেউ যদি প্রকাশ্যে দ্বীন অনুশীলন করতে না পারে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে হিজরাত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ইসলাম পরিপূর্ণ হবে না। কারণ যে কাজ ব্যতীত কোন ওয়াজিব কাজ সম্পন্ন করা যায় না, সেই কাজটিও করা ওয়াজিব।

৩. হিজরাত না করার পরিণতিঃ এই আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ঐসব লোক যারা হিজরাত করতে সক্ষম ও সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও হিজরাত করে নি, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং তাদেরকে তিরস্কার করবেন এই বলে যে, আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি তোমাদের জন্য সুপ্রশস্থ ছিল না, যে তোমরা হিজরাত করে অন্যত্র চলে যেতে? পক্ষান্তরে দুর্বল ও অসহায়, যারা হিজরাত করতে অপারগ ও অসামর্থ্য ছিল, তাদেরকে তাদের অক্ষমতার দরুন আল্লাহ্‌ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ্‌ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজের ভার অর্পণ করেন না।

وقَوْلُهُ تَعَالَى: يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِي وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰيَ فَٱعْبُدُونِ۝ قَالَ البَغَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: سَبَبُ نُزُوْلِ هَذِهِ الآيَةِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ بِمَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوْا، نَادَاهُمُ اللهُ بِاسْمِ الإِيْمَانِ

وَالدَّلِيْلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا

আর আল্লাহ্ তাআলার বাণী:

"হে আমার বান্দারা! যারা ঈমান এনেছ, আমার যমীন প্রশস্ত, কাজেই তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদাত কর।"[434]

ইমাম বাগাভী [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] বলেন: আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ মাক্কায় অবস্থানরত হিজরাত না করা মুসলিমগণ। আল্লাহ্ তাদেরকে ঈমানের নামকরণেই সম্বোধন করেছেন[১]।

আর হিজরাতের ব্যাপারে সুন্নাহ হতে দালীল তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী:

'হিজরাত বন্ধ হবে না তাওবাহ্‌র বন্ধ না হওয়া অবধি। আর তাওবাহ্ বন্ধ হবে না সূর্যের তার পশ্চিম হতে উদয় অবধি'[২]।[435]

১. শায়খ [রহিমাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা] ইমাম বাগাভীর উদ্ধৃতি দিয়ে এখানে যে কথাটি উল্লেখ করেছেন, এটা যদি তিনি তার তাফসীর গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করে থাকেন তাহলে বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, তিনি এখানে বাগাভীর হুবহু ভাষ্য উল্লেখ করেন নি, বরং তার কথার মর্মার্থটুকু উল্লেখ করেছেন। কারণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে, তাফসীরে বাগাভীতে হুবহু এমন শব্দে তা বর্ণিত হয়নি।

২. **কিয়ামাত অবধি হিজরাত চলমান:** আর তা হচ্ছে তখন যখন (আল্লাহ্‌র কাছে) নেক আমল কবুল হওয়ার সময় শেষ হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

---

[434] সূরা আল-আনকাবূত ২৯ : ৫৬

[435] সুনান আবূ দাউদঃ হা/২৪৭৯, আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ

"যে দিন তোমার রবের কতক নিদর্শন এসে যাবে সে দিন ঐ ব্যক্তির ঈমান কোন সুফল দিবে না যে পূর্বে ঈমান আনেনি বা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি।"[436]

এখানে 'কিছু নিদর্শন' বলতে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের কথা বলা হয়েছে।

কাফির রাষ্ট্রে সফরের শর্তাবলী: এখানে আমরা কাফির দেশে সফর করার উল্লেখ করবো। নিম্নলিখিত ৩টি শর্ত পূরণ করা ব্যতীত কোন মুসলিমের জন্য কোন কাফির রাষ্ট্রে সফর করা বৈধ নয়:

প্রথম শর্ত: সফরকারীর নিকট এই পরিমাণ জ্ঞান থাকতে হবে যা দ্বারা সে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যে কোন ধরনের সন্দেহ ও সংশয় নিরসন করতে পারে।

দ্বিতীয় শর্ত: তার মাঝে এই পরিমাণ ধার্মিকতা থাকতে হবে যা তাকে জাগতিক লোভ-লালসা থেকে বিরত রাখতে পারে।

তৃতীয় শর্ত: কাফির রাষ্ট্রে সফর করার বিশেষ প্রয়োজন থাকতে হবে।

যদি উল্লিখিত এই ৩টি শর্ত না পাওয়া যায়, তাহলে কোন কাফির দেশে সফর করা বৈধ হবে না। কারণ তাতে ফিতনা বা ফিতনার আশঙ্কা যেমন রয়েছে, তেমনি তাতে রয়েছে অর্থের অপচয়। কারণ মানুষ সাধারণত এ ধরনের সফরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকো।

পক্ষান্তরে চিকিৎসা কিংবা এমন কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যা সফরকারীর রাষ্ট্রে নেই, এ ধরনের কোন প্রয়োজনীয়তা যদি দেখা দেখা দেয় এবং সফরকারীর মাঝে যদি পর্যাপ্ত ইল্‌ম ও ধার্মিকতা থেকে থাকে যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই।

তবে কাফির দেশে কেবল পর্যটনের জন্য সফর করা, এটা আসলে কোন প্রয়োজন হিসেবে গণ্য হবে না। কেউ পর্যটনের জন্য কোথাও যেতে চাইলে সে এমন কোন ইসলামী রাষ্ট্রে যেতে পারে, যেখানকার অধিবাসীরা ইসলামী আচার-

---

[436] সূরা আল-আনআম ৬ : ১৫৮

অনুষ্ঠান যথাযথভাবে হিফাযত করে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের দেশের (সুউদী আরবের) বিভিন্ন অঞ্চল এখন পর্যটন নগরীতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সম্ভব হলে কেউ এখানে আসতে পারেন এবং অবকাশ যাপন করতে পারেন।

কাফির দেশে বসবাস করাটা একজন মুসলিমের দ্বীন, চরিত্র, চাল-চলন ও শিষ্টাচারের জন্য খুবই বিপজ্জনক। যেসব মুসলিম কাফির দেশে বসবাস করছে, তাদের মাঝে আমরা এবং আরো অনেকেই বিপথগামিতা ও বিচ্যুতি লক্ষ করেছি। আমরা দেখেছি, তারা এখান থেকে যা কিছু নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে থেকে অন্যকিছু নিয়ে ফিরে এসেছে। তাদের অনেকে ফাসিক (অবাধ্য গুনাহগার) হয়ে, কেউ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে, আবার কেউবা নিজের দ্বীন এমনকি অপর সব ধর্মকে অস্বীকারকারী কাফির হয়ে ফিরে এসেছে। আউযুবিল্লাহ!

আবার কেউবা পুরোপুরি ধর্ম অস্বিকারকারী হয়ে ফিরে এসে দ্বীন ইসলাম নিয়ে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের ব্যক্তিদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করেছে। তাই এরূপ ধ্বংসে নিপতিত হওয়া থেকে মুসলিমদের হিফাযতে থাকার জন্য কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করার কিছু শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

কাফির রাষ্ট্রে অবস্থানের শর্তদ্বয়:

প্রথম শর্ত: কাফিরের দেশে অবস্থানকারীর দ্বীন নিরাপদ থাকতে হবে যেক্ষেত্রে তার সাথে এই পরিমাণ ইলম, ঈমান এবং দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে যা তাকে দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল রাখবে এবং কোন প্রকার পথভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতি থেকে সতর্ক ও সাবধান রাখবে। একই সাথে তার কাফিরদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা লালন করতে হবে এবং তাদের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা পোষণ করা থেকে নিরাপদ দূরে থাকতে হবে, কেননা ঈমান বিরোধী বিষয়সমূহের মধ্য হতে রয়েছে কাফিরদের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ ও ভালবাসা।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ط

"আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবে না যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালবাসে- হোক না এই

বিরোধীরা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী।"[437]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদ ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাদেরকে দেখবে তারা তাদের (অর্থাৎ ইয়াহূদী, নাসারা মুশরিকদের) দৌড়ে গিয়ে বলবে, আমাদের ভয় হয় আমরা বিপদের চক্করে পড়ে না যাই। হয়তো আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন কিংবা নিজের পক্ষ হতে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছিল তার কারণে লজ্জিত হবে।"[438]

এছাড়াও নাবী (ﷺ) থেকে সাহীহভাবে প্রমাণিত একটি হাদীসে রয়েছে:

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ـ رضى الله عنه جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

[437] সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮ : ২২
[438] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৫১-৫২

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহ্‌র রসূল। এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি কী বলেন, যে ব্যক্তি কোন দলকে ভালবাসে, কিন্তু (আমলের ক্ষেত্রে) তাদের সমান হতে পারেনি? তিনি বললেন: মানুষ যাকে ভালবাসে সে তারই সাথী হবে।[439]

আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে ভালবাসা যে কোন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক একটি বিষয়সমূহের মধ্যে একটি, কেননা তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা তাদের প্রতি মিল-বন্ধন রাখা এবং তাদেরকে অনুকরণ করাকে আবশ্যক করে। অথবা নিদেনপক্ষে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান না করাকে আবশ্যক করে। আর এ কারণেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

لَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا حُشِرَ مَعَهُمْ

'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়কে ভালবাসবে, তাদের সাথেই তার হাশর হবে'।[440]

দ্বিতীয় শর্ত: অবস্থানকারী মুসলিমকে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়া ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তার দ্বীনকে প্রকাশ করার সক্ষমতা থাকতে হবে সলাত কায়েম করা, জামাআতে সলাত আদায় ও জুমুআর সলাত আদায় করতে কোনরকম বাঁধা-নিষেধ থাকতে পারবে না, যদি সেখানে জামাআতে সলাত এবং জুমুআর সলাত আদায়ের জন্য লোকজন পাওয়া যায়। এমনিভাবে যাকাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা, হজ্জ করা এবং ইসলামের অন্যান্য কাজগুলো পালনে কোন রকম বাঁধা-নিষেধ থাকতে পারবে না। যদি সে এগুলো কায়েম করতে না পারে, তাহলে এ ধরনের কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করা তার জন্য জায়েয নয়। বরং এমতাবস্থায় তার জন্য ওয়াজিব হল সেখান থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরাত করা।

'আল-মুগনী' কিতাবের লেখক (ইবনু কুদামাহ আল মাকদিসী) উক্ত কিতাবে (৪৫৭/৮) হিজরাত সম্পর্কে মানুষের যে সব প্রকারভেদ রয়েছে সে বিষয়ে উল্লেখ করেন:

এক প্রকার হলো এমন, যাদের উপর হিজরাত করা ওয়াজিব ও তাতে সে সক্ষম। সে কাফিরদের মাঝে থাকাকালে তার দ্বীন প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। সে

---

[439] সাহীহ বুখারী: হা/৬১৬৯, ৬১৬৮; মুসলিম ৪৫/৫০/, হাঃ ২৬৪০, আহমাদ ১৮১১৩।

[440] মূল: মু'জামুল আওসাত ৬/২৯৩, আল-মু'জামুস সগীর ২/১১৪, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব: ৩০৩৭, গ্রন্থে এ হাদীসটিকে মুহাদ্দিস আল-আলবানী সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন। হাদীসটির বিস্তারিত তাহকীক "তাহকীক ২" দ্রষ্টব্য।

দ্বীন ইসলামের ওয়াজিব কাজগুলো প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম নয়। তার উপর হিজরাত করা ওয়াজিব, কেননা মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

"প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে- 'তোমরা কোন্ কাজে নিমজ্জিত ছিলে'? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা দুর্বল ক্ষমতাহীন ছিলাম', ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহ্র যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যাতে তোমরা হিজরাত করতে'? সুতরাং তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান।"[441]

এ ধরনের কঠোর হুশিয়ারি হিজরাত করা ওয়াজিব হওয়ার দিকেই নির্দেশ করে। তাছাড়া প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্য ইসলামের ওয়াজিব কাজসমূহ পালন করা ওয়াজিব। আর (তার ক্ষেত্রে) হিজরাত করা ওয়াজিব কাজসমূহ পালন করা ও সম্পূর্ণ করার জন্য অপরিহার্য।

(এ বিষয়ে ফিকহের কায়েদাটি হলো):

ما لا يَتِمُّ الواجِبَ إلاَّ بِه فَهُو واجِبٌ

"আর যা ছাড়া ওয়াজিব সম্পূর্ণ হয়না, তাও ওয়াজিব।"

কাফির রাষ্ট্রে অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিত: উল্লিখিত দুইটি মৌলিক শর্ত পূরণ হলে কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করার বিষয়টি বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে:

প্রথম প্রকার: ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এবং ইসলামের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করা। এটা এক ধরনের জিহাদ। যে ব্যক্তি এ ধরনের জিহাদের শক্তি-সামর্থ্য রাখে, তার জন্য তা করা ফরযে কিফায়া। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, সেখানে দাওয়াতের কাজটি প্রতিষ্ঠিত করার সক্ষমতা থাকতে হবে এবং এই কাজে বাধা প্রদানকারী বা তার দাওয়াতে

[441] সূরা আন-নিসা' ৪ : ৯৭

সাড়া দিতে কোন প্রকার বাঁধা প্রদানকারী কিছু যাতে সেখানে না থাকে। ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে দ্বীনের একটি অন্যতম ওয়াজিব কাজ। এটি রাসূলদের পথ। সর্বদা সব জায়গায় দ্বীন ইসলাম প্রচারের জন্য রাসূল (ﷺ) আদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

'তোমরা আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, যদি তা একটি আয়াতও হয়'।[442]

দ্বিতীয় প্রকার: কাফিরদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এবং তাদের ভ্রান্ত আকীদাহ্, বাতিল ও ভিত্তিহীন ইবাদাত-বন্দেগী, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন, উচ্ছৃঙ্খল চাল-চলন ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য কোন কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করা জায়েয। কেননা এক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা মানুষকে কাফির-মুশরিক কর্তৃক প্রতারিত হওয়া থেকে সতর্ক করা যায় এবং তাদের বাহ্যিক চাল-চলন দেখে যারা মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন, তাদের কাছে কাফিরদের আসল অবস্থা তুলে ধরা যায়। এই উদ্দেশ্যে কোন কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করা এক প্রকার জিহাদও বটে। কেননা কুফর ও কাফিরদের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করা প্রকারান্তরে ইসলাম এবং হিদায়াতের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করারই নামান্তর। আর কুফরের অসারতা ও বিচ্যুতিই হলো ইসলামের সত্যতা ও যথার্থতার প্রমাণ। যেমন কথায় আছে, বিপরীত জিনিস দ্বারা কোন কিছুর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, কাঙ্ক্ষিত কল্যাণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় কোন ফাসাদ সৃষ্টি ব্যতীত সেই অবস্থানকারীর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে হবে। যদি এভাবে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হয়, যেমন: সেখানে যদি তাকে কাফিরদের ধর্মের অসারতা প্রকাশিত করতে এবং এ ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়, তাহলে তার জন্য আর সে দেশে অবস্থান করার মাঝে কোন ফায়দা নেই। আর যদি উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে গিয়ে বড় ধরনের কোন ফিতনা-ফাসাদ দেখা দেয়, যেমন: অবস্থানকারীর দাওয়াতী কাজের মোকাবেলায় যদি সেখানকার কাফিররা ইসলাম, ইসলামের নাবী-রাসূল (ﷺ) এবং এর সম্মানিত ইমামদের নিন্দা করা শুরু করে, তাহলে সেখানে এ ধরনের কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

---

[442] সাহীহ্ বুখারী: হাদীস নং ৩৪৬১, তিরমিযী হা/২৬৬৯; আহমাদ হা/৬৪৮৬; দারেমী হা/৫৫৯; মিশকাত হা/১৯৮।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

" (ওহে মুমিনগণ!) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তারা তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহকে গালি দেবে। আর এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি, অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন (ঘটবে) তাদের প্রতিপালকের নিকট, তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তারা করতো।"[443]

এ বিষয়টি মুসলিমদের পক্ষে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করার জন্য অমুসলিম দেশে অবস্থানের মত; যাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া যায় ও মুসলিমদের এ ব্যাপারে সতর্ক করা যায়। যেমন: খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূল (ﷺ) মুশরিকদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত জন্য তিনি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে মুশরিকদের মাঝে প্রেরণ করেছিলেন।

তৃতীয় প্রকার: কোন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কাফির রাষ্ট্রের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করা জায়েয। যেমন: কোন দূতাবাসে কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে অবস্থান করা। এক্ষেত্রে যে কাজের জন্য অবস্থান করা হবে, সেই কাজের উপর নির্ভর করবে এই অবস্থানের শারঈ বিধান। যেমন: দূতাবাসের সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মকর্তা (এটাচি), তিনি সেখানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয় তত্ত্বাবধান, সেগুলো দেখাশোনা করা, তাদেরকে ইসলামী বিধান পালন এবং ইসলামী আখলাক, আদব-কায়দা, নৈতিকতা ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অবস্থান করে থাকেন। সুতরাং তার এই অবস্থানের দ্বারা ইসলামের বিরাট উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয় এবং অনেক বড় ক্ষতি ও অনিষ্ট দূর হয়।

চতুর্থ প্রকার: ব্যক্তিগত এবং বিশেষ কোন বৈধ প্রয়োজনে সেখানে অবস্থান করা জায়েয, যেমন: ব্যবসা বা চিকিৎসা। তবে তা হতে হবে প্রয়োজন অনুযায়ী,

---

[443] সূরা আল-আনআম ৬ : ১০৮

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেখানে অবস্থান করা যাবে না। উলামায়ে কিরাম ব্যবসার জন্য কাফির রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশকে জায়েয বলেছেন এবং এ বিষয়ে দালীল হিসেবে তাঁরা কিছু সংখ্যক সাহাবীর (رضي الله عنهم) উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।

পঞ্চম প্রকারঃ পড়াশোনার জন্য কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করা। এ ধরনের অবস্থান যদিও পূর্বোল্লিখিত প্রয়োজনে কাফির রাষ্ট্রে অবস্থানের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি অন্যান্য প্রয়োজনে সেখানে অবস্থানের তুলনায় পড়াশোনার জন্য অবস্থানের বিষয়টি তার দ্বীন ও চরিত্রের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। কেননা যে কোন শিক্ষার্থী মর্যাদার দিক দিয়ে নিজেকে ছোট মনে করে এবং তার শিক্ষককে বড় মনে করে থাকে। এক্ষেত্রে তাই এমন হবে যে, সে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, তাদের চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ এবং চাল-চলনকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে এবং এভাবে এক সময় সে তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে শুরু করবে। তবে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী যাদেরকে আল্লাহ্ হিফাযত করে থাকেন, কেবল তারাই এরূপ পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

তাছাড়া একজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রয়োজনে তার শিক্ষকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এতে করে শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে ভালবাসতে শুরু করে এবং শিক্ষকের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতাকে সে তোষামোদ করতে থাকে। তাছাড়া ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থীর অনেক কাফির সহপাঠী থাকে এবং তাদের মধ্য থেকে সে অনেককে বন্ধু হিসেবে বেছে নেয়। সে তাদেরকে ভালবাসে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ প্রকারের বিপদের কারণে পূর্বোল্লেখিত প্রকারের চেয়ে নিজেকে অধিক হেফাযত প্রয়োজন। আর তাই মৌলিক ২টি শর্তের পাশাপাশি আরো কয়েকটি শর্তারোপ করা হয়েছে। সেগুলো হলোঃ

১. শিক্ষার্থীকে বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে যথেষ্ট পরিপক্ক হতে হবে, যা দ্বারা সে কল্যাণকর এবং ক্ষতিকর বিষয় সমূহের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে এবং সুদূর ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তা দেখতে পাবে। আর কম বয়সী এবং অপরিপক্ক বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার জন্য কাফিরদের দেশে পাঠানোর কাজটি হবে তাদের দ্বীন, চরিত্র এবং চাল-চলনের জন্য খুবই বিপজ্জনক। তাছাড়া এটি তাদের জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্যও মারাত্মক বিপজ্জনক। তার এ বিষপান তার ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যেও

সংক্রমিত হবে। বাস্তবতা ও পর্যবেক্ষণও তাই সাক্ষ্য দেয়। কেননা পড়াশোনার জন্য পাঠানো বহু শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের পরিবর্তে অন্য কিছু নিয়েই ফিরে এসেছে। তারা দ্বীন, চরিত্র এবং চাল-চলনে বিপথগামী হয়ে ফিরেছে। আর এসব বিষয়ে তাদের নিজেদের এবং সমাজের যে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা তো জানা কথা এবং সাক্ষ্যও তাই বলে। কাজেই অপরিপক্ক জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন এসব কম বয়সী শিক্ষার্থীকে পড়াশোনার জন্য কাঁফির রাষ্ট্রে পাঠানো যেন কোন ভেড়ীকে হিংস্র কুকুরের মুখে তুলে দেওয়ার মতই কাজ।

২. শিক্ষার্থীর নিকট ইসলামী শারীআতের এই পরিমাণ জ্ঞান থাকতে হবে যা দ্বারা সে হক ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে এবং সত্য দিয়ে মিথ্যাকে প্রতিহত করতে পারে। যাতে করে কাঁফিরদের বাঁতিল বিষয়াদি দ্বারা সে প্রতারিত না হয় এবং বাঁতিলকে যেন সত্য বলে মনে না করে বা বিভ্রান্তিতে যেন না পড়ে কিংবা বাঁতিলকে প্রতিহত করতে অক্ষম হয়ে দিশেহারা অথবা বাতিলের অনুসারী না হয়ে যায়। হাদীস্বে বর্ণিত দুআ'য় রয়েছে:

اللَّهُمَّ أَرِنِـيْ الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنِيْ اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فأضل

হে আল্লাহ্! সত্যকে সত্য হিসেবে আমাকে দেখাও এবং তা অনুসরণ করার তাউফিক আমাকে দান করো। আর বাঁতিলকে বাঁতিল হিসেবে আমাকে দেখাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক আমাকে দান করো এবং সত্য-মিথ্যার বিষয়টি আমার কাছে অস্পষ্ট রেখো না, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো।[444]

3. শিক্ষার্থীর মাঝে এ পরিমাণ ধার্মিকতা থাকতে হবে যা তাকে কুফর এবং পাপাচার থেকে রক্ষা করবে। ধার্মিকতার দিক দিয়ে দুর্বল কোন ব্যক্তি কাঁফির রাষ্ট্রে অবস্থান করে নিরাপদে থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যদি কাউকে নিরাপদে রাখেন তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কেননা সেখানে তাকে আক্রমণকারী বিষয়সমূহ বেশ শক্তিশালী এবং তার প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ দুর্বল। সেখানে রয়েছে

---

[444] বিস্তারিত তাহকীক "তাহকীক ৩" দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন ধরনের কুফর ও পাপাচারের অসংখ্য শক্তিশালী উপকরণ। এগুলো যদি এমন কোন স্থানে সংঘটিত হয় যেখানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা বেশ দুর্বল, তাহলে যা হবার তাই হবে।

4. মুসলিম জাতির জন্য কল্যাণকর যে জ্ঞানার্জন প্রয়োজনীয়তার দাবী, তা অর্জনের মত প্রতিষ্ঠান তার নিজ দেশে নেই। কিন্তু সে বিষয়ে যদি মুসলিম জাতির কোন ফায়দা না থাকে অথবা সে বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা যদি কোন ইসলামী দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে থাকে, তাহলে সে জ্ঞানার্জনের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করা জায়েয নয়। কারণ অমুসলিম দেশে অবস্থান একদিকে যেমন দ্বীন ও আখলাকের জন্য বিপজ্জনক, অন্যদিকে তা প্রচুর অর্থ-সম্পদ অনর্থক অপচয় করার কারণও বটে।

ষষ্ঠ প্রকারঃ (স্থায়ীভাবে) বসবাসের জন্য কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করা। এ ধরনের অবস্থান পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন কারণে সেখানে অবস্থানের চেয়ে আরো বেশি বিপজ্জনক। কেননা, এভাবে অবস্থান করতে গেলে কাফিরদের সাথে পূর্ণ মেলামেশা ও সংশ্রবের ফলে অনেক ধরনের ফিতনা-ফাসাদ দেখা দিবে।

কেননা অবস্থানকারী যখন নিজেকে সেই দেশের স্থায়ী বাসিন্দা বলে মনে করবে, তখন একটি দেশে বসবাস করতে গেলে যে সব বিষয় সাধারণত মানার প্রয়োজন হয়, সেগুলো তাকে মেনে চলতে হবে যেমনঃ কাফিরদের প্রতি আন্তরিকতা, হৃদ্যতা, মৈত্রী, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ইত্যাদি। এতে কাফিরদের দল ভারী হবে। তাছাড়া সেখানে বসবাস করলে নিজের পরিবার-পরিজন কাফির সমাজে বেড়ে উঠবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা কাফিরদের স্বভাব-চরিত্র এবং কৃষ্টি-কালচার গ্রহণ করে নিবে। শুধু তাই নয়, তারা আকীদাহ্ ও ইবাদাতের ক্ষেত্রেও কাফিরদেরকে অনুসরণ করতে পারে। এ কারণে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে:

مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ

'কেউ কোন মুশরিকের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সাথে বসবাস করলে সে তাদেরই মত একজন'।[445]

---

[445] আবূ দাউদ হা/২৭৮৭; তাবারানী কাবীর হা/৭০২৩; আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহুল জামে হা/৬১৮৬; সহীহা হা/২৩৩০।

হাদীস্বটির সনদ যদিও দুর্বল, তথাপি এতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা বাস্তবিকভাবে সঠিক বলেই প্রতীয়মান হয়। কারণ কারো সাথে কেউ বসবাস করলে সে তাদের মত হয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ হয়। এছাড়া ক্বাইস ইবনু আবী হাযিম কর্তৃক জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস্বে রয়েছে:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلِمَ قَالَ " لاَ تَرَايَا نَارَاهُمَا "

জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: খাস্‌আমদের অঞ্চলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি ছোট বাহিনী প্রেরণ করেন। সিজদার মাধ্যমে সেখানকার জনগণ আত্মরক্ষা করতে চাইল। কিন্তু দ্রুততার সাথে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলে তিনি তাদের অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) দেওয়ার জন্য হুকুম দেন। তিনি আরো বলেন, মুশ্‌রিকদের সাথে যে সকল মুসলিম বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব হতে মুক্ত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কেন? তিনি বললেন: তাদের থেকে এইটুকু দূরে থাকবে যেন উভয়ের আগুন না দেখা যায়।[446]

আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও অধিকাংশ বর্ণনাকারী এ হাদীস্বটি ক্বাইস ইবনু আবী হাযিম হতে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, আমি শুনেছি মুহাম্মাদ- অর্থাৎ ইমাম বুখারী বলেন, সঠিক হচ্ছে ক্বাইস থেকে বর্ণিত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস্ব মুরসাল।

কোন কাফির রাষ্ট্র যেখানে প্রকাশ্যে কুফরী আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে এবং যেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান পালন করা হয়ে থাকে, সেখানে বসবাস করে একজন মু'মিন ব্যক্তি কিভাবে নিজ চোখে এসব দেখে, নিজ কানে এসব শুনে এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? একজন মু'মিন ব্যক্তি কি করে কোন কাফির রাষ্ট্রে নিজের সন্তান-সন্তুতি ও পরিবার-পরিজন নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের ন্যায় শান্তিতে থাকতে পারে?

---

[446] তিরমিযীঃ ১৬০৪ - মুহাক্কিক মুহাদ্দিস আলবানী হাদীস্বটিকে সহীহ বলেছেন - যুবাইর আলী যাঈ দাঈফ বলেছেন। বিস্তারিত তাহকীক "তাহকীক 4" দ্রষ্টব্য।

অথচ সেখানে তার নিজের, তার সন্তান-সন্তুতি ও পরিবার-পরিজনের দ্বীন ও চরিত্রের জন্য রয়েছে নানাবিধ বড় ধরনের বিপদ?

কাফির রাষ্ট্রে বসবাসের দ্বীনী বিধান সম্পর্কে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, এখানে তা তুলে ধরা হলো। আমরা মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করছি, যেন আমাদের এই বক্তব্যে আমরা সত্য ও সঠিক হই।

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَمَرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ، مِثْلُ: الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالأَذَانِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ

আর মদীনাতে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে ইসলামী শরীআহ্র অবশিষ্ট বিধান যেমন: যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ, আযান, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং ইসলামী শরীআহ্র অন্যান্য বিধান পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়[১]।

১. **অবশিষ্ট আহকামের অবতরণ:** এখানে গ্রন্থকার [রহিমাহুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা] বলেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মদীনাতে স্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতঃপূর্বে মক্কায় তিনি ১০ বছর যাবত মানুষকে কেবল তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছিলেন। অতঃপর মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর উপর ৫ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হয়। এরপর মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় হিজরাত করা পর্যন্ত তাঁর উপর যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ এবং অন্য কোন ইসলামের নিদর্শনসমূহ ফরয করা হয়নি। শায়খ [রহিমাহুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা] এর কথা থেকে এটা পরিষ্কার যে, মৌলিক ও বিস্তারিত বিধি-বিধান সহ যাকাত মদীনাতেই ফরয করা হয়েছিল।

তবে কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম এ অভিমত পোষণ করেন যে, যাকাতের মূল নির্দেশনা মক্কায় অবস্থানকালীন সময়েই এসেছিল, কিন্তু সেখানে যাকাতের নিসাব এবং এর কী কী ওয়াজিব রয়েছে তা নির্ধারণ করা হয় নি। বরং মাদীনাতে এর নিসাব ও এর মধ্যে ওয়াজিব বিষয়সমূহকে নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা তাদের এই বক্তব্যের স্বপক্ষে দালীল হিসেবে বলেছেন, যে সব আয়াতের

মাধ্যমে যাকাতের বিধান ফরয করা হয়েছে, সেই আয়াতগুলো মাক্কী সূরার মাঝে এসেছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা সূরা আনআমে বলেছেন:

وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

"আর ফসল তোলার দিন (নির্ধারিত ওশর ও অনির্ধারিত দানের মাধ্যমে) হক আদায় কর।"[447]

তিনি আরো বলেছেন:

وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۝

"যাদের ধন-সম্পদে একটা সুবিদিত অধিকার আছে, প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের।"[448]

যাই হোক, যাকাত ও তার নিসাব, এর ওয়াজিবসমূহ ও এর হকদার সম্পর্কিত নির্দেশনা মদীনাতেই এসেছিল। এমনিভাবে আযান ও জুমুআর সলাতের বিধানও মদীনাতে দেয়া হয়েছিল। বাহ্যত যা বুঝা যায়, জামাআতে সলাত আদায়ের নির্দেশও মদীনাতে এসেছিল। কেননা আযানের মাধ্যমে যে জামাআতে সলাত আদায়ের প্রতি আহ্বান করা হয়, তা ২য় হিজরীতে মদীনাতেই ফরয করা হয়েছিল। যাকাত এবং সিয়ামও ২য় হিজরীতে ফরয করা হয়েছিল। উলামাদের বক্তব্য অনুসারে সঠিক মত হচ্ছে হাজ্জকে ৯ম হিজরীর আগে ফরয করা হয়নি। আর হাজ্জকে ৮ম হিজরীতে মাক্কা বিজয়ের পর ইসলামের ভূমি হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পরেই ফরয করা হয়। এমনিভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধসহ অন্য সকল পরিষ্কার নিদর্শনাবলী ফরয করা হয়েছে মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাসূল (ﷺ) এর অবস্থান স্থায়ী হওয়ার।

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِيْنَ وَبَعْدَهَا تُوُفِّيَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ

তথায় তিনি (ﷺ) দশ বছর যাবত ইসলামের এসব বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি তাঁর উপর[১]।

---

[447] সূরা আল-আনআম ৬ : ১৪১

[448] সূরা আল-মাআরিজ ৭০ : ২৪-২৫

১. **রাসূল (ﷺ) এর ওফাতঃ** রাসূল (ﷺ) হিজরাতের পর দশ বছর যাবত মদীনাতে ইসলামের এসব বিধি-বিধান বাস্তবায়িত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ যখন তাঁর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলেন এবং মু'মিনদের উপর স্বীয় নিয়ামত সম্পন্ন করে দিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে এবং সর্ব্বোচ্চ সাহচর্যে নাবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং সৎকর্মশীলদের সাথে তাঁকে মিলিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তাই সফর মাস শেষে রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম থেকেই রাসূল (ﷺ) এর অসুখ দেখা দিল। সেদিন তিনি মাথায় পট্টি বেঁধে লোকজনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এলেন এবং মসজিদের মিম্বারে উঠে প্রথমেই ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত কামনা করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ ". فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنِ اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْعَبْدَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا. قَالَ " يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ باب إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ باب أَبِي بَكْرٍ

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে এই দু'য়ের মধ্যে একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা গ্রহণ করলেন। তখন আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কাঁদতে লাগলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই বৃদ্ধকে কোন বিষয়টি কাঁদাচ্ছে? আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহ্‌র নিকট যা রয়েছে-এই দু'য়ের একটা গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিলে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট যা রয়েছে তা গ্রহণ করেছেন (এতে কাঁদার কি আছে?)। মূলতঃ আল্লাহ্‌র রাসূলই (ﷺ) ছিলেন সেই বান্দা। আর আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ছিলেন আমাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী। নাবী (ﷺ) বললেনঃ হে আবূ বক্‌র, তুমি কাঁদবে না। নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমাকে যিনি সবচেয়ে অধিক ইহসান করেছেন তিনি আবূ বক্‌র। আমার কোন উম্মাতকে যদি আমি খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করতাম, তবে তিনি হতেন আবূ বক্‌র। কিন্তু তাঁর

সাথে রয়েছে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য। আবূ বকরের দরজা ব্যতীত মসজিদের কোন দরজাই রাখা হবে না, সবই বন্ধ করা হবে।[449]

অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নির্দেশ দিলেন (ইমাম হয়ে) উপস্থিত লোকজনকে নিয়ে সলাত আদায় করতে।

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَا هُمْ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ لَهُمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِيْ صُفُوْفِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيْدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَسٌ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ أَنْ يَفْتَتِنُوْا فِيْ صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ

আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: সোমবারে সাহাবীগণ ফজরের সলাতে ছিলেন। আর আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের সলাতের ইমামতি করছিলেন। হঠাৎ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরের পর্দা উঠিয়ে তাদের দিকে দেখলেন। সাহাবীগণ কাতারবন্দী অবস্থায় সলাতে ছিলেন। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুচকি হাসি দিলেন। আবূ বাকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুক্তাদীর সারিতে পিছিয়ে আসতে মনস্থ করলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে সলাত আদায়ের জন্য বের হওয়ার ইচ্ছা করছেন। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর (আগমনের) আনন্দে সাহাবীগণের সলাত ভঙ্গের উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতের ইশারায় তাদের সলাত পূর্ণ করতে বললেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন ও পর্দা টেনে দিলেন।[450]

এরপর মহান আল্লাহ্ তাকে নিজ সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য ১১ হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ মতান্তরে ১৩ তারিখ সোমবারকে বেছে নিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর পাশে রাখা একটি পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে বার বার নিজের চেহারা মুছে মুছে বলতে লাগলেন:

---

[449] সাহীহ বুখারী: হা/৪৬৬, মুসলিম হা/২৩৮২; তিরমিযী হা/৩৬৫৯; মিশকাত হা/৫৯৫৭।
[450] সাহীহ বুখারী: হা/৪৪৪৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৬৫০।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ

'আল্লাহ্ ভিন্ন সত্য কোন মা'বূদ নেই, মৃত্যু-যন্ত্রণা সত্যিই কঠিন'।[451]

তারপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন:

اَللّٰهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

'হে আল্লাহ্! সর্বোচ্চ সাহচর্যে (মিলিত হতে চাই)'।[452]

সেদিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সাহাবায়ি কিরাম অস্থির হয়ে পড়েন ও সত্যিই এমনিভাবে অস্থির হওয়া তাদের অধিকার ছিলো। এমতাবস্থায় আবূ বকর এসে মিম্বারে উঠে আল্লাহ্‌র হাম্দ ও স্বানা' বর্ণনা করলেন। এরপর তিনি বললেন:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ

'অতঃপর আপনাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (ﷺ) এর ইবাদাত করতেন, জেনে রাখুন! তিনি তো ইনতিকাল করেছেন। আর যারা আপনাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করতেন, (জেনে রাখুন) আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, কখনো মরবেন না'।[453]

অতঃপর তিনি কুরআন মাজীদের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى أَعْقَابِكُمْ ۗ

"মুহাম্মাদ হচ্ছে একজন রসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে আরও অনেক রসূল গত হয়েছে; কাজেই যদি সে মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা উল্টাদিকে ঘুরে দাঁড়াবে?"[454]

তিনি আরো তিলাওয়াত করেন:

---

[451] সাহীহ বুখারী: হা/৪৪৪৯, আজুর্রী, আশ-শারীআহ হা/১৮৪৩; তাবারানী কাবীর হা/৭৮; মিশকাত হা/৫৯৫৯।

[452] সাহীহ বুখারী: হা/৪৪৩৭, মুসলিম হা/২১৯১; আহমাদ হা/২৪৪৫৪; মিশকাত হা/৫৯৬৪।

[453] সাহীহ বুখারী: হা/৪৪৫৪, ইবনু মাজাহ হা/১৬২৭; আহমাদ হা/২৫৮৪১; সহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৬২০।

[454] সূরা আলু ইমরান ৩ : ১৪৪

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

'তুমিও মরবে আর তারাও মরবে।"[455]

অতঃপর আবূ বক্‌র (রাযিআল্লাহু আনহু) এর কথা শুনে লোকেরা প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এতক্ষণে তারা বুঝতে পারলেন যে, সত্যিকার অর্থেই নাবী (ﷺ) ইন্তেকাল করেছেন। কাজেই রাসূল (ﷺ) কে তাঁর সম্মানার্থে তাঁর পরনের জামার উপরেই গোসল দেওয়া হলো। তারপর তিনটি সুতি সাদা চাদরে কাফন পরানো হলো, তাতে জামা বা পাগড়ী কিছু ছিল না। অতঃপর কোন ইমাম ছাড়াই সবাই একা একা রাসূল (ﷺ) এর জানাযার সলাত আদায় করলেন। আর খলীফা মনোনীত করে বাইআত সম্পন্ন করার পর বুধবার রাতে রাসূল (ﷺ) এর দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। তাঁর প্রতি তাঁর মহান প্রতিপালকের সর্বোৎকৃষ্ট রহমত এবং পরিপূর্ণ শান্তি বর্ষিত হোক।

وَدِيْنُهُ بَاقٍ؛ وَهَذَا دِيْنُهُ، لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ: التَّوْحِيْدُ، وَجَمِيْعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَ مِنْهُ: الشِّرْكُ، وَجَمِيْعُ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ وَيَأْبَاهُ

بَعَثَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيْعِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ وَالإِنْسِ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

আর তাঁর দ্বীন রয়ে গেল। এটি তাঁর সেই দ্বীন, এমন কোন কল্যাণকর বিষয় নেই যার নির্দেশনা তিনি তাঁর উম্মাতকে দেননি। আর কোন ক্ষতিকর বিষয়ও নেই যে সম্পর্কে তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক ও সাবধান করেন নি। আর তাঁর নির্দেশিত কল্যাণকর বিষয়সমূহ হচ্ছে: তাওহীদ ও আল্লাহ্‌র যাবতীয় পছন্দনীয় বিষয় ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট। আর ক্ষতিকর যা থেকে তিনি (ﷺ) সতর্ক ও সাবধান করেছেন: সেগুলো হলো শির্ক এবং আল্লাহ্‌র যাবতীয় ঘৃণা ও অপছন্দনীয় বিষয়।

[455] সূরা আয্-যুমার ৩৯ : ৩০

আর আল্লাহ্ তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন[১] আর আল্লাহ্ তাঁর আনুগত্যকে ফরয করে দিয়েছেন স্বাকালাইন তথা মানুষ ও জ্বিন দু'টি জাতির সকলের উপর।

আর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল'[২]।"[456]

জিন ও মানুষের রাসূল:

১. 'সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন' অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন।

২. এই আয়াতটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) হলেন সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল। আর যিনি তাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, সেই মহান সত্ত্বা আল্লাহ্ হলেন সমগ্র আসমান ও যমীনের মালিক, যার হাতে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু দানের একক ও পরিপূর্ণ ক্ষমতা। মহান আল্লাহ্ যেমন উলূহিয়্যাতে এক ও অদ্বিতীয়, তেমনি রুবূবিয়্যাতেও এক ও অদ্বিতীয়। অতঃপর উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন তার এই উম্মী নাবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করি এবং তাঁর যথাযথ অনুসরণ করি। আর তা-ই হচ্ছে জ্ঞান, আমল, সঠিক পথ ও তাওফীকের হিদায়াত তথা প্রদর্শিত পথ। তাই তিনি হলেন সাকালাইন তথা সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতির প্রতি প্রেরিত রাসূল। মানব ও জ্বিন জাতিকে আরবীতে স্বাকালাইন (স্বাকীল শব্দের দ্বিবচন হলো স্বাকালাইন, যার অর্থ 'ভারী') বলার কারণ হলো, পৃথিবীতে এই দুই জাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

وَأَكْمَلَ اللهُ بِهِ الدِّيْنَ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ দ্বীনকে পূর্ণ করেন। আর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

---

[456] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৫৮

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'আমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম।১"[457]

১. **দ্বীনের পূর্ণতা লাভ:** রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীন কিয়ামাহ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে উম্মতের জীবনের সর্বক্ষেত্রে যা কিছুর প্রয়োজন রয়েছে, সবকিছু তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গিয়েছেন। যেমন আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন:

ما ترك النبي ﷺ، طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما

'আকাশে একটি পাখির ডানা নাড়ানোর মাঝেও কী নিদর্শন রয়েছে, সেটুকুও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বলে গেছেন'।[458]

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ . فَقَالَ أَجَلْ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ " لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ

সালমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, মুশরিকরা একবার আমাকে বলল, আমরা দেখছি তোমাদের সঙ্গী [রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেয়; এমনকি প্রস্রাব-পায়খানার নিয়ম নীতিও তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়! (জবাবে) তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ডান হাতে শৌচ কাজ করতে, (ইস্তিন্জা সময়) কিবলামুখী হয়ে বসতে এবং তিনি আমাদেরকে আরো নিষেধ করেছেন গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইসতিনজা' করতে। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইসতিন্জা না করে।[459]

কাজেই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কথা দ্বারা, কাজ দ্বারা দ্বীন ইসলামের প্রতিটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে গেছেন, হোক তা নিজে থেকেই ব্যক্ত করার

---

[457] সূরা আল-মায়েদাহ ৫ : ৩

[458] মুসনাদ আহমাদ: ২১৩৬১, মুহাক্কিক শু'আইব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। বিস্তারিত তাহকীক "তাহকীক ৫" দ্রষ্টব্য।

[459] সহীহ মুসলিমঃ হা/৪৯৫ (২৬২), আবূ দাউদ হা/৭; তিরমিযী হা/১৬; নাসাঈ হা/৪১; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬; মিশকাত হা/৩৭০।

মাধ্যমে কিংবা কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে। আর তিনি যে সব বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করে গেছেন সেগুলোর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় হলো তাওহীদ।

তিনি যে সব কাজের আদেশ দিয়েছেন সে সবের প্রত্যেকটিতে উম্মতের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর যে সব কাজ থেকে তিনি নিষেধ করেছেন, সে সবের প্রত্যেকটিতে উম্মতের ইহকালীন ও পরকালীন অনিষ্ট ও অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিছু মানুষের অজ্ঞতাপূর্ণ দাবি হলো, ইসলামের আদেশ-নিষেধের মাঝে সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য রয়েছে। এ ধরনের দাবির আসল কারণ হলো তাদের বুদ্ধিমত্তার ত্রুটি, ধৈর্যশক্তির স্বল্পতা এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা। বরং এটা তো ইসলামের সাধারণ নীতি যে, মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য দ্বীনের মাঝে এমন কোন বিধান রাখেননি যা পালন করা আমাদের জন্য কঠিন। বরং দ্বীন ইসলামের প্রতিটি বিষয় সকলের জন্য অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাবলীল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না।"[460]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"দ্বীনের ভিতর তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেননি।"[461]

তিনি আরো বলেন:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না'।[462]

যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহ্রই জন্য, যিনি তাঁর নিয়ামতসমূহকে আমাদের জন্য সুসম্পন্ন করেছেন এবং তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

---

[460] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৮৫
[461] সূরা আল-হাজ্জ ২২ : ৭৮
[462] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৬

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ ﷺ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُوْنَ

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾ وقَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

আর তার মৃত্যুর প্রমাণে মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "তুমিও মরবে আর তারাও মরবে। অতঃপর কিয়ামাত দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাদানুবাদ করবে[১]।"[463]

মানুষের মৃত্যু হলে পুনরুত্থিত হবেই[২]। আর দালীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী: 'মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি[৩], তাতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব[৪] আর তা থেকে তোমাদেরকে আবার বের করব[৫]।'[464]

আর আল্লাহ তাআলার বাণী: "আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্গত করেন (এবং ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলেন যেমন বাড়িয়ে তোলেন বৃক্ষকে) অতঃপর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন এবং তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন[৬]।"[465]

১. রাসূল (ﷺ) অবশ্যই মরণশীল: এই আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রাসূল (ﷺ) এবং যাদের প্রতি তাঁকে পাঠানো হয়েছে তারা সকলেই মরণশীল। অতঃপর কিয়ামাতের দিন তারা আল্লাহ্‌র নিকট বিবাদে লিপ্ত হবে। তখন আল্লাহ্ তাদের মাঝে সত্য ও সঠিক ফায়সালা করে দিবেন। আর সেদিন তিনি কাফিরদেরকে মু'মিনদের উপর বিজয়ী হওয়ার কোন পথ খোলা রাখবেন না।

---

[463] সূরা আয্-যুমার ৩৯ : ৩০-৩১

[464] সূরা ত্বা হা ২০ : ৫৫

[465] সূরা নূহ ৭১ : ১৭-১৮

২. **পুনরুত্থানের স্বরূপ:** উপরের বাক্যটিতে শায়খ [রহিমাহুল্লাহ] সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন যে, প্রতিটি মানুষই মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে। মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়ার জন্য পুনরায় জীবিত করবেন। আর এটাই হলো নাবী-রাসূলদেরকে পাঠানোর ফলাফল, যাতে করে মানুষ এই পুনরুত্থান দিবসের জন্য আমল করে। এটি হলো এমন একটি দিন যে দিনের অবস্থা ও ভয়াবহতার যে বিবরণ আল্লাহ্‌ দিয়েছেন, তা শুনলে অন্তর আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যায় এবং এই দিনকে প্রচন্ড ভয় পায়।

মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন:

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾

"অতএব তোমরা যদি (এই রসূলকে) অস্বীকার কর, তাহলে তোমরা কীভাবে সেদিন আত্মরক্ষা করবে যেদিনটি (তার ভীষণতা ও ভয়াবহতায়) বালককে ক'রে দেবে বুড়ো। যার কারণে আকাশ ফেটে যাবে, আল্লাহ্‌র ওয়া'দা পূর্ণ হয়ে যাবে।"[466]

বাক্যটিতে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান পোষণের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে শায়খ [রহিমাহুল্লাহ] দু'টি আয়াতকে দালীল হিসেবে পেশ করেছেন।

৩. **মাটি থেকে মানব সৃষ্টি:** অর্থাৎ মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি যেমনভাবে আদম [আলাইহিস সালাম] কে আমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।

৪. **মাটিতেই প্রত্যাবর্তন:** অর্থাৎ মৃত্যুর পর মাটিতে দাফন করার মাধ্যমে।

৫. **মাটি থেকেই পুনরুত্থান:** অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন পুনরুত্থানের মাধ্যমে।

৬. এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতের সাথে সম্পূর্ণ সমার্থক:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾

---

[466] সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল ৭৩ : ১৭-১৮

"মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব, আর তা থেকে তোমাদেরকে আবার বের করব।"[467]

এই অর্থে কুরআন মাজীদে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করে আবার তাতেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মূলত: আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন মানুষের পুনরুত্থানের বিষয়টি প্রমাণ করেছেন, যাতে করে মানবজাতি পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি তাদের ঈমান যাতে বৃদ্ধি পায়। আর তারা যেন সেই মহান কিয়ামাহ দিবসের জন্য কাজ করে। আমরা মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে সেই মহান দিবসের জন্য কাজ করার তাউফিক দান করেন এবং সেই দিনে আমাদেরকে সৌভাগ্যের অধিকারী করেন।

وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُوْنَ وَمُجْزِيُّوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾

আর পুনরুত্থানের পর হিসাব গ্রহণ এবং তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে।

আর দালীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "যাতে তিনি যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল দেন আর যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন শুভ প্রতিফল।"[468]

১. **হিসাব গ্রহণ এবং প্রতিফল প্রদান:** অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ দুনিয়াতে যে সব কাজ করেছে, পুনরুত্থানের পর তার প্রতিটি কাজের হিসাব নেওয়া হবে এবং সে অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। কেউ সৎকর্ম করে থাকলে সে ভাল প্রতিদান লাভ করবে, আর মন্দ কাজ করে থাকলে মন্দ প্রতিদান পাবে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

---

[467] সূরা ত্বাহা ২০ : ৫৫

[468] সূরা আন-নাজ্ম ৫৩ : ৩১

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

"অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে, ৮. আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সেও তা দেখবে।"[469]

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ۝

"আর কিয়ামাত দিবসে আমি সুবিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, অতঃপর কারো প্রতি এতটুকুও অন্যায় করা হবে না। (কর্ম) সরিষার দানা পরিমাণ হলেও তা আমি হাযির করব, হিসাব গ্রহণে আমিই যথেষ্ট।"[470] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

"যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে তার জন্য আছে দশ গুণ পুরস্কার, আর যে ব্যক্তি অসৎকাজ করবে তাকে শুধু কৃতকর্মের তুল্য প্রতিফল দেয়া হবে, তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না।"[471]

প্রতিটি নেক কাজের প্রতিদান দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ এবং সাতশ গুণ থেকে বাড়িয়ে অনেক গুণ করে দেওয়াটা বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ করুণা, অনুগ্রহ ও দয়া। মানুষকে নেক কাজ করার তাউফিক দান করা যেমন আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ, তেমনি নেক কাজের জন্য সেই কাজের চেয়ে অনেক গুণ বেশি প্রতিদান দেওয়াও বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে বান্দাকে

---

[469] সূরা আয-যিলযাল ৯৯ : ৭-৮
[470] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ৪৭
[471] সূরা আল-আনআম ৬ : ১৬০

তার মন্দ কাজের প্রতিফল দেওয়া হবে সেই খারাপ কাজের সমপরিমাণ, বেশি দেওয়া হবে না।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَمَا جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

"আর যে ব্যক্তি অসৎকাজ করবে তাকে শুধু কৃতকর্মের তুল্য প্রতিফল দেয়া হবে, তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না।"[472]

এটি হলো বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ দয়া, অনুগ্রহ এবং সদাচরণ।

এরপর এ কথার প্রমাণ হিসেবে শায়খ [রহমাতুল্লাহি আলাইহি] যে আয়াতটি পেশ করেছেন তা হলো:

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا

"যাতে তিনি যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল দেন।"[473]

এখানে একথা বলা হয়নি যে, মন্দ আমলকারীদেরকে সবচেয়ে খারাপ প্রতিফল দেওয়া হবে, যেমনটি বলা হয়েছে সৎ আমলকারীদের সম্পর্কে যে,

وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

'আর যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন শুভ প্রতিফল।"[474]

> وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ
>
> وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ
>
> পুনরুত্থানকে যে অস্বীকার করলো, সে কুফর করলো।

[472] সূরা আল-আনআম ৬ : ১৬০

[473] সূরা আন-নাজ্‌ম ৫৩ : ৩১

[474] সূরা আন-নাজ্‌ম ৫৩ : ৩১

আর দালীল আল্লাহ্‌র বাণী: "কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কক্ষনো আবার জীবিত করে উঠানো হবে না। বল, নিশ্চয়ই (উঠানো) হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আবার জীবিত করে উঠানো হবে, অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হবে তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করেছ। এ কাজ (করা) আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ।"[475]

১. পুনরুত্থান অস্বীকারকারীর বিধান: যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়টি অস্বীকার করবে সে কাফির। মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন:

وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

"তারা বলে, আমাদের দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই, আমাদেরকে আবার (জীবিত করে) উঠানো হবে না। তুমি যদি দেখতে যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তিনি বলবেন, (তোমরা এখন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ) তা কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের রবের কসম তা সত্য। তিনি বলবেন, তোমরা কুফরী করেছিলে তার জন্য এখন শাস্তি ভোগ কর।"[476]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۝ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ۝ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ۝ ثُمَّ يُقَالُ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۝

[475] সূরা আত্‌-তাগাবুন ৬৪ : ৭

[476] সূরা আল-আনআম ৬ : ২৯-৩০

"সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের, যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে। কেবল সীমালঙ্ঘনকারী, পাপাচারী ছাড়া কেউই তা অস্বীকার করে না। তার সামনে যখন আমার আয়াত পড়ে শোনানো হয়, তখন সে বলে, 'এ তো প্রাচীন কালের লোকেদের কাহিনী"। কক্ষনো না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে। কক্ষনো না, তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে। অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর বলা হবে 'এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে।"[477]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾

"আসলে তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, আর যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।"[478]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

"যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে আর তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তারা আমার রহ্‌মাত থেকে নিরাশ হবে আর তাদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি।"[479]

শায়খ [সুবহানাহু ওয়া তাআলা] এ বিষয়ে দালীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾

---

[477] সূরা আল-মুতফ্‌ফিফীন ৮৩ : ১০-১৭

[478] সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ১১

[479] সূরা আল-আনকাবূত ২৯ : ২৩

> "কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কক্ষনো আবার জীবিত করে উঠানো হবে না। বল, নিশ্চয়ই (উঠানো) হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ। তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আবার জীবিত করে উঠানো হবে, অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হবে তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করেছ। এ কাজ (করা) আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ।"[480]

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীর রদঃ পুনরুত্থানকে যারা অস্বীকার করে, তাদের টনক নড়ার জন্য উপযুক্ত জবাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত: পুনরুত্থান এমন একটি বিষয় যা সকল আসমা'নী কিতাব ও শারীআতে উল্লিখিত হয়েছে, নাবী-রাসূলগণ থেকে ধারাবাহিক ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের জাতি ও সম্প্রদায় বিষয়টিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। তাহলে তোমরা কি করে এটাকে অস্বীকার করতে পারো? অথচ তোমরা কোন প্রাচীন দার্শনিক, আবিষ্কারক কিংবা চিন্তাবিদ থেকে বর্ণিত এমন সব বর্ণনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকো যেগুলোর বর্ণনাসূত্র সত্যতা ও বাস্তবতার মাপকাঠিতে এতই নিম্নমানের যে, পুনরুত্থানের বর্ণনার ধারের কাছেও সেগুলো পৌঁছাতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত: মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়টি যে সম্ভব, মানবীয় বিবেক-বুদ্ধিও নানাভাবে এ কথার সাক্ষ্য দেয়। যেমন:

ক. কোন বিবেকবান মানুষ অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে সৃষ্টির বিষয়টি অস্বীকার করবে না। আর এটাও অস্বীকার করবে না যে, জগতের প্রতিটি বস্তুই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অতএব যে মহান সত্ত্বা আমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করলেন এবং শূন্য থেকে সৃষ্টি করলেন, নিঃসন্দেহে তিনি আমাদেরকে পুনরায় সেই প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম।

যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

> "তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন আর তা তার জন্য খুবই সহজ।"[481]

---

[480] সূরা আত-তাগাবুন ৬৪ : ৭

[481] সূরা আর-রূম ৩০ : ২৭

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ

"যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে আবার সৃষ্টি করব। ওয়া'দা আমি করেছি, তা আমি পূর্ণ করবই।"[482]

খ. আসমানসমূহ ও যমীনের বিশালতা এবং এগুলোর অপূর্ব নির্মাণশৈলী দেখে কোন বিবেকবান মানুষ সৃষ্টিকর্মের এই মহত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারবে না। কাজেই যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি মানুষ সৃষ্টি করতে এবং তাদেরকে পুনরায় প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পুরোপুরি সক্ষম।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

لَخَلْقُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

"অবশ্যই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় (ব্যাপার)।"[483]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর ওগুলোর সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি মৃতদেরকে জীবন দিতে সক্ষম? নিঃসন্দেহে তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।"[484]

তিনি আরো বলেন:

---

[482] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ১০৪

[483] সূরা গাফির (মু'মিন) ৪০ : ৫৭

[484] সূরা আল-আহকাফ ৪৬ : ৩৩

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

"যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি সেই লোকদের অনুরূপ (আবার) সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর কাজকর্ম কেবল এ রকম যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছে করেন তখন তাকে হুকুম করেন যে হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়।"[485]

গ. প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই দেখতে পাবে যে, যমীন কখনো অনুর্বর হয়ে যায় এবং গাছপালা ও তরুলতা মরে যায়। অতঃপর যখন এগুলোর উপর বৃষ্টি হয়, তখন যমীন আবার উর্বর হয়ে উঠে এবং মৃত সেসব গাছপালা ও তরুলতা নতুন জীবন ফিরে পায়। কাজেই যিনি মৃত ভূমিকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি মৃত মানুষদেরকে জীবিত করতে এবং তাদেরকে পুনরুত্থিত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

"তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে হল এই যে, তুমি যমীনকে দেখ শুষ্ক অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ হয় ও বেড়ে যায়। যিনি এ মৃত যমীনকে জীবিত করেন, তিনি অবশ্যই মৃতদেরকে জীবিত করবেন। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।"[486]

তৃতীয়ত: মৃতকে জীবিত করার যেসব ঘটনা মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে জানিয়েছেন, সেসব ঘটনার বাস্তবতা এবং বাহ্যিক অবস্থা এ কথা প্রমাণ করে

---

[485] সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ৮১-৮২

[486] সূরা ফুস্সিলাত ৪১ : ৩৯

যে, পুনরুত্থানের বিষয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সম্ভব। এ সম্পর্কিত ঘটনাবলির মাঝে ৫টি ঘটনা মহান আল্লাহ্ সূরা বাকারাতে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হলোঃ

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"কিংবা এমন ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে (তুমি কি চিন্তা করনি) যে এক নগর দিয়ে এমন অবস্থায় যাচ্ছিল যে তা উজাড় অবস্থায় ছিল। সে বলল, 'আল্লাহ্ এ নগরীকে এর মৃত্যুর পরে কীভাবে জীবিত করবেন'? তখন আল্লাহ্ তাকে একশ' বছর মৃত রাখলেন। তারপর তাকে জীবিত করে তুললেন ও জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এ অবস্থায় কতকাল ছিলে'? সে বলল, 'একদিন ছিলাম কিংবা একদিন হতেও কম'। আল্লাহ্ বললেন, 'বরং তুমি একশ' বছর ছিলে, এক্ষণে তুমি তোমার খাদ্যের ও পানীয়ের দিকে লক্ষ্য কর, এটা পচে যায়নি। আর গাধাটার দিকে তাকিয়ে দেখ, আর এতে উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য উদাহরণ করব। আবার তুমি হাড়গুলোর দিকে লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে ওগুলো জোড়া লাগিয়ে দেই, তারপর গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। এরপর যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলল, 'এখন আমি পূর্ণ বিশ্বাস করছি যে, আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[487]

[487] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৫৯

চতুর্থত: হিকমাহ্র দাবি হচ্ছে, মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষের পুনরুত্থান হোক যাতে করে তাদের প্রত্যেকে দুনিয়ায় যে যা করেছে তার প্রতিফল লাভ করতে পারে। যদি তা না হয় তাহলে তো মানুষ সৃষ্টির বিষয়টি হবে অনর্থক, মূল্যহীন এবং হিকমাহ্ বিহীন। তা না হলে এই জীবনে মানুষ ও পশুর মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকবে না। তাই মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾
فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

"তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে তামাশার বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? সুউচ্চ মহান আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ্ নেই, সম্মানিত আরশের অধিপতি।"[488]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾

"কিয়ামাহ তো অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেককে নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়।"[489]

তিনি আরো বলেন:

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

---

[488] সূরা মুমিনূন ২৩ : ১১৫-১১৬

[489] সূরা তাহা ২০ : ১৫

"তারা আল্লাহ্‌র নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, 'যার মৃত্যু ঘটে আল্লাহ্ তাকে পুনরায় জীবিত করবেন না।' অবশ্যই করবেন, এটা তো একটা প্রতিশ্রুতি যা পূরণ করা তাঁর দায়িত্ব, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে) যারা এ ব্যাপারে মতভেদ করেছিল তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য, আর কাফিরগণ যাতে জানতে পারে যে, তারা ছিল মিথ্যেবাদী। কোন বিষয়ে আমি ইচ্ছে করলে বলি, 'হয়ে যাও', ফলে তা হয়ে যায়।"[490]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন:

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

"কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কক্ষনো আবার জীবিত করে উঠানো হবে না। বল, নিশ্চয়ই (উঠানো) হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আবার জীবিত করে উঠানো হবে, অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হবে তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করেছ। এ কাজ (করা) আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ।"[491]

এত সব সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ সত্ত্বেও যারা পুনরুত্থানের বিষয়টিকে অস্বীকার করে এর উপর অটল থাকে, নিঃসন্দেহে তারা অহংকারী ও জেদী। আর যালিমরা শীঘ্রই জানবে কোন ধরনের গন্তব্যস্থলে তারা ফিরে যাবে।

وَأَرْسَلَ اللهُ جَمِيْعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ

---

[490] সূরা আন-নাহ্‌ল ১৬ : ৩৮-৪০

[491] সূরা আত-তাগাবুন ৬৪ : ৭

আর সকল রাসূলকে আল্লাহ্ সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর দালীল আল্লাহ্‌র বাণী: 'রসূলগণ ছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী যাতে রসূলদের আগমনের পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অযুহাতের সুযোগ না থাকে'।"[492]

১. রাসূলগণ সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী: গ্রন্থকার [রহিমাহুল্লাহ তা'আলা] বলেছেন যে, সকল রাসূলকে আল্লাহ্ সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

"রসূলগণ ছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।"[493]

যারা নাবী-রাসূলের আনুগত্য করে, তাঁরা তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। আর যারা তাঁদের বিরোধিতা করে, তাদেরকে তাঁরা জাহান্নামের ভয় দেখান।

মানবজাতির প্রতি নাবী-রাসূল প্রেরণ করার মাঝে মহান প্রজ্ঞা (হিকমাহ্) নিহিত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ হিকমাহ্ হলো মানবজাতির উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা। যাতে করে নাবী-রাসূল পাঠানোর পর আল্লাহ্‌র উপর মানুষের এ বিষয়ে আর কোন প্রমাণ না থাকে।

যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ

"যাতে রসূলদের আগমনের পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অযুহাতের সুযোগ না থাকে।"

এর মধ্যে আরো একটি মহান হিকমাহ হলো এই, এটা হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের পূর্ণতা। কেননা সৃষ্টির বিবেক-বুদ্ধি যত বেশিই হোক না কেন, কেবল তা দ্বারা আল্লাহ্‌র একান্ত নিজের জন্য ওয়াজিবকৃত হক সম্পর্কে

---

[492] সূরা আন-নিসা' ৪ : ১৬৫
[493] সূরা আন-নিসা' ৪ : ১৬৫

বিশদভাবে জানা মোটেও সম্ভবপর নয়। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র যে সকল পরিপূর্ণ সিফাত বা গুণ রয়েছে এবং তাঁর যে সব সুমহান সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, কেবল মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সেগুলো সম্পর্কে ভালভাবে জানা আদৌ সম্ভবপর নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ নাবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তিনি তাঁদের প্রতি পরম সত্য ও সঠিক বার্তা দিয়ে কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে করে নাবী-রাসূলগণ মানুষের মধ্যে সঠিক ফায়সালা করে দিতে পারেন সে সব বিষয়ে, যাতে তারা মতবিরোধে লিপ্ত।

সর্বপ্রথম রাসূল নূহ (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত প্রত্যেক নাবী-রাসূল মানবজাতিকে যে সব বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ

"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর।"[494]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝
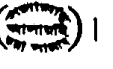
"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূলই পাঠাইনি যার প্রতি আমি ওয়াহয়ী করিনি যে, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। কাজেই তোমরা আমারই ইবাদাত কর।"[495]

> وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ
>
> وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ

---

[494] সূরা আন-নাহ্‌ল ১৬ : ৩৬

[495] সূরা আল-আমবিয়া' ২১ : ২৫

আর তাদের সর্বপ্রথম রাসূল হলেন নূহ (আলাইহিস সালাম) এবং সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

নূহ (আলাইহিস সালাম) এর তাদের প্রথম হওয়ার দালীল আল্লাহ্‌র বাণী: 'আমি তোমার কাছে ওয়াহ্‌য়ী পাঠিয়েছি যেমন নূহ্‌ ও তার আগের নাবীগণের নিকট ওয়াহ্‌য়ী পাঠিয়েছিলাম'।"[496]

১. প্রথম রাসূল: শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্‌দুল ওয়াহ্‌হাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বপ্রথম রাসূল হলেন নূহ (আলাইহিস সালাম)। আর এ কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেছেন:

إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ

"আমি তোমার কাছে ওয়াহ্‌য়ী পাঠিয়েছি যেমন নূহ্‌ ও তার আগের নাবীগণের নিকট ওয়াহ্‌য়ী পাঠিয়েছিলাম।"[497]

এছাড়া শাফায়াত (সুপারিশ) বিষয়ক হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছেঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمْ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ آدَمُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلَى نُوْحٍ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ

---

[496] সূরা আন-নিসা' ৪ : ১৬৩

[497] সূরা আন-নিসা' ৪ : ১৬৩

আবূ হুরাইরাহ () থেকে বর্ণিত: একদা রাসূলুল্লাহ্ () এর সামনে গোশত আনা হলে তাঁকে সামনের রান পরিবেশন করা হয়। তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি এটা থেকে কামড়ে খেলেন। এরপর বললেন, আমি হবো কিয়ামাতের দিন মানবকুলের নেতা। তোমাদের কি জানা আছে তা কেন? কিয়ামাতের দিন আগের ও পরের সকল মানুষ এমন এক ময়দানে সমবেত হবে, যেখানে একজন আহ্বানকারীর আহ্বান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই এক সঙ্গে দৃষ্টিগোচর করবে। সূর্য নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমনি কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে যা অসহনীয় ও অসহ্যকর হয়ে পড়বে।

তখন লোকেরা বলবে, তোমরা কী বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, তা কি দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন? কেউ কেউ অন্যদের বলবে যে, আদমের কাছে চলো। তখন সকলে তাঁর কাছে এসে তাঁকে বলবে, আপনি মানবজাতির পিতা। আল্লাহ্ তাআ'লা আপনাকে নিজ হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলে তাঁরা আপনাকে সাজদাহ করেন। আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কী অবস্থায় পৌঁছেছি।

তখন আদম () বলবেন, আজ আমার রব্ব এতো রাগান্বিত হয়েছেন যে, এর আগে কোনদিন তিনি এরূপ রাগান্বিত হননি, আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি অমান্য করেছি। আমার কী হবে! আমার কী হবে! আমার কী হবে! তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা বরং নূহ () এর কাছে যাও। তখন সকলে নূহ্ () এর কাছে এসে বলবে, হে নূহ্ ()! নিশ্চয়ই আপনি পৃথিবীর মানুষের প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল। আর আল্লাহ্ তাআ'লা আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।[498]

কাজেই নূহ () এর পূর্বে দুনিয়াতে কোন রাসূলের আগমন ঘটে নি। আর এ থেকে আমরা সেসব ঐতিহাসিকের ভ্রান্তি সম্পর্কে জানতে পারি, যারা দাবি করে ইদরীস () ছিলেন নূহ () এর আগের সময়কার। ইদরীস () সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের একজন নাবী।

---

[498] সহীহ বুখারী : হা/৪৭১২, মুসলিম হা/১৯৪; তিরমিযী হা/২৪৩৪।

শেষ নাবী ও রসূল: নাবীগণের পরিসমাপ্তি এবং সর্বশেষ নাবী হলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)।

এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র এই বাণী:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِكُمۡ وَلٰكِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَؕ

"মুহাম্মাদ (ﷺ) তোমাদের মধ্যেকার কোন পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু (সে) আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ নবী।"[499]

কাজেই মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পর আর কোন নাবী বা রাসূল নেই। আর কেউ যদি তাঁর পরে নবুওয়াত দাবি করে, তাহলে সে হলো মিথ্যুক, কাফির এবং ইসলাম পরিত্যাগকারী মুরতাদ।

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا رَسُوْلًا مِنْ نُوْحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوْتِ

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِىۡ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوۡلًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَاجۡتَنِبُوا الطَّاغُوۡتَۚ

নূহ (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম) থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) পর্যন্ত প্রত্যেক জাতির প্রতি মহান আল্লাহ্ রাসূল প্রেরণ করেছেন[১]। তাঁরা তাদেরকে কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করার নির্দেশ দিতেন এবং তাগূতের ইবাদাত হতে নিষেধ করতেন।

আর দালীল মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর[২]।"[500]

১. প্রত্যেক জাতির জন্যই রাসূল প্রেরণ: মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক জাতির প্রতি রাসূল পাঠিয়েছেন যাতে করে তাঁরা স্বীয় জাতিকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত

[499] সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ৪০

[500] সূরা আন-নাহ্‌ল ১৬ : ৩৬

করার প্রতি আহ্বান জানান এবং শির্ক থেকে নিষেধ করেন। এর প্রমাণ হলো, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝٢٤

"এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি।"[501]

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ

"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহ্র ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের মধ্যে কতককে সৎপথ দেখিয়েছেন, আর কতকের উপর অবধারিত হয়েছে গুমরাহী, অতএব যমীনে ভ্রমণ করে দেখ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কী ঘটেছিল।"[502]

২. এটিই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ।

وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَى جَمِيْعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوْتِ وَالْإِيْمَانَ بِاللهِ

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: الطَّاغُوْتُ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُوْدٍ أَوْ مَتْبُوْعٍ أَوْ مُطَاعٍ

আল্লাহ্ সকল বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছেন তাগূতকে অস্বীকার এবং এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান।

ইবনুল কাইয়্যিম [সুবহানাহু ওয়া তাআলা] বলেছেন: তাগূত হচ্ছে মা'বূদ, মাতবূ' (অনুসৃত ব্যক্তি) অথবা মুতা' (যার আনুগত্য করা হয়) যার দ্বারা বান্দা সীমালঙ্ঘন করে।

[501] সূরা আল-ফাতির ৩৫ : ২৪

[502] সূরা আন-নাহ্ল ১৬ : ৩৬

তাগূত

১. **তাগূতের মর্মার্থঃ** শাইখুল ইসলাম [সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] এখানে বুঝাতে চেয়েছেন, তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করা ব্যতীত কেবল তাঁর ইবাদাত না করা হবে এবং ত্বাগূতকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন না করা হবে। আর মহান আল্লাহ্ এই কাজকে প্রতিটি বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছেন।

তাগূত শব্দটি তুগইয়ান শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তুগইয়ান শব্দের অর্থ হলো সীমালঙ্ঘন করা বা সীমা অতিক্রম করা। এই অর্থে কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾

"(নূহের বানের) পানি যখন কূল ছাপিয়ে সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করালাম।"[503]

তাগূত শব্দের পারিভাষিক যে সব অর্থ রয়েছে তন্মধ্যে সর্বোত্তম অর্থটি হলো তাই যা আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম [সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] উল্লেখ করেছেন: "তাগূত হচ্ছে মা'বূদ, মাতবূ' অথবা মুতা' যার দ্বারা বান্দা সীমালঙ্ঘন করে" এখানে 'যার' বলতে তিনি নেককার ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য যে কারো উপাসনা, অনুসরণ বা আনুগত্য করা হয়, তাগূত বলতে তিনি তাদেরকে বুঝিয়েছেন। পক্ষান্তরে নেককার কোন ব্যক্তির যদি উপাসনা, অনুকরণ বা আনুগত্য করা হয়েও থাকে, তবুও তারা ত্বাগূতের পর্যায়ভুক্ত হবেন না। বরং প্রতিমা, মূর্তি, প্রতিমূর্তি ইত্যাদি যা কিছুর উপাসনা করা হয় এসবই হচ্ছে তাগূত।

মন্দ ও ক্ষতিকর আলিম যারা পথভ্রষ্টতা ও কুফরের দিকে আহ্বান করে কিংবা বিদ'আতের দিকে ডাকে অথবা আল্লাহ্ যা কিছু হারাম করেছেন সে সব কিছুকে হালাল সাব্যস্ত করা কিংবা আল্লাহ্ যা কিছু হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করার দিকে আহ্বান জানায়, এমন সব আলিম হলো তাগূত। আর যারা শাসকবর্গকে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে অনৈসলামিক জীবনব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এবং এভাবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবার পথ সুগম করে, তারা হলো তাগূত। কেননা তারা তাদের সীমা অতিক্রম করে

---

[503] সূরা আল-হাক্কাহ ৬৯ : ১১

ফেলেছে। আ'লিমের সীমারেখা হলো রাসূল (ﷺ) যে দ্বীন ও শারীআ'ত নিয়ে এসেছেন তা হুবহু অনুসরণ করা। কারণ প্রকৃতপক্ষে যারা আ'লিমে দ্বীন তাঁরা হলেন নাবীগণের উত্তরাধিকারী। নাবীগণ আ'লিমদেরকে উম্মতের মাঝে নিজেদের ইল্‌ম, আমল, আখলাক এবং তা'লীমের উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে গেছেন। যারা এই নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে মানবরচিত অনৈসলামিক জীবনব্যবস্থা অবলম্বন করতে শাসকবর্গকে উদ্বুদ্ধ করে, তবে তারা হলো ত্বা'গূত।

'যার আনুগত্য করা হয়' বলতে এখানে ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) শাসকবৃন্দের কথা বুঝিয়েছেন, যাদের আনুগত্য করা হয়ে থাকে শারীআ'তগত কারণে কিংবা তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদাগত কারণে। শারীআ'তের নির্দেশ পালনার্থে শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হচ্ছে, শাসক যদি এমন কোন কিছুর নির্দেশ দেয় যা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর আদেশের বিপরীত কোন বিষয় নয়, তাহলে এক্ষেত্রে যে সব শাসকের আনুগত্য করা হবে তাদেরকে ত্বা'গূত বলা যাবে না। বরং প্রজাদের জন্য ওয়া'জিব হচ্ছে তাদের কথা শোনা এবং আনুগত্য করা। কেননা এমতাবস্থায় এই শর্ত সাপেক্ষে শাসকদের আনুগত্য করা হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে করার শামিল। তাই যে সব বিষয়ে শাসকদের আনুগত্য করা ওয়া'জিব, সে সব বিষয়ে শাসকদের নির্দেশ পালন করার সময় আমাদের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই আনুগত্যের দ্বারা আমরা মূলত আল্লাহ্‌রই ইবা'দাত করছি এবং কেবল তাঁরই নৈকট্য অর্জন করছি। অর্থাৎ এ আদেশ অনুযায়ী কাজ করা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করার শামীল।

আমাদের জন্য উচিত হবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখা, কেননা মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও এবং রসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের।"[504]

---

[504] সূরা আন-নিসা' ৪ : ৫৯

অপরপক্ষে যেসব শাসকদের অনুসরণ করা হয় তাকদিরের কারণে আর যদি এই শাসকেরা তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়, সে ক্ষেত্রে লোকেরা কেবল তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্যের কারণেই তাদের অনুসরণ করে। এ কাজ করতে তারা ঈমান দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়না।

পক্ষান্তরে ঈমানী শক্তির তাড়নায় শারীআতের নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে শাসকদের আনুগত্য করার মাঝেই রয়েছে শাসক-জনগণ উভয়ের জন্য কল্যাণকর। অনেক সময় ভয়ের কারণেও মানুষ শাসকদের আনুগত্য করে থাকে, যখন তারা দেখে শাসক প্রবল ক্ষমতাধর, কেউ তার আদেশ অমান্য করলে সে কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকে, তখন ভয়ে মানুষ তাদের আনুগত্য করে থাকে।

শাসকদের আনুগত্যে জনগণের অবস্থাসমূহ: এজন্য আমরা বলি, শাসকদের আনুগত্যের ক্ষেত্রে জনগণের অবস্থা নিম্নোক্ত কয়েক রকম হতে পারেঃ

প্রথম অবস্থা: জনগণের ঈমানী প্রভাব এবং শাসনকর্তার আধিপত্য মূলক প্রভাব উভয়ই তাদের মাঝে প্রবল। আনুগত্যের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে পরিপূর্ণ ও সর্বোচ্চ অবস্থা।

দ্বিতীয় অবস্থা: জনগণের ঈমানী প্রভাব এবং শাসনকর্তার আধিপত্য মূলক প্রভাব উভয়ই দুর্বল। শাসকদের প্রতি জনগণের আনুগত্যের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে সর্বনিম্ন অবস্থা। এই অবস্থা শাসক ও জনগণ সকলের জন্য খুবই বিপজ্জনক। কেননা ঈমানী প্রভাব এবং শাসকদের আধিপত্যমূলক প্রভাব যখন জনগণের মাঝে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন জনগণের মাঝে চিন্তাগত, চারিত্রিক এবং আমলগত বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

তৃতীয় অবস্থা: জনগণের ঈমানী প্রভাব দুর্বল কিন্তু শাসকের আধিপত্যমূলক প্রভাব প্রবল। শাসকের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে এটা হলো মধ্যম অবস্থা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই অবস্থা জাতির জন্য কল্যাণকর মনে হতে পারে, কিন্তু শাসকের ক্ষমতা যখন এক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন জাতির অবস্থা এবং কার্যকলাপ যে কি পরিমাণ খারাপ হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

চতুর্থ অবস্থা: জনগণের ঈমানী প্রভাব প্রবল কিন্তু শাসকের আধিপত্যমূলক প্রভাব দুর্বল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে জাতির অবস্থা যদিও উল্লিখিত তৃতীয় অবস্থার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হবে, কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের এই অবস্থা আল্লাহ্‌র নিকট পরিপূর্ণ ও উচ্চ পর্যায়ের বলে পরিগণিত হবে।

وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرَةٌ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ - لَعَنَهُ اللهُ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ

অসংখ্য তাগূত[১] এর মধ্যে প্রধান হলো পাঁচটি:

ক. ইবলীস[৩], তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত

খ. যার উপাসনা করা হয় এবং সে এতে সন্তুষ্ট থাকে[৪]

গ. যে মানুষকে তার নিজের উপাসনার প্রতি আহ্বান জানায়[৫]

ঘ. যে গায়েবী কোন বিষয় সম্পর্কে জানে বলে দাবি করে[৬]

ঙ. যে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে[৭]

১. তাগূত শব্দের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাগূত প্রধানেরা:

২. অর্থাৎ দাবীদার ও তাদের অন্ধভাবে অনুসরণকারীর সংখ্যা পাঁচ।

৩. **ইবলীস:** ইবলীস হলো মহান আল্লাহ্ কর্তৃক বিতাড়িত ও অভিশপ্ত সেই শায়তান যাকে আল্লাহ্ বলেছেন:

وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

"বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার উপর থাকল আমার অভিশাপ।"[505]

এক সময় ইবলীস ফেরেশতাদের সঙ্গী ছিল। ফেরেশতাগণ যে সব কাজ করতেন সে তাই করতো। কিন্তু আল্লাহ্ যখন তাদেরকে আদম (আলাইহিস সালাম) কে সেজদা করার নির্দেশ দিলেন, তখনই ইসলীসের মধ্যে যে শয়তানী, অবজ্ঞা ও দাম্ভিকতা লুকায়িত ছিল তা প্রকাশিত হয়ে গেল। সে দম্ভ ও অহংকার করল, এভাবে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে গেল।

---

[505] সূরা আস-সাদ ৩৮ : ৭৮

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ

"আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদামকে সাজদাহ কর, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সাজদাহ করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল, কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।"[506]

৪. **উপাসিত সন্তুষ্ট:** আল্লাহ্ ব্যতীত যদি অন্য কারো ইবাদাত করা হয় এবং সে যদি তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে এ ধরনের ব্যক্তি প্রধান প্রধান ত্বাগূতের অন্তর্ভুক্ত হবে (এ থেকে আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় চাই)। তার জীবদ্দশায় হোক কিংবা মৃত্যুর পর হোক, যদি কেউ তার নিজের উপাস্য হওয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

৫. **স্বীয় উপাসনার প্রতি আহ্বানকারী:** কেউ যদি তার নিজের উপাসনার দিকে মানুষকে আহ্বান করে থাকে, তাহলে কেউ তার উপাসনা করুক বা না করুক, কেউ তার দাওয়াত কবুল করুক বা না করুক, তবে সে প্রধান প্রধান ত্বাগূতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

৬. **ইলমুল গায়েবের দাবীদার:** 'গায়েব' হচ্ছে এমন বিষয় যা মানুষ থেকে লুকায়িত ও অদৃশ্য। গায়েব দু ধরনের:

ক. বর্তমান কালের গায়েব: এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। একই বিষয় উপস্থিত সময়ে কারো নিকট জানা এবং কারো নিকট অজানা থাকতে পারে। যার নিকট তা অজানা, তা তার জন্য গায়েব।

খ. ভবিষ্যৎ কালের গায়েব: এটিই হচ্ছে প্রকৃত গায়েব যা কেবল আল্লাহ্ ব্যতীত কিংবা রাসূলগণের মধ্যে যাকে আল্লাহ্ অবহিত করেছেন, সেই রাসূল ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। কাজেই কেউ যদি তা জানার দাবি করে, তাহলে সে অবশ্যই কাফির বলে গণ্য হবে। কেননা এই দাবির মাধ্যমে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকে।

---

[506] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ৩৪

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

"বল, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না আল্লাহ্ ছাড়া, আর তারা জানে না কখন তাদেরকে জীবিত ক'রে উঠানো হবে।"[507]

আর যেখানে মহান আল্লাহ্ তাঁর নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি যেন বিশ্ববাসীকে সুস্পষ্টভাবে এ কথা জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আসমান ও যমীনের আর কেউই গায়েব সম্পর্কে জানে না, সেখানে কারো গায়েব জানার দাবি করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে এ বার্তাতে অস্বীকার করা।

যারা গায়েবী বিষয় সম্পর্কে জানে বলে দাবি করে তাদেরকে আমরা বলবো, যেখানে নাবী (ﷺ) গায়েবী বিষয় সম্পর্কে জানতেন না সেখানে তোমাদের পক্ষে গায়েবী বিষয় সম্পর্কে জানা কি করে সম্ভব হতে পারে? তাহলে সবচেয়ে মর্যাদাবান কে, তোমরা নাকি রাসূল? এই প্রশ্নের উত্তরে তারা যদি বলে 'আমরা রাসূল (ﷺ) থেকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান' তাহলে তো তারা এ কথা বলে সরাসরি কুফ্র করলো। আর যদি তারা বলে রাসূল (ﷺ) তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান, তাহলে আমরা তাদেরকে বলবো, তাহলে রাসূল (ﷺ) থেকে গায়েবী বিষয় কেন লুকিয়ে রাখা হলো অথচ তোমরা গায়েবী বিষয় সম্পর্কে জানো?!

যেখানে আল্লাহ্ নিজেই ইরশাদ করেছেন:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

"একমাত্র তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞানী, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। কেননা তিনি তখন তাঁর রসূলের আগে-পিছে পাহারাদার নিযুক্ত করেন।"[508]

---

[507] সূরা আন-নাম্ল ২৭ : ৬৫

[508] সূরা আল-জিন্ন ৭২ : ২৬-২৭

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি গায়েবের জ্ঞান রাখে বলে দাবি করে, সে কাফির। মহান আল্লাহ্ তাঁর নাবী (ﷺ) কে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যাতে জগতবাসীকে তাঁর এই কথাটি ঘোষণা করে দেন যে:

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ؕ

"বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধন-ভান্ডার আছে, আর আমি অদৃশ্যের খবরও জানি না। আর আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা, আমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয় তাছাড়া (অন্য কিছুর) আমি অনুসরণ করি না।"[509]

৭. **আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধানভিন্ন আইন দ্বারা বিচার ফায়সালাকারী:** আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করা হলো তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ বা প্রতিপালকত্বে আল্লাহ্‌র একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কেননা আল্লাহ্‌র হুকুম বাস্তবায়ন করা হলো তাঁর রুবূবিয়্যাহ (প্রতিপালকত্ব) এবং তাঁর পরিপূর্ণ রাজত্ব ও ক্ষমতার দাবি। এজন্য আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান বহির্ভূত যাদেরকে অনুসরণ করা হয়, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের অনুসারীদের রব্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

"আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা তাদের 'আলিম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে; আর মারইয়াম-পুত্র মাসীহ্‌কেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত (অন্যের) ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, পবিত্রতা আর মহিমা তাঁরই, (বহু ঊর্ধ্বে তিনি) তারা যাদেরকে (তাঁর) অংশীদার গণ্য করে তা থেকে।"[510]

---

[509] সূরা আল-আনআম ৬ : ৫০

[510] সূরা আত-তাওবাহ ৯ : ৩১

কাজেই আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তারা অনুসরণ করছে, তাদেরকে তিনি 'আরবাব' ('রব' শব্দের বহুবচন) বলে অভিহিত করেছেন। কেননা তারা আল্লাহ্র সাথে তাদেরকে (নকল রব্ব) শরীআহ প্রবর্তক সাব্যস্ত করেছে। আর যারা তাদেরকে অনুসরণ করছে, তাদেরকে তিনি এদের উপাসনাকারী বলে অভিহিত করেছেন। কেননা তারা আল্লাহ্র হুকুমের বিরোধিতা করে এসব মিথ্যা রবের প্রতি আত্মসমর্পন করেছে ও তাদের আনুগত্য করেছে।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ " يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ " . وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ : **اتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ** قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

আদী ইবনু হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে এলাম। তিনি বললেন: হে 'আদী! তোমার গলা হতে এই প্রতীমা সরিয়ে ফেল। আর আমি তাঁকে

সূরা বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনলাম: "*আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা তাদের 'আলিম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে।*"[511] তারপর তিনি বললেন: তারা অবশ্য তাদের পূজা করত না। তবে তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন নিজেদের জন্য উহাকে হারাম বলে মেনে নিত।[512]

উপরোল্লিখিত কথাগুলো বুঝার পর এবার জেনে রাখুন, যারা আল্লাহ্ যা (কুরআন-সুন্নাহ) নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে না, বরং বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান অনুযায়ী তা করে থাকে, তাদের সম্পর্কে বর্ণিত কোন কোন আয়াতে তাদের ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, আবার কোন কোন আয়াতে তাদের কুফ্‌র, যুল্‌ম (অত্যাচার) এবং ফিস্‌ক (পাপাচার) উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[511] সূরা আত্-তাওবাহ্ ৯ : ৩১

[512] তিরমিযী: হা/৩০৯৫-মুহাক্কিক মুহাদ্দিস আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন - যুবাইর আলী যাঈ দাঈফ বলেছেন। হাদীসটির বিস্তারিত তাহকীক "তাহকীক ৬" দ্রষ্টব্য।

প্রথম প্রকারঃ যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۝ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

"তুমি কি সেই লোকেদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের এবং তোমার আগে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে বলে দাবী করে, কিন্তু তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, শায়ত্বান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়। যখন তাদেরকে বলা হয়- তোমরা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাবের এবং রসূলের দিকে এসো, তখন তুমি ঐ মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমা হতে ঘৃণা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যখন তাদের কৃতকার্যের জন্য তাদের উপর বিপদ আপতিত হবে, তখন কী অবস্থা হবে? তখন তারা আল্লাহ্‌র নামে

শপথ করতে করতে তোমার কাছে এসে বলবে, 'আমরা সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছু চাইনি।' তারা সেই লোক, যাদের অন্তরস্থিত বিষয়ে আল্লাহ্ পরিজ্ঞাত, কাজেই তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দান কর, আর তাদেরকে এমন কথা বল যা তাদের অন্তর স্পর্শ করে। আমি রসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হয়। যখন তারা নিজেদের উপর যুল্ম করেছিল, তখন যদি তোমার নিকট চলে আসত আর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হত এবং রসূলও তাদের পক্ষে ক্ষমা চাইত, তাহলে তারা আল্লাহ্কে নিরতিশয় তাওবাহ কবূলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেত। কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।"[513]

বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলী: কাজেই মহান আল্লাহ্ উল্লিখিত আয়াতসমূহে ঈমানের দাবিদার ঐসব মুনাফিকদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন:

ক. তারা ত্বাগূতী বিচার-ফায়সালা গ্রহণ করতে চায়। আর তা হলো প্রত্যেক এমন হুকুম যা আল্লাহ্ ও রাসূল (ﷺ) এর হুকুম বিরোধী। কারণ মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর হুকুমের বিপরীত সবকিছুকে তুগইয়ান (সীমালঙ্ঘন) বলা হয়। আর সবকিছুর প্রত্যাবর্তন যার দিকে, সেই মহান সত্ত্বা আল্লাহ্র হুকুমের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করাই হলো তুগইয়ান।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

"জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"[514]

---

[513] সূরা আন-নিসা' ৪ : ৬০-৬৫
[514] সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৫৪

খ. তাদেরকে যখন আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিষয় (কুরআন মাজীদ) এবং রাসূল (ﷺ) এর (সুন্নাহর) দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা দূরে সরে যায় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।

গ. তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য যখন কোন বিপদে পতিত হয় এবং তাদের অপকর্মগুলো যখন উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন তারা নিজেদের অপকর্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শপথ করে বলে থাকে যে, তাদের ঐসকল কাজের উদ্দেশ্য ছিল ইহসান ও সমন্বয় সাধন। যেমন বর্তমানে যারা ইসলামী বিধান বাদ দিয়ে ইসলাম বিরোধী বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে থাকে তাদের দাবি হলো, এগুলো উত্তম কাজ ও যুগোপযোগী।

এরপর মহান আল্লাহ্‌ ঈমানের এসব তথাকথিত দাবিদারদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর তিনি তাদেরকে এই মর্মে সাবধান করে দিয়েছেন যে, তাদের অন্তরে যা আছে, তারা মুখে যা বলে এবং নিজেদের অন্তরে এর বিপরীত যা কিছু লুকিয়ে রাখে, সে সব সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত। সাথে সাথে তিনি তাঁর নাবীকে নির্দেশ দিয়েছেন তাদেরকে ওয়ায-নসীহত করার জন্য এবং তাদেরকে তাদের বিষয়ে বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট, হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাব বিস্তার করে এমন কথা বলার জন্য। অতঃপর আল্লাহ্‌ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, রাসূল পাঠানোর পেছনে তাঁর হিকমাহ হলো, যেন কেবল রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়। অন্য লোকদের চিন্তা-গবেষণা যতই শক্তিশালী হোক না কেন কিংবা তাদের উপলব্ধি শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিধি যতই বিস্তৃত হোক না কেন, রাসূল (ﷺ) ব্যতীত আনুগত্য ও অনুসরণ যাতে অন্য কারো না করা হয়।

রসূলের আনুগত্যে ঈমান বিশুদ্ধ হওয়াঃ এরপর মহান আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিপালকত্বের শপথ করে রাসূল (ﷺ) কে বলেছেন যে, তিনটি বিষয় ব্যতীত ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। এই শপথের মাঝে রয়েছে তাঁর রুবূবিয়্যাহ তথা প্রতিপালকত্বের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা রাসূল (ﷺ) এর রিসালাতের সত্যতা ও বিশুদ্ধতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। বিষয় তিনটি হলোঃ

১. সকল মতবিরোধের বিচার-ফায়সালার জন্য রাসূল (ﷺ) এর দিকে যেতে হবে।

২. রাসূল (ﷺ) এর ফায়সালাকে প্রফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে অন্তরে কোনরূপ বাঁধা এবং সংকীর্ণতা থাকতে পারবে না।

৩. কোনরূপ শিথিলতা কিংবা পরিবর্তন ব্যতীত রাসূল (ﷺ) এর ফায়সালাকে যথাযথভাবে কবুল করার মাধ্যমে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হিসেবে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

وَمَا لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।"[515]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন:

وَمَا لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার_ফায়সালা করে না তারাই যালিম।"[516]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

وَمَا لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

"আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা_করে না তারাই ফাসিক।"[517]

আল্লাহর বিধানবিরোধী বিচারক কি একইসাথে কাফির, যালিম ও ফাসিক: এখন প্রশ্ন হলো, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য কি একই ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হয়েছে? অর্থাৎ প্রত্যেক যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, সে কি একই সাথে কাফির, যালিম এবং ফাসিক? কেননা কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে যালিম এবং ফাসিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন:

وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"আর বস্তুতঃ কাফিররাই হলো অত্যাচারী।"[518]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন:

إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

---

[515] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৪৪

[516] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৪৫

[517] সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৪৭

[518] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৫৪

"তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে কুফুরী করেছে আর বিদ্রোহী পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।"[519]

কাজেই প্রত্যেক কাফির হলো যালিম এবং ফাসিক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, সেই ব্যক্তি কি একই সাথে কাফির, যালিম ও ফাসিক বলে গণ্য হবে, নাকি আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা না করার বিভিন্ন কারণের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রযোজ্য হবে? আমার কাছে শেষোক্ত কথাটি অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। মহান আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এক্ষেত্রে আমরা বলবো, কেউ যদি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানকে অবজ্ঞা করে অথবা তুচ্ছজ্ঞান করে কিংবা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান অধিকতর উপযোগী এবং জগতবাসীর জন্য তা অধিকতর উপযোগী অথবা তা জগতবাসীর জন্য আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানের সমমান সম্পন্ন ও সমান কল্যাণকর, তাহলে সে ইসলাম বহির্ভূত কাফির বলে গণ্য হবে। আর ঐসকল লোক মানুষের জন্য ইসলামী শারীআত বিরোধী বিধান প্রবর্তন করে এবং এটাকে মানুষের চলার পথ হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়। আর কেউ যখন ইসলামী শারীআত বিরোধী বিধান প্রবর্তন করে থাকে, তখন সে নিশ্চয়ই এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার প্রবর্তিত বিধান জগতবাসীর জন্য অধিকতর কল্যাণকর এবং উপকারী। মানুষের স্বভাবজাত বিবেক-বুদ্ধিও একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে যে, কোন মানুষ কেবল তখনই এক পদ্ধতি ছেড়ে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করে যখন সে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, যে পদ্ধতি সে বর্জন করেছে সেটা ত্রুটিপূর্ণ এবং বর্তমানে যে পদ্ধতি সে অবলম্বন করছে সেটা অধিকতর উত্তম।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, কিন্তু সে যদি আল্লাহ্‌র বিধানকে অবজ্ঞা না করে অথবা তুচ্ছজ্ঞান না করে কিংবা এই বিশ্বাস পোষণ না করে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান তার জন্য অধিকতর উপযোগী অথবা অন্য কোন বিধান আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের সমান কল্যাণকর, তাহলে সে কাফির নয় বরং যালিম বলে গণ্য হবে। তবে সে কোন পর্যায়ের যালিম তা নির্ধারিত হবে সে কিসের মাধ্যমে কী ধরনের বিচার-ফায়সালা করছে সেটার উপর।

---

[519] সূরা আত-তাওবাহ ৯ : ৮৪

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, কিন্তু সে যদি আল্লাহ্‌র বিধানকে অবজ্ঞা না করে অথবা তুচ্ছজ্ঞান না করে কিংবা এই বিশ্বাস পোষণ না করে যে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান অপেক্ষা অধিকতর সঠিক অথবা অন্য কোন বিধান আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধানের সমান উপযোগী ও কল্যাণকর, বরং যে ব্যক্তির ব্যাপারে সে বিচারকার্য পরিচালনা করছে তার প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসার দরুন অথবা ঘুষ লাভের আশায় কিংবা জাগতিক অন্য কোন কারণে সে যদি আল্লাহ্‌র বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে থাকে, তাহলে সে কাফির নয় বরং ফাসিক বলে গণ্য হবে। তবে সে কোন পর্যায়ের ফাসিক, তা নির্ধারিত হবে সে কিসের মাধ্যমে কী ধরনের বিচার-ফায়সালা করছে সেটার উপর।

আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে রব্ব হিসেবে গ্রহণকারীদের প্রকারভেদঃ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ [রহিমাহুল্লাহ] বলেছেনঃ যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিতবর্গ ও ধর্মজাযকদেরকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা দুই প্রকারঃ

ক. যারা এ কথা জানে যে, তাদের পন্ডিত ও ধর্মজাযকরা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে, তা সত্ত্বেও তারা এই পরিবর্তকে মেনে নিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করেছে। তারা তাদের ঐসব পন্ডিত ও ধর্মজাযক কর্তৃক আল্লাহ্‌র হারামকৃত বিষয়কে হালাল এবং হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার বিষয়ে বিশ্বাস পোষণ করে তাদেরকে অনুসরণ করে, যদিও তারা জানে যে, এই কাজের মাধ্যমে তারা সকল নাবী-রাসূলের দ্বীনের বিপরীত পথে চলছে। এ ধরনের কাজ ও বিশ্বাস হলো কুফর। মহান আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরনের কাজকে শির্ক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

খ. যারা আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুকে হালাল এবং হালালকৃত বস্তুকে হারাম বলে বিশ্বাস করে - এভাবেই তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে - এ বিষয়টি তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত, কিন্তু তারা পন্ডিত ও ধর্মজাযকদের অনুসরণ করেছে শুধু আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করতে গিয়ে। যেমনঃ মুসলিমদের অনেকে পাপ কাজ করে থাকে কিন্তু তারা বিশ্বাস করে যে, তারা যা করেছে তা গুনাহের কাজ। এরূপ পাপী ব্যক্তিদের জন্য শারীআতের যে বিধান প্রযোজ্য (তারা কাফির হবে না), তাদের ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

এখানে লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো, আল্লাহ্‌র বিধান বাদ দিয়ে সাধারণভাবে কোন বিধান প্রবর্তন করা আর বিশেষ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন বিচারক

কর্তৃক আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা, এই দু'টি বিষয়ের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র বিধানকে বাদ দিয়ে সাধারণভাবে ইসলাম বিরোধী কোন বিধান প্রবর্তন করা সুস্পষ্ট কুফর ও শির্ক, পূর্বের মত যার আর কোন প্রকারভেদ নেই। কারণ যে ব্যক্তি ইসলাম বিরোধী কোন বিধান প্রবর্তন করে, নিশ্চয়ই সে এই বিশ্বাস পোষণ করে তা করে যে, তার প্রবর্তিত বিধান ইসলামী বিধানের চেয়ে অধিকতর সঠিক এবং মানুষের জন্য তা অধিক উপকারী ও কল্যাণকর।

এই মাসআলাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করার বিষয়টি খুব বড় একটি বিষয়, যা বর্তমান যুগের শাসকবর্গের জন্য একটি পরীক্ষা। কোন মানুষের জন্য তাই উচিত হবে না এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত শাসকবর্গের বিরুদ্ধে তাড়াহুড়া করে ভুল কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া, যার যোগ্য তারা নয়। কারণ এটি অত্যন্ত মারাত্মক একটি বিষয়। আমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে দুআ' করছি, তিনি যেন মুসলিমদের জন্য তাদের শাসনকর্তা এবং তাদের নিকটস্থ ব্যক্তিবর্গ ও উপদেষ্টা মন্ডলীকে সংশোধন করে দেন। আল্লাহ্ যাকে সত্যিকারের জ্ঞান দান করেছেন, তার জন্য করণীয় হলো ঐসব শাসকবর্গের সামনে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা, যাতে করে তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সত্য তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ধ্বংস হতে চায়, সে যাতে দালীল-প্রমাণ নিয়েই ধ্বংস হয়। আর যে ব্যক্তি বেঁচে থাকতে চায়, সে যাতে দালীল-প্রমাণ নিয়েই বেঁচে থাকে। আল্লাহ্ যাকে সত্যিকারের জ্ঞান দান করেছেন, সে যেন এ বিষয়ে কথা বলতে নিজেকে নগণ্য মনে না করে এবং সে যাতে কাউকে ভয় না করে। কারণ প্রকৃত ইজ্জত ও সম্মান হচ্ছে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য।

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَهَذَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

আর দালীল[1] মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

"দীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই[2], নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যে মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য

করল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনল,[৩] নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল[৪]।"[520]

আর এটিই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর মর্মার্থ।

১. এখানে দালীল বলতে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা এবং তাগূতকে অস্বীকার করা যে ওয়াজিব, এই কথার প্রমাণকে বুঝানো হয়েছে।

২. দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কারো উপর কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কেননা দ্বীন ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট দালীল-প্রমাণ রয়েছে।

তাইতো মহান আল্লাহ্ এর পর পরই বলেছেন:

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

'সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে ভ্রান্ত পথ থেকে।"[521]

আর যেহেতু ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথ সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে গেছে, তাই প্রত্যেক অনুগত মানুষের উচিত ভ্রান্ত পথের পরিবর্তে হিদায়াত বা সঠিক পথ গ্রহণ করা।

৩. মহান আল্লাহ্ তাঁর উপর ঈমান আনার আগে প্রথমে তাগূতকে অস্বীকার করা দিয়ে শুরু করেছেন। কারণ কোন বিষয়কে পূর্ণতা দিতে হলে একে প্রতিষ্ঠা করার আগে তার অস্তিত্বের পথে যে বিষয়গুলো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সেগুলো আগে দূর করতে হয়। এজন্য বলা হয়ে থাকে, কোন কিছু সাজানোর পূর্বে কাজ হলো খালি করা।

৪. অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা। আর মজবুত হাতল বলতে এখানে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মহান আল্লাহ্ এই আয়াতে فَقَدِ اسْتَمْسَكَ (সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করলো) বলেছেন, تَمَسَّكَ (সে ধারণ করলো) বলেন নি। কারণ দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অর্থটি ধারণ করা অর্থ থেকে অধিকতর শক্তিশালী। যে স্বাভাবিকভাবে কোন কিছু ধারণ করতে পারে সে সুদৃঢ়ভাবে তা নাও ধরতে করতে পারে।

---

[520] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৫৬
[521] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৫৬

وَفِي الْحَدِيثِ: رَأْسُ هَذَا الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

وَاللهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

হাদীসেও ইরশাদ করা হয়েছে:

'সকল কাজের মূল হলো ইসলাম[১], স্তম্ভ হলো সলাত[২] এবং সর্বোচ্চ শিখর হলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ[৩] করা।[522]

মহান আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক জ্ঞাত। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর[৪]।

১. প্রত্যেক বস্তুরই যে একটি প্রধান অংশ থাকে, এর দালীল হিসেবে গ্রন্থকার (রহঃ) এই হাদীসটি পেশ করতে চেয়েছেন। মুহাম্মাদ (ﷺ) যে সব বিষয় নিয়ে এসেছেন, তন্মধ্যে প্রধান বিষয় হলো ইসলাম।

২. কেননা সলাত ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্য সলাত পরিত্যাগকারী সম্পর্কে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, সে কাফির এবং তার আর ইসলাম থাকে না।

৩. অর্থাৎ ইসলামের সর্বোচ্চ ও পূর্ণাঙ্গ স্তর হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। কারণ একজন মানুষ যখন নিজেকে সংশোধন করে নিবে, তখন সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে অন্যকে সংশোধনের প্রয়াস চালাতে পারবে, যাতে করে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত হয়। আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত হোক এই উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি লড়াই করবে, তার এই লড়াই হবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করা। আর যেহেতু এর মাধ্যমে অন্য সকল কিছুর উপর ইসলাম বিজয়ী হয়, তাই আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ হলো ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর।

৪. শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্‌দিল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ) মহান আল্লাহ্‌কেই জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হিসেবে স্বীকার করে এবং নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবীদের উপর দরুদ ও সালাম পাঠানোর মাধ্যমে তিনটি মূলনীতি ও তার সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পরিসমাপ্ত করেছেন।

---

[522] তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩; আহমাদ হা/২২০১৬; মিশকাত হা/২৯; আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়াউল গলীল হা/৪১৩।

সমাপ্তি কথা

আমরা মহান আল্লাহ্‌র নিকট দুআ' করছি, তিনি যেন এ পুস্তিকার লেখককে উত্তম প্রতিদান দেন এবং আমাদেরকেও এর প্রতিদান এবং সওয়াবে অংশীদার করেন। আর তাঁকে এবং আমাদেরকে যেন তিনি তাঁর সম্মানিত গৃহ জান্নাতে একত্রিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য, সলাত (দরূদ) ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি।

পরিশিষ্টাংশ

তাহকীকাত

আবূ হাযম মুহাম্মাদ সাকিব চৌধুরী

নিরীক্ষণ

শায়খ ড. সুহাইব হাসান [সুবহানাহু ওয়া তাআলা]

বিন

আবদুল গাফফার হাসান [সুবহানাহু ওয়া তাআলা]
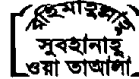
তাহকীক ১

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ، إِلَّا مَنْ أَبَى وشَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي دَخَلَ النَّارَ

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِلَّا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ

«আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আল হুলওয়ানী ← সাঈদ বিন সুলায়মান ← খালাফ বিন খালীফাহ ← আল আলা' ইবনুল মুসায়্যাব ← মুসায়্যাব ← আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)» বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তিনি তোমাদের সবাইকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, কেবল যে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্ থেকে সে উটের হারিয়ে যাওয়ার মত হারিয়ে যাবে, সে ব্যতীত। তাঁকে বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে প্রবেশ করতে কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন: যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে আগুনে প্রবেশ করবে।

এই হাদীস্নটি আলা বিন আল মুসায়্যাব থেকে খালাফ বিন খালীফাহ ব্যতীত আর কেউ রিওয়ায়াত করেননি।[523]

এই সানাদের খালাফ বিন খালীফাহ[524] সাদূক, যিনি শেষ বয়সে ইখতিলাত করেছেন। আবূ হাতিম তাঁকে সাদূক বলেছেন।[525] আহমাদ বিন হাম্বাল যখন তাঁর সাথে দেখা করেন তখন তিনি বয়োঃবৃদ্ধ ছিলেন। লোকে তাকে বলতো: "ও আবূ আহমাদ! আপনাকে মুহারিব হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন" এরপর বানিয়ে গল্প বলত আর তিনি তা সত্যায়ন করতেন। আহমাদকে তিনি খুব নিম্নঃস্বরে কিছু

---

[523] আল-মু'জামুল আউসাত : হা/৮০৮

[524] তাকরীব : ১৭৩১

[525] আল জারূহ ওয়াত তা'দীল : ৩/৩৬৯ নং ১৬৮১

বললেন, কিন্তু আহমাদ তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি তাঁকে তরক করলেন ও তাঁর কাছ থেকে কিছুই লিখলেন না।[526]

শুধু তাই নয়, আহমাদ তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে বলেন, সুফ্ইয়ান বিন উয়াইনাহকে বলা হয়েছিলো, খালাফ বিন খালীফাহ এই দাবী করেন যে, তিনি আমর বিন হাঁরিস্বকে দেখেছেন। সুফইয়ান বলেন, তিনি মিথ্যা বলেছেন। হয়ত তিনি জা'ফার বিন আমর বিন হাঁরিস্বকে দেখেছেন।[527]

এই সানাদটিতে তাঁর ছাত্র সাঈদ বিন সুলাইমান[528], ইবনু হাজার বলেন, তিনি স্বিক্বাহ হাঁফিয, কিন্তু তিনি আমার কাছে সাদূক হাসানুল হাদীস্ব (৬ নম্বর হাদীস্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন)। ইবনু সাআদ বলেন, খালাফ মৃত্যুবরণ করেন ১৮১ হিজরীতে ও সে সময় খালফের বয়স ছিলো ৯০ বা এর ধারে কাছে।[529] আর সাঈদ মৃত্যুবরণ করেন ২২৫ হিজরীতে।[530] আয যাহাবী বলেন, তিনি একশ বছর বেঁচে ছিলেন।[531] অর্থাৎ তাঁদের মৃত্যুর ব্যবধান ৪৪ বছর। সে সময় সাঈদের বয়স ছিলো ৬৬।

আল মিযযী বলেন, তিনি প্রথমে কুফায় ছিলেন। পরে তিনি ওয়াসিত্ অঞ্চলে যান ও সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর তিনি বাগদাদে যান ও সেখানেই স্থায়ী হন। আর তাঁর মৃত্যু অবধি সেখানেই অবস্থান করেন।[532]

ইবনু সা'দ বলেন, তিনি বাগদাদে উপনীত হন আর সেখানে ব্যবসায় রত হন। তার বাড়ী ছিল ইরাকের কারখে, আর তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেন।[533] অর্থাৎ সাঈদ ওয়াসিতের লোক হলেও থাকতেন বাগদাদে।[534] উপরের তথ্য থেকে মনে হচ্ছে তাঁদের দুজনের দেখা বাগদাদে অর্থাৎ খালফের জীবনের শেষাংশে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আল্লাহই ভালো জানেন। তবুও তাঁদের কখন

---

[526] আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল ৩/১২৯, নং ৪৫৫৪

[527] প্রাগুক্ত নং ৩য় খন্ড : ৪৪৫৮, ৫৬৫২, ৫৬৫৩, ৬০৩২

[528] তাকরীব : ২৩২৯

[529] আত তাবাকাতুল কুবরা ৭/২২৭ নং ৩৪২১

[530] প্রাগুক্ত ৭/২৪৫ নং ৩৫১৬

[531] সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৪৮২ নং ১৫৭

[532] তাহযীবুল কামাল ৮/২৮৫ নং ১৭০৭

[533] আত তাবাকাতুল কুবরা : ৭/২৪৫ নং ৩৫১৬

[534] তাকরীব : ২৩২৯

দেখা হয়েছিল, সেটি আমরা একেবারে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। আর সেটি বলতে না পারলে আমরা হাদীস্টিকেও সাহীহ বলতে পারবো না।

খুলাসাহঃ

খালাফ বিন খালীফাহ সাদূক শ্রেণীর কিন্তু এ বিষয়টি মূলতঃ তাঁর শেষ বয়সের ইখতিলাতের কারণে। কিন্তু তাঁর ইখতিলাতের পূর্বের বর্ণনা ও পরের বর্ণনার মধ্যে নিশ্চিত পার্থক্যকারী কোন ইংগিত নেই। অনেক বড় হাদীস্ সংগ্রাহক তাঁর সাথে যখন দেখা করেন, তখন তিনি অনেক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। আর তিনি প্রচুর ভুলের মধ্যেও ছিলেন। এ কারণে তাঁরা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। ফলে তাঁর পূর্বের ও পরের বর্ণনাগুলোর পার্থক্যকারী চিহ্নিত করা যায়নি। তাই তাঁর একক বর্ণনার হাদীস্ গ্রহণযোগ্য নয়, তাঁর বর্ণনা কেবল শাহেদ বা মুতাবে' আকারেই গ্রহণযোগ্য। ঠিক যেমনটি আবূ হাতিম বলেছেন।

এছাড়া তাবারানী নিজেই বলছেন, এই হাদীস্টি এই তারীকাহ্তে আলা বিন আল মুসাইয়্যাব থেকে খালাফ বিন খালীফাহ ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। অর্থাৎ এই তারীকাতে আর কোন শাহেদ বা মুতাবে' পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

অর্থাৎ এই সানাদে এই হাদীস্টি আসলে দাঈফ ইনশা আল্লাহ্।

বুখারীতে অন্য সানাদে এ হাদীস্টির মুতাবে' হাদীস্ (৭২৮০) বিদ্যমান যার মধ্যে খালাফ বিন খালীফাহ নেই। বুখারীর ইবারতে রয়েছে وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى আর এটি সাহীহ। কিন্তু فَقَدْ أَبَى এর পরিবর্তে ত্বাবারানীর হাদীস্টিতে دَخَلَ النَّارَ উল্লেখ করা হয়েছে। যা খালাফ বিন খালীফাহ ব্যতীত অন্য কারো সানাদে পাওয়া যাচ্ছে না। আর এ কারণেই হাদীস্টিকে আমি দাঈফ বলে বিবেচনা করছি।

তাহকীক ২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْسٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْخَيَّاطُ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ هُنَّ حَقٌّ: لَا يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ ,وَلَا يَتَوَلَّى اللهُ عَبْدًا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ ,وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا حُشِرَ مَعَهُمْ ،

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ

◄আবদুল্লাহ বিন উরশ আল মিসরী ← মুহাম্মাদ বিন মাইমূন আল হান্নাত আল মাক্কী ← সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ ← ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ ← কায়স বিন আবূ হাযিম ← আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)► বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিনটি বিষয় সত্য: আল্লাহ্ কারো ইসলামে কোন অংশ থাকলে তাকে এমন করেন না যেন তার কোন অংশ নেই। আর কোন বান্দাকে আল্লাহ্ যত্ন নেন, এরপর তাঁকে আর কেউ পরিচালনা করে। আর কোন ব্যক্তি কোন কাওমকে ভালবাসলে সে তার সাথেই হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে।

ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ থেকে ইবনু উয়াইনাহ ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। আর ইবনু উয়াইনাহকে তাফাররুদ করেছেন মুহাম্মাদ বিন মাইমূন।[535]

একই সানাদ ও মতনে হাদীস্ত পেশ করে তাবারানী বলেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِرْسٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْخَيَّاطُ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ...

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ.

---

[535] আল-মু'জামুস সগীর ২/১১৪ নং ৮৭৪

এ হাদীস্বটি ইবনু উয়াইনাহ্ থেকে মুহাম্মাদ বিন মাইমূন ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। আর ইসমাঈল বিন আবী খালিদ থেকে ইবনু উয়াইনাহ ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি।[536]

আল আলবানী এ হাদীস্বটি আলোচনা করেছেন সাহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে।[537] শায়খ বলেনঃ এই সানাদটি জাইয়্যিদ বা সুন্দর।

নাম বিভ্রাটের সমাধানঃ

আমি আবূ হাযম বলছি, আমরা দেখছি উভয় সানাদে তাবারানীর এই শায়খদ্বয়ের নাম ভিন্ন ভিন্ন।

ইবনু মাকুলা বলেন, তাঁর নাম আসলে মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ বিন ইরস।[538]

ইবনু হাজার বলেন, তাবারানীর শাইখের বাবার নাম আব্দুল্লাহ ও তাঁর কুনিয়াহ আবূ আব্দিল্লাহ। কিন্তু মুহাম্মাদ বিন হিবাতুল্লাহ বিন উরসকে ইবনু নুকতাহ দ্বম্মাহ (পেশ) দিয়ে শুরু করেছেন। কিন্তু তিনি তাবারানীর পরবর্তীকালের মানুষ। বরং তিনি তাবারানী থেকেই বর্ণনা করেছেন। এমনকি তিনি তাবারানীর ছাত্র থেকেও হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[539]

এই সানাদ কোন এক সময় তাশকিলবিহীন ছিলো। আমি আবূ হাযম মনে করি, যিনি এখানে তাশকীল বসিয়েছেন তিনি কিছুটা গুলিয়ে ফেলেছেন। প্রথম সানাদে তাশকীল বসাতে গিয়ে ভুল করেছেন।

ইবনু নুকতাহ বলেন, কাসরাহ দিয়ে লেখা নাম ঈরস হচ্ছেন মাহমূদ বিন আহমাদ আল-কাদী আল যিনজানী তৎকালীন আমীরুল মু'মিনীন আন নাসির লিদ্বীনিল্লাহ থেকে ইজাযাত নিয়ে বাগদাদে রিওয়ায়াত করতেন। তাঁর মধ্যে প্রচুর বাড়াবাড়ি ছিলো ও ইনসাফ বিষয়ে ঘাটতি ছিলো, যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর এসব ক্ষতি থেকে মুসলিমদের রক্ষা করলেন (অর্থাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করলেন)।

---

[536] আল-মু'জামুল আউসাত ৬/২৯৩ নং ৬৪৫০

[537] সাহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/১৬৮ নং ৩০৩৭

[538] আল ইকমাল ফি রাফঈল ইরতিয়াব আনিল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফিল আসমা' ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব ৬/১৮৩

[539] তাবসীরাতুল মুন্তাবিহ বিতাহরীরিল মুশতাবিহ ৩/৯৪১

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৬১৯ হিজরির ১লা রবিউল আউউয়াল। তাঁর উপনাম ছিলো ইবনু ঈরস।[540]

আব্দুর রহমান আল মুআল্লিমীও আল ইকমালুল ইকমালের তা'লীকে এই বর্ণনা দিয়েছেন।[541]

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহর কোন তারজুমাহ কোথাও খুঁজে পেলাম না। সে অর্থে তাঁর আদালাহ ছিলো না। এছাড়া এ বর্ণনা বাদ দিলে তাঁকে আমরা কমপক্ষে মাজহুলুল হাল বলতাম। আল্লাহু আ'লাম এই দুই ব্যক্তি এক কিনা।

এবার আসি পরের জনের ব্যাপারে। এখানেও দেখা যাচ্ছে নামের গরমিল আছে। প্রথম সানাদে তিনি মুহাম্মাদ বিন মাইমূন আল হান্নাত ও দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি খায়্যাত। আমার ধারণা এ দুইজন আসলে একই ও আসলে তিনি খায়্যাত। কেননা এই নামে সুফ্ইয়ান বিন উয়াইনাহর একমাত্র ছাত্র কেবল মুহাম্মাদ বিন মাইমূন আল খায়্যাত্ব।[542]

যিনি এখানে তাশকীল বসিয়েছেন তিনি তালগোল পাকিয়েছেন।

তাঁর ব্যাপারে আসলে কেউই তেমন কোন তা'দীল করেননি। ইবনু হাজার বলেন, তিনি সাদূক, হয়তো ওয়াহম করেছেন।[543]

আবূ হাতিম তাঁর ব্যাপারে বলেন, তিনি নিরক্ষর বা মুগাফফাল ছিলেন। তাঁকে এও বলা হয়েছিলো عن أبي سعيد مولى بنى هاشم عن شعبة সনদে তিনি বাতিল হাদীস্ব বর্ণনা করেন আর তিনি তাঁর শায়খ থেকে বানানো (মাওদু) হাদীস্ব বর্ণনা থেকে খুব বেশী দূরে নন, কেননা তিনি নিরক্ষর ছিলেন![544]

এই ব্যক্তি আসলে নিরক্ষর ও দাঈফ, যেমনটি আবূ হাতিম বলেছেন।

তাঁর পরের জন সুফ্ইয়ান বিন উয়াইনাহ - মাশহুর আলিম ও হাফিয। ইবনু হাজার তাঁকে মুদাল্লিসের তালিকায় দ্বিতীয় মর্তবায় রাখেন।[545] যুবাইর

---

[540] ইকমালুল ইকমাল ৪/১৪৪ নং ৪১১৯

[541] তাহকীক ইকমালুল ইকমাল ৬/১৮৪

[542] তাহযীবুল কামাল ১১/১৮৭ নং ২৪১৩

[543] তাকরীব ৬৩৪৫

[544] আল জারুহ ওয়াত তা'দীল ৮/৮২ নং ৩৪১

[545] তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন ২/৫২)

আলী যাঈ বলেন, তিনি আসলে তৃতীয় মর্তবার মুদাল্লিস। তিনি বলেন, ইবনু উয়াইনাহ মাতরূক আবূ বাকর আল হুযালী থেকে বর্ণনা করতেন ও মুদাল্লিসদের বর্ণনাতেও তাদলীস করতেন। সুতরাং তাঁর রিওয়ায়াত তাঁর সামা' তাসরীহ করা ব্যতীত মাকবুল নয়।[546]

আমি মনে করি যুবাইর আলীর মতটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। আর তাবারানী বলেছেন, এই হাদীসটি ইবনু উয়াইনাহ হতে মুহাম্মাদ বিন মাইমূন ভিন্ন আর কেউ বর্ণনা করেননি। আর ইসমাঈল বিন খালিদ থেকে ইবনু উয়াইনাহ ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি।

খুলাসাহঃ

১। আমি আবূ হাযম বলছি, সে ক্ষেত্রে এই হাদীসটি এই তারীকাতে কেয়ামত পর্যন্ত সাহীহ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এটি দাঈফ ইনশা আল্লাহ্।

২। তবে এই হাদীসের মর্মার্থ "আর কোন ব্যক্তি কোন কাওমকে ভালবাসলে সে তার সাথেই হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে" অন্য নুসুস দ্বারা সাহীহ প্রমাণিত।[547]

---

[546] আল ফাতহুল মুবীন, হাশিয়া ৪১, ৪২

[547] বুখারী ৩৬৮৮, মুসলিম ২৬৩৯

তাহকীক ৩

اللَّهُمَّ أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فأضل

হে আল্লাহ! সত্যকে সত্য হিসেবে আমাকে দেখাও এবং তা অনুসরণ করার তাউফিক আমাকে দান করো। আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে আমাকে দেখাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক আমাকে দান করো এবং সত্য-মিথ্যার বিষয়টি আমার কাছে অস্পষ্ট রেখো না, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো।

ইবনু শাহীন বলেন, এটি আসলে কোন হাদীস্ব নয়। বরং এটি সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ করেছেন এমন দুআ"।[548] এ দুআটি উল্লেখ করেছেন ইবনু কাস্বীরও।[549]

এই দুআ'টির ধারে কাছে আরেকটি দুআ' আছেঃ

اللَّهُمَّ أرني الحق حقا فأتبعه وأرني المنكر منكرا وارزقني اجتنابه ، وأعذني من أن يشتبه علي فأتبع هواي بغير هدى منك ، واجعل هواي تبعا لطاعتك ...

হে আল্লাহ! সত্যকে সত্য হিসেবে আমাকে দেখাও যাতে আমি তা অনুসরণ করতে পারি। আর মুনকারকে মুনকার হিসেবে আমাকে দেখাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক আমাকে দান করো। আমাকে রক্ষা কর নিজের ব্যাপারে সন্দেহে আপতিত হয়ে তোমার তরফ থেকে আসা হিদায়াতকে ছেড়ে নিজের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ না করি। আমার প্রবৃত্তিকে তোমার অনুগত করে দাও...

হাফিয আল ইরাকী বলেন, প্রথম অংশের আসল আমি খুঁজে পাইনি।[550]

খুলাসাহ

১। এটি কোন হাদীস্ব নয়, কেবল সালাফদের দুআ'[551]

---

[548] শারহু মাযাহিব আহলিস সুন্নাহ ৪০

[549] তাফসীর ইবনু কাস্বীর ১/৫৭১

[550] তাখরীজ আহাদীস্বুল ইহইয়া ৫/৩৯১

[551] আরাবী ফাতাওয়ার লিংক https://islamqa.info/ar/answers/140138

তাহকীক ৪

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلِمَ قَالَ " لاَ تَرَايَا نَارَاهُمَا " .

«আবূ মুআবিয়াহ ← ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ ← জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)» থেকে বর্ণিত: খাস্‌আমদের অঞ্চলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি ছোট বাহিনী প্রেরণ করেন। সিজদার মাধ্যমে সেখানকার জনগণ আত্মরক্ষা করতে চাইল। কিন্তু দ্রুততার সাথে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আসলে তিনি তাদের অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) দেওয়ার জন্য হুকুম দেন। তিনি আরো বলেন, মুশ্‌রিকদের সাথে যে সকল মুসলিম বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব হতে মুক্ত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কেন? তিনি বললেন: তাদের থেকে এইটুকু দূরে থাকবে যেন উভয়ের আগুন না দেখা যায়।[552]

আবূ মুআবিয়াহ্‌র রিওয়ায়াতসমূহ:

একই রিওয়ায়াত সামান্য ভিন্ন মতনে আছে।[553]

এই হাদীসটিকে যুবাইর আলী যাঈ দাঈফ সাব্যস্ত করেছেন, কেননা এতে আবূ মুআবিয়াহ হচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন খাযিম আদ দারীর[554], যার ব্যাপারে তাদলীসের অভিযোগ আছে। একই সাথে তিনি বলেন এই হাদীসের সকল তারীকাহ্‌হ দাঈফ।[555]

এছাড়া যুবাইর আলী আদ দারীরকে ইবনু হাজারের ২য় মর্তবার মুদাল্লিস হওয়ার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে তাঁকে ৩য় মর্তবায় রাখেন।[556]

---

[552] তিরমিযী ১৬০৪

[553] সুনান আবূ দাউদ ২৬৪৫, মু'জামুল কাবীর ১/১০৯/১ , মু'জাম ইবনুল আরাবী ৮৪/১-২

[554] আত তাকরীব ৫৮৪১

[555] আনওয়ারুস সাহীফাহ ৯৬, সুনান আবূ দাউদের হাদীসের ব্যাপারে নং ২৬৪৫

[556] আল ফাতহুল মুবীন ক্রম ২/৬১, পৃষ্ঠা ৪৭, হাশিয়াহ

যুবাইর আলী বলেন, আয যাহাবী উল্লেখ করেন যে, তিনি তাদলীস করেছিলেন[557], আর আয যাহাবী ইয়া'কুব বিন শায়বাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি আবূ হাযম বলছি, এ দাবী সানাদসহ তারীখ বাগদাদে নিম্নরূপে পেয়েছি

أَخْبَرَنِي الأزهري، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عمر، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد ابن أحمد بن يعقوب بن شيبة، قَالَ: حَدَّثَنَا جدي، قَالَ: محمد بن خازم الضرير مولى لبني عمرو بن سعد بن زيد مناه بن تميم رهط سعير بن الخمس، وكان من الثقات وربما دلس، وكان يرى الإرجاء

❮ উবাইদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন উসমান আল আযহারী ← আব্দুর রাহমান বিন উমার আল খাল্লাল ← মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইয়া'কূব বিন শায়বাহ ← ইয়া'কুব বিন শায়বাহ ❯

উবাইদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন উসমান আল-আযহারী -স্বিকাহ[558] ← আব্দুর রাহমান বিন উমার আল খাল্লাল-স্বিকাহ[559] ← মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইয়া'কূব বিন শায়বাহ-স্বিকাহ[560] ← ইয়া'কূব বিন শায়বাহ-স্বিকাহ বলেন, তিনি স্বিকাহদের একজন ছিলেন, তবে হয়তো তিনি তাদলীস করেছেন। তিনি ইরজা' এর মত রাখতেন। (শুধু জরুরী অংশ তরজমা করলাম)।[561]

সুতরাং এই সানাদটি সাহীহ।

যুবাইর আলী এরপর উল্লেখ করেন দুমাইনীর কিতাব আত তাদলীসের যার হাওয়ালা রয়েছে ২/১০৩ নাম্বারে ২৮০ পৃষ্ঠায়। দুমাইনী এখানে কিছু উলামা যেমন আলাঈর কাওল আনেন:[562]

محمد بن خازم أبو معاوية الضرير قال أحمد بن أبي طاهر كان يدلس

আহমাদ বিন আবূ তাহের বলেছেন, তিনি (মুহাম্মাদ বিন খাযিম আবূ মুআবিয়াহ আয দারীর) তাদলীস করতেন।

---

[557] মীযানুল ই'তিদাল ৪/৫৭৫ নং ১০৬১৮
[558] তারিখ বাগদাদ ১২/১২০ নং ৫৫১২
[559] প্রাগুক্ত ১১/৬০৮ নং ৫৩৯৯
[560] প্রাগুক্ত ২/২৪৮ নং ২৮০
[561] তারীখ বাগদাদ ৩/১৩৪ নং ৭৫৬
[562] জামে' আত তাহসীল ১০৯

আবুল ফাদল আহমাদ বিন আবী তাহের ২০৪ হিজরীতে জন্ম নেন ও ২৮০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[563] তিনি মাজহুলুল হাল। খাতীব আল বাগদাদী তাঁর তারজুমাহ যতটুকু দিয়েছেন তা ব্যতীত আমি তাঁর ব্যাপারে জারহ্ বা তা'দীল কিছুই পাইনি। আবূ সাঈদ সালাহুদ্দীন আল আলাঈর জন্ম ৬৯৪ হিজরীতে।[564] সুতরাং তাঁদের মধ্যকার দূরত্ব ৪১৪ বছরের। একই সাথে আহমাদ বিন আবী তাহেরের অল্প কিছু ছাড়া সমস্ত বই-ই হারিয়ে গিয়েছে। আর আমরা আলাঈর বর্ণনাকৃত কাওলের উৎস সম্পর্কেও অবগত হতে পারছি না।

সানাদবিহীন কবিতায় আল মাকদিসী[565] আহমাদ বিন আবূ তাহের এর কওলটি উল্লেখ করেন। আল হালাবী[566] কর্তৃকও আহমাদ বিন আবী তাহের থেকে একই কওল সানাদবিহীনভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

আদ দারাকুতনীর সূত্রে ইবনু হাজারও[567] সানাদ ছাড়াই আবূ মুআবিয়াহ্‌র তাদলীস করার ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন আর আমিও এর সানাদ অন্য কোথাও পাইনি।

দুমাইনী ইবনু সা'দ (দুমাইনীর হাওয়ালাতে)[568] এর বক্তব্য নিয়ে এসেছেন যেখানে তিনি আবূ মুআবিয়াহ্‌কে সিকাহ দাবী করার পরও বলেছেন, **তিনি অনেক হাদীসে তাদলীস করতেন।**

ইবনু আম্মার বলেন, আমি আবূ মুআবিয়াহ্‌কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে সকল হাদীসে আমি হাদ্দাসানা বলেছি তা আমি মুহাদ্দিসের মুখ থেকে মুখস্থ করেছি। আর যা মুহাদ্দিসদের মুখ থেকে মুখস্থ করিনি বরং কিতাব থেকে আমাকে পড়ে শোনানো হয়েছে সেখানে আমি "যাকারা ফুলান" বলেছি।[569] এ বক্তব্যটি সানাদসহ আছে[570], যার সানাদ এরূপ:

أَخْبَرَنَا أبو بكر البرقاني، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن خميرويه الهروي، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحسين بن إدريس الأنصاري، قَالَ: قَالَ ابن عمار

---

[563] তারীখ বাগদাদ ৫/৩৮৫ নং ২১৭০

[564] আল আ'লামুয যারকালী ২/৩২১

[565] কাসীদাতুল মাকদিসী ৩৮

[566] আত তাবয়ীন ৫০ নং ৬৩

[567] মারাতিবুল মুদাল্লিসীন ক্রম ২/৬১

[568] আত তাবাকাতুল কুবরা ৬/৩৬৪ নং ২৭২০

[569] তাহযীবুত তাহযীব ৯/১৩৯

[570] তারীখ বাগদাদ ৩/১৩৪ নং ৭৫৬

০(আবূ বাকার আল বারকানী — আবূল ফাদল মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ ইবনু খুমাইরাবীহ আল হারবী — হুসাইন বিন ইদ্রীস — ইবনু আম্মার)০

আবূ বাকার আল বারকানী স্বিকাহ।[571] আব্দুল কারীম আস সামআনী বলেন, আবূল ফাদল মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ ইবনু খুমাইরাবীহ আল হারবী স্বিকাহ।[572] ইবনু হিব্বান[573] হুসাইন বিন ইদ্রীসকে স্বিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু মাকুলা বলেন, আল হুসাইন হাফিয ছিলেন অনেক হাদীস্বের অধিকারী[574]। কিন্তু আবূ হাতিম এক অদ্ভুত ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আল হুসাইন তাঁকে তাঁর হাদীস্ব থেকে একটি অংশ লিখে পাঠান, যেগুলো তাঁর শায়খ খালিদ বিন হাইয়াজ বিন বিসতাম থেকে বর্ণিত ছিল, যার প্রথম তিনটি হাদীস্বই বাতিল। আর তিনি নিশ্চিত ছিলেন না আসলে এই হাদীস্বগুলো খালিদের, না আল হুসাইনের।[575]

ইবনু আসাকীর এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, এই রিওয়ায়াতগুলো নিশ্চিতই খালিদের।[576]

আমার মতে, আবূ হাতিমের এই বক্তব্য অন্য সকলের বক্তব্যের উপর স্থান পাবে যারা তাঁর সাধারণভাবে প্রশংসা করেছে। আর হুসাইনের মরতবা আসলে সাদূক ইনশা আল্লাহ্। আর ইবনু আমেরের বক্তব্য ইবনু সা'দের সাথেই মিলে গিয়েছে।

এ সকল কথা উল্লেখ করে দুমাইনী বলেন, সব মিলিয়ে তিনি ইবনু হাজারের সাথে একমত হয়েছেন যে আদ দারীর দ্বিতীয় মারতাবাতে।

কিন্তু আমার মতে ইবনু সা'দ এর বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যুবাইর আলীর মতটিই সঠিক ও আবূ মুআবিয়াহ আসলে তৃতীয় মর্তবার মুদাল্লিস। ওয়াল্লাহু আলামু।

আল আলবানী এ পুরো আলোচনাটি করেছেন তাঁর ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে।[577] একই আলোচনা তিনি করেছেন সিলিসিলাতুল আহাদীস্ব আস সাহীহাহ

---

[571] প্রাগুক্ত ৬/২৬ নং ২৫১৫

[572] কিতাবুল আনসাব ৫/১৯৮ নং ৭৫৬

[573] আত স্বিকাত ৮/১৯৩ নং ১২৯৩৪

[574] আল ইকমাল ২/৪৫৩

[575] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ৩/৪৭ নং ২০৬

[576] তারীখ দিমাশক ১৪/৪৩ নং ১৫১৭

[577] ইরওয়াউল গালীল ৫/২৯ নং ১২০৮

গ্রন্থে নং ৬৩৬ এ। আমরা এখানে সংক্ষেপে সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো তুলে ধরব ইনশা আল্লাহ্।

আল আলবানী বলেন, এই সানাদটি সাহীহ ও এই সকল রাবী সিকাহ শাইখানের গ্রন্থদ্বয় হতে। কিন্তু এই সানাদটি মুরসাল বলে এর উপর ইল্লাহ আরোপ করা হয়েছে।

আবূ দাউদ বলেন, এই মাতানটি একই সানাদে সাহাবী জারীরকে বাদ দিয়ে হুশাইম, মা'মার, খালিদ আল ওয়াসিত্বী ও অনেকে বর্ণনা করেছেন।[578] আলবানী বলেন, আবূ উবাইদ এই সানাদ এনেছেন "আল গারীব" এ (২/৭৫) হুশাইম থেকে, তিরমিযী আবদাহ থেকে, আন নাসাঈ (২/২৪৫) আবূ খালিদ থেকে আর উভয়েই ইসমাঈল বিন আবী খালিদ বিন আবী হাযিম থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন, এটিই সঠিক, ইসমাঈলের অধিকাংশ সাথীরা বলেছেঃ আন ইসমাঈল আন কায়স কিন্তু তারা জারীরকে উল্লেখ করেননি। আর হাম্মাদ বিন সালামাহ তা বর্ণনা করেছেন আন আল হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ আন ইসমাঈল আন কায়স আন জারীর, আবূ মুআবিয়াহ্‌র রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের মত। আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) কে বলতে শুনেছি: সঠিক হচ্ছে নাবী (ﷺ) থেকে কায়স যা বর্ণনা করেছেন, তা মুরসাল।[579]

আল আলবানী বলেন, ইবনু আরতাহ এর রিওয়ায়াতকে আল বায়হাকী[580] নিম্নবর্ণিত শব্দসহকারে খুব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন:

مَنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةَ

"যে ব্যক্তি মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করবে, আমি তার জিম্মা হতে মুক্ত।"

ইবনু আবী হাতিম বলেন, হাজ্জাজ ব্যতীত আর কোন কুফী একে সানাদ আকারে বর্ণনা করেন নি।[581] আল আলবানী আরও বলেন, আর হাজ্জাজ মুদাল্লিস। তাই তার মুতাবি' হাদীস এনে কোন লাভ নেই।[582]

---

[578] সুনান আবী দাউদ ২৬৪৫

[579] সুনান আত তিরমিযী ৪/১৫৫ নং ১৬০৫

[580] বায়হাকী ৯/১২-১৩

[581] ইলালুল হাদীস ৩/৩৭০ নং ৯৪২

[582] মারাতিবুল মুদাল্লিসীন ক্রম ৪/১১৮ ও আল ফাতহুল মুবীন, হাশিয়াহ ৬৯

আবূ মুআবিয়াহ সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিযোগঃ

আমি আবূ হাযম বলছিঃ আল হাকিম বলেন, আবূ মুআবিয়াহ তাশাইউ'তে গুলু করতেন।[583] কিন্তু আমি এই দাবীর স্বপক্ষে কোন সানাদ খুঁজে পাইনি।

আমি আবূ হাযম বলছি, কিন্তু আমরা ইবনু আবী শায়বাহ থেকে তাঁর ব্যাপারে তাশাইয়ু' ও ইরজা' এর ব্যাপারে আপত্তি পেয়েছি। আর যদিও আমরা হাকিমের বক্তব্যের সানাদ পাইনি, এখানে কোন সন্দেহ নেই যে আদ দারীর শাইখানের রিজালের একজন। যদি আবূ মুআবিয়াহ্‌র মাঝে বিদআতের গুলু থাকত ও তিনি বিদআতের দিকে দাওয়াতকারী হতেন, সে ক্ষেত্রে শাইখান তাঁর থেকে কোন হাদীস্ব গ্রহণ করতেন না। সুতরাং আদ দারীর সত্যবাদী ও কোন বিদআতি মত প্রচার করেননি ইনশা আল্লাহ্।

ইবনু খিরাশ বলেন, তিনি শুধু আ'মাশের বর্ণনায় স্বিকাহ, অন্য সকল রিওয়ায়াতে ইদতিরাব করেন! তাই ইবনু খিরাশ বলেন, তিনি আসলে সাদুক, শুধু আ'মাশের বর্ণনায় স্বিকাহ।[584] আমি এর সানাদ খুঁজে পাইনি।

আহমাদ পুত্র আবদুল্লাহ বলেন, আমি বাবাকে (আহমাদ) বলতে শুনেছি, তিনি আ'মাশ ব্যতীত আর সবার রিওয়ায়াতে মুদ্বতারিব। তিনি উত্তমরূপে হিফয করেননি।[585]

ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারীর মুকাদ্দিমাতে বলেন, বুখারী তাঁর (আবূ মুআবিয়াহ) থেকে আ'মাশ ব্যতীত আর কারো রিওয়ায়াত গ্রহণ করেননি।[586]

আমি আবূ হাযম লক্ষ্য করেছি মুসলিম তাঁর সাহীহ এর মধ্যে আদ দারীরকে দু'ভাবে উপস্থাপন করেন। হয় আ'মাশের বর্ণনায় নতুবা অন্য বর্ণনার শেষে শাহেদ বা মুতাবে' হিসেবে।

সুতরাং তাঁর ব্যাপারে হাকিমের বক্তব্য আধা বাস্তবতা।

হাদীস্বটি দাঈফ হওয়ার এটিই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য ইল্লাহ। অর্থাৎ মূলতঃ এই হাদীস্বটি মুদতারিব। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আব্বাস আদ দাওরী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, আবূ মুআবিয়াহ উবাইদুল্লাহ বিন উমার থেকে মুনকার হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[587]

---

[583] মীযানুল ই'তিদাল ৪/৫৭৫ নং ১০৬১৮

[584] প্রাগুক্ত ৪/৫৭৫ নং ১০৬১৮

[585] আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল ১/৩৭৮ নং ৭২৬

[586] ফাতহুল বারী ১/৪৩৮

আমি আবূ হাযম মনে করি, এ বিষয়টি উনার দুর্বল হিফযের কারণে হয়েছে, যেমনটি আহমাদ বলেছেন। ইনশা আল্লাহ্ এটি অনিচ্ছাকৃত। এটিও ইদতিরাবের উদাহরণ বৈ কিছু নয়, কেননা তা উবাইদুল্লাহ বিন উমার থেকে। আল্লাহু আ'লাম।

আবূ দাঊদ তাঁর সুনানে (২৬৪৫) বলেন:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمُعْتَمِرٌ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا

এই বর্ণনাটি হুশাইম, মু'তামির, খালিদ আল ওয়াসিত্বী ও জামা'আহ বর্ণনা করেছেন কিন্তু কেউই সাহাবী জারীরকে উল্লেখ করেননি।

আমি আবূ হাযম বলছি, এখানে আবূ দাঊদও সন্দেহ পোষণ করেছেন, কেননা অধিকাংশ বর্ণনায় কায়স সরাসরি মুরসাল আকারে এটি বর্ণনা করেছেন।

যাই হোক এ হাদীস্বটি এই তারীকাতে আসলে তিনটি কারণে দাঈফ। প্রথমত: ইদতিরাব, দ্বিতীয়ত: ইরসালের গন্ধ, আর তৃতীয়ত আবূ মুআবিয়াহ্‌র তাদলীস। আল্লাহু আ'লাম।

ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন মাইমূনের রিওয়ায়াত:

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّلَّالُ الْكُوفِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، ثنا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ...

আল আলবানী বলেন, আগের হাদীস্বের মুতাবে' হচ্ছে সালেহ বিন উমারের এই বর্ণনা। কিন্তু তাঁর থেকে রিওয়ায়াতকারী **ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন মাইমূন** শি'আ ও স্বিকাহ নন।[588]

আমি বলছি প্রথমত: এই সানাদে ইরসালের গন্ধ রয়েছে, কেননা কায়স এখানে জারীর থেকে আনআনাহ করছেন। ইবন হাজার বলেন, আল আসদী তাঁকে (**ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন মাইমূন**) আদ দুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, "তিনি মুনকারুল হাদীস্ব।"[589]

---

[587] তারীখ ইবনু মাঈন রিওয়ায়াতুদ দাওরী ৩/৩৯৪ নং ১৯২০

[588] মু'জামুল কাবীর ২/৩০৩ নং ২২৬৫

[589] লিসানুল মীযান ১/১০৭ নং ৩১৮

আসলে তিনি আযদী আর তাঁর এই কিতাবটি "আদ দুআফা" মাফকূদ। এর সাথে সাথে এই আল আযদীর নাম আবূল ফাতহ মুহাম্মাদ বিন আল হুসাইন বিন আহমাদ আর তাঁর নিজের ব্যাপারেই মাওদূ' হাদীস্বের অভিযোগ আছে।

খাতীব আল বাগদাদী বলেন, আমাদের আবূন নাজীব আব্দুল গাফফার বিন আব্দিল ওয়াহিদ আল উরমাবিয়্যু বলেন, আমি মাওসূলবাসীদের দেখেছি, তারা আবূল ফাতহ আল আযদীকে একেবারেই পরিত্যাগ করছেন ও তাঁর থেকে কিছু গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ বিন সাদাকাহ আল মাওসূলী বলেন, আবূল ফাতহ বাগদাদে আমেরের তথা ইবনু বুওয়াইহ্'র কাছে এলো। তখন তিনি তাঁর জন্য একটি হাদীস্ব বানিয়ে দেন। তিনি বলেন, এতে তিনি তাঁকে পুরস্কার দেন ও অনেক দিরহাম দেন। খাতীব আরো বলেন, আমি আবূ বাকার আল বারকানীর কাছে আবূল ফাতহ আল আযদীর ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি তাঁর দাঈফ হওয়ার ব্যাপারে ইশারাহ করেন। তিনি বলেন, তাঁকে আমি দেখেছি সমগ্র মাদীনাহ্র আসহাবুল হাদীস্বেরা তাঁকে চিনতেন না ও তাঁকে পরিত্যাগ করে চলতেন।[590]

আব্দুল গাফফারের তারজুমাহ তারীখ বাগদাদে রয়েছে কিন্তু কোন জারূহ বা তা'দীল ব্যতীত। আর আমি তাঁর ব্যাপারে আর কোন জারূহ বা তা'দীল পাইনি। একমাত্র যাহাবী তাঁকে হাফিয বলেছেন।[591]

ইবনু হাজার বলেন, ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন মাইমূন একেবারে কট্টর শিয়া ছিলেন। এরপর তিনি বলেন, আমি আবূল ফাদল আল হাফিযের লেখা থেকে নকল করছি, তিনি বলেছেন, এই ব্যক্তি স্বিকাহ নন।[592]

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর আমার নিকট উক্ত হাদীস্বটি এই সানাদে দাঈফ বলেই বিবেচিত হয়েছে।

হাম্মাদ বিন সালামাহ্'র রিওয়ায়াত

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ

---

[590] তারীখ বাগদাদ ৩/৩৬ নং ৬৫৮

[591] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১৭/৪৪৭ নং ৩০০

[592] লিসানুল মীযান ১/১০৭ নং ৩১৮

النَّرْسِيُّ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ...

০[আলী বিন আবদুল আযীয — আবূ মুসলিম আল কাশ্‌শী — হাজ্জাজ বিন আল মিনহাল — আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হানবাল — আল আব্বাস বিন আল ওয়ালীদ আন-নারসী — হাম্মাদ বিন সালামাহ — হাজ্জাজ — ইসমাঈল — কায়স বিন আবূ হাযিম — জারীর বিন আবদুল্লাহ আল বাজালী]০[593]

এই সানাদের মধ্যে বেশ কিছু ইল্লাহ আছে। প্রথমত: এতে হাজ্জাজ বিন আরতাহ রয়েছেন, যিনি চতুর্থ মরতবার মুদাল্লিস, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এতে ইদতিরাবের গন্ধ রয়েছে। কেননা হাম্মাদের হিফয শেষ বয়সে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তাই যারা তাঁর কাছ থেকে পূর্বে শুনেছেন, তাঁর কিছু হাতে গোনা শায়খদের বর্ণনা থেকে, তাঁদের সামা' সঠিক ও সেসব বর্ণনাতে তিনি স্বিকাহ। বাকি সব ক্ষেত্রে তিনি সাদূক বলে গণ্য হবেন।

ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, হাম্মাদ বিন সালামাহ স্বিকাহ কিন্তু তাঁর হাদীস্রে সাংঘাতিক ইদতিরাব রয়েছে। কিন্তু তাঁর শুয়ুখদের থেকে তাঁর বর্ণনা ব্যতীত; সে সব ক্ষেত্রে তিনি হাসানুল হাদীস্ব। তাঁদের মধ্যে রয়েছে স্বাবিত আল বুনানী ও আম্মার বিন আবী আম্মার।

আস্বরামের রিওয়ায়াতে আহমাদ বলেন, আমি হুমাইদ হতে হাম্মাদের মত সুন্দর হাদীস্ব আর কারো থেকে পাইনি। তিনি তাঁর থেকে আগে শুনেছিলেন। কিন্তু পরে আহমাদ মত দেন, হুমাইদের ব্যাপারে লোকেরা অনেক শক্ত ইখতিলাফ করেছে।[594]

যাই হোক, হাজ্জাজ বিন আরতাহ তাঁর পুরানো শোনা শায়খদের মধ্যে একজন নন, যা উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেলো। আর এই তারীকাতে শায়খান না নির্ভর করেছেন, আর না হুজ্জাহ দিয়েছেন।

তৃতীয়ত: উল্লিখিত হাদীস্বের সনদদ্বয়ের উভয়টি কায়স কর্তৃক জারীর হতে বর্ণিত, আর তাই উভয়টি মুরসাল।

সুতরাং উভয় সানাদই দাঈফ!

---

[593] মু'জামুল কাবীর ২/৩০২ নং ২২৬১

[594] শারহু ইলালিত তিরমিযী ২/৭৮১-৭৮২

হাফস বিন গিয়াসের যত রিওয়ায়াতঃ

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ، ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى نَاسٍ مِنْ خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمُوا بِالسُّجُودِ، فَقَتَلَهُمْ فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ الدِّيَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا

॰(আবূয যিনবা' রাওহ ইবনুল ফারহ ← উমার বিন আবদুল আযীয বিন মিকলাস ← ইউসুফ বিন আদী ← হাফস বিন গিয়াস ← ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ ← কায়স বিন আবূ হাযিম ← খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু))॰ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খালিদ বিন ওয়ালীদকে খাসআম গোত্রের মানুষের কাছে পাঠালেন, তখন তারা (তাদের কিছু লোক) নিজেদের রক্ষার্থে সিজদারত হলো। তখন তিনি তাদের হত্যা করেন ও রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে তাদের ওয়ারিশদের অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) প্রদানের আদেশ দেন। তিনি বললেন: আমি ঐ মুসলিম থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। তিনি বললেন: তাদের থেকে এইটুকু দূরে থাকবে যেন উভয়ের আগুন না দেখা যায়।[595]

আল আলবানী বলেন, এই সানাদের সকলে স্বিকাহ ও বুখারীর রাবী। কিন্তু ইবনু গিয়াস ব্যতীত, কেননা তিনি তাঁর (জীবনের শেষ দিকে) হিফযে সামান্য ভুলভ্রান্তি করেছেন।[596]

আমি আবূ হাযম বলছি, তবে হাফস বিন গিয়াসকে ইবনু হাজার তাদলীসের ক্ষেত্রে প্রথম মরতবায় বর্ণনা করেন[597] কিন্তু যুবাইর আলী তাঁকে তৃতীয় মরতবায় উল্লেখ করেন, কেননা তাঁর তাদলীস প্রমাণিত।[598] তিনি এ ক্ষেত্রে নিচের কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন,

---

[595] মু'জামুল কাবীর ৪/১১৪ নং ৩৮৩৬

[596] তাকরীব ১৪৩০

[597] মারাতিবুল মুদাল্লিসীন ক্রম ১/৯

[598] ফাতহুল মুবীন, হাশিয়াহ ২২

১। আল আস্রামের রিওয়ায়াতে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, হাফস তাদলীস করতেন।[599]

কিন্তু আমি আবূ হাযম বলছি, আব্দুল্লাহর প্রশ্নের জবাবে আহমাদ হাফসের তাদলীসের বর্ণনা দেন।[600]

২। ইবনু সা'দের বক্তব্যঃ كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا ثَبْتًا إِلا أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ তিনি সিকাহ মা'মূন সাবত কিন্তু তিনি তাদলীস করতেন।[601]

সুতরাং আমার নিকট হাফসের মুদাল্লিস হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলেও তাঁর তৃতীয় মর্তবাতে হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি। কেননা যাকে তৃতীয় মর্তবাতে রাখা হবে তার অনেক তাদলীস থাকতে হবে। আমরা জানি না হাফসের তাদলীসের সংখ্যা কেমন ছিলো, শুধু জানি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ রয়েছে।

কিন্তু আমার নিজের কায়িদাহ আছে এ ক্ষেত্রে যা ইবনুস সালাহ ও ইবনু হাযমের মাঝামাঝি। আমি বলি যদি কালীলুত তাদলীস রাবীর তাদলীসের তারীকাহ উন্মোচিত হয়, সে ক্ষেত্রে তাঁর অন্যান্য তারীকাহ থেকে হাদীস্র নিতে কোন সমস্যা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর এই সব তারীকাহ অনেক বেশী না হবে। আর যদি তা হয়, তাহলে তার তাহদীস না পাওয়া পর্যন্ত তার হাদীস্র গ্রহণ করা হবে না।

এ ক্ষেত্রে আমরা জানি না হাফস কোন তারীকাতে তাদলীস করেছেন, হয়তো তা বেশী বা কম ছিলো। কিন্তু ইবনু সা'দ ও আহমাদের আকওয়ালের ধরণ তার স্বভাবগত তাদলীসের দিকে ইশারাহ করে।

তাই আমরা ইবনুস সালাহর কাঈদাহতে চলবো ও তার আনআনাহ কবুল করব্ব না।

তবে আমাদের আগেই অনেক আলিম যাঁদের মধ্যে হাফিয মু'আল্লিমী হাফসকে মুদাল্লিস বলেন।[602]

---

[599] তাহযীবুত তাহযীব ২/৩৫৯ নং ৭২৫

[600] আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল রিওয়ায়াতু ইবনিহি আবদিল্লাহ ২/১৮৪ নং ১৯৪১

[601] তাবাকাত আল কুবরা ৬/৩৬২ নং ২৭০৬

[602] আস্নারুশ শায়খ আল-আল্লামাহ আব্দুর রাহমান বিন ইয়াহয়া আল মুআল্লিমী আল ইয়ামানী ১৬/৩৫৮

আমার মনে হয় এখানে আসলে বিষয়টি শুধু তাদলীসের না। এখানে আরো একটি ইল্লাহ আছে।

আবূ যুরআহ বলেন, কাজী নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর হিফ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং যে তাঁর বই থেকে লিখেছে তা সঠিক, বাকি সব যেন তেন।[603]

ইয়া'কূব বিন সুফ্ইয়ান আল ফাসবী ← মুহাম্মাদ বিন আবদির রাহীম ← আলী ইবনুল মাদীনি ← ইয়াহয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান বলতেন, হাফস সাবত। আমি (আলী) বললাম, তিনি তো ওয়াহম করেছেন, তাই নয় কি? তিনি (ইয়াহয়া) বললেন, তাঁর কিতাব সাহীহ।[604] ইয়াহয়া বিন মা'ঈন থেকে বর্ণিত বাগদাদ ও কুফাতে হাফস তাঁর হিফ্য ছাড়া আর কোন ভাবে হাদীস বর্ণনা করেননি। আর তিনি এ সময় কিতাব থেকে বর্ণনা করেননি। তাঁর হিফ্য থেকে তিন বা চার হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়।[605]

উপরোক্ত বক্তব্যের সানাদটি নিম্নরূপ:

أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، قَالَ: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حبانَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا وَهُوَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ

আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল কাতিব সিকাহ[606], মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ আল মুখাররিমী সিকাহ[607], সানাদের ইবনু হিব্বান হচ্ছেন আবূ খালীফাহ ফাদল বিন আমর যাকে তাওসীক করেছেন ইবনু হিব্বান[608] ও তাঁর পিতা আমর আল হাব্বাব যাকে ইবনু হিব্বান সিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[609]

সুতরাং এ কওলটির সানাদ সাহীহ।

---

[603] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ৩/১৮৬ নং ৮০৩
[604] আল মা'রিফাহ ওয়াত তারীখ ২/৬৪৬
[605] তারীখ বাগদাদ ৯/৬৮ নং ৪২৬৬
[606] তারীখ বাগদাদ ৬/৮ নং ২৪৮৫
[607] প্রাগুক্ত ৩/৬৭ নং ৬৮৩
[608] আস সিকাত ৯/৮ নং ১৪৮৮৮
[609] প্রাগুক্ত ৮/২১৭ নং ১৩০৮২

আলোচ্য হাদীসে হাফসের ছাত্র হচ্ছেন ইউসুফ বিন আদী ও তিনি কুফাবাসী।[610],

সুতরাং এই হাদীসটির সনদও দাঈফ।

এখানে আরো একটি বিষয় হচ্ছে যারা হাসান লি গাইরিহিতে বিশ্বাস করেন, তারা এখানে এই সানাদের মতনকে শায আখ্যা দিতে পারেন দুটো কারণেঃ

প্রথমত: একই মাতানের অধিকাংশ কায়স থেকে বর্ণিত মুরসাল আকারে। সেখানে খালিদ বিন ওয়ালিদের কোন উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়ত: মারফূ' আকারে যারা বর্ণনা করছেন সকলেই বর্ণনাকারী হিসেবে জারীরের নাম উল্লেখ করেছেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব হয়তো দিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

আমাদের বদ্ধমূল ধারণা, এটি হাফসের ইদতিরাব। সম্ভবত শায়খ এখানে কিছুটা এলোমেলো করে জারীরের স্থলে খালিদ বিন ওয়ালিদের নাম বলে থাকতে পারেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

আবূ ওয়াইলের যত রিওয়ায়াত:

প্রথম হাদীস:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ جَرِيرٌ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُبَايِعُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ، وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: «أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ

[মুহাম্মাদ বিন কুদামাহ ← **জারীর বিন হাযিম** ← মানসূর ← আবূ ওয়ায়িল ← আবূ নুখাইলাহ আল বাজালী ← জারীর (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম সালাত আদায় করার,

---

610 তাকরীব ৭৮৭২

যাকাত প্রদান করার, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শুভ কামনার এবং মুশরিকদের থেকে পৃথক থাকার।[611]

আমি আবূ হাযম বলছি, এখানে প্রথম জারীর হচ্ছেন জারীর বিন হাযিম বিন যাইদ আল আযদী।[612]

আবূ হাতিম বলেন, জারীর বিন হাযিম সাদূক। তিনি আরো বলেন, মৃত্যুর এক বছর পূর্বে জারীর বিন হাযিমের হিফ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।[613]

আল উকাইলী বলেন, আবূ আব্দিল্লাহ (আহমাদ বিন হানবাল) বলেন, কাতাদাহ হতে তাঁর হাদীস্ব মানুষের (হুবহু) হাদীস্ব নয়। একরকম শুনে অন্যরকম কথা সংযুক্ত করেছেন।[614]

আল আস্‌রাম বলেন, আবূ আবদিল্লাহ (আহমাদ বিন হানবাল) বলেছেন, জারীর ওয়াহম নিয়ে হাদীস্ব বর্ণনা করতেন। আমি বললাম, তিনি কি লোকেদের কেবল মিশরেই ওয়াহম নিয়ে বর্ণনা করেননি? তিনি বললেন, সেখানে এবং অন্যত্রও। তিনি আরো বলেন, জারীর কাতাদাহ্ থেকে কিছু হাদীস্ব সংযোগ করেছেন যা বাতিল।[615]

ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি ভুল করতেন, কেননা তিনি অধিকাংশই তাঁর হিফ্য থেকে বর্ণনা করতেন।[616]

তিরমিযী বলেন, আমি তাঁকে (বুখারীকে) বললাম, জারীর বিন হাযিম কেমন ছিলেন? তিনি বললেন, তাঁর কিতাব সঠিক। কিন্তু হয়তো তিনি ওয়াহম করেছেন।[617]

সুতরাং ইনি সাদূক, যেমনটি আবূ হাতিম বলেছেন।

---

[611] নাসায়ী ৪১৭৭, আল বায়হাকী ৯/১৩, আহমাদ ৪/৩৬৫

[612] তাকরীব ৯১১

[613] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ২/৫০৫ নং ২০৭৯

[614] আদ দুআফা' আল-কাবীর ১/১৯৯

[615] সুনান বায়হাকী ৪/২৮১

[616] আস্ব স্বিকাত ২/১৪৫ নং ৭০৯১

[617] ইলালুত তিরমিযী আল কাবীর ১৩০ নং ২২৪

ইবনু হাজার তাঁকে তাদলীসের প্রথম মরতবাতে উল্লেখ করেছেন।[618] ইয়াহ্ইয়া আল হামানী তাঁকে তাদলীসের দোষে দুষ্ট করেন।[619] যার সানাদটি হলো: عن أبي حازم عن سهل عن سعد যা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের সিফাতের হাদীস্ব। আল মাকদিসী তাঁর আগে জারীরকে মুদাল্লিস বলে দাবী করেন।[620] কিন্তু দুমাইনী বলেন, তিনি এই রিওয়ায়াতটি তুহফাতুল আশরাফ, মুসনাদ আহমাদ, সুনান দারাকুতনী তে খুঁজে পাননি। আর তাঁকে যিনি মুদাল্লিস বলছেন সেই আল হামানী নিজেই একজন বড় মুদাল্লিস।[621] আমি বলছি এই সানাদটি মাফকূদ। আর এমনটি না হলে তাঁর তাদলীসের তারীকাহটি উন্মোচিত হতো। কিন্তু যা পাওয়া যায়না তার উপর কোন হুকুম দেওয়া যায় না। যুবাইর আলীও জারীর বিন হাযিমকে তাদলীস মুক্ত ঘোষণা দিয়েছেন।[622] যাই হোক জারীর এখানে মানসূর থেকে আন দিয়ে বর্ণনা করায় এতে কোন সমস্যা নেই ইনশা আল্লাহ্।

উসমান বিন সাঈদ আদ দারিমী বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে তিনি প্রশ্ন করেন, আপনার কাছে মানসূরের থেকে করা রিওয়ায়াত কারটি বেশী পছন্দ? জারীরের না শারিকের? তিনি বললেন, জারীর মানসূর সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে ভাল জানতেন।[623]

এ থেকে প্রমাণিত হয় জারীরের মানসূর হতে বর্ণনাতে কোন সমস্যা নেই, বরং তা পছন্দনীয়।

হাদীস্বের সানাদের আবূ ওয়াইল হচ্ছেন শাকীক বিন সালামাহ আল আসাদী।[624] ইনি স্বিকাহ। আর আবূ নুখাইলাহ আল বাজালী হচ্ছেন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু।[625]

---

[618] মারাতিবুল মুদাল্লিসীন ক্রম ১/৮
[619] তা'রীফ আহলিল তাকদীস ১/২০, নং ৭
[620] কাসীদাতুল মাকদিসী ৩৮
[621] আত-তাদলীস ১৮৯-১৯০
[622] আল ফাতহুল মুবীন ২১
[623] তারীখ ইবনু মাঈন রিওয়ায়াতুদ দারিমী ৬০, নং ৮৮
[624] তাকরীব ২৮১৬
[625] প্রাগুক্ত ৮৪১০

এই সানাদের বাকি সবাই স্বিকাহ কিন্তু জারীর বিন হাযিমের উপস্থিতির কারণে শাহেদ বা মুতাবে' হাদীস্ব না পাওয়া পর্যন্ত হাদীস্বটিকে হুজ্জা হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

দ্বিতীয় হাদীস্বঃ

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... نَحْوَهُ

৹মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ ← আল হাসান বিন রাবী' ← **আবুল আহওয়াস** ← আ'মাশ ← আবূ ওয়ায়িল ← আবূ নুখাইলাহ আল বাজালিয়্যু ← জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)৹ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট, সালাত আদায়ের, যাকাত প্রদানের, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শুভ কামনার এবং মুশরিকদের থেকে পৃথক থাকার ব্যাপারে বায়আত গ্রহণ করলাম।[626]

আমি বলছি এই আবুল আহওয়াস হচ্ছেন সালাম বিন সালীম আল কুফী আল হানাফী।[627] ইনি স্বিকাহ। এই সানাদের বাকি সবাই স্বিকাহ। কিন্তু আল আ'মাশ তাঁর তাদলীসের জন্য মাশহুর। ইবনু হাজার তাঁকে দ্বিতীয় মরতবায় রাখলেও আদ দুমাইনী বলেন, তিনি অনেক তাদলীস করতেন, এমনকি দাঈফ ও মাতরূক লোকেদের থেকেও তাদলীস করেছেন। এমন ব্যক্তির হাল তৃতীয় বা চতুর্থ মরতবায় হওয়ার কথা, দ্বিতীয় মর্তবায় নয়। তাই আদ দুমাইনী তাঁকে তৃতীয় মরতবায় রাখেন।[628] আরও আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে ইবনু হাজার নিজেই তাঁকে তৃতীয় মর্তবায় রেখেছেন।[629] সুতরাং এ হাদীস্বটি এই সানাদে দাঈফ।

তৃতীয় হাদীস্বঃ

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ.

---

[626] সুনান নাসায়ী ৭/১৮০ নং ৪১৭৬

[627] তাকরীব ২৭০৩

[628] আত তাদলীস ৩/১১৬

[629] আন নুকাত আলা ইবনিস সালাহ ২/৬৪০

বিশ্‌র বিন খালিদ — গুনদার — শু'বাহ — সুলাইমান — আবূ ওয়ায়িল — জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) (হাদীস্বের অনুবাদ উপরে উদ্ধৃত হয়েছে)।[630] আমি আবূ হাযম বলছি, এই সানাদের সকলেই স্বিকাহ। এই সানাদটি অত্যন্ত চমৎকার ও সাহীহ। এ পর্যন্ত সর্বোত্তম সানাদ। একই সাথে এটি সুনান আন নাসায়ীর (৪১৭৭) হাদীস্বের মুতাবে', তবে এই হাদীস্বটি আবূ ওয়াইল আবূ নুখাইলাহকে বাদ দিয়ে সরাসরি জারীর থেকে বর্ণনা করেছেন। আমার মনে হয় আবূ ওয়াইল শুরুতে আবূ নুখাইলার কাছ থেকে শুনলেও পরে জারীর থেকেও সরাসরি শুনে থাকতে পারেন, সে অর্থে আলোচ্য সানাদটি আ'লা। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

উপরের তিনটি হাদীস্বকে আল আলবানী ও যুবাইর আলী উভয়েই সাহীহ বলেছেন।

একই সাথে এই হাদীস্বটি থেকে প্রমাণিত হয়, আবূ দাঊদ (২৬৪৫) এর অর্থের দিক থেকে মুতাবে' হাদীস্ব রয়েছে। যদিও একই তারীকাহ্‌র নয়, কিন্তু তা জারীর হতেই!

চতুর্থ হাদীস্বঃ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْنِي وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ، فَقَالَ: لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَنْصَحُ الْمُسْلِمَ، وَتُفَارِقُ الْكَافِرَ»

আল-হুসাইন বিন ইসহাক আল-তুস্তারী — আবদুল হামীদ বিন সালিহ — আবূ শিহাব — আ'মাশ — আবূ ওয়ায়িল — জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম ও ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে বায়আত করান ও আমার উপর শর্ত দিন কেননা আপনিই অধিক জানেন। তখন তিনি হাত প্রশস্ত করলেন ও বাইআত গ্রহণ করলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, মুসলিমদের ব্যাপারে সচেতন হবে, কাফির থেকে দূরে থাকবে।[631]

---

[630] সুনান নাসায়ী ৪১৭৫

[631] আল মু'জামুল কাবীর ২৩১৫

আয যাহাবী বলেন, আল হুসাইন বিন ইসহাক্ব আল তুস্তারী হাফিয ছিলেন।[632] আবূ হাতিম বলেন, আব্দুল হামীদ বিন সালেহ আল কূফী সাদূক্ব।[633]

আবূ শিহাব আব্দুর রহমান বিন নাফে' সম্পর্কে ইবনু হাজার আন নাসায়ীর কওল নকল করে বলেন, তিনি কাওবী নন।[634] কিন্তু আমি এর সানাদ পাইনি।

খাতীব আল বাগদাদী বলেন, ইয়া'ক্বূব বিন শায়বাহ বলেছেন, তিনি স্বিক্বাহ অনেক হাদীস্বের অধিকারী ছিলেন। মানুষ হিসেবে সালেহ ছিলেন কিন্তু মুতকিন লোক ছিলেন না। তাঁর হিফযের ব্যাপারে লোকেরা নানা কথা বলেছে।[635]

এর সানাদটি সাহীহ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলী ইবনুল মাদিনী বলেন, আমি ইয়াহইয়া আল কাত্তানকে বলতে শুনেছি আবূ শিহাব আল হান্নাত হাফিয ছিলেন না।[636]

এর সানাদটি নিম্নরূপ:

نا عبد الرحمن نا صالح بن محمد بن (وهو صالح بن أحمد بن محمد) نا علي يعني ابن المديني

এই সানাদের রাবী সালেহ বিন আহমাদকে আবূ হাতিম সাদূক্ব স্বিক্বাহ বলেছেন।[637]

এই সানাদের সকলেই স্বিক্বাহ, তাই সানাদটি সাহীহ।

আবূ হাতিম বলেন, আবূ শিহাব সালেহুল হাদীস্ব।[638]

ইবনু হাজার বলেন, তাঁর থেকে তিরমিযী ব্যতীত অনেকেই বর্ণনা করেছেন। আর এটি পরিষ্কার যে তাঁর (আবূ শিহাব) উপর তাদঈফ যারা করেছেন তাঁরা তাঁর আক্বরানদের মতের উপর নির্ভর করে এ কাজটি করেছেন।[639]

---

[632] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ২৫৪৭

[633] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ৬৭

[634] ফাতহুল বারী ১/৪১৭

[635] তারীখ বাগদাদ ১২/৪৩৭ নং ৫৭৭৫

[636] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ৬/৪৬, নং ২১৭

[637] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ৪/৩৯৪, নং ১৭২৪

[638] প্রাগুক্ত ৬/৪৬, নং ২১৭

[639] ফাতহুল বারী ১/৪১৭

যাই হোক, আমাদের গবেষণা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে আবূ শিহাব সাদূক, ঠিক যেমনটি ইবনু হাজার বলেছেন।[640] ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এরপরেই আছে আল আ'মাশ। সুতরাং এই হাদীসটি এই তারীকাতে দাঈফ, যদিও এর মতনটি সাহীহ কেননা উপরে আমরা একই মতনের সাহীহ তারীকাহ পেয়েছি।

শাকীক বিন সালামাহ্র রিওয়ায়াত:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَارُودِيُّ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ، عَنْ أَبِي رِبْعِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ وَخُذْ عَلَيَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ مِنِّي، قَالَ: «أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَنْصَحَ الْمُسْلِمَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ»

(আহমাদ বিন আলী আল জারুদী ← উসাইদ বিন আসিম ← আমির বিন ইবরাহীম ← ইয়া'কূব আল কুমিয়্যি ← আবূ রাবী' ← আ'মাশ ← শাকীক বিন সালামাহ ← জারীর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাত প্রশস্ত করুন, আমি আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করি। আপনিই আমাকে গ্রহণ করুন কেননা আপনি শর্তের ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, আমি তোমার বায়আত গ্রহণ করলাম এই মর্মে যে তুমি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুর শরীক করবেনা। সালাত কায়েম করবে। যাকাত আদায় করবে। মুসলিমদের ব্যাপারে সচেতন হবে। মুশরিকদের থেকে দূরে থাকবে।)[641]

আহমাদ বিন আলী আল জারুদী তাবারানীর শিক্ষক সম্পর্কে শায়খ আবূ নুআইম আল আসবাহানী বলেন তিনি হাফিয, মুতকিন।[642] আয যাহাবীও অনুরূপ বলেছেন।[643] ইবনু আবী হাতিম উসাইদ বিন আসিম কে স্বিকাহ বলেছেন।[644]

---

[640] তাকরীব ৩৭৯০

[641] আল মু'জামুল কাবীর ২/৩১৬ নং ২৩১৬

[642] তারীখ আসবাহান ১/১৫৩ নং ১২০

[643] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১৪/২৩৯

[644] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ২/৩১৮, নং ১২০৪

আমীর বিন ইবরাহীম[645] স্বিকাহ। ইবনু হাজার বলেন, ইয়া'কূব আল কুম্মিয়্যি[646] সাদূক ইয়াহিমু (ভ্রান্তি করতেন) যা তিনি নকল করেন আদ দারাকুতনী থেকে। তিনি বলেন, লাইসা বিল কাউই।[647]

এরপরেই রয়েছেন আল আ'মাশ। সুতরাং এই হাদীস্বটি এই তারীকাতে দাঈফ, যদিও এর মতনটি সাহীহ। কেননা উপরে আমরা একই মতনের সাহীহ তারীকাহ পেয়েছি।

আল আলবানী এখানে আবুল আহওয়াসের সানাদকে মানসুরের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে তুলনামূলক কাওবী বলেছেন ও তাকে সাহীহ বলেছেন।

আমার নিকট এ হাদীস্বটির সানাদ দাঈফ! আল্লাহু আ'লাম

সাহাবী হওয়ার দাবীদার মুবহাম (অনুল্লেখিত) বেদুঈনের ঘটনা:

أَخْبَرَنَـــا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: كُنَّا بِالْمِرْبَدِ جُلُوسًا، وَأُرَانِي أَحْدَثَ الْقَوْمِ، أَوْ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، قَالَ: فَأَتَى عَلَيْنَـــا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُلْنَا: كَأَنَّ هَذَا رَجُلٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ؟ قَالَ: أَجَلْ، فَإِذَا مَعَهُ كِتَابٌ فِي قِطْعَةِ أَدَمٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: فِي قِطْعَةِ جِرَابٍ، فَقَالَ: هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ، وَهُمْ حَيٌّ مِنْ عُكْلٍ، إِنَّكُـمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَفَارَقْتُمُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَعْطَيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، ثُمَّ سَهْمَ النَّبِيِّ وَالصَّفِيِّ , وَرُبَّمَا قَالَ: صَفِيَّةً , فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ ". قَالُوا: هَاتِ، حَدِّثْنَـــا أَصْلَحَكَ اللهُ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:" صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تُذْهِبُ كَثِيرًا مِنْ وَحَرِ الصَّدْرِ". قَالَ قُرَّةُ: فَقُلْتُ لَهُ: وَغْرِ الصَّدْرِ؟ فَقَالَ: وَحَرِ الصَّدْرِ , فَقَالَ الْقَوْمُ: أَنْتَ سَمِعْتَ

---

[645] তাকরীব ৩০৮৫

[646] প্রাগুক্ত ৭৮২২

[647] ইলালু আদ্-দারাকুতনী ৩/৯১, নং ২৯৮

هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ بِهِ؟ فَأَهْوَى إِلَى صَحِيفَةٍ فَأَخَذَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ مُسْرِعًا ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَرَاكُمْ تَخَافُونَ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ لَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا الْيَوْمَ

৩(আবূ আবদুল্লাহ আল হাফিয ← আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কূব ← আল আব্বাস ইবনু মুহাম্মাদ ← রাওহ বিন উবাদাহ ← কুররাহ বিন খালিদ ← ইয়াযীদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আশ শিখখীর)৩ বলেন, আমরা উটের খোঁয়াড়ে বসে ছিলাম। আমাকে সেখানকার মানুষের ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষ করে গত এক বছরের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছিলো। তখন আমাদের কাছে মরুবাসী (বেদুইন) এক ব্যক্তি এলো। আমরা যখন তাঁকে দেখলাম, তখন বললাম, এই ব্যক্তি মনে হয় এ অঞ্চলের নয়। তিনি বললেন, জী হ্যাঁ। এ কারণেই তাঁর চামড়ার টুকরোতে একটি কিতাব রয়েছে। অথবা হয়তো তিনি বলেছিলেন, থলেতে। সেই লোকটি বললো, এই কিতাবটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার জন্য লিখে দিয়েছেন। এতে রয়েছে:

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। নাবী মুহাম্মাদ হতে বনী যুহাইর বিন উকাইশের প্রতি। আর তা হচ্ছে উকল অঞ্চলের একটি গ্রাম। তোমরা সালাত কায়েম, যাকাত আদায়, মুশরিকদের থেকে নিজেদের পৃথক রাখা এবং গানীমাতের সম্পদ হতে এক পঞ্চমাংশ ও এরপর সাফী অথবা সাফিয়্যাহ (নাবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অংশ) দান করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতিরক্ষায় সুরক্ষিত।

তারা বলল, দাও দেখি, আল্লাহ্ তোমার সুব্যবস্থা করুন, আমাদের তুমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা শুনেছ তা থেকে বর্ণনা কর। সে বলল, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি:

সবরের মাসে (রামাদান) ও প্রত্যেক মাসে তিন দিন (আইয়ামে বীদ) সাওম পালন অন্তরের বহু কাঠিন্যতা দূর করে দেয়।

কুররা বললেন, আমি তাঁকে বললাম, অন্তরে অপরের ক্ষতি করার বাসনা? তিনি বললেন, না, অন্তরের কাঠিন্যতা। একদল লোক বললো, আপনি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ কথা বর্ণনা করতে শুনেছেন? তখন তিনি সেই সহীফাহর প্রতি যত্নশীল হলেন ও তা নিজের কব্জায় নিলেন। এরপর দ্রুত সে স্থানটি ত্যাগ করতে করতে বললেন:

আমি তোমাদেরকে দেখছি তোমরা আমার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর মিথ্যারোপের আশংকা করছ? আল্লাহ্‌র কসম, আজকে আমি তোমাদের একটি হাদীস্বও রিওয়ায়াত করবনা।[648]

আমি আবূ হাযম বলছি, এই হাদীস্বের সব রাবী স্বিকাহ। আল-হামদুলিল্লাহ। কিন্তু এ হাদীস্বটিতে সাহাবী হওয়ার দাবীদারের নাম উল্লেখ নেই।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ بِالْمِرْبَدِ إِذْ أَتَى عَلَيْنَا أَعْرَابِيٌّ شَعِثُ الرَّأْسِ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيمٍ أَوْ قِطْعَةُ جِرَابٍ، فَقُلْنَا: كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، فَقَالَ: أَجَلْ لَا، هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ الْقَوْمُ: هَاتِ، فَأَخَذْتُهُ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: " بِسْمِ -[23]- اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللهِ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ، قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ: وَهُمْ حَيٌّ مِنْ عُكْلٍ، إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَفَارَقْتُمُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ الْخُمُسَ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَصَفِيَّهُ، فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ "

{আবূ আবদুল্লাহ আল হাফিয ← আবূ সাঈদ বিন আবূ আম্‌র ← আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কূব ← আহমাদ বিন আবদুল জাব্বার ← য়ুনুস বিন বুকাইর ← কুররাহ বিন খালিদ ← ইয়াযীদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আশ শিখখীর} (উপরের হাদীস্বটির অনুবাদ সামান্য শব্দের তারতম্য ছাড়া প্রায় অনুরূপ)[649]

আহমাদ বিন আব্‌দিল জাব্বারকে ইবনু হাজার দাঈফ বলেছেন।[650]

ইবনু আদী বলেন, আহলে ইরাক তাঁর দাঈফ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর তিনি যার তার থেকে রিওয়ায়াত করা থেকে নিজেকে রক্ষা করতেন না। ইবনু আদী আরো বলেন, তিনি তাঁর হতে কোন মুনকার হাদীস্ব

---

[648] আস সুনান আল কুবরা ৬/৪৯৫, নং ১২৭৪৯
[649] আস সুনান আল কুবরা ৯/২২, নং ১৭৭৫২
[650] তাকরীব ৬৪

জানেন না, কিন্তু লোকেরা তাঁর তাদঈফ করেছে, কেননা তিনি তাদের থেকে বর্ণনা করতেন যাদের থেকে তিনি শোনেননি।[651]

সুতরাং এই সানাদটি দাঈফ।

আল আলবানী বলেন, এ সানাদটি সাহীহ ও সাহাবী অজ্ঞাত হওয়াটা আসলে সমস্যাজনক নয়।[652]

আমি আবূ হাযম বলছি, এই কায়িদাহর সাথে আসলে সবাই একমত নন। মুবহাম সাহাবীকে ইবনু হাযম অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। তিনি বলেন, সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) জমানায় মুনাফিক ও মুরতাদও ছিলো। সুতরাং কারো এই দাবী যে আমাকে সাহাবীদের মধ্যে একজন রিওয়ায়াত করেছেন বা আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্য পেয়েছেন এমন একজন বলেছেন বললেই তা গ্রহণ করা হবে না, যদি না তাঁর নাম প্রকাশ করা হয় ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সাহচর্য মা'লুম হয়। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾

"তোমাদের চতুস্পার্শ্বে কতক বেদুইন হল মুনাফিক, আর মাদীনাবাসীদের কেউ কেউ মুনাফিকীতে অনড়, তুমি তাদেরকে চেন না, আমি তাদেরকে চিনি, আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেব, (ক্ষুধা বা নিহত হওয়া এবং কবরের শাস্তি) অতঃপর তাদেরকে মহা শাস্তির পানে ফিরিয়ে আনা হবে[653]।"[654]

আমি মনে করি এই হাদীসের বেদুইন সম্পর্কে ইয়াযীদ বিন আব্দিল্লাহ আসলে জানতেন না, পুরোটা ছিলো ঐ বেদুঈনের দাবী। আর এই ব্যক্তি সম্পর্কে জানার কোন রাস্তাই আর অবশিষ্ট নেই। আর তাবেঈর নিকট থেকে এই ব্যক্তির হালও কোন দিক থেকেই পরিষ্কার হয়নি। সুতরাং নিশ্চিত হওয়া গেল এই ব্যক্তি আসলে মাজহুলুল আইন! অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের দুটো বিষয়ে পার্থক্য করতে হবে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে, তাবেঈ কর্তৃক কোন সাহাবীকে জানা সত্ত্বেও তার নাম উল্লেখ না করেই রিওয়ায়াত করা। অপরটি হচ্ছে তাবেঈর ঐ

---

[651] আল কামিল ফিদ দুআফায়ির রিজাল ১/৩১৪, নং ৩০

[652] ইরওয়াউল গালীল ৫/৩২ নং ১২০৭

[653] সুরা আত-তাওবাহ ৯ : ১০১

[654] আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম ২/৩

ব্যক্তি সম্পর্কেই অবগত না হওয়া অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি তাবেঈর কাছে মাজহূল। আলোচ্য হাদীসে ইয়াযীদ বিন আবদিল্লাহ সাহাবী হওয়ার দাবীদার ব্যক্তির পরিচয়ই জানতেন না। সে ক্ষেত্রে এই হাদীস কবুল করার কোন রাস্তা রইলনা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাঁর পরিচয় ও হাল সম্পর্কে জানতে পারি। সেক্ষেত্রে উভয় হাদীসই দুঃখজনকভাবে দাঈফই গণ্য হবে।

বাহ্য বিন হাকীম এর রিওয়ায়াত:

প্রথম হাদীস:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ، أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ، عَمَلاً حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ "

আবূ বাক্র ইবন আবী শায়বাহ – আবূ উসামাহ – **বাহ্য বিন হাকীম** – হাকীম – মুআবিয়াহ বিন হাইদাহ আল কুশাইরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় শির্কে লিপ্ত হওয়া মুশরিকের কোন আমল কবূল করেন না, যতক্ষণ না সে মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়ে মুসলিমদের নিকট ফিরে আসে।[655]

আল আলবানী এর সানাদকে হাসান বলেছেন। একই সাথে যুবাইর আলীও একে সাহীহ বলেছেন।

কিন্তু এই সানাদে আবূ উসামাহ হচ্ছেন হাম্মাদ বিন উসামাহ বিন যাইদ[656] ইবনু হাজারের মতে ইনি স্বিকাহ স্বাবত। কিন্তু ইবনু হাজার তাঁকে দ্বিতীয় তাবাকার মুদাল্লিস হিসেবে উল্লেখ করেন।[657] কিন্তু যুবাইর আলী তাঁকে তাদলীস মুক্ত মনে করেন।[658]

দুমাইনীর যুক্তি ছিলো হাম্মাদ বিন উসামাহর বিরুদ্ধে দু' প্রকার অভিযোগ পাওয়া যায়।[659]

---

[655] ইবনু মাজাহ ২৫৩৬

[656] তাকরীব ১৪৮৭

[657] তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন ক্রম ২/৪৪

[658] ফাতহুল মুবীন ৩৭

[659] আত তাদলীস পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০, ক্রম ২/৮৫

তাঁর মধ্যে একটি হচ্ছে আল আযদীর রিওয়ায়াতে আল মুআয়তী বলেছেন, তিনি অনেক তাদলীস করতেন। এরপর তিনি তাঁকে তরক (পরিত্যাগ) করেন। আয যাহাবী বলছেন, আযদী সুফইয়ান সাওরীর থেকে সানাদবিহীন বলেন, সুফইয়ান হাম্মাদ সম্পর্কে বলেন, তিনি মানুষের মধ্যে উত্তম হাদীস্রের ব্যাপারে অনেক বড় চোর ছিলেন। আয যাহাবী এই সানাদবিহীন দাবীকে বাতিল করে দিয়েছেন। কেননা, তাঁর থেকে আহমাদ, আলী (ইবনুল মাদিনী), ইবনু মাঈন ও ইবনু রাহাবীহ বর্ণনা করেছেন।[660]

দুমাইনী বলেন, তা'রীফ আহলিত তাকদীস ৫৯ পৃষ্ঠায় আল কুফতীর বর্ণনা আছে তাঁর ব্যাপারে। কিন্তু তিনি আল আযদীর আগে মুআয়তী বা আল কুফতী বলে কেউ ছিল বলে কোন প্রমাণ পাননি![661]

আসলে এই মুআয়তী হচ্ছেন আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন উমার আল মুআয়তী, ইনি স্বিকাহ।[662] কিন্তু তাঁর উপরের বক্তব্যের কোন সানাদ আমি পাইনি। আল্লাহু আ'লাম।

আমার মতে আসলে এ বিষয়টি কঠিন। কেননা, আল আযদীর আদ দুআফা গ্রন্থটি মাফকূদ! ওয়াল্লাহুল মুসতাআন।

এসব কথার মধ্যে একমাত্র গ্রহণযোগ্যতার ধারে কাছের কথাটি হচ্ছে ইবন সা'দ থেকে। তিনি বলেন, তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীস্র ছিলো। তিনি তাদলীস করতেন ও তাঁর নিজের তাদলীসকে বায়ান করতেন।[663]

একারণে দুমাইনী তাঁকে প্রথম তবাক্বায় রাখেন।

পক্ষান্তরে যুবাইর আলী বলেন, এর অর্থ তাঁর আনআনাহ আসলে তাঁর সামা' এর সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কিত। সে ক্ষেত্রে তিনি মুদাল্লিস নন, কেননা কেউ তাঁর তাদলীসের বিষয়টি পরিষ্কার করে দিলে, সে ক্ষেত্রে তাকে মুদাল্লিস বলা হয়না। সুতরাং তিনি তাদলীসমুক্ত।[664]

---

[660] মীযানুল ই'তিদাল ১/৫৮৮ নং ২২৩৫

[661] আত তাদলীস ২৫৯ ও ২৬০ পৃষ্ঠার হাশিয়া

[662] তারিখ বাগদাদ ৪/৩৪ নং ১২০৫

[663] তাবাকাতুল কুবরা ৬/৩৬৫, নং ২৭২৮

[664] আল ফাতহুল মুবীন ৩৭, ২/৪৪ হাশিয়াহ

আমি যুবাইর আলীর সাথে একমত পোষণ করছি। কেউ যদি কালীলুত তাদলীস হয় ও তাঁর তাদলীসের বায়ান করে দেয় অথবা তাঁর তাদলীসের তারীকাহগুলো আমরা চিহ্নিত করতে পারি, তাহলে বাকি সব তারীকাতে আমরা তাঁকে বিশ্বাস করতেই পারি যদি সে স্বিকাহ হয়। আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর আনআনাকে তাদলীসে গণনা করা হবে না কেননা, তিনি তা বায়ান করে দিতেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আহমাদ বলেন, হাম্মাদ স্বাবৃত ও তিনি যে বিষয়ে দৃঢ় ছিলেন, সে বিষয়ে ভুল করতেন না।[665] আদ দারিমী বলেন,

وَسَأَلت يحي قلت أَبُو أُسَامَة أحب إِلَيْك أَو عَبدة بن سُلَيْمَان فَقَالَ مَا مِنْهُمَا إِلَّا ثِقَة

আমি ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আবূ উসামাহকে না আব্দাহ বিন সুলাইমানকে বেশী পছন্দ করেন? তিনি বলেন, উভয়েই স্বিকাহ ভিন্ন কিছু নন।[666]

হাফিয ইবনু হাজার বলেন, তিনি (হাম্মাদ) শেষ জীবনে অন্যের কিতাব থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করতেন।[667]

আল আজুররী বলেন ← আবূ দাঊদ বলেন ← ওয়াকী' বলেন, আমি আবূ উসামাহকে ধার করা কিতাব থেকে রিওয়ায়াত করতে নিষেধ করেছিলাম। তিনি তাঁর কিতাবসমূহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।[668]

এ কারণে আবূ হাতিম বলেন, আবূ উসামাহ, তাঁর লেখনী সাহীহ ও হাদীস্বের দিক থেকে তিনি দাবত সম্পন্ন উত্তম সাদূক।[669]

আমার ধারণা আবূ হাতিম তাঁকে তাঁর শেষ বেলায় অন্যের কিতাব থেকে বর্ণনার কারণে সাদূক বলে থাকতে পারেন। তবে অন্যের কিতাব থেকে তাঁর মুনকার হাদীস্ব বর্ণনার সে রকম কোন দালীল পাওয়া যায় না। সে অর্থে তিনি সাদূক হাসানুল হাদীস্ব।

---

[665] আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল ১/৩৮৩, নং ৭৪৫

[666] তারীখ ইবনু মাঈন রিওয়ায়াতুদ দারিমী ৯২, নং ২৪২

[667] তাকরীব ১৪৮৭

[668] সুআলাত আবী উবাইদ আল আজুররী আবা দাঊদ আস সিজিস্তানী ফিল জারহি ওয়াত তা'দীল ২০৮, নং ২৩৫

[669] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ৩/১৩৩, নং ৬০০

ইবনু আদী আল জুরজানী বাহয বিন হাকিমের ব্যাপারে বলেন, তিনি স্বিকাহদের থেকে রিওয়ায়াতে 'লা বা'সা বিহি'।[670]

কিন্তু আল জারহ ওয়াত তা'দীলে রয়েছে, আবূ হাতিম বলেন, তিনি শায়খ, তাঁর হাদীস লেখা হয় কিন্তু হুজ্জাহ দেওয়া হয়না। আবূ হাতিমকে প্রশ্ন করা হয় আম্‌র বিন শুআইব আন আবীহি আন জাদ্দিহি কে পছন্দ করেন না বাহয বিন হাকিম আন আবিহি আন জাদ্দিহি। আবূ হাতিম বলেনঃ আম্‌র বিন শুআইব আন আবীহি আন জাদ্দিহি। আবূ যুরআহ বলেন, বাহয বিন হাকিম সালেহ কিন্তু তিনি মাশহুর নন।[671]

ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি (বাহয) অনেক ভুল করতেন। যদিও আহমাদ, ইসহাক বিন ইবরাহীম তাঁকে দিয়ে হুজ্জাহ দেন ও তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেন, তাঁকে আমাদের ইমামদের একটা জামাআত বর্জন করেন।[672]

আল হাকিম বলেন, তিনি বাসরী স্বিকাহদের একজন। আস সাহীহ থেকে তাঁর রিওয়ায়াত আন আবীহি আন জাদ্দিহি বাদ দেয়া হয়েছে, কেননা শায ও সাহীহতে তাঁর কোন মুতাবে' নেই।[673]

সুতরাং বাহয প্রকৃতপক্ষে শুধু সাদূক ছিলেন, যেভাবে ইবনু হাজার বলেছেন।[674]

আন নাসাঈ বাহযের পিতা হাকীম বিন মুআবিয়াহ বিন হাইদাহ সম্পর্কে বলেন, লাইসা বিহী বা'স।[675]

কিন্তু এর কোন সানাদ আমি খুঁজে পাইনি।

আল ইজলী তাঁর ব্যাপারে বলেন, তিনি তাবেঈ স্বিকাহ।[676] ইবনু হাজার তাকরীবে[677] হাকীমকে সাদূক বললেও ফাতহুল বারীতে বলেন, ইবনু হাযম একে শায ও দাঈফ ঘোষণা করেছেন।[678]

---

[670] আল কামিল ফিদ দুআফায়ির রিজাল ২/২৫৪, নং ২৯৯

[671] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ২/৪৩১, নং ১৭১৪

[672] আল মাজরূহীন ১/১৯৪, নং ১৪২

[673] সু'আলাত আস সিজযী লিল হাকিম ১৪৮, নং ১৫০

[674] তাকরীব ৭৭২

[675] তাহযীবুত তাহযীব ২/৪৫১, নং ৭৮৪

[676] আল ইজলীর আত স্বিকাত তাবাআহ আল বায ১৩০

[677] তাকরীব ১৪৭৮

[678] ফাতহুল বারী ১/৪৫৭

ইবনু হাযম আসলে বলেছেন: বাহয বিন হাকীমের আদালাহ গাইর মাশহুর। তাঁর পিতা হাকীমের অবস্থাও অনুরূপ।[679]

ইবনু হাযমের বক্তব্য শুধু হাকিমের বেলায় সত্যি। কেননা বাহযকে অনেক নাকীদ তা'দীলও করেছেন। এর মধ্যে রয়েছেন আহমাদ, আলী ইবনুল মাদীনি, আন নাসাঈ, আত তিরমিযী প্রমুখ। কিন্তু তাঁর পিতার তাওস্কীক করেছেন আল ইজলী। আর ইবনু হিব্বানও তাঁকে স্কিকাহ্দের তালিকায় রেখেছেন।[680] এ দুইজন ব্যতীত আমি হাঁকিমের ব্যাপারে আর কারো তা'দীল পাইনি। তাই আমি বিশ্বাস করি তিনি সাদুক্ব হাসানুল হাদীস্ব ইনশা আল্লাহ্ ইবনু হাজার[681] যেমনটি বলেছেন। কেননা তিনি মুতাকাদ্দিমদের নিকট গাইর মাশহুর।

হাকীমের পিতা মুআঁবিয়াহ বিন হাইদাহ আল কুশাইরী সাহাবী।

সুতরাং এই আলোচনার পর আমরা এই সানাদের এই হাদীস্ব দিয়ে কোন হুজ্জাহ দেবনা, কেবল লেখা হবে ও নজর বিশ্লেষণ করা হবে।

দ্বিতীয় হাদীস্ব:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ، أَلَّا آتِيَكَ، وَلَا آتِيَ دِينَكَ، وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا، إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «بِالْإِسْلَامِ» قَالَ: قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: " أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ "

[679] আল মুহাল্লা ৪/১৬২

[680] আস্ব স্কিকাত নং ২২৭৭

[681] তাকরীব ১৪৭৮

৩৫ মুহাম্মদ ইবন আবদুল আলা — মু'তামির বিন সুলাইমান — বাহ্য বিন হাকীম — হাকীম — মুআবিয়াহ বিন হাইদাহ আল কুশাইরী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নাবী! আমি আপনার কাছে আসার পূর্বে আমার উভয় হস্তের অঙ্গুলীসমূহের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক শপথ করেছিলাম যে, আমি আপনার কাছে আসব না এবং আপনার ধর্মও গ্রহণ করব্ব না। এখন আমি এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তাআলা এবং তদীয় রাসূলের শিখানো শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই আমি জানি না। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) আপনার কছে জানতে চাই আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে কি সহ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ইসলামসহ পাঠিয়েছেন। আমি বললাম, ইসলামের পরিচয় কি? তিনি বললেন, তুমি বলবে যে, আমি স্বীয় চেহারা আল্লাহ্ তাআলার দিকে ফিরিয়ে দিলাম এবং শিরক পরিত্যাগ করলাম। এবং তুমি সালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে। প্রত্যেক মুসলিম অন্য মুসলিমের জন্য সম্মানের পাত্র; তারা ভাইয়ের ন্যায় একে অন্যের সাহায্যকারী। আল্লাহ্ তাআলা মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের পরও তাদের কোন আমল কবুল করবেন না যতক্ষণ না তারা মুশরিকদেরকে পরিত্যাগ করে মুসলিমদের কাছে এসে যায়।[682]

মুহাম্মাদ বিন আব্দিল আ'লা স্বিকাহ। কিন্তু আল মু'তামিরের ব্যাপারে কিছু কালাম আছে।

আবূ দাঁউদ বলেন, আমি আহমাদকে বলতে শুনেছি, মু'তামির হাঁফিয ছিলেন, যখনই আমরা তাঁর কাছে কিছু জানতে চাইতাম তখন তাঁর কাছে সে বিষয়ে কোন না কোন বক্তব্য থাকতো।[683]

কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ রিওয়ায়াত করেন, আমার পিতা বলেন, প্রথমবার যখন আমরা মু'তামিরের সাথে বসি তখন তিনি মাগাযী থেকে তাঁর পিতা ও অন্যাদের হতে মুরসাল হাদীস্ব পড়ছিলেন। সেসবের আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না ও সেগুলো থেকে কিছুই লিখলাম না। এরপর তিনি আমাদেরকে তাঁর পিতা মাধ্যমে আর তার পিতা মুগীরাহ হতে কিছু হাদীস্ব পড়ে শুনান। সেখান থেকে আমি শুধু তাঁর কিতাব কিতাবু খালক হতে সালেহ হাদীস্বসমূহ তা'লীক করি। আর হিমসের হাদীস্বসমূহের ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো লিপিবদ্ধ করি

---

[682] আন নাসাঈ ২৫৬৮

[683] সুআলাত আবী দাঁউদ লিল ইমাম আহমাদ ৩৪৮, নং ৫৩৫

তিনি আমাদের পড়ে শুনান। তিনি সে সকল হাদীস্ আমাদের পড়ে শোনান ও এসব ক্ষেত্রেও তিনি অপরের গ্রন্থে ফেরত যান। ফুদাইল বিন মাইসারার কিতাবের ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত মুরসাল লিখলাম ও সমস্ত মুসনাদকে তরক করলাম একটি ব্যতীত যা আমরা লিখলাম ও সেটিও কিতাবে তিনি সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু মুগীরাহর হাদীস্রের ক্ষেত্রে তাঁর কিতাব থেকে শুধু একটি নিলাম। আব্দুল্লাহ এর পর বলেন, আমার বাবা বলেন, মু'তামির হিফযে জাইয়্যিদ ছিলেন না।[684]

যদি কোন রাবীর ব্যাপারে কোন নাকীদের দুটো কাওল পাওয়া যায়, তাহলে আমরা জারূহ সম্বলিত কওলকেই প্রাধান্য দেব, যদি না তা'দীলের মধ্যে জারহের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার বিষয়টি পরিষ্কার হয়। তাই এ ক্ষেত্রে আমরা আব্দুল্লাহর বর্ণনাকেই সামনে রাখব ইনশা আল্লাহ্।

ইবনু খিরাশ বলেন, তিনি (মু'তামির) সাদূক ইয়ুখতি' যদি তিনি তাঁর হিফয থেকে রিওয়ায়াত করতেন, কিন্তু তিনি তাঁর কিতাব থেকে রিওয়ায়াত করলে তিনি স্বিকাহ।[685]

খাতীব আল বাগদাদী বলেন,

أَخْبَرَنِي ابْنُ الْفَضْلِ، أنا دَعْلَجٌ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى , قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ , يَقُولُ: إِذَا حَدَّثَكُمُ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بِشَيْءٍ فَاعْرِضُوهُ , فَإِنَّهُ سَيِّءُ الْحِفْظِ

ইয়াহয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান বলেন, যদি তোমাদের আল মু'তামির বিন সুলাইমান কোন রিওয়ায়াত করেন তবে তা প্রত্যাখ্যান কর। কেননা তিনি সাইয়িউল হিফয।[686]

এই সানাদে আহমাদ বিন আলী বিন মুসলিম হচ্ছে আবূল আব্বাস আহমাদ বিন আলী বিন মুসলিম। খাতীব বলেন, তিনি স্বিকাহ, হাফিয, মুতকীন।[687] এছাড়া তাঁকে একই গ্রন্থে সাহীহ সানাদে তাওস্বীক করেছেন আদ-দারাকুতনী ও অন্যরা।

---

[684] আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল আব্দুল্লাহর রিওয়ায়াতে) ৩/২৬৬ নং ৫১৭৫

[685] তাহযীবুত তাহযীব ১০/২২৮

[686] আল কিফায়াহ ২২৩

[687] তারীখ বাগদাদ ৫/৫০১ নং ২৩৬২

এখানে ইবনুল ফাদল হচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন আল হুসাইন বিন আল ফাদল। খাতীব তাঁর তাওস্বীক করেছেন।[688]

এই কওলটির সানাদের অবশিষ্ট সকলেই স্বিকাহ। সুতরাং ইয়াহয়া বিন সাঈদ আল কাত্তানের এই সানাদটি সাহীহ।

আবূ ইসহাক আল হুওয়াইনী বলেন, ইয়াহয়া ইবনুল কাত্তান ও ইবন খিরাশের মু'তামিরের সাইয়িউল হিফয হওয়ার ব্যাপারে জারহটি আসলে গুলু! আয যাহাবী এর রদ করে বলেন, তিনি মুতলাকভাবে স্বিকাহ।[689]

আল হুওয়াইনী মু'তামিরের এই স্বিকাহ হওয়ার ক্ষেত্রে আয যাহাবীর রদ ব্যতীত আর কোন কারণ দেখান নি। আমরা কিভাবে একজন মুতাক্বাদ্দিমের জারহকে আলোচ্য রাবীর জমানা থেকে অনেক দূরের যাহাবীর মত একজন মুতাআখখীরের বক্তব্যের কারণে অগ্রাহ্য করব, যেখানে আল কাত্তান ও আহমাদের ক্বাওল সাহীহ সানাদে আছে ও ইবনু খিরাশের মন্তব্য তাঁদের পক্ষেই যায় যদিও সে কাওলের কোন সানাদ নেই। তাই বরং আমাদের কাছে আল মু'তামির সাদূক সাইয়ি'উল হিফয ইনশা আল্লাহ্‌।

ইবনু হাজার আল মু'তামিরের ব্যাপারে বলেন, বুখারী তাঁর থেকে অধিকাংশ যা কিছু তাখরীজ করেছেন সেগুলো অন্য সাহীহ হাদীস্বের মুতাবে'। বাকি সকলেই তাঁকে দিয়ে হুজ্জাহ দিয়েছেন।[690]

তাই এখানে অনেক শক্ত ইশারাহ আছে যে, বুখারী তাঁকে সাদূক হিসেবেই নিয়েছেন। আমরা তাই এ সুপ্রসিদ্ধ ইমামের পথচলাতেই পা মেলাব ইনশা আল্লাহ্‌।

সুতরাং এই হাদীস্বটি দিয়েও কোন হুজ্জাহ দেওয়া হবে না। বরং কেবল লেখা হবে ও নজর বিশ্লেষণ করা হবে ইনশা আল্লাহ্‌।

---

[688] তারীখ বাগদাদ ৩/৪৪ নং ৬৬৭

[689] নাস্বলুন নাবাল ৩/৩৫৬, নং ৩৮২৩

[690] ফাতহুল বারী ১/৪৪৪

সামুরাহ বিন জুনদুব কর্তৃক রিওয়ায়াতকৃত হাদীস্বঃ

প্রথম হাদীস্বঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ "

❮ মুহাম্মদ বিন দাঊদ বিন সুফইয়ান ← ইয়াহয়া বিন হাস্‌সান ← সুলাইমান বিন মূসা আবূ দাঊদ ← জা'ফর বিন সা'দ বিন সামুরাহ বিন জুনদুব ← খুবাইব বিন সুলাইমান ← সুলাইমান বিন সামুরাহ বিন জুনদুব ← সামুরাহ বিন জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)❯ সূত্রে বর্ণিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কেউ কোনো মুশরিকের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সাথে বসবাস করলে সে তাদেরই মতো।[691]

এই হাদীস্বটি সম্পর্কে যুবাইর আলী বলেন, এখানে খুবাইব বিন সুলাইমান মাজহূল[692] ও জা'ফার বিন সা'দ বিন সামুরাহ বিন জুনদুব দাঈফ। এই হাদীস্বের সব শাওয়াহিদ দাঈফ।[693] আবূ দাঊদের ৪৫৬ নং হাদীস্বের তাহকীকে যুবাইর আলী জা'ফার সম্পর্কে বলেন, তাঁকে জুমহুর মুহাদ্দিস্বগণ দাঈফ বলেছেন।[694]

আমি বলছি, জা'ফার বিন সা'দ বিন সামুরাহ বিন জুনদুবের ব্যাপারে মুতাকাদ্দিমদের থেকে জারহ্‌ বা তা'দীল কিছুই পাওয়া যায় না। ইবনু হাযম এই সানাদটি উল্লেখ করে বলেন, সামুরাহ বিন জুনদুবের হাদীস্ব সাকিত। কেননা সুলাইমান বিন মূসা থেকে সামুরাহ পর্যন্ত এ দুইজনের মাঝে সমস্ত রাবী মাজহূল - তারা কারা জানা নেই।[695]

---

691 আবূ দাঊদ ২৭৮৭

692 তাকরীব ১৭০০

693 আনওয়ারুস সাহীফাহ পৃষ্ঠা ১০১

694 প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০

695 আল মুহাল্লা 8/80

মুতা'আখখিরদের মধ্যে ইবনু হাজার বলেন, তিনি লাইসা বিল কাওয়ী।[696] কিন্তু আমরা জানিনা তিনি কোথা থেকে এ হুকুম নিয়ে এলেন। আমার কাছে যা পরিষ্কার হয়েছে তা হচ্ছে জা'ফর মাজহুলুল হাল যেভাবে ইবনু হাযম বলেছেন। আয যাহাবীও এ কথা উল্লেখ করেন।[697] বড় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আমরা জানি না যুবাইর আলী কোথা থেকে বললেন, জুমহুর জা'ফারের উপর তাদঈফ করেছেন, বরং আমরা তাদের তাজহীল পেয়েছি।

আল আলবানী এই হাদীস্বটির আলোচনা করেছেন সিলসিলাহ আল আহাদীস্ব আস সাহীহাহ গ্রন্থে।[698] আল আলবানী উপরে দেওয়া একই কারণ দেখিয়ে এই সানাদটিকে দাঈফ বলেছেন। একই সাথে এই তারীকাহ্‌তে সমস্ত হাদীস্বকে তিনি দাঈফ বলেছেন।[699] তবে উভয় দাঈফ হাদীস্ব একত্রে হাসান লি গাইরিহী বলেছেন।

এই সানাদটিতে মুসালসাল মাজহূল রয়েছে - যেমনটি করে ইবনু হাযম বলেছেন। সুতরাং এই সানাদে হাদীস্বটি দাঈফ।

দ্বিতীয় হাদীস্বঃ

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

অর্থঃ আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কূব ← মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আস সাগানী ← ইসহাক বিন ইদরীস ← হাম্মাম ← কাতাদাহ ← হাসান ← সামুরাহ বিন জুনদুব (রাদিআল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে, "তোমরা মুশরিকদের মাঝে বসবাস করনা ও তাদের সাথে একত্র হবে না। যে তাঁদের মাঝে থাকবে বা

[696] তাকরীব ৯৪১
[697] যাইল দিওয়ানিদ দুআফা ২৭ নং ৯৩
[698] সাহীহাহ ২৩৩০
[699] আল হাকিম ২/১৪১-১৪২

তাদের সাথে একত্রিত হবে সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়।" হাকিম বলেন, বুখারীর শর্তে এ হাদীসটি সাহীহ, কিন্তু বুখারী ও মুসলিম এর তাখরীজ করেন নি।[700]

আল আলবানী বলেন, এই সানাদে ইসহাক বিন ইদ্‌রীস মুত্তাহাম বিল কাযিব।

এ বর্ণনাটি আছে আব্বাস বিন মুহাম্মাদ আদ দাওরী থেকে। তিনি বলেন, ইয়াহ্‌য়া বিন মাঈন বলেন, ইসহাক বিন ইদরীস আল বাসরী কাযযাব।[701]

ইমাম বুখারী বলেন, তাকে মানুষ তরক করেছিল।[702]

সুতরাং এই হাদীসটি এই সানাদে মাওদূ'।

বুরাইদাহ বিন সুফিয়ান আল আসলামী কর্তৃক রিওয়ায়াতকৃত হাদীসঃ

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ، وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ قَالَ: «أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ»

আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কূব ← আহমাদ বিন আবদুল জাব্বার ইউনুস বিন বুকাইর ← মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ← **বুরাইদাহ বিন সুফইয়ান আল আসলামী** ← ← **আবুল ইয়াসার কা'ব বিন আম্‌র** (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলাম, তখন তিনি মানুষদের বায়আত নিচ্ছিলেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাত প্রসারিত করুন। যাতে আমি বায়আত নিতে পারি। আমার উপর শর্তারোপ করুন, কেননা আপনিই শর্তের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, আমি তোমার বাইআত নিলাম এর

---

[700] আল হাকিম ২/১৫৪, নং ২৬২৭

[701] তারীখ ইবনু মাঈন - রিওয়ায়াহ আদ দাওরী ৪/৩৩৫ নং ৪৬৭৭

[702] আত তারীখ আল কাবীর ১/৩৮২, নং ১২২০

উপর যে, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, মুসলিমদের প্রতি যত্নবান ও সহানুভুতিশীল হবে, মুশরিকদের হতে পৃথক থাকবে।[703]

আল আলবানী বলেন, এতে বুরাইদাহ বিন সুফ্ইয়ান আল আসলামী আছেন। আর তিনি লাইসা বিল কাওবী।

আমি আবূ হাযম বলছি, এখানে পূর্বে আলোচিত আহমাদ বিন আব্‌দিল জাব্বার দাঈফ।

ইবনু হাজার বলেন, বুরাইদাহ বিন সুফ্ইয়ান আল আসলামী[704] লাইসা বিল ক্বাওবী। কিন্তু আবূ হাতিম বলেন, তিনি দাঈফুল হাদীস্ব।[705]

তবে আদ-দারাকুত্বনী বলেন, বুরাইদাহ মাতরূক![706]

অর্থাৎ এই হাদীস্বটি আসলে এই সানাদে মাওদূ'!

খুলাসাহ:

১। সুনান তিরমিযীতে এই হাদীস্বটি নিজে দাঈফ হলেও তার শাহেদ সাহীহ।[707] এই হাদীস্বটি আলফাযের দিক থেকে মূল হাদীস্ব[708] থেকে পৃথক হলেও গাইরু মুসলিমদের সাথে থাকার বিষয়ে এই সকল হাদীস্বের বিষয় এক। তাই যুবাইর আলীর বক্তব্য সত্যি যদি তা শুধু আলোচ্য হাদীস্বের সানাদের দিকে নির্দেশ করে থাকে। কিন্তু যদি সকল সানাদকে বিবেচনা করি তাহলে আমরা পাই আন নাসাঈর মাকবুল হাদীস্বটি আলোচ্য হাদীস্বের সাথে সহমত পোষণ করে।

২। মূল ফিকহী বিষয়টির দালীল আসলে আল কুরআনেও বিদ্যমান। আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তাআলা বলেন:

---

[703] হাকিম ৩/৫৭৭, নং ৬১৩৭

[704] তাকরীব ৬৬১

[705] আল জারূহ ওয়াত তা'দীল ২/৪২৪ নং ১৬৮৫

[706] আদ দুআফা ওয়াল মাতরূকীন ১/২৬০, নং ১৩২

[707] সুনান আন নাসাঈ ৪১৭৫

[708] তিরমিযী ১৬০৪

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

"যারা নিজেদের আত্মার উপর যুলম করেছিল এমন লোকেদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে- 'তোমরা কোন্ কাজে নিমজ্জিত ছিলে'? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা দুর্বল ক্ষমতাহীন ছিলাম', ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যাতে তোমরা হিজরাত করতে'? সুতরাং তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান।"[709]

[709] সুরাতুন নিসা' : ৯৭

তাহকীক ৫

প্রথম হাদীস্বঃ

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُنْذِرٍ، حَدَّثَنَا أَشْيَاخٌ، مِنَ التَّيْمِ، قَالُوا: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: "لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ، وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا"

❮ইবনু নুমাইর ← আ'মাশ ← মুনযির ← আশইয়াখ ← তাঈ ← আবূ যার আল গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু❯ বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ (ﷺ) এমনভাবে রেখে গিয়েছেন যে, আকাশে একটি পাখির ডানা নাড়ানোর মাঝেও কী জ্ঞান রয়েছে তাও আমাদেরকে বলে গেছেন।[710]

শুআইব আল আরনাউত এই আস্মারটিকে হাসান বললেও মুনযিরের শায়খদের মাজহূল হওয়ায় এর সানাদকে দাঈফ বলেছেন।[711]

দ্বিতীয় হাদীস্বঃ

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، الْمَعْنَى

❮হাজ্জাজ ← ফিতর ← মুনযির ← আবূ যার আল গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু❯ [হাদীস্বের অনুবাদ পূর্বের হাদীস্বের অনুরূপ]।[712]

শুআইব আল আরনাউত ২১৪৪০ নং হাদীস্বের তা'লীকে বলেন, মুনযির সাহাবী আবূ যারের দেখা না পাওয়ায় সানাদটি মুনকাতি'।[713]

সুতরাং এই সানাদে এ হাদীস্বটিও দাঈফ।

তৃতীয় হাদীস্বঃ

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ

---

[710] মুসনাদ আহমাদ ২১৩৬১

[711] প্রাগুক্ত ৩৫/২৯০, নং ২১৩৬১

[712] মুসনাদ আহমাদ ২১৪৪০

[713] প্রাগুক্ত ৩৫/৩৪৬ নং, হাশিয়াহ ২১৪৪০

❮হুসাইন বিন আহমাদ বিন বিসতাম ← মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ ← সুফইয়ান ← **ফিতর** ← আবূ তুফাইল ← আবূ যার আল গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু❯ [হাদীস্নের অনুবাদ পূর্বের হাদীস্নের অনুরূপ]।[714]

শুআইব এই হাদীস্নের সানাদকে সাহীহ বলেছেন। অথচ এই হাদীস্নে ফিতর রয়েছে! তাঁকে তিনি স্নিকাহও বলেন। তাঁর ব্যাপারে বিবরণ পরে আসছে।

আল হুসাইন বিন আহমাদ বিন বিসতাম ইবনু হিব্বানের শায়খ, যার তাওস্নীক বা তাদঈফ সংক্রান্ত সরাসরি কিছুই পাওয়া যায় না। এমনকি ইবনু হিব্বান তাঁকে তাঁর সুবিখ্যাত আস স্নিকাত গ্রন্থেও অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে যেহেতু তিনি ইবনু হিব্বানের শায়খ ও তিনি তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস্ন তাঁর সাহীহ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাই এটি এক প্রকার তাওস্নীক।

মুহাম্মাদ বিন আবদিল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল মুকরী সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন, তিনি সাদূক ও তাঁর ছেলে বলেন, তিনি সাদূক স্নিকাহ।[715] আন নাসাঈ, আল খালীলী ও ইবনু হিব্বান তাঁকে তাওস্নীক করেছেন।[716]

সুফ্ইয়ান বিন উয়াইনাহ এখানে আনআনাহ করেছেন। ইবনু হাজার তাঁকে দ্বিতীয় মর্তবাতে রাখলেও[717] যুবাইর আলীর মত অনুযায়ী তিনি তৃতীয় মর্তবার মুদাল্লিস।[718]

আমি আবূ হাযম মনে করি, যুবাইর আলীর যুক্তিটি সুন্দর ও এটিই সঠিক।

ইবনু হাজার বলেন, ফিতর বিন খালীফাহ আল মাখযুমী সাদূক শ্রেণীর। তাঁর বিরুদ্ধে তাশাইউ' এর অভিযোগ করা হয়েছে।[719]

আহমাদ ফিতরের তাওস্নীক করলেও তাঁর মধ্যে তাশাইয়ু' থাকার উল্লেখ করেছেন।[720]

---

[714] সাহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫

[715] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ৭/৩০৮ নং ১৬৬৮

[716] তাহযীবুত তাহযীব ৯/২৮৪ নং ৪৬৭

[717] মারাতিবুল মুদাল্লিসীন ক্রম ২/৫২

[718] আল ফাতহুল মুবীন, হাশিয়াহ ৪০-৪২

[719] তাকরীব ৫৪৪১

[720] আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল আব্দুল্লাহ্র রিওয়ায়াতে) ২/৪৪৩ নং ৯৯৩

কিন্তু ইয়া'কুব বিন সুফ্ইয়ান আল ফাসওয়ী হতে আমরা আহমাদের একটু অন্যরকম মত পাই। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় ফিত্তর ও মুহিল্লের ব্যাপারে। তিনি বলেন, ফিত্তর তাশাইয়ু'তে গুলু করতেন। মুহিল্লের হাদীস্ব কম ছিলো ও ফিত্বরের বেশী ছিলো। মুহিল্ল অন্ধ ও স্বিকাহ ছিলেন।[721]

আল ফাসওয়ীকে দেওয়া বক্তব্যে তিনি ফিত্বরের ব্যাপারে বেশ শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। তিনি মুহিল্লকে স্বিকাহ বললেও ফিত্বরকে বলেননি। এতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়, তিনি ফিত্বরকে স্বিকাহ গণ্য করেননি, যা তাঁর মত পরিবর্তনের ইঙ্গিত। আল্লাহু আ'লাম।

এ কারণে অনেক আলিম তাঁর উপর তাদঈফও করেছেন। যেমন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ: مَا تَرَكْتُ الرِّوَايَةَ عَنْ فِطْرٍ، إِلَّا لِسُوءِ مَذْهَبِهِ

[আহমাদ বিন আলী ← আম্র বিন হিশাম আল হাররানী ← আবূ বাক্র বিন আইয়াশ] বলেন, আমি ফিত্তরের রিওয়ায়াত তার মন্দ মাযহাব ব্যতীত আর কোন কারণে তরক করিনি।[722]

এই সানাদের সবাই স্বিকাহ।

এছাড়া আল হাকিম বলেন, দারাকুতনী তাকে বিদআতি আখ্যায়িত করেছেন, বুখারী তাঁকে দিয়ে হুজ্জাহ দেননি।[723] আবূ দাঊদ বলেন, আহমাদ বিন ইউনুস হতে বর্ণনা করেন ফিত্তর বর্জনীয়, তাঁর থেকে তাঁরা কিছু বর্ণনা করতেন না।[724]

যাই হোক, ফিত্তর আসলে একজন মুবতাদি' ও দাঈফের খুব ধারে কাছের সাদূক অথবা মাক্ববুলও বলা যায়। তাঁর বর্ণনাকে পূর্বের অনেক নুক্কাদ সঠিক বললেও যারা তাঁর তাদঈফ করেছেন তাঁরা মূলত: তাঁর তাশাইয়ু' এর কারণে করেছেন। তাই তাঁর হাদীস্ব এককভাবে নেওয়ার কোন অর্থ নেই। তাঁর হাদীস্ব কেবল ই'তিবারের জন্য উপযুক্ত। ইবনু হাজার বলেন, বুখারীও তাঁর বর্ণিত শুধু

---

[721] আল মা'রিফাহ ওয়াত তারীখ ২/১৭৫

[722] কিতাবুদ দুআফা আল কাবীর লিল উকাইলী ৩/৪৬৪, নং ১৫২১

[723] সু'আলাত আল হাকিম লিল দারাকুতনী ২৬৪, নং ৪৫৪

[724] তাহযীবুত তাহযীব ৮/৩০০, নং ৫৫০

একটি হাদীস্ব আসলে শাহেদ আকারেই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আল আ'মাশ একে মারফূ' আকারে বর্ণনা করেননি।[725]

ইবনু হিব্বানের হাদীস্বের তা'লীকে শুআইব আল আরনাউত আল হাইস্বামীর একই সনদের ব্যাপারে মন্তব্য পেশ করেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল মুকরী ব্যতীত তাবারানীর সানাদের সবাই সাহীহাইনের, আর তিনি স্বিকাহ। এছাড়া যেসব শায়খদের নাম আহমাদের রিওয়ায়াতে মুবহাম ছিলো তাঁরা ব্যতীত।[726]

আমি আবূ হাযম মনে করি, সানাদের সকলেই সহীহাইনের রাবী হওয়ার অর্থই সকলেই সিকাহ, এ কথাটি সত্য নয়। আমরা ইতিপূর্বে এর পক্ষে দালীল পেশ করেছি।

চতুর্থ হাদীস্বঃ

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَصْحَابٍ لَهُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ،

❮আবূ দাউদ ← শু'বাহ ← আল আ'মাশ ← মুনযির আস সাওরী ← তাঁর সাথী (মুবহাম) ← আবূ যার আল গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু❯ [হাদীস্বের অনুবাদ পূর্বের হাদীস্বের অনুরূপ]।[727]

এখানে মুনযিরের শায়খ মুবহাম হওয়ায় সানাদটি মুনকাতি'

পঞ্চম হাদীস্বঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: تَرَكْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ، إِلَّا وَهُوَ يُذَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا، قَالَ: فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ»

---

725 ফাতহুল বারী ১/৪৩৫

726 মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৮/২৬৩

727 মুসনাদ আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী ১/৩৮৫ নং ৪৮১

❮মুহাম্মাদ বিন আবদিল্লাহ আল খাদরামী ← মুহাম্মাদ বিন আবদিল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল মুকরী ← সুফইয়ান বিন উইয়্যাইনাহ ← ফিতর ← আবূ তুফাইল ← আবূ যার আল গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু❯ [হাদীসের অনুবাদ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ]।

তাবারানী এখানে অতিরিক্ত বলেছেন: "এমন কিছু বাকি নেই যা জান্নাতের কাছে ও আগুনের থেকে দূরে নেবে না, যা তোমাদের বর্ণনা করা হয়নি।"[728]

এটি আগের সানাদেরই আরেকটি রূপ। এটিও দাঈফ!

ষষ্ঠ হাদীস:

كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ يُخْبِرُنِي فِي كِتَابِهِ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَهُ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ

আমাকে লিখেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল মুকরী'। তিনি তাঁর লেখাতে আমাকে জানিয়েছেন, ❮সুফইয়ান বিন উইয়্যাইনাহ ← **ফিতর বিন খালীফাহ** ← আবূ তুফাইল ← আবূ যার আল গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু❯ [হাদীসের অনুবাদ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ]।[729]

এরপর বায্যার বলেন, এই হাদীসটি নিচের সানাদেও বর্ণিত হয়েছে:

رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ

❮সুফইয়ান বিন উইয়্যাইনাহ ← **ফিতর বিন খালীফাহ** ← মুনযির আস সাওরী ← আবূ যার আল গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু❯

অর্থাৎ আবূ তুফাইল ব্যতীত। কিন্তু বাযযার বলেন, মুনযির আবূ যারের দেখা পাননি।

এটির হুকুম উপরের হাদীসটির মতই।

সপ্তম হাদীস:

أخبرنا عمر بن غدير أنا عبد الصمد بن محمد أنا علي بن مسلم أنا الحسين بن طلاب أنا محمد بن أحمد بصيداء أنا محمد بن مخلد ببغداد نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا سفيان عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر ﷺ

---

[728] মু'জামুল কাবীর নং ১৬৪৭

[729] মুসনাদ বাযযার আল-বাহরুয যুখার), ৯/৩৪১ নং ৩৮৯৭

❮উমার বিন গাদীর ← আবদুস সামাদ বিন মুহাম্মাদ ← আলী বিন মুসলিম ← হুসাইন বিন তুল্লাব ← মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ← মুহাম্মাদ বিন মাখলাদ ← ঈসা বিন আবী হারব ← ইয়াহইয়া বিন আবী বুকাইর ← সুফইয়ান ← **ফিতর বিন খালীফাহ** ← আবূ তুফাইল ← আবূ যার আল গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু❯ [হাদীস্রের অনুবাদ পূর্বের হাদীস্রের অনুরূপ]।[730]

এটি আসলে সেই একই সানাদ শুধু আয যাহাবীর নিজস্ব সানাদের সাথে যুক্ত হয়ে। সেই সুফইয়ানের আনআনাহ ও ফিতরের উপস্থিতি এতে বিদ্যমান।

অষ্টম হাদীস্র:

حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ

❮**ফিতর বিন খালীফাহ** ← মুনযির আস সাওরী ← আবূ যার আল গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু❯ [হাদীস্রের অনুবাদ পূর্বের হাদীস্রের অনুরূপ]।[731]

এটি এই তারীকাতে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ছোট সানাদ। কিন্তু এ সনদেও একই সমস্যা বিদ্যামান। এখানে ওয়াকী' ফিতর থেকে বর্ণনা করছেন।

নবম হাদীস্র:

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثنا فِطْرٌ - هُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ - عَنْ أَبِي يَعْلَى - هُوَ مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

❮আহমাদ বিন মানী' ← মুহাম্মাদ বিন উবাইদ আত তানাফিসী ← **ফিতর বিন খালীফাহ** ← আবূ ইয়া'লা ← মুনযির আস সাওরী ← আবূদ দারদা' রাদিয়াল্লাহু আনহু❯ [হাদীস্রের অনুবাদ পূর্বের হাদীস্রের অনুরূপ]।[732]

ইবনু হাজার বলেন, এর রিওয়ায়াতকারীরা স্বিকাহ, কিন্তু এটি মুনকাতে' ও ফিতরের ব্যাপারে লোকেরা ইখতিলাফ করেছে।[733]

---

[730] তাযকিরাতুল হুফফায ৩/৩৪ নং ৮১১

[731] আয যুহুদ লিল ওয়াকী', ৮৪৩ নং ৫২২

[732] আল মুতালিবুল আলিয়াহ ১৫/৬৩০ নং ৩৮৪৬

[733] প্রাগুক্ত

আমি বলি, এই সানাদটি অন্য সব সনদের বিপরীত। পূর্বের আসারগুলোর বক্তা ছিলেন আবূ যার। কিন্তু এই আস্সারের বক্তা আবুদ দারদা। সুতরাং এতে ইদতিরাবেরও গন্ধ রয়েছে।

দশম হাদীস্রঃ

يحي بن سعيد القطان، فرواه عن فطر، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي الدرداء

ইয়াহয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান ← **ফিতর বিন খালীফাহ** ← আতা' বিন আবী রাবাহ ← আবূদ দারদা' রাদিয়াল্লাহু আনহু [হাদীস্রের অনুবাদ পূর্বের হাদীস্রের অনুরূপ]।[734]

আমি বলছি, এই সানাদেও ফিতর বিদ্যমান, সুতরাং এ সানাদের হাসান হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

কিন্তু শুআইব আরনাউত বলেন, ইবনু হাজার এর সকল বর্ণনাকারীকে স্রিকাহ বলেছেন। কিন্তু তা মুনকাতে' 'আত্বা ও আবূ দারদার মাঝে।[735]

আমি আল মুত্বালিবুল আলিয়াহ্র মূল গ্রন্থে "আতা ও আবূ দারদার মাঝে" অংশটুকু পাইনি। আসলে মুনকাতে' বলা হয়েছে এর পূর্বের হাদীস্রটিকে। তবে তার দাবিটি আসলে সঠিক। আর আত তাহযীবে ফিতরের উস্তাদের তালিকাতেও আবুদ দারদার নাম নেই।[736]

সা'দ আশ শিথরীও এই হাদীস্র ও আগের হাদীস্রটির ব্যাপারে বলেন, 'আত্বা ও মুনযিরের সাথে আবূ দারদার ইনকিতাহর কারণে এ হাদীস্রটি দাঈফ।[737]

সা'দ আশ শিস্ররী বলেন, এ বিষয়টি পরিষ্কার যে এই হাদীস্রে ইদতিরাব আছে। আমার কাছে এই হাদীস্রের কোন ধারাই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেন, এই হাদীস্রটির (প্রতিপাদ্য বিষয়ে) সাহীহ আসল রয়েছে। এর মধ্যে সাহীহ মুসলিম ২৬২, আবূ দাঊদ ৭, তিরমিযী ১৬, নাসাঈ ৪১, ৪৯, ইবনু মাজাহ ৩১৬।[738]

---

[734] মুসনাদ আবী ইয়া'লা আল মাওসুলী ৯/৪৬, নং ৫১০৯

[735] আল মুত্বালিবুল আলিয়াহ ৪/২৮

[736] তাহযীবুল কামাল ২০/৬৯, নং ৩৯৩৩

[737] আল মুত্বালিব আল আলিয়াহ ৬৩০, নং ৩৮৪৬ সা'দ আশ শিস্ররীর তাহকীক

[738] প্রাগুক্ত ৬৩১ নং ৩৮৪৬

এই হাদীসগুলোর তাহকীক এখানে করার প্রয়োজন বোধ করছিনা, তবে আল আলবানী ও যুবাইর আলী উভয়েই এ সকল হাদীসের সাহীহ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

খুলাসাহ

১। উপরের আলোচনা অনুযায়ী সব মিলিয়ে এ হাদীসটি আসলে দাঈফ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

২। আমার মতে এ হাদীসটির মুনকাতে' তারীকাহগুলো বাদ দিলে বাকি সব সানাদে একই ইল্লাহ বিদ্যমান: হয় ফিতরের উপস্থিতি অথবা সুফইয়ানের তাদলীস নতুবা দুটোরই উপস্থিতি। সুতরাং এই হাদীসকে হাসান লি গাইরিহীতে উন্নীত করা কখনই সম্ভব নয়।

২। আমার মতে পাখির ডানা ঝাপটানোর সাথে দ্বীনের শারীআতের কোন সম্পর্ক নেই। পাখির ডানা ঝাপটানোর মাঝে শরীআতের কোন উদ্দেশ্যও নেই। শারীআহ কেবল মানব ও জিন জাতির উপর নাযিল হয়েছে। আর শরীআত পার্থিব জ্ঞানকে নির্দেশনা করেনা আর শরীআহ্‌র মধ্যে পার্থিব বিজ্ঞান খুঁজতে যাওয়াও অনর্থক। যাই হোক এই হাদীসটি সঠিক হলেও পাখির ডানা ঝাপটানোর কথাটি সাহাবী আবূ যারের নিজস্ব মত হতো, নাবী (ﷺ)-এর মত হতো না। তবে আল কুরআনে[739] বরং পাখির ডানা ঝাপটানোর বিষয়টি কেবলমাত্র সমস্ত সৃষ্টির সকল বিষয় লাওহ আল মাহফূযে উল্লেখ থাকার বিষয়টি বুঝাতে ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ করে ডানা ঝাপটানোর বিষয়ে শারীআহ্‌র কোন দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৩। ফিতর বিন খালীফা থেকে বর্ণিত হাদীসে তাবারানীর অতিরিক্ত অংশটি আল কুরআনের আয়াতের সাথে মিলে যায়:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম। [740]

---

[739] সূরা আল-আনআম ৬ : ৩৮

[740] সুরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৩

ইবনু হিব্বানের হাদীসের শেষে তাঁর মন্তব্যও এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে। তিনি বলেন, এই হাদীসের অর্থ হচ্ছে আমাদের কাছে রয়ে গিয়েছে তাঁর (রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আদেশ, নিষেধ, খবর, কর্ম ও মুবাহ করা বিষয়সমূহ।[741]

[741] সাহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫

তাহকীক ৬

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ " يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ ". وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ: اتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ " أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ . وَغُطَيْفُ بْنُ أَعْيَنَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي الْحَدِيثِ .

হুসাইন বিন ইয়াযীদ আল কূফী ← **আবদুস সালাম বিন হারব** ← গুতাইফ বিন আ'ইয়ান ← মুসআব বিন সা'দ আদী বিন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আমি হাযির হলাম। আমার গলায় একটি স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন: হে আদী! তোমার নিকট থেকে মূর্তিটি ফেলে দাও। আমি তাঁকে সূরা বারাআত পাঠ করতে শুনেছি: اتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের 'আলিম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে[742]

তিনি বললেন: এমনটি নয় যে তারা তাদের ইবাদত করত। বস্তুত এরা যদি তাদের জন্য কিছু হালাল করে দিত তখন তারা তা হালাল বলে গ্রহণ করত; আর যখন কোন কিছু হারাম বলে স্থির করত তখন তারাও তা হারাম বলে গ্রহণ করত।

আবূ ঈসা তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। আবদুস সালাম ইবন হারব-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। রাবী গুতায়ফ ইবন আ'য়ূন [রহিমাহুল্লাহ] হাদীস বিষয়ে পরিচিত নন।[743]

যুবাইর আলী যাঈ একে দাঈফ বলেছেন।[744] ও তাঁর যুক্তি ছিলো সানাদে থাকা গুতাইফ বিন আ'ইয়ান আশ শাইবানী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল

---

[742] সূরা আত্-তাওবাহ ৯ : ৩১

[743] তিরমিযী ৩০৯৫

[744] আনওয়ারুস সাহীফাহ ২৮১

আসকালানী তাঁকে দাঈফ বলেছেন।[745] এছাড়া যুবাইর আলী বলেন, তাফসীর আত তাবারীতে মাওকূফ আকারে যে সনদটি রয়েছে তা সনদটি দাঈফ ও মুনকাতি'।[746]

আমি আবূ হাযম বলছি, তাফসীর আত তাবারীতে এই হাদীস্বটির দুটি সানাদ রয়েছে। যার একটি তিরমিযীর সানাদের অনুরূপ।[747]

প্রথমজন আল হুসাইন বিন ইয়াযীদ আত তাহহান[748] হচ্ছেন ইবনু হিব্বানের তাওসীককৃত শায়খ[749] তাঁকে আবূ হাতিম লাইয়িনুল হাদীস্ব বলেছেন।[750]

ইবনু হাজার আব্দুস সালাম বিন হারব[751] সম্পর্কে বলেন, তিনি আল কুফী হিসেবে বর্ণিত হলেও তিনি আসলে বাসরী (অর্থাৎ তিনি কুফাতে ছিলেন)। তিনি স্বিকাহ হাফিয কিন্তু তাঁর থেকে কিছু মুনকার হাদীস্ব আছে। তাঁকে তাহথীক্ব করেছেন আবূ হাতিম আর রাযী কিন্তু ইবনু আবী হাতিমের ভাষায় ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাঁকে সাদূক বলেছেন।[752] কিন্তু তিনি ইবনু মাহরিযের রিওয়ায়াতে দাবী করেন তিনি স্বিকাহ।[753] আমার ধারণা এটিই তাঁর সর্বশেষ মত। আল্লাহু আ'লাম।

ইবনু হাজার বলেন, বুখারী আব্দুস সালামকে দিয়ে দুটো হাদীস্ব শুধু মুতাবাআতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এভাবে পরিষ্কার করেছেন তাঁকে হুজ্জাহ হিসেবে পেশ করেননি কিন্তু বাকি সবাই তাঁর রিওয়ায়াত করেছেন।[754]

ইবনু হাজারের এই মতটিকে নেয়ার আগে এই সানাদ দুটিকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন।

---

[745] তাকরীব ৫৩৬৪

[746] তাফসীর আত তাবারী ১০/৮১

[747] প্রাগুক্ত ১৪/২০৯ রিওয়ায়াত ১৬৬৩১

[748] তাকরীব ১৩৬১

[749] আত স্বিকাত ৮/১৮৮, নং ১২৯০৭

[750] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ৩/৬৭, নং ৩০৪

[751] তাকরীব ৪০৬৭

[752] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ৬/৪৭, নং ২৪৬

[753] তারীখ ইবনু মাঈন - রিওয়ায়াহ ইবনি মাহরিয ১/১০৭

[754] ফাতহুল বারী ১/৪২০

حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: ... (صحيح البخاري ٥٣٤٢)

◊[আল ফুদাইল বিন দুকাইন ← আবদুস সালাম বিন হার্‌ব ← হিশাম ← হাফসাহ ← উম্মু আতিয়্যাহ]◊[755]

প্রথম সানাদটিতে আব্দুস সালামের ছাত্র আল ফাদ্দল বিন দুকাইন হচ্ছেন আল কুফী। তাঁকে ইবনু হাজার স্বিকাতুন স্বাবতুন বলেছেন।[756]

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى... (صحيح البخاري ٤٣٨٥)

◊[আবূ নুআইম ← আবদুস সালাম বিন হার্‌ব ← আইয়্যুব ← আবূ কিলাবাহ ← যাহদাম]◊[757]

দ্বিতীয় সানাদটিতেও আব্দুস সালামের ছাত্র আল ফাদ্দল বিন দুকাইন যাকে এই সানাদে বুখারী তাঁর কুনিয়া আবূ নুআইম লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আল ফাদ্বলের কুফাবাসী হওয়া।

আল ইজলী বলেন, আবূ ইসহাক আস সাবীঈর মৃত্যুর দিন আব্দুস সালাম কুফাতে প্রবেশ করেন। তিনি কুফাবাসীর নিকট স্বিকাহ্ স্বাব্ত। বাগদাদবাসী তাঁর কিছু হাদীস্বকে ইনকার করেছিলো, কিন্তু কূফাবাসী তাঁর সম্পর্কে বেশী জানতেন।[758]

বুখারী কোন প্রকার জার্‌হ বা তা'দীল ব্যতীত আব্দুস সালামকে উল্লেখ করেছেন।[759]

তবে আমার মতে ইজলী বর্ণিত তথ্যটি বুখারীর জ্ঞাত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল, কেননা আব্দুস সালামের হাদীস্ব বুখারী কেবল কূফাবাসী আল ফাদ্দল বিন দুকাইন থেকেই নিয়েছিলেন। আল ফাদ্দল স্বয়ং কূফাবাসী ছিলেন বলে তাঁর সম্পর্কে জানতেন ও কেবল সঠিকটিই বর্ণনা করতেন। তাই ইবনু হাজারের ধারণার সাথে সাথে বুখারী কর্তৃক আব্দুস সালামের হাদীস্ব স্বিকাহ্ কূফাবাসী

---

[755] সাহীহুল বুখারী ৫৩৪২

[756] তাকরীব ৫৪০১

[757] সাহীহুল বুখারী ৪৩৮৫

[758] আল-ইজলী কৃত কিতাবুত স্বিকাত তাবআহ আল বায ৩০৩ নং ১০০১

[759] তারীখ আল কাবীর ৬/৬৬, নং ১৭২৯

থেকে গ্রহণ করার ইহতিমালও রয়ে যায়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বুখারী আব্দুস সালাম থেকে মুতলাকভাবে শুধু মুতাবে' এর ভিত্তিতেই বর্ণনা করেছেন বলে ইবনু হাজারের ধারণা একেবারে অকাট্য নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আরো লক্ষণীয়, আলোচ্য হাদীস্রে আব্দুস সালামের ছাত্র আল হুসাইন বিন ইয়াযীদও কূফাবাসী।

ইবন সা'দ বলেন, আব্দুস সালামের বর্ণনায় কিছু দা'ফ ছিল। আর তিনি অনেক হাদীস্রের অধিকারী ছিলেন।[760]

আমার ধারণা এই জার্হটি মূলত: তাঁর বর্ণিত গারীব হাদীস্রে তাঁর ওয়াহমের কারণে। এটাও সত্যি যে আলোচ্য হাদীস্রটিও গারীব।

ইয়াকূব বিন শায়বাহ থেকে আয যাহাবী একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আব্দুস সালাম হাদীস্রের ব্যাপারে কঠিন ছিলেন। তিনি ইবনুল মাদিনীকে বলতে শুনেছেন, আব্দুস সালাম প্রতি বছর একবার সাধারণ মানুষের জন্য বসতেন। আলী বলেন, তিনি আব্দুস সালামের জন্য সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্য মাজলিসে অংশ নিতেন ও কখনো কখনো আব্দুস সালাম বর্ণিত কিছু হাদীস্রকে অস্বীকার করতেন যতক্ষণ না সে সব হাদীস্রকে পুনঃনিরীক্ষণ করে এ কথা জানতে পারতেন যে, কে তাঁর থেকে অধিক রিওয়ায়াত করছে। এ কারণেই তাঁর হাদীস্র মুগীরাহ ও অন্য মানুষের রিওয়ায়াতের অধিক নিকটবর্তী। কেননা তিনি হাদীস্র বর্ণনাতে কঠিন ছিলেন, সুতরাং তারা তাঁর গারীব হাদীস্রকে এক স্থানে জমা করত। তখন আমি সেসবে নজর দিতাম ও অস্বীকার করতাম।[761]

আবূ ইসহাক আল হুওয়াইনী বলেন, সুতরাং এটি স্পষ্ট হলো, ইবনুল মাদিনীর এই অস্বীকৃতি সমস্ত গারীব হাদীস্রকে একটি স্থানে একত্রিত করারই দরুন। আর গারীব হাদীস্রে অনেক মুনকার পাওয়া যায়। তাঁরা এভাবে জমা করতেন মুযাকারাহ, গরীব হাদীস্র বর্ণনা ইত্যাদির জন্য। আর আল্লাহই ভালো জানেন।[762]

আমি ইবনুল মাদিনীর বর্ণিত ঘটনাটির মূল সানাদ পাইনি। যাই হোক, আমার ধারণা আব্দুস সালামের বর্ণিত হাদীস্রের সংখ্যা অনেক হওয়াতে কেবলমাত্র তাঁর গারীব হাদীস্রে কিছু প্রশ্নের দেখা দিয়েছে যেখানে কিছু মুনকার থাকতে পারে। কিন্তু ইন শা' আল্লাহ্ সেগুলো অনেক বেশী ও ইচ্ছাকৃতও নয়।

---

[760] আত-তাবাকাতুল কুবরা তাবআহ দার সাদির ৬/৩৮৬

[761] তারীখুল ইসলাম ৪/৯১০, নং ২১৪

[762] নাস্‌লুন নাবাল বিমু'জামির রিজাল ২/৩১৫-৩১৬, নং ২০১০

তবে ইবনু মাহরিযের রিওয়ায়াতে ইয়াহয়া বিন মাঈনের বর্ণনায় ইবন নুমাইর বলেন, সালিম হতে আন দিয়ে বর্ণনা করা আব্দুস সালামের অর্থাৎ আল মুলা'ইর সকল হাদীস্ প্রকৃতপক্ষে শারীকের হাদীস্। আব্দুস সালাম তাদলীস করতেন।[763]

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আব্দুস সালামের ব্যাপারে একটি বিষয় আমরা স্মরণ করি। তিনি একটি বা দুটি হাদীস্ ব্যতিত কোন হাদীস্েই হাদ্দাস্‌না বলতেন না। সেই একটি বা দুটি হাদীস্েই তিনি হাদ্দাস্‌না বলতেন।[764]

সুতরাং আব্দুস সালামের তাদলিসের বিষয়টি প্রমাণিত। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আল আলবানী এ হাদীস্টির সনদ বিষয়ে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "সিলসিলাহ আল আহাদীস্ আস সাহীহাহ ও শাই মিন ফিকহিহা ও ফাওয়াইদিহা" গ্রন্থে (৭/৮৬১) এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। (হাদীস্ ৩২৯৩)

আল আলবানী বলেন, এটিই এই হাদীস্ের দুর্বলতা, অর্থাৎ গুতাইফের জাহালাহ। কিন্তু ইবনু হিব্বান তাঁকে তাঁর "আস স্বিকাত" গ্রন্থে[765] অন্তর্ভুক্ত করেন যেখানে তাঁর থেকে শুধু আব্দুর সালাম রিওয়ায়াত করেছেন বলে উল্লেখ করেন।

ইবনু হাজার এখানে বলেন, গুতাইফ ও গুদাইফ উভয় নামের ব্যক্তি একই আর তাঁরা আল জাযারী, তিনি দাঈফ।[766]

আমি আবূ হাযম বলছি, ইবনু হাজার এটি নকল করেছেন দারাকুতনী থেকে যা রয়েছে আদদুআফা ওয়াল মাতরূকীন গ্রন্থে।[767] কিন্তু ঠিক এর পরপর[768] আছে গুতাইফ আল জাযারী আত তাইফী যার থেকে আল কাসিম বিন মালিক আল মুযনী রিওয়ায়াত করেছেন। আবার বর্ণিত আছে তিনি রাওহ বিন গুতাইফ। এই বর্ণনার শেষে আদ-দারাকুতনী বলেন, হুয়া হুয়া, অর্থাৎ ইনিই তিনি। অর্থাৎ গুতাইফ ও রাওহ দুজন একই ব্যক্তি।

---

[763] তারীখ ইবনু মাঈন - রিওয়ায়াতু ইবনি মাহরিয ২/২২৩

[764] আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল আবদুল্লাহর রিওয়ায়াত) ৩/৪৮৫, নং ৬০৭৬

[765] আস স্বিকাত ৭/৩১১ রাবী ১০২২৪

[766] তাকরীব ৫৩৬৪

[767] আদ দুআফা ওয়াল মাতরূকীন ৩/১২৭, আব্দুর রাহীম মুহাম্মাদ কাশমাকরী ৪২৯

[768] প্রাগুক্ত ৪৩০

তাই আল আলবানীর মতে আসলে দারাকুতনী তাঁকে রাওহ্‌ বিন গুতাইফ মনে করেছিলেন।

আয যাহাবী এখানে উল্লেখ করেন, আমার মনে হয় ইনি অন্য কেউ।[769]

আল আলবানী বলেন, বুখারী, ইবনু আবী হাতিম ও অন্যরাও এদের (অর্থাৎ দুই গুতাইফের) পার্থক্য করেছেন, যে কারণে আল বুখারী এ দুজনকে আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। বুখারী বলেন, রাওহ্‌ বিন গুতাইফ আস্‌ স্বাকাফী উমার বিন মুসআব থেকে বর্ণনা করেন। রাওহ্‌ থেকে বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ বিন রাবীআহ্‌। তিনি মুনকারুল হাদীস।[770]

আমি বলছি আমাদের আলোচিত গুতাইফের বর্ণনা আলাদাভাবে আছে।[771] এখানে বুখারী আমাদের আলোচিত হাদীস্বটিও লিপিবদ্ধ করেন।

এ থেকে পরিষ্কার যে দুই গুতাইফ কোন অবস্থাতেই এক নন। আর গুতাইফও রাওহ্‌ নন। তাঁদের বর্ণনাতে ছাত্রদেরও বুখারী আলাদারূপে বর্ণনা করেছেন।

আল আলবানী আরো বলেন, রাওহ্‌কে (রাওহ্‌ বিন গুতাইফ বিন আবী সুফ্‌ইয়ান আস্‌ স্বাকাফী নামে) ইবনু হিব্বানও আদ-দুআফা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[772]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, রাওহ্‌ বিন গুতাইফ বিন আ'ইয়ান আল জাযারী যুহরী ও আম্‌র থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তেমনি মুসআব বিন যুবাইর থেকেও। তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন আব্দুস সালাম বিন হারব্ব ও কাসিম বিন মালিক আল মুযনী ও মুহাম্মাদ বিন রাবীআহ্‌। আমি আমার পিতা (আবূ হাতিম)-কে বলতে শুনেছি (রাওহ্‌) লাইসা বিল কাওয়ী। সে অনেক বেশী মুনকারুল হাদীস্ব।[773]

কিন্তু আল আলবানী বলেন, "আবূ হাতিম রাওহের দাদা হিসেবে আ'ইয়ান আল জাযারীর নাম উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টি মাহফুয নাকি আমি জানি না। আমি এটি আর কারো কাছে দেখিনি।" একই সাথে তাঁর বক্তব্য "আব্দুস সালাম

---

[769] মীযানুল ই'তিদাল ৩/৩৩৬, নং ৬৬৬৮

[770] আত তারীখুল কাবীর ৩/৩০৮, নং ১০৪৭

[771] প্রাগুক্ত ৭/১০৬ নং ৪৭১

[772] আল-মাজরূহীন ১/২৯৮ নং ৩৪৩

[773] আল জারহ্‌ ওয়াত তা'দীল ৩/৪৯৫, নং ২২৪৫

বিন হারব্ব তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন" অংশটি (অর্থাৎ এ ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ করেন আল আলবানী। বাকি সব কথা বুখারী ও অন্যদের অনুরূপ।"

আল আলবানী এর পর আদ-দারাকুতনীর গুতাইফ ও রাওহ নিয়ে সংশয়ের কারণ হিসেবে দিরহামের হাদীস্ন আনেন ইলালুদ দারাকুতনী থেকে। সেই হাদীস্নটি নিম্নরূপ:

وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ. فَقَالَ: يَرْوِيهِ رَوْحُ بْنُ غُطَيْفٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ: عَنْ رَوْحِ بْنِ غُطَيْفٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ: عَنْ غُطَيْفٍ الطَّائِفِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ رَوْحُ بْنُ غُطَيْفٍ، كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، وَرَوْحٌ ضَعِيفٌ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ

আদ দারাকুতনীকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো আবূ হুরাইরাহ হতে আবূ সালামাহর রিওয়ায়াতে "কাপড়ে এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত থাকলে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে" হাদীস্নের সম্পর্কে। তিনি বলেন, এই হাদীস্নটি রাওহ বিন গুতাইফ বর্ণনা করেন যুহরী হতে। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। কাসিম বিন মালিক আল মুযানী বলেন, তা রাওহ বিন গুতাইফ হতে যা যুহরী হতে। এদিকে আসাদ বিন আম্‌র আল বাজালী বলেন, তা গুতাইফ বিন আত ত্বাইফী হতে যা যুহরী হতে। আর তিনি রাওহ বিন গুতাইফ, কাসিম বিন মালিক যেভাবে বলেছেন। আর রাওহ দাঈফ। আর এ হাদীস্নটি যুহরী থেকে জানা নেই।[774]

আল আলবানী বলেন, এখানে অত্যন্ত শক্ত ইশারাহ আছে যে দিরহামের হাদীস্নের রাবী হচ্ছেন রাওহ বিন গুতাইফ। তিনি গুতাইফ বিন আ'ইয়ান নন। রাওহ নিজে দাঈফ। আর আসাদ বিন আম্‌র ভুল করে রাওহের স্থানে গুতাইফ বলে ফেলেছেন। আর আদ-দারাকুতনী নিজেই এ বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন তাঁর সুনানে। সেখানে তিনি আল কাসিম বিন মালিকের এই রিওয়ায়াতের শেষে বলেন, রাওহ বিন গুতাইফ নামের ব্যাপারে আসাদ বিন আম্‌র উল্টিয়ে তাঁকে গুতাইফ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ওয়াহম হয়েছিলো।

---

[774] ইলালুদ দারাকুতনী ৮/৪৩, নং ১৪০২

আমি আবূ হাযম বলছি সানাদটি নিম্নরূপঃ

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمُعَدَّلُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بِوَاسِطَ , حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ التَّمَّارُ , ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ , ثنا رَوْحُ بْنُ غُطَيْفٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

﴾আবূ আবদুল্লাহ আল মুআদ্দাল আহমাদ বিন আমর বিন উসমান ← আম্মার বিন খালিদ আত-তাম্মার ← আল-কাসিম বিন মালিক আল মুযানী ← রাওহ বিন গুতাইফ ← যুহরী ← আবূ সালামাহ ← আবূ হুরাইরাহ﴿[775]

আমি আবূ হাযম বলছি, পরের হাদীস্নটি আসাদ বিন আমরের বর্ণিত হাদীস্ন যার সানাদটি নিম্নরূপঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ , ثنا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ , ثنا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ غُطَيْفٍ الطَّائِفِيِّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

﴾আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ ← ইয়া'কূব বিন ইউসুফ বিন যিয়াদ ← ইউসুফ বিন বুহলূল ← আসাদ বিন আম্‌র ← গুতাইফ আত তায়িফী ← যুহরী ← আবূ সালামাহ ← আবূ হুরাইরাহ﴿[776]

আমার দৃঢ় মত হচ্ছে, উপরের দুই সানাদে দেখবেন গুতাইফ ও রাওহ উভয়েই আয যুহরী থেকে রিওয়ায়াত করলেও তাঁদের ছাত্র আগে বর্ণিত গুতাইফ থেকে আলাদা। তাই দুই গুতাইফ এক ব্যক্তি হতেই পারে না!

আল আলবানীও বলেন, এই তাহকীক এ কথাই বায়ান করেঃ

১। গুতাইফ বিন আ'ইয়ান ও রাওহ বিন গুতাইফ এক ব্যক্তি নন।

২। এই রাওহকেই বরং আদ-দারাকুতনী তাদঈফ করেছেন, হাফিয ইবনু হাজার যা তাঁর থেকে নকল করেছেন তা নয়। আর আল কাশিফে "তাঁকে কিছু লোক তালইয়িন করেছেন" বলে আসলে আদ দারাকুতনীর দিকে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তিনি আসলে রাওহকে তালইয়িন করেছেন, যেভাবে আমি জেনেছি।"

---

[775] সুনান আদ-দারাকুতনী ২/২৫৭, নং ১৪৯৪

[776] সুনান আদ দারাকুতনী ২/২৫৭, নং ১৪৯৫

আয যাহাবী আল কাশিফের ৪৪২৮ নম্বরে গুদাঈফ বিন আবী সুফ্ইয়ান আত ত্বাঈফীর নাম করে তাঁর সম্পর্কে বলেন, ওয়ুথথিকা বা তাঁকে তাওস্নীক করা হয়েছে। আর গুতাইফ বিন আ'ইয়ান সম্পর্কে ৪৪২৯ নম্বরে বলেন, তাঁকে কেউ কেউ লাইয়িন করেছেন।[777]

অর্থাৎ আল কাশিফে আয যাহাবীর বর্ণনাতেও আসলে কিছু হযবরল কাণ্ড আছে।

তাঁর এই লাফয ওয়ুস্সিকাহ শব্দটি নিয়ে মুহাদ্দিস্নদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। তবে এখানে নিশ্চিতভাবে আমরা জানি এই দুই জনের মাত্র একজনের তাওস্নীক আছে আর তা হচ্ছে গুতাইফ বিন আ'ইয়ানের ব্যাপারে, আর তা ইবনু হিব্বান থেকে। অর্থাৎ আয যাহাবী একজনের তাওস্নীক আরেকজনের উপর আবার সেই জনের তাদঈফ অপর জনের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আর আল কাশিফে রাওহ বিন গুতাইফের কোন নামই উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ তিনি গুতাইফ বিন আ'ইয়ানকে তিনি রাওহ ধরে নিয়ে তাঁর উপর তাদঈফ চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ ইবনু হিব্বান অত্যন্ত পরিষ্কার করে গুতাইফ বিন আ'ইয়ান নাম নিয়েছেন। আয যাহাবী এই দুইজনের আলোচনায় ভুল করে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। ওয়াল্লাহুল মুসতাআন।

আমার মতে, আল আলবানী ইবনু হিব্বানের আত স্নিকাত গ্রন্থ থেকে যে হাওয়ালাটি উল্লেখ করেছেন, জাহালাহ উঠানোর জন্য তাই যথেষ্ট। ইবনু হিব্বানের কিতাবে গুতাইফকে তিনি তাঁর শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করেন, কেননা তিনি তাঁর নাম সরাসরি উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু হিব্বান তাঁর কিতাবের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন, তাঁর গ্রন্থে শুধু স্নিকাহরা উল্লিখিত হয়েছে।[778] শুধু তাই নয়, আল মুআল্লিমী ইবনু হিব্বানের আস্ন স্নিকাত গ্রন্থের ব্যক্তিদের ব্যাপারে আলোচনায় বলেন যে, গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মর্তবা অর্থাৎ ইবনু হিব্বানের শিক্ষকেদের ব্যাপারে তাঁর তাওস্নীক নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য।[779]

ইবনু হাজার বলেন, মুসআব বিন সা'দ স্নিকাহ।[780] ইবনু হিব্বান তাঁকে তাঁর কিতাবে তাওস্নীক করেছেন।[781] ইবন সা'দ বলেন, তিনি স্নিকাহ কাস্নীরুল হাদীস্ন।[782]

---

[777] আল কাশিফ ২/১১৭, নং ৪৪২৮ ও ৪৪২৯

[778] আস স্নিকাত ১/১১

[779] আত তানকীল, শায়খ আল আলবানীর তাহকীকে) ১/৪৩৮

[780] তাকরীব ৬৬৮৮

[781] আত স্নিকাত ৫/৪১১, নং ৫৪৫৫

[782] আত তাবাকাতুল কুবরা ২/১২৯, নং ৭০৮

হুসাইন বিন ইয়াযীদ আল কুফীর কারণে এই সানাদটি দ্বারা কোন হুজ্জাহ হবে না।

দ্বিতীয় হাদীস্নঃ

আত তাবারীতে বর্ণিত অপর হাদীস্নটির সনদ এরূপঃ

حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال: حدثنا بقية، عن قيس بن الربيع، عن عبد السلام بن حرب النهدي، عن غضيف، عن مصعب بن سعد، عن عدي بن حاتم

০(সাঈদ বিন আম্‌র আস-সাকূনী ← বাকিয়্যাহ ← কায়স বিন রাবী' ← আবদুস সালাম বিন হারব্ব আন নাহদী ← গুদাইফ ← মুসআব বিন সা'দ ← আদী বিন হাতিম)০[783]

সাঈদ বিন আম্‌র আস সাকূনী আল হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন, তিনি সাদূক।[784]

বাকিয়্যাহ বিন ওয়ালীদ[785] সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন, তাঁর হাদীস্ন লেখা হয় কিন্তু তা দিয়ে হুজ্জাহ দেয়া হয়না।[786] কিন্তু বাকিয়্যাহ মুদাল্লিস ছিলেন। ইবনু হাজার তাঁকে চতুর্থ মার্তাবাতে উল্লেখ করে বলেন, তিনি দাঈফ, মাজহূলদের থেকে প্রচুর তাদলীস করতেন। আর আলিমগণও তাঁকে এমন দোষে দুষ্ট করেছেন।[787] আদ দুমাইনী তাঁর সাথে একমত হয়েছেন।[788] কিন্তু যুবাইর আলী যাঈ তাঁর সাথে ইখতিলাফ করে তাঁকে তৃতীয় মর্তবার উল্লেখ করেছেন।[789] আর আমিও তাঁর সাথে একমত।

কায়স বিন আর রাবী' কে অনেক মানুষ তাদঈফ করেছেন।[790]

---

[783] তাফসীর আত তাবারী ১৪/২১০-২১১, রিওয়ায়াত ১৬৬৩৩

[784] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ৪/৫১, নং ২২০

[785] তাকরীব ৭৩৮

[786] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ২/৪৩৫

[787] তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন পৃষ্ঠা ৪৯, নং ৪/১১৭

[788] আত তাদলীস ক্রম ৪/১৬৫

[789] আল ফাতহুল মুবীন, ২৯ নং ৪/১১৭ হাশিয়াহ

[790] আবূ যুরআহর কিতাবুদ দুআফা ২/৬৫০, নং ২৭২, ইবনু হিব্বানের আল মাজরূহীন ২/২১৬, নং ৮৮৭

এই হাদীস্বটি এই সানাদে দাঈফ।

তৃতীয় হাদীস্বঃ

قَالَ إِبْرَاهِيمُ نا مَالِكُ بْنُ إسماعيل قَالَ نا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نا غُطَيْفُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ

[ইব্‌রাহীম ← মালিক বিন ইসমাঈল ← আব্‌দুস সালাম বিন হার্‌ব ← গুতাইফ বিন আ'ইয়ান ← মুসআব বিন সা'দ ← আদী বিন হাতিম][791]

ইবনু হাজার বুখারীকে মুদাল্লিসের প্রথম তাবাকাতে রাখলেও যুবাইর আলী বলেন, বুখারী একেবারেই মুদাল্লিস ছিলেন না।[792] সুতরাং এ সংক্রান্ত সকল দাবী বাতিল।

এই সানাদে ইবরাহীম হচ্ছেন ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব বিন ইসহাক আল জুযজানী।

ইবনু হাজার বলেন, ইবরাহীম বিন ইয়া'কুব বিন ইসহাক আল জুযজানী স্বিকাহ হাফিয, কিন্তু তাঁকে নাসিবী হিসেবে দোষারোপ করা হয়।[793]

ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হারীযী মাযহাবের (হারীযী বিন উস্বমান আন নাসিবী) ছিলেন কিন্তু দাঈ ছিলেন না। তিনি সুন্নাতের উপর অটল ছিলেন হাদীস্বে হাফিয ছিলেন।[794] আদ-দারাকুতনী বলেন, তিনি মুসান্নিফ হুফফায মুখাররিজ স্বিকাহদের একজন ছিলেন, কিন্তু তাঁর আলী বিন আবী তালিবের ব্যাপারে ইনহিরাফ ছিলো।[795]

যাই হোক, গাইরু দাঈ সত্যবাদী মুবতাদি'র হাদীস্ব গ্রহণযোগ্য। ইবনু হাজারের বক্তব্য সঠিক।

ইবনু হাজার বলেন, মালিক বিন ইসমাঈল আন নাহদী স্বিকাহ মুতকিন সাহীহুল কিতাব আবিদ।[796]

---

[791] আত তারীখুল কাবীর বিল হাওয়াশী মাহমূদ খালীল ৭/১০৬, হাদীস্ব ৪৭১

[792] আল ফাতহুল মুবীন ক্রম ১/২৩, পৃষ্ঠা ২৭-২৮ হাশিয়াহ

[793] তাকরীব ২৭৩

[794] আস্ব-স্বিকাত ৮/৮১, নং ১২৩৩৭

[795] সুআলাত আস-সুল্লামী লিদ দারাকুতনী ৩২৯-৩৩০, নং ৪১৯

[796] তাকরীব ৬৪২৪

আব্দুর রাহমান বিন আবী হাতিম বলেন, ইয়াহয়া বিন মাঈন বলেছেন, কুফাতে তাঁর মত মুতকিন আর কেউ নেই। ইবনু নুমাইর বলেন, মালিক মুহাদ্দিস্বদের ইমামদের একজন। আবূ হাতিম বলেন, তিনি স্বিকাহ মুতকিন।[797] ইবনু হিব্বান তাঁকে তাওস্বীক করেছেন।[798]

এই সানাদে আব্দুস সালাম গুতাইফ থেকে হাদ্দাস্বানা দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁর মুদাল্লিস হওয়ার বিষয়টি এখানে কোন সমস্যা নয় ইনশা আল্লাহ্।

এই সানাদটি উত্তম ও হাসান ইনশা আল্লাহ্।

চতুর্থ হাদীস্বঃ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، أَنَا غُطَيْفُ بْنُ أَعْيَنَ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

{আলী বিন আবদুল আযীয ← আবূ গাস্সান মালিক বিন ইসমাঈল ← আব্দুস সালাম বিন হারব ← গুতাইফ বিন আ'ইয়ান আল-জাযীরার অধিবাসী ← মুস্আব বিন সা'দ ← আদী বিন হাতিম} {আলী বিন আবদুল আযীয ← ইবনুল আসবাহানী ← আব্দুস সালাম বিন হারব ← গুতাইফ বিন আ'ইয়ান আল-জাযীরার অধিবাসী ← মুস্আব বিন সা'দ ← আদী বিন হাতিম} {আবূ হুসাইন আল কাদী ← ইয়াহইয়া আল হিম্মানী ← আব্দুস সালাম বিন হারব ← গুতাইফ বিন আ'ইয়ান আল জাযীরার অধিবাসী ← মুস্আব বিন সা'দ ← আদী বিন হাতিম}[799]

আবূ হাতিম বলেন, আলী বিন আব্দিল আযীয সাদূক ছিলেন।[800] আদ দারাকুতনী বলেন, তিনি স্বিকাহ মা'মূন।[801] আবূ বকর আস সুন্নি বলেন, আন

---

[797] আল জারূহ ওয়াত তা'দীল ৮/২০৬, নং ৯০৫

[798] আত স্বিকাত ৯/১৬৮, নং ১৫৭৯৫

[799] আল মু'জামুল কাবীর ১৭/৯২, নং ২১৮

[800] আল জারূহ ওয়াত তা'দীল ৬/১৯৬, নং ১০৭৬

নাসায়ী তাঁর ব্যাপারে সম্পদের বিনিময়ে এমনকি দরিদ্রের সামান্য সম্পদের বিনিময়ে হাদীস্ রিওয়ায়াত করতে দেখার কথা বলেছেন।[802] আয যাহাবী একই কিতাবে বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্। আবার আল মীযানে বলেন, তিনি স্বিকাহ্, কিন্তু হাদীস্ বর্ণনার বিনিময় চাইতেন, কিন্তু তাঁকে এই বলে ওজর দেওয়া হয় যে, তাঁর এ বিষয়ে অভাবগত চাহিদা ছিলো।[803]

ইবনু হাজার বলেন, ইবনু আইমানকে জিজ্ঞেস করা হলো, এমন কারণে কি তাঁর উপর ঈব অর্পণ করা হবে কিনা। তিনি বললেন, না, বরং তাঁদের কাছে ঈব তো হচ্ছে মিথ্যা বলা আর ইনি ছিলেন স্বিকাহ্।[804]

সুতরাং তাঁর ঈব হচ্ছে তিনি হাদীস্বের বিনিময় চাইতেন, কিন্তু তাঁকে এই বলে ওজর দেওয়া হয়, তাঁর এ বিষয়ে অভাবগত চাহিদা ছিলো। আর শুধু এ কারণেই তাঁর হাদীস্কে বাদ দেওয়া যাবে না। সুতরাং তিনি হাসানুল হাদীস্ ইনশা আল্লাহ্, ঠিক যেমনটি আয যাহাবী বলেছেন।

অর্থাৎ আমাদের কাছে প্রথম সানাদটি হাসান ও সকল তাওফীক্ব আল্লাহ্র।

দ্বিতীয় সানাদে ইবনুল আসবাহানী হচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল আসবাহানী। আবূ হাতিম তাঁর তাওস্বীক করেন।[805] তাঁকে আরো অনেকে তাওস্বীক করেছেন।

সুতরাং এ সানাদটিও আমাদের কাছে হাসান।

ইয়াহয়া আল হিম্মানীর সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তিনি হাদীস্ চুরি করতেন।[806] তিনি আরো বলেন, তিনি জনসম্মুখে মিথ্যা বলতেন ও লোকেরা তাঁর (মিথ্যুক হওয়ার) ব্যাপারে একমত।[807] আল-জুযজানী বলেন,

---

[801] সুআলাত আস সিলমী লিদ দারাকুতনী ২০৯, নং ২১৪

[802] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১৩/৩৪৯, নং ১৬৪

[803] মীযানুল ই'তিদাল ৩/১৪৩, নং ৫৮৮২

[804] লিসানুল মীযান ৪/২৪১, নং ৬৪৮

[805] আল জারহ্ ওয়াত তা'দীল ৭/২৬৫, নং ১৪৪৭

[806] আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল আব্দুল্লাহর রিওয়ায়াত ৩/৪১, নং ৪০৭৯

[807] প্রাগুক্ত ৩/৪০, নং ৪০৭৬

তাঁর হাদীসকে তরক করা হয়।[808] তাঁকে উলামাদের একটা বড় অংশ তাদঈফ করেছেন কিন্তু তিনি আসলে মাতরূক যেমনটি আহমাদ বলেছেন।

সুতরাং তৃতীয় সানাদটি মাওদূ' ।

পঞ্চম হাদীস:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ

﴾ইব্‌রাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন ইর্‌ক আল হিম্সী ← মুহাম্মাদ বিন মুসাফ্‌ফা ← বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ ← কায়স ইবনুর রাবী' ← আব্‌দুস সালাম বিন হার্‌ব ← গুতাইফ বিন আ'ইয়ান ← মুসআব বিন সা'দ ← আদী বিন হাতিম﴿ [809]

কিন্তু এই সানাদে কায়স ও বাকিয়্যাহর আনআনাহ বিদ্যমান। সুতরাং এ সানাদটিও দাঈফ।

ষষ্ঠ হাদীস:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , ثنا ابْنُ أَبِي قُمَاشٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ الْمُلَائِيِّ , عَنْ غُطَيْفٍ الْجَزَرِيِّ , عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

﴾ আলী বিন আহমাদ বিন আবদান ← আহমাদ বিন উবায়দ ← ইবনু আবূ কুমাশ ← সাঈদ বিন সুলায়মান ← আব্‌দুস সালাম বিন হার্‌ব ← গুতাইফ আল জাযারী ← মুসআব বিন সা'দ ← আদী বিন হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)﴿ [810]

খত্বীব আল বাগদাদী বলেন, আলী বিন আহমাদ বিন আবদান বিন মুহাম্মাদ আল আহওয়াযী স্বিকাহ।[811] আহমাদ বিন উবায়দ বিন ইসমাঈল

---

[808] কিতাবু আহওয়ালির রিজাল ১৩৬, নং ১১৫

[809] আল মু'জামুল কাবীর ১৭/৯২, নং ২১৮

[810] আস সুনান আল কুবরা ১০/১৯৮, নং ২০৩৫০

[811] তারীখ বাগদাদ ১৩/২৩২, নং ৬১০৮

আবূল হাসান স্বিকাহ স্বাবত।[812] মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন আস সাকান, যিনি ইবনু আবী কুমাশ বলে পরিচিত, তিনি স্বিকাহ[813], সাঈদ বিন সুলাইমান আল ওয়াসিতী স্বিকাতুন মা'মুনুন।[814]

সাঈদের লাকাব ছিলো সা'দুওয়াইহ যাকে ইবনু হাজার স্বিকাহ হাফিয বলেছেন।[815]

আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে তাসহীফকারী বললেও[816] ইবনু হাজার সেটিকে অসাব্যস্ত বলে নাকচ করেছেন।[817]

আদ দারাকুতনী বলেন, লোকেরা সা'দুওয়াইহর সমালোচনা করেছেন।[818]

ইবনু হাজার বলেন, এ তালয়ীন করার কারণ অস্পষ্ট, যা অগ্রহণযোগ্য। বুখারী তাঁর থেকে অধিক রিওয়ায়াত না করলেও বুখারী ও প্রমুখগণ তাঁর ও তাঁর ছাত্র থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।[819]

ইবনু হাজার আরও বলেন, বুখারী তাঁর থেকে সর্বমোট পাঁচটি হাদীস্ব রিওয়ায়াত করলেও একটি হাদীস্বেও তাফাররুদ করেননি।[820]

ইবনু সা'দ তার তাওস্বীক করে বলেন, তিনি অধিক হাদীস্ব বর্ণনা করতেন।[821]

আব্বাস বিন মুহাম্মাদ বিন হাতিম আদ দাউরী ইয়াহয়াকে প্রশ্ন করেন, আমি কি তাঁর সকল রিওয়ায়াত নিতে পারব? তিনি তাতে ইতিবাচক সম্মতি জ্ঞাপন করেন।[822]

যাই হোক, আমার মনে হয় বুখারীর শিক্ষক সাঈদের অধিক হাদীস্ব বর্ণনার কারণে সামান্য কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হতেই পারে। ইবনু হাজার তাঁর ব্যাপারে

---

[812] প্রাগুক্ত ৫/৪৩৩, নং ২২৭১

[813] তারীখ বাগদাদ ৩/৬৯৯, নং ১১৮৭

[814] আল জারহ ওয়াত তা'দীল ৪/২৬, নং ১০৭

[815] তাকরীব ২৩২৯

[816] আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল আব্দুল্লাহর রিওয়ায়াত ১/৪২৭, নং ৯৪৪

[817] ফাতহুল বারী ১/৪০৫

[818] সু'আলাত আল হাকিম লিদ দারাকুতনী ২১৪, নং ৩৩২

[819] ফাতহুল বারী ১/৪০৫

[820] প্রাগুক্ত

[821] আত তাবাকাতুল কুবরা ৭/২৪৪, নং ৩৫১৬

[822] তারীখ ইবনু মাঈন রিওয়ায়াতুদ দাউরী ৪/৪০৪, নং ৪৯৯৫

আহমাদের জারহকে অমূলক বললেও আহমাদ যাকে তাসহীফ মনে করেছিলেন তা সাঈদের এসকল ভুল বলেই আমাদের ধারণা। আল্লাহু আ'লাম। নতুবা বুখারীতে তাসহীফ করা কোন রাবী নেই। আর কেই বা একেবারেই ত্রুটিমুক্ত? আমি আশা করি, সাঈদ কমপক্ষে হাসানুল হাদীস, আর তাই এ সানাদটিও হাসান ইনশা আল্লাহ্।

সংশয় নিরসন: তিরমিযী কি গুতাইফকে মাজহূল বলেছেন?

আল আলবানী বলেন, প্রশ্ন উঠতে পারে, তিরমিযী তো গুতাইফ (বিন আ'ইয়ান) কে গাইর মা'রূফ হিসেবেই বললেন, তাহলে কিভাবে এই হাদীস্বকে তিনি হাসান হিসেবে উল্লেখ করলেন?

এর জবাবে তিনি বলেন, উল্লিখিত তাহসীন তিরমিযীর শামায়িলের নয় বরং তা হাফিয ইবনু হাজারের তাখরীজুল কাশশাফ[823] ও আস সুয়ূতীর আদ দুররুল মানসুর গ্রন্থে।[824] (আলবানীর বক্তব্য)[825]

আমি আবূ হাযম বলছি, এই বইটির পুরো নাম الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف যা এখনো মাখতূত[826] আকারে রয়ে গিয়েছে। আমি দেখেছি সেখানে শায়খ ইবনু হাজার তিরমিযীর এই বক্তব্যে গরীব শব্দের আগে হাসান উল্লেখ করেন।[827] সে ক্ষেত্রে তিরমিযী তাঁর সুনানে গুতাইফকে মাজহূল বলে এই হাদীস্বের তাদঈফ করেছেন – ধারণাটি সঠিক নয়। বরং গুতাইফের গাইর মা'রূফ হওয়ার বর্ণনাটি হাদীস্বটির সানাদের ব্যাপারে একটি তথ্য ছিলো মাত্র। এই হাদীস্বের ব্যাপারে তিরমিযীর হুকুম প্রকাশ পেয়েছে আল কাফী আশ শাফ গ্রন্থেই, আর তাতে হাদীস্বটিকে হাসান বলেই উল্লেখ করেছেন।

আস সুয়ূতীও তিরমিযীর এই হাদীস্বের তাহসীন উল্লেখ করেছেন।[828]

এছাড়া আল আলবানী বলেন, হয়তো আবুল বাখতারী শাহেদ হিসেবে যা রিওয়ায়াত করেছেন সে কারণেও তিরমিযী হাদীস্বটিকে হাসান বলে থাকতে

---

[823] তাখরীজুল কাশশাফ ৭৫/১০৮

[824] আদ দুররুল মানসুর ৩/২৩০

[825] আস সাহীহাহ ৭/৮৬৪ নং ৩২৯৩

[826] https://bit.ly/34Xv2jB ও https://bit.ly/31824wb নম্বরসহ

[827] ইবনু হাজারকৃত আল কাফী আশ শাফ পৃষ্ঠা ৭৫, নং ১০৮

[828] আদ দুররুল মানসূর ফিত তাফসীর বিল মা'সূর ৪/১৭৪, নং ৩১

পারেন। এই রিওয়ায়াতটি আব্দুর রাযযাক তার আত তাফসীর গ্রন্থে (১/২৭২) ও আত তাবারী ও বায়হাকী তাঁদের সুনানে, ইবনু আব্দিল বার তার জামে' বায়ানুল ইলম (২/১০৯) গ্রন্থে এবং আশ শু'ব (৭/৪৫) এ উল্লেখ করেছেন। আল আলবানী বলেন, সানাদটি সাহীহ কিন্তু মুরসাল। কেননা, আবুল বাখতারী সাঈদ বিন ফাইরুয বলেন যে তা হুযাইফাহ হতে মুরসাল রূপে।

আমি আবূ হাযম বলছি এই আস্সারটির সানাদ দু'টি এরূপ:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ , أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ , ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ , ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ , قَالَ: سُئِلَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

❮ আবূ যাকারিয়্যা বিন আবূ ইসহাক ← আবূ আবদুল্লাহ বিন ইয়া'কূব ← মুহাম্মাদ বিন আবদিল ওয়াহহাব ← জা'ফার বিন আওন ← আ'মাশ ← আবূল বাখতারী❯ ❮আবূ তাহের আল ফাকীহ ← আবূ বাক্‌র আল-কাত্তান ← আলী ইবনুল হাসান আল হিলালী ← তাল্‌ক বিন গান্নাম ← যায়েদাহ ← আ'মাশ ← হাবীব ← আবূল বাখতারী❯[829]

এই সানাদটি মাওকূফ বলে এর পূর্ণ তাহকীক এই আলোচনায় নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করছি। তথাপিও এর সকল তারীকাতে আ'মাশের উপস্থিতি রয়েছে যার তাদলীসের ব্যাপারে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ সানাদটির আর কোন তারীকাহ নেই বলে, এর সাহীহ হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আল আলবানী ইবনু হাজারের বরাতে বলেন, ইবনু মারদাওয়ী আরেকটি তারীকাহ আদী বিন হাতিম থেকে আতা' বিন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন।[830]

কিন্তু আফসোসের বিষয় ইবনু মারদাওয়ীর এই তাফসীরটি মাফকূদ!

তবে মারদাওয়ীর তাফসীরটি থেকে আয যাইলাঈ নিচের সানাদটি বর্ণনা করেন।

---

[829] আস সুনান আল কুবরা ১০/১৯৮, নং ২০৩৫১

[830] ইবনু হাজারকৃত আল কাফী আশ শাফ ৭৫, নং ১০৮

وروواه ابن مردويه في تفسيره من حديث عمران القطان، حدثنا خالد العبدي، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- فذكره

ইবনু মারদুওয়াইহ ← ইমরান আল কাত্তান ← খালিদ আল আবদী ← সাফওয়ান বিন সালীম ← আতা' বিন ইয়াসার ← আদী বিন হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।[831]

ইবনু হাজার বলেন, ইমরান বিন দাওয়ার আল কাত্তান সাদূক কিন্তু ওয়াহম করতেন ও তাঁর সম্পর্কে বলা হয় তিনি খাওয়ারিজের মত রাখতেন।[832]

আমি আবূ হাযম বলছি, প্রথমত এই সানাদটি মুআল্লাক। কেননা ইবনু মারদাওয়ীহ্র শায়খ ইমরান নন! অর্থাৎ এই সানাদের কোন হুকুম হবে না। তাই আমি এখানে তুলনামূলক হালকা তাহকীক করব্ব ও মুতাআখখিরদের বইয়ের হাওয়ালা দিয়ে শেষ করব্ব ইনশা আল্লাহ্।

ইমরানকে আন নাসাঈ ও আবূ দাঊদ তাদঈফ করেছেন। ইবরাহীম বিন আব্দিল্লাহ বিন হাসানের সময় তিনি (ইমরান) সাংঘাতিক ফতোয়া দেন যাতে রক্তপাতের নির্দেশ ছিলো। ইয়াযীদ বিন যুরাই' বলেন, তিনি হারুরী ছিলেন ও তিনি তরবারি দেখেছিলেন (অর্থাৎ তাঁকে সরকার কর্তৃক আটক করা হয়)। কিন্তু আব্বাস বিন ইয়াহয়া বলেন, তিনি এই মতের দাঈ ছিলেন না।[833]

তিরমিযী বুখারীর কওল নকল করে বলেন, তিনি সাদূক ছিলেন। দারাকুতনী বলেন, তাঁর প্রচুর মুখালাফাহ ও ওয়াহম ছিলো।[834]

আমার ধারণা এই সানাদটিতে আরও কিছু সমস্যা বিদ্যমান। ইমরান বিন দাওয়ারের একজন মাত্র শিক্ষকের নাম খালিদ, আর তিনি হচ্ছেন খালিদ বিন আবী আবদিল্লাহ।[835] কিন্তু তাঁর পরিচয় নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা আছে।

তাহযীবুল কামালে সাফওয়ান বিন সুলাইমের কোন ছাত্র পেলাম না যার নাম খালিদ।[836]

---

[831] তাখরীজুল আহাদীস্ ওয়াল আস্সার আল ওয়ারিদাহ ফিল কাশশাফ ২/৬৬

[832] তাকরীব ৫১৫৪

[833] মীযানুল ই'তিদাল ৩/২৩৬, নং ৬২৮২

[834] তাহযীবুত তাহযীব ৮/১৩২, নং ২২৬

[835] তাহযীবুল কামাল ২২/৩২৮, নং ৪৪৮৯

[836] প্রাগুক্ত ১৩/১৮৪, নং ২৮৮২

যাই হোক, শুধু নাম মেলার কারণে ইনি হয়তো খালিদ বিন আবদির রাহমান আল আবদী[837], যদিও ইবনু হাজার তাঁকে মাজহূল বলেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি মুনকার হাদীস্র বর্ণনা করতেন। তিনি হাদীস্র চুরি করতেন ও মানুষের কিতাব থেকে রিওয়ায়াত করতেন - যাদেরকে তিনি শোনেনেই নি।[838]

আদ দারাকুতনী বলেন, তাঁর হাদীস্রে কিছু দা'ফ আছে, কিন্তু তিনি মাতরূক নন।[839]

আল আলবানী বলেন, এ সকল তারীকাহ মিলিয়ে হাদীস্রটি হাসান ইনশা আল্লাহ্।

তবে আয যাইলাঈ উল্লেখ করেন, এই হাদীস্রটি আছে আল ওয়াকীদীর কিতাবুর রিদ্দাহতে।[840] কিন্তু এই আল ওয়াকীদী হচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন উমার বিন ওয়াকীদ আল আসলামীকে ইবনু হাজার বলেছেন মাতরূক।[841]

আবূ হাতিম ও ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন একে মাতরুক বলেছেন।[842]

আয যাইলাঈ আরও বলেন, একই হাদীস্র আছে ইবনু সা'দের আত তাবাকাত গ্রন্থে।[843] এর সানাদটি নিম্নরূপ:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْوَانَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

[মুহাম্মাদ বিন উমার ← আবূ মারওয়ান ← আবান বিন সালিহ ← আমির বিন সা'দ ← আদী বিন হাতিম (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)][844]

কিন্তু ইবনু সা'দের শায়খ মুহাম্মাদ বিন উমার কাযযাব, মাতরুক। আগের সানাদে আলোচনা করেছি।

---

837 তাকরীব ১৬৫৩

838 আল মাজরূহীন ১/২৮০, নং ২৯৮

839 তা'লীকাত আদ দারাকুতনী আলাল মাজরূহীন লিবনি হিব্বান ৮৮, নং ৭৯

840 আয যাইলাঈর তাখরীজুল আহাদীস্র ওয়াল আস্রার আল ওয়ারিদাহ ফিল কাশশাফ ২/৬৬

841 তাকরীব ৬১৭৫

842 আল জারূহ ওয়াত তা'দীল ৮/২০, নং ৯২

843 আয যাইলাঈর তাখরীজুল আহাদীস ওয়াল আস্রার আল ওয়ারিদাহ ফিল কাশশাফ ২/৬৬

844 আত তাবাকাতুল কুবরা - তাবাকাতুর রাবিআহ – ৬৫১, নং ২৯৯

আয যাইলাঈ এ হাদীসটিকে মুসনাদ ইবনু আবী শায়বাহতে থাকার দাবী করলেও আমি তা খুঁজে পাইনি।

খুলাসাহঃ

গুতাইফের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ তাঁর মাজহূল হওয়া, যদিও তিনি ইবনু হিব্বান তাঁর আস্ সিকাত গ্রন্থে তাঁকে তাঁর শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একই সাথে আরেকটি সমস্যা আদ দারাকুতনী কর্তৃক নামের তালগোল পাকিয়ে তাঁকে দাঈফ রাবী রাওহ বলে ধরে নেওয়া। সুতরাং যারা ইবনু হিব্বানের সকল প্রকার একক তাওসীক মেনে নেবে, তাঁদের জন্য হাদীসটি এখানেই হাসান লি যাতিহি হিসেবে গণ্য হবে। অপরপক্ষে যারা ইবনু হিব্বানের একক তাওসীক মেনে নেবেন না, কিন্তু হাসান লি গাইরিহির কায়িদাহতে বিশ্বাস করেন ও আ'মাশের আনআনাতে অস্বস্তিবোধ করেন না তাঁরা রিওয়ায়াতটিকে হাসান লি গাইরিহী হিসেবে মনে করতে পারেন।

কিন্তু আমরা বলি, সকল তাওফীক আল্লাহ্‌র, গুতাইফ ইবনু হিব্বানের শায়খ ছিলেন ও এক্ষেত্রে তাঁর তাওসীক আল মুআল্লিমীর পূর্বে বর্ণিত কায়িদাহর কারণে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এই হাদীসটি আমাদের কাছে হাসান লি যাতিহী ইনশা আল্লাহ।

২৭ সফর ১৪৪২ হিজরীতে আমি এ তাহকীকের কাজটি সম্পন্ন করলাম। আল-হামদু লিল্লাহ।

আবূ হাযম মুহাম্মাদ সাকিব চৌধুরী, পূর্ব-লন্ডন, যুক্তরাজ্য।

সার সংক্ষেপ

বক্ষমান গ্রন্থটি যুগশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব বিন সুলায়মান আত্‌তামীমী [রহি.]-এর অসাধারণ কীর্তির একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। মাত্র তিনটি মূলনীতির উপর সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ এ গ্রন্থটি যুগ যুগ ধরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সঠিক আকীদাহর আলোকবর্তিকা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এ তিনটি মূলনীতি মূলতঃ কবরে দু'জন বিশিষ্ট ফেরেশতাকর্তৃক জিজ্ঞাসিতব্য সেই তিনটি প্রশ্ন বৈ কিছু নয়। তিনটিমাত্র প্রশ্নের জবাবের ভিত্তিতে এ অসাধারণ গ্রন্থটিকে পরবর্তিকালের মনীষীগণ পাঠককূলের বুঝার সুবিধার্থে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তন্মধ্যে শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন [রহি.]-এর এ ভাষ্যগ্রন্থটি যুগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিরায়ত গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছে। এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ইতোপূর্বে বহুমাতৃক ভাষায় অনূদিত হওয়া সত্ত্বেও অনারব পাঠককূলের হাতে এর নির্ভুল ও তাহকীক সমৃদ্ধ সংস্করণটির ঘাটতি ছিল। এ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর নব্য ভগ্নি প্রতিষ্ঠান আলোকধারা থেকে পূর্বের সকল অনুবাদ বিশ্লেষণপূর্বক নির্ভুলভাবে এটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে এটিকে পাঠকবর্গের করকমলে তুলে ধরা হলো। আল হামদু লিল্লাহ। অনুবাদসহ সার্বিক মান বিশ্লেষণের ভার সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের হাতেই ন্যস্ত করা হলো।